কোড টু জিরো

...শুরু হয়েছে কাউন্টডাউন

কেন ফলেট

অনুবাদ
মানিক চন্দ্র দাস

তিন দিন! মাত্র তিন দিনেই বদলে যাবে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র ...

রেলওয়ে স্টেশনের টয়লেটে এক মাতাল আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠল। সে খুব অবাক হলো, তার স্মৃতি বলতে কিছু নেই। কাপড়-চোপড় দেখে সে ধরে নিল, সে একজন ভয়ংকর মদ্যপ মানুষ, স্টেশন থেকে বেরিয়েই খবরের কাগজে তার চোখ পড়ল, তাতে স্যাটেলাইট লঞ্চিং নিয়ে লেখা একটা খবর।

খবরটা পড়ার পরই তার মনে হলো যা সে ভাবছে, তা ঠিক না, ভেতরে আরও রহস্য আছে।

এই ঘটনা ১৯৫৮ সালের। আমেরিকা তার প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য মরিয়া। এই সময় মাতাল, মদ্যপ ল্যুক লুকাস নিজেকে স্মৃতিহীন অবস্থায় আবিষ্কার করে। শুরু হয় তার স্মৃতি উদ্ধার অভিযান। এক সময় দেখা গেল তার স্মৃতির সাথে স্যাটেলাইটের গভীর যোগাযোগ আছে।

আসতে থাকে একের পর এক বিপদ, গুলি; আবিষ্কার হয় যুদ্ধ, প্রতারণা, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার এক ভুলসর্বস্ব মানবজীবনের কাহিনি।

'আপনার কি ঘড়ি ধরে বই পড়ার অভ্যাস? এই বই ঘড়ি ধরে পড়তে পারবেন না। হাতে নিলে রাখা যায় না তো, তাই।'

- সানডে টেলিগ্রাফ

কেন ফলেট টেক্স ইন্সপেক্টর বাবার মার্টিন ফলেটের প্রথম সন্তান । জন্মগ্রহণ করেন ৫জুন ১৯৪৯ সালে, জন্মস্থান কার্ডিফ, ওয়েলস। ছোটবেলা থেকেই টেলিভিশন শো ও ছায়াছবির পোকা ছিলেন ফলেট। ১৯৭০ সালে দর্শনবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন থেকে। সাংবাদিকতার উপর তিন মাসের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে সাংবাদিকতা পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করেন কিন্তু আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন খুব শিগ্রই।

লেখালেখি শুরু করেন নিজের শখ মেটাবার জন্য। পরবর্তীতে হয়ে যান নিউইর্য়ক টাইমস-এর বেস্ট সেলার লেখক। তার প্রথম উপন্যাস 'দ্যা নিডেল' প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। এরপর লিখে গেছেন একে একে পাঁচটি বেস্ট সেলার বই।

তার প্রকাশিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা উনত্রিশটি। ২০১২ সালে প্রকাশিত 'কোড টু জিরো' গ্রন্থটি তাকে নিয়ে যায় অন্য এক উচ্চতায়। পৃথিবীব্যাপী বিক্রি হয় মিলিয়ন কপি।

ব্রিটেন লেবার পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক ফলে তার সাহিত্য চর্চার জন্য বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করার পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যায় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রিও লাভ করেন। তিনি 'রয়েল সোসাইটি অব আর্টস'-এর ফেলো মেম্বার।

ব্যাক্তিগত জীবনে সফল এই ঔপন্যাসিক বর্তমানে বাস করেন লন্ডনে।

কুইন এলিজাবেথ '১' এর সময়কার ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত তার পরবর্তী বই প্রকাশিত হবে ২০১৭ সালে, যা 'কিংব্রিজ সিরিজ'-এর তৃতীয় সংস্করণ।

মানিক চন্দ্র দাস জন্ম কুমিল্লায়। বেড়ে ওঠা ঢাকায়। স্কুল শেরে বাংলানগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ সরকারি বিজ্ঞান কলেজ। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস। প্রিয় লেখক দেশের ভেতরে আহসান হাবীব এবং দেশের বাইরে অনেকেই। অবসর কাটে ছবি এঁকে, বই পড়ে আর ঘোরাঘুরি করে।

কোড টু জিরো

...শুরু হয়েছে কাউন্টডাউন

কেন ফলেট

অনুবাদ : মানিক চন্দ্র দাস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অন্বেষা

অন্বেষা প্রকাশন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কোড টু জিরো
মূল : কেন ফলেট
অনুবাদ : মানিক চন্দ্র দাস

স্বত্ব © অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ
একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬

অন্বেষা ৪৯৬

অন্বেষা

প্রকাশক
মো. শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান
মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে

অক্ষর বিন্যাস
মো. নাছির উদ্দিন

মুদ্রণ
পানিণি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

আমেরিকা পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৪৬০.০০ টাকা মাত্র

Code to Zero by Ken Follett
Translated by Manik Chandra Das
First Published February Book Fair 2016
Md. Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

e-mail annesha2005@yahoo.com

Price : Tk. 460.00 only **US $ 24.00**
ISBN 978 984 91787 0 5 Code 496

উৎসর্গ

অধ্যাপক মুহসীন খলিল স্যারকে,
স্যার যখন পড়াতেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ক্লাস করেছি।
ক্লাসের বাইরে যখন স্যারের সাথে দেখা হতো,
আত্মা তখন খাঁচাছাড়া হয়ে যেত।
যখন ক্রমাগত রেজাল্ট খারাপ হওয়া শুরু হলো
তখন স্যার হয়ে গেলেন স্নেহশীল পিতা।

পিতৃসম সেই মানুষের প্রতি রইল অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

ভূমিকা

ছোটবেলায়, প্রাইমারি পড়ার সময়ে ক্লাসে সবসময় কিছু মহাফাজিল এবং ফচকে ধরনের বন্ধু পাওয়া যায়। যাদের কাজ পৃথিবীর যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়ে অগাধ জ্ঞান রাখা এবং মাঝেমধ্যে ক্লাসের নির্বোধ ছেলেদের অগাধ জ্ঞানের কিছুটা দিয়ে দেওয়া। এ জাতীয় ছেলেরা মোটিভেটর হিসেবে অসাধারণ এবং সবসময় এদের ভক্তদের তালিকাটা লম্বা হয়। এরা যা বলে তা-ই করতে নির্বোধ ছেলেরা একপায়ে খাড়া থাকে।

বাংলাদেশের প্রকাশনা জগৎকে যদি ক্লাস ধরি তাতে রুমি ভাই হচ্ছেন সেই জ্ঞানী ছেলেদের মতো মানুষ। যার মোটিভেশন ক্ষমতা অনন্য। তিনি মাঝেমধ্যেই বলেন এই যে ঢেঁকি। গিলে ফেলা হোক। খেতে মজা। আমাদের মতো নির্বোধরা সেই ঢেঁকি মুগ্ধতা নিয়ে গিলে ফেলি। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ নিশ্চয়ই ফাজলামি করবেন না। এ রকম একটা বিশ্বাস থাকে। ঢেঁকি গেলার পর টের পাই, তার স্বাদ গন্ধ পাই। বুঝতে পারি বিশ্বাস করা ভুল হয়েছে। ঢেঁকি তো ঢেঁকিই। তার আবার মজা কী?

'কোড টু জিরো' হচ্ছে ছোটখাটো একটা ঢেঁকি। রুমি ভাই বইটা ব্যাগে ভরে দিয়ে বলেছিলেন, ভালো লাগলে, বাংলা করে ফেললে খারাপ হয় না। তার কথা ফেলা শক্ত। ভাব বাচ্যে কথা বলেন তো, তাই সরাসরি না করা যায় না। হ্যাঁ বলে ঢেঁকি গিললাম এবং যথাসময়ে উগড়ে দিলাম, মাঝের বদহজমের সময়টা ভালো কেটেছে। পাঠকের ভালো লাগলে আরও ভালো লাগবে।

ডাঃ মানিক চন্দ্র দাস

মিরপুর

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

২৯ জানুয়ারি, ১৯৫৮। এই দিনে আমেরিকার প্রথম স্পেস স্যাটেলাইট, এক্সপ্লোরার-ওয়ান উৎক্ষেপণের কথা ছিল। সন্ধ্যার দিকে উৎক্ষেপণ কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয় এক দিনের জন্য। পরদিন একই সময়ে উৎক্ষেপণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে, সরকার থেকে তাই জানানো হয়। স্থগিত ঘোষণার কারণ হিসেবে বলা হয় আবহাওয়ার কথা। আবহাওয়া নাকি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ উপযোগী না। এই কথা শুনে কেইপ ক্যানাভেরালে এর দর্শকরা অবাক হয়ে গেলেন। কই, আবহাওয়া তো ঠিকই আছে। আর্মি থেকে বলা হলো— হাই অলটিচ্যুডে বাতাসের গতি মারাত্মক বেশি, জেট স্ট্রিমের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

পরদিন রাতেও একই ঘটনা। আবারও উৎক্ষেপণ কার্যক্রম স্থগিত। কারণ একই।

শেষ পর্যন্ত স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয় একত্রিশে জানুয়ারি শুক্রবার, এবার আবহাওয়ায় নাকি সমস্যা নেই। যদিও আকাশ মেঘলা ছিল।

সিআইএ-এর জন্ম ১৯৪৭ সালে। তখন থেকেই একটি মেজর প্রোগ্রামে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। মেজর প্রোগ্রামটি এখনও বন্ধ হয়নি, চলছে। চলছে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলারের স্রোত। প্রোগ্রামটি হচ্ছে একটি ড্রাগ কিংবা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা। যে ড্রাগ দিয়ে কিংবা প্রক্রিয়ায় একজন মানুষকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, ইচ্ছেমতো কথা বলানো যাবে, আচরণ করানো যাবে, গোপন তথ্য বের করে নেওয়া যাবে, আবার কমান্ড দিয়ে সব ভুলিয়ে দেওয়া যাবে। মানুষের ইচ্ছে আসলেই খুব বিচিত্র জিনিস।

দ্য সিআইএ অ্যান্ড মাইন্ড কন্ট্রোল
— জন মার্কস

প্রথম পর্ব

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভোর ৫টা

কেপ ক্যানাভেরাল। এ জায়গার ছাব্বিশ নম্বর কমপ্লেক্সের লঞ্চ প্যাডে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে জুপিটার সি মিসাইল। গোপনীয়তার স্বার্থে বিশাল ক্যানভাস দিয়ে পুরো মিসাইলটিকে ঢেকে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকে শুধু মিসাইলের লেজটুকু দেখা যাচ্ছে। লেজটুকু সামরিক বাহিনীর রেডস্টোন রকেটের মতো লাগছে। লেজটুকু বাদে ক্যানভাসের নিচের বাকি অংশটুকু আলাদা, একেবারে আলাদা জিনিস... ।

এক ধরনের ভয় নিয়ে ঘুম ভাঙল।

ঠিক ভয় না, আতঙ্ক; হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, শরীর শক্ত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্ন দেখা শেষ হয়েছে। দুঃস্বপ্ন তো ঘুম ভাঙলেই শেষ হয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঘুম ভাঙার পরও দুঃস্বপ্ন শেষ হয়নি, রেশটা রয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কোথাও একটা বিশাল ঝামেলা হয়েছে, ঝামেলাটা ধরা যাচ্ছে না।

এই জাতীয় বিচিত্র অনুভূতি যার হচ্ছে তিনি আস্তে করে চোখ খুললেন। বেশ খানিকটা দূরে বাতি জ্বলছে, তেমন আলো হচ্ছে না, হালকা ধরনের একটা আলো চারপাশে। সেই আলোতে সবকিছু আবছা বোঝা যাচ্ছে। আশেপাশে কোথাও পানি বয়ে যাচ্ছে। সেই শব্দও শোনা যাচ্ছে। তারপরও কেমন যেন চুপচাপ চারপাশ। কারণটা কী?

ভদ্রলোকের খুব অস্থির অস্থির লাগছে। তিনি নিজেকে শান্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। কয়েকবার ঢোঁক গিললেন, নিয়মিত শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলেন। সোজাসাপটা চিন্তা করার চেষ্টা করছেন তিনি। পারছেন না। শক্ত মেঝের উপর শুয়ে আছেন ভদ্রলোক। ঠান্ডা লাগছে। শরীরে অদ্ভুত ভোঁতা ধরনের ব্যথাও আছে, সাথে হ্যাংওভার। মাথায় চিনচিনে ব্যথা আছে, মুখ শুকিয়ে কাঠ, বমি বমি ভাব।

ভদ্রলোক উঠে বসলেন। ভয়টা যাচ্ছে না, শরীর কাঁপছে ভয়ে, ড্যাম্প ধরা মেঝে থেকে ডিসইনফেকটেনটের তীব্র গন্ধ আসছে। সামনেই এক সারি ওয়াশ বেসিন দেখা যাচ্ছে।

জায়গাটা সম্ভবত পাবলিক টয়লেট।

বিচিত্র একটা অনুভূতি হচ্ছে ভদ্রলোকের। টয়লেটের মেঝেতে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। ঘটনাটা কী? এত জায়গা থাকতে টয়লেটের মেঝে কেন? বোঝার চেষ্টা করছেন ভদ্রলোক, জামাকাপড় পরাই আছে। টপকোট, সাথে হেভি বুটস। কেন যেন এইসব জামাকাপড় ঠিক নিজের মনে হচ্ছে না, ভয়টা কমে আসছে। তার জায়গায় ভর করছে আতঙ্ক, মাথার ভেতর কেউ একজন চিৎকার করে বলছে, একটা কিছু হয়েছে, খুব খারাপ ধরনের কিছু।

আলো দরকার, একটু আলো, সতেজ।

ভদ্রলোক পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়ালেন, আলো এত কম কেন? এক হাত দেয়ালে ছুঁয়ে আরেক হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হাঁটা ধরলেন, অন্ধের মতো হাঁটছেন, সামনে কিছু থাকলে দেখা যাচ্ছে না তাই হাত আগে বাড়ানো। কাঁকড়ার মতো করে হাঁটছেন, কাঁকড়া যেমন হাত দিয়ে পরিবেশ বোঝার চেষ্টা করে সেই চেষ্টাটা তিনিও করে যাচ্ছেন। হাতের নিচে ঠান্ডা কাচের মতো একটা কিছু মনে হচ্ছে। বোধহয় আয়না। তারপর একটা টয়লেট রোলার। এরপর একটা মেটাল বক্স, সম্ভবত স্লট মেশিন। শেষ পর্যন্ত দেয়ালে সুইচ পাওয়া গেল, সুইচ অন করলেন ভদ্রলোক।

আলোয় চারপাশ ভেসে গেল, ওয়ালে সাদা টাইলস শক্ত কনক্রিটের মেঝে, সামনে একসারি টয়লেট, প্রত্যেকটার দরজা খোলা। এক কোনায় একগাদা পুরনো কাপড় দেখা যাচ্ছে। এ জায়গায় এলাম কী করে? নিজেকেই প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। ঘটনা বোঝার চেষ্টা করছেন। চারপাশে মনোযোগ দিয়ে চোখ বুলাচ্ছেন। গত রাতের ঘটনা মনে করার চেষ্টা করছেন। কিছুই মনে পড়ছে না।

কোথা থেকে যেন আবার তীব্র ভয় লাগা শুরু হলো ভদ্রলোকের। কিছুই মনে পড়ছে না, কিছু না, মাথা একদম ফাঁকা।

গলা দিয়ে চিৎকার বের হওয়ার চেষ্টা করছে, দাঁতে দাঁত চেপে সেই চিৎকার আটকানোর চেষ্টা করছেন ভদ্রলোক। গতকাল পরশু... কিছুই মনে নেই তার। এমনকি নিজের নামটাও জানা নেই।

বেসিনের দিকে হেঁটে গেলেন। তিনি, এলোমেলো পায়ে হাঁটছেন, আয়নার সামনে দাঁড়ালেন, আয়নায় একজন বিধ্বস্ত মানুষের ছায়া পড়েছে। পরনে ময়লা জামাকাপড়। উষ্কখুষ্ক চুল, ময়লা পড়া চেহারা, চোখের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত, আয়নার মানুষটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক। তারপর পেছনে তাকালেন, কেউ নেই তো পেছনে! বুকের ভেতর থেকে কান্না

BanglaBook.org

উঠে আসছে। আবারও সামনে আয়নায় তাকালেন তিনি। চেহারা ভেঙেচুরে কান্না আসছে। আয়নার চেহারাও ভেঙেচুরে যাচ্ছে কান্নায়, বিচিত্র বিস্ময় নিয়ে ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন আয়নায় তার নিজেরই প্রতিফলন।

আতঙ্কের স্রোতটা আটকাতে পারলেন না তিনি। গলায় একরাশ ভীতি নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, আমি কে?

* * *

কোনার দিকে পুরনো কাপড়ের পোঁটলা নড়ে উঠল। পোঁটলার ভেতর থেকে একটা মানুষের মুখ বেরিয়ে এলো। মুখ থেকে কথাবার্তা ও বেরুলো।

'তুমি একজন ভিক্ষুক, ল্যুক, শুয়ে পড়ো।'

তার মানে ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ল্যুক। নিজের নামটা জানতে পেরে ল্যুকের একটু ভালো লাগছে, কিন্তু শুধু নামে তো কিছু হয় না। তবে নাম বাদে বাকিটুকু জানার একটা উৎস পাওয়া গেছে। কাপড়ের পোঁটলার দিকে তাকাল ল্যুক। আসলে কাপড়ের পোঁটলা না, একটা মানুষ কুঁকড়ে মুঁকড়ে শুয়ে আছে। কাপড়-চোপড়ের জন্য লোকটাকেই পোঁটলা মনে হচ্ছে। লোকটার গায়ে ছেঁড়া ট্যুইড কোট। প্যান্টের বেল্টের জায়গায় দড়ি পেঁচিয়ে গিঁট মারা, চেহারায় মনে হচ্ছে লোকটার বয়স কম। কিন্তু চেহারায় একটা ধূর্ততার ছাপ আছে। লোকটা উঠে বসে চোখ ডলছে। বিড়বিড় করে বলল, 'মাথা ব্যথা করছে।'

ল্যুক বলল, 'আপনি কে?'

'শালা বাঞ্চত, আমি পিট। মনে নাই তোমার?'

'মনে পড়ছে না– ঢোক গেলার চেষ্টা করছে ল্যুক। আতঙ্কটা চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'অবাক হই নাই গত রাতে পুরা এক বোতল গিলছো, মিয়া। ভাগ্য ভালো, চিন্তা-ভাবনাটা তোমার নষ্ট হয় নাই।' বোতলের কথা আসতেই লোভীর মতো ঠোঁট চাটলো পিট। 'আমি জীবনে কাউরে আস্ত এক বোতল বার্বন গিলতে দেখি নাই।'

হ্যাংওভারের কারণটা বোঝা যাচ্ছে। 'কিন্তু এক বোতল বার্বন গেলার কারণটা কী?'

পিট খুব জোর গলায় হেসে উঠল। 'এই রকম বেকুবের মতো প্রশ্ন আমি জীবনে শুনি নাই। মাতাল হওয়ার জন্য খাইছো, আবার কী?'

থমকে গেল ল্যুক। তাহলে তার পরিচয় সে একজন ভিক্ষুক। রাতে মাতাল হয়ে ঘুমায় টয়লেটের মেঝেতে। তীব্র পিপাসা পেল ল্যুকের। ওয়াশ

BanglaBook.org

বেসিনে উঁচু হয়ে কল থেকে পানি খেয়ে নিল। পানি খাওয়ার পর একটু ভালো লাগছে, মুখ মুছে আবার জোর করে তাকাল আয়নার দিকে।

চেহারা অনেক শান্ত মনে হচ্ছে, উন্মাদের দৃষ্টিটা নেই। তার বদলে এক ধরনের অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে চেহারায়, আয়নার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তার বয়স ত্রিশের উপরে। মাথায় ঘন কালো চুল, চোখ জোড়া নীল। মুখে কোনো দাড়ি-গোঁফ নেই। তবে না কামানো দাড়ির অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে পুরো মুখে।

পিটের দিকে ঘুরল ল্যুক।

'ল্যুকের পর কী? তোমার পুরো নাম কী?'

'ল্যুকের পর হবে একটা কিছু। আমার জানা নাই।' জানবো কেমনে বলো? 'এখানে এলাম কীভাবে? এখানে আছি কতক্ষণ? ঘটনাটা কী? কী হইছিল?

উঠে দাঁড়াল পিট, 'কিছু খাওয়া দরকার।'

খাওয়ার কথায় নিজের ক্ষুধাটা টের পেল ল্যুক। কিন্তু খাবার কেনার মতো টাকা কি পকেটে আছে? জামাকাপড়ের প্রতিটি পকেট হাতড়ে খুঁজল ল্যুক। টাকার কোনো নাম গন্ধ নেই। সব ফাঁকা, টাকা নেই, ওয়ালেট নেই, এমনকি রুমালও নেই। কোনো ক্লু নেই, 'আমার কাছে টাকা পয়সা নাই, পিট।'

'মজা লও নাকি? চলো হাঁটা দিই।' দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো পিট, পেছনে ল্যুক।

দিনের আলোতে আসামাত্র আরেক দফা ধাক্কা খেল ল্যুক। তার কাছে মনে হচ্ছে একটা বিশাল গির্জার ভেতর দাঁড়িয়ে তারা। জনমানুষের চিহ্ন নেই, অসম্ভব ধরনের নিস্তব্ধতা চারপাশে। সামনে মেহগনি কাঠের সারি সারি বেঞ্চ, নিচের মেঝে মার্বেল পাথরের। বিশাল রুমের চারপাশে পিলার, প্রতিটি পিলারের পাশে প্রাচীন যোদ্ধাদের বর্ম রাখা। উপরের সিলিং-এ চমৎকার কাচের কারুকাজ। বিচিত্র একটা ভাবনা উঁকি দিল ল্যুকের মাথায়। তাকে কি কোনো ধর্মীয় কারণে উৎসর্গ করা হয়েছে? পশু বলি দেওয়ার মতো করে? তাতেই কি যাবতীয় সমস্ত স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে?

BanglaBook.org

''এই জায়গাটা কোথায়?'

'ইউনিয়ন স্টেশন, ওয়াশিংটন ডিসি।' উত্তর দিল পিট।

স্বস্তি পেল ল্যুক। চারপাশে আরও মনোযোগ নিয়ে তাকাল। নিচে খাওয়া চুয়িংগাম পড়ে আছে দেখা যাচ্ছে, খালি দুমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট। নিজেকে প্রথমে বোকা মনে হলো ল্যুকের। ট্রেন স্টেশনকে গির্জা ভাবার কারণ কী?

খুব ভোরবেলায় স্টেশনে যাত্রী থাকার কথা নয়। তাই চারপাশে লোকজন নেই, জায়গাটা গির্জা না। বেঞ্চে যাত্রীরা বসে অপেক্ষা করে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না। খুব ভয় পাওয়ার কারণে হয়তো সবকিছু অন্যরকম লাগছে, নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ল্যুক।

পিট একজিট লেখা দরজার দিকে এগিয়ে গেল, পেছনে ল্যুক।

পেছন থেকে খুব রাগী গলায় একজন ডেকে উঠল, এই! এই! এই যে!

পিট বলল, 'ওহ্ খোদা!' বলেই দ্রুত হাঁটা শুরু করল সে।

শক্ত সমর্থ রেলরোড ইউনিফর্ম পরা একজন তাদের দৌড়ে ধরে ফেলল, 'দুই মহোদয় এই সাতসকালে কোত্থেকে বেরুলেন?' গলায় পরিষ্কার শ্লেষ।

'চইলা যাইতেছি ভাই, চইলা যাইতেছি।' উত্তর দিল পিট।

সাতসকালে রেলের একজন কর্মচারীর ধাওয়ার বিষয়টা পছন্দ হলো না ল্যুকের, কোথায় যেন বাধল তার।

কর্মচারী তো এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। 'আপনারা এইখানে ঘুমাইছেন, ঠিক না? জানেন না এইখানে ঘুমানোর নিয়ম নাই?'

স্কুল টিচারের মতো বকবকানি ভালো লাগছে না ল্যুকের, কিন্তু এই কথাগুলো তাদের প্রাপ্য।

'এইটা কোনো ধর্মশালা না, বুঝছেন? এক্ষণ বাইর হন।' ল্যুকের পিঠে একটা ধাক্কাও দিল কর্মচারী।

হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াল ল্যুক। কর্মচারীর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 'গায়ে হাত দেবেন না।' নিজের ঠান্ডা শীতল গলায় নিজেই অবাক হলো ল্যুক। ওদিকে কর্মচারী বেচারাও ভড়কে গেছে। ভিক্ষুকের মতো দেখতে কেউ কোনোদিন উল্টো ফুঁসে ওঠেনি। 'আমরা চলে যাচ্ছি, আর কিছু বলার কিংবা করার দরকার নেই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

নিজের গলায় শুদ্ধ কথা শুনে ল্যুক নিজেই অবাক।

এক ধাপ পিছিয়ে গেল কর্মচারী।

পিট ল্যুকের হাত ধরে টানছে, 'আরে বাদ দেও তো, চলো, চইলা যাই।'

শেষমেশ একটু লজ্জা লাগছে ল্যুকের। এ রকম না করলেও চলত। বেচারা তার ডিউটি করছিল। দোষ তো তার না, নোংরা ভিক্ষুকদের স্টেশন থেকে বের করে দেওয়ার অধিকার তার আছে।

স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো দুজন। রাতের আঁধার পুরোপুরি কাটেনি। স্টেশনের সামনের ট্রাফিক সার্কেলের চারপাশে গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে। লোকজন নেই রাস্তায়, নির্জন। বাতাস অসম্ভব ঠান্ডা। ঠান্ডায় ময়লা

BanglaBook.org

কাপড়-চোপড়ই শক্ত করে শরীরে জড়িয়ে নিল ল্যাক। শীতকাল চলছে। ওয়াশিংটনের কুয়াশাচ্ছন্ন এক দিন শুরু হয়েছে। কী মাস চলছে? জানুয়ারি, না ফেব্রুয়ারি? কোন সাল এখন? শীত আর স্মৃতি হারানোর ভয় বারবার কাঁপিয়ে দিচ্ছে ল্যাককে।

বামে ঘুরে গেল পিট, গন্তব্যটা যেন তার জানাই আছে। ল্যাক এখনও পিটের পেছন পেছন। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

এইচ স্ট্রিটে একটা গসপেল শপ আছে। ওইখানে মাগনা নাস্তা পাওয়া যায়, তবে তার আগে ঈশ্বরের জন্য দুই তিনটা গানটান গাইতে হইতে পারে।

'যে ক্ষুধা লাগছে, আস্ত বাইবেলও গাইতে বললে গাইয়া ফেলবো।'

পিট বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে হাঁটছে। চেনা রাস্তা। রাস্তার পাশের বাড়িঘর দেখে ল্যাকের মনে হচ্ছে একটা বস্তি এলাকা। শহর এখনও জাগেনি। সব ঘুমিয়ে আছে। প্রতিটা বাড়ি অন্ধকার। দোকানপাটের ঝাঁপ নামানো। সংবাদপত্রের দোকান খোলেনি এখনও। এক বাড়ির বেড রুমের জানালা ভাঙা দেখা যাচ্ছে। ময়লা একটা পর্দা ঝুলছে। তীব্র শীতের দিনে জানালা ঠিক করার সামর্থ্য যার নেই সে অবশ্যই দরিদ্র একজন মানুষ। আশেপাশের এলাকা দেখে ল্যাকের মনে হচ্ছে সে নিজে এই এলাকার মানুষ না। চারপাশের প্রতিটি জিনিস অপরিচিত লাগছে তার কাছে। প্রতিটি জিনিস।

হঠাৎ করে ল্যাকের মনে প্রশ্ন উদয় হলো। কতক্ষণ মাতাল ছিলাম আমি? মাতাল হওয়া কি আমার পছন্দের কাজ? কোনো পরিবার কি আছে আমার? স্ত্রী, পুত্র, কন্যা? পিটের সাথে কোথায় দেখা হয়েছে? মদটা কেনা হলো কোত্থেকে? খাওয়া হলো কোথায়? এ জাতীয় প্রশ্ন অবশ্য পিটের মনে নেই। সে নির্ভার মনে হাঁটছে, একটা কথাও বলছে না। কিছু বলছে না কেন পিট? অস্থির লাগছে ল্যাকের। নিজের অস্থিরতা চেপে রাখার চেষ্টা করছে সে। হয়তো পেটে কিছু পড়লে কথা বলবে পিট।

সিনেমা হল আর একটা সিগার দোকানের মাঝামাঝি ছোট্ট একটা চার্চের ভেতর সোজা ঢুকে গেল পিট, সাথে ল্যাক। ঢুকেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বেইসমেন্টে। নিচু সিলিং-এর লম্বা একটা রুমে নিজকে আবিষ্কার করল ল্যাক। রুমের শেষ মাথায় একটা পিয়ানো দেখা যাচ্ছে। কিচেনের একটা অংশও দেখা যাচ্ছে। পিয়ানো আর কিচেনের মাঝামাঝি জায়গায় কয়েকটা টেবিল-বেঞ্চ। তিনটা টেবিলে তিনজন ভিক্ষুক বসে আছে। বিচিত্র এক ধরনের ফাঁকা চোখে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। কিচেনে মোটাসোটা একজন মহিলা বড়সড় একটা কড়াই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। বোঝা যায় কিছু একটা

BanglaBook.org

রান্না হচ্ছে। মহিলার পাশেই একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে মস্ত কফি পট। মুখের দাড়ি তার চেহারায় সন্ন্যাসীর আবহ ফুটিয়ে তুলেছে। লোকটা ওখান থেকেই হাসতে হাসতে বললেন, 'আসুন, আসুন, গরমের ভেতর বসুন। বাইরে যা ঠান্ডা পড়েছে!'

ল্যুক পুতি পুতি চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। এই আচরণ আসল না মেকি তা ধরার চেষ্টা করছে সে।

বাইরের তুলনায় ভেতরে যথেষ্ট গরম। ল্যুক ময়লা ট্রেঞ্চ কোট খুলে ফেলল। পিট, বলল, 'মরনিং, পাদ্রি লোনগ্যান।'

পাদ্রি খুব বিনয়ী গলায় বলল, 'আপনাদের কি আমি আগে কখনো দেখেছি? আপনাদের নাম মনে করতে পারছি না।'

'আমি পিট। আর ও হচ্ছে ল্যুক।'

'আপনারা একটু আগেই চলে এসেছেন, কিন্তু তাতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তাজা কফি আছে আপনাদের জন্য।'

এখন আর পাদ্রির আচরণ মেকি মনে হচ্ছে না ল্যুকের। এই সাতসকালে চেনা নেই জানা নেই এমন সব ভিক্ষুকের এত খুশি মনে খাওয়ায় কী করে লোকটা? অবাক লাগছে ল্যুকের।

মোটা মোটা দুই মগে পাদ্রি কফি ঢেলে দিলেন, 'দুধ চিনি কী রকম খান আপনারা?'

ল্যুকের মনে পড়ছে না কফিতে দুধ চিনি নেয় কিনা। চিন্তা করার জন্য বেশি সময় নিল না ল্যুক। 'দিয়ে দিন ইচ্ছে মতো।' কফি একচুমুক খেয়েই গা গুলিয়ে উঠল ল্যুকের। তার মানে কফিতে দুধ চিনি তার পছন্দ না, কালো কফিটাই পছন্দ। তারপরেই ক্ষুধা কমানোর জন্য পুরো মগ দ্রুত খালি করে ফেলল ল্যুক।

পাদ্রি বললেন, 'আমরা এখন কয়েক মিনিট প্রার্থনা করব। এর মধ্যেই মিসেস লোনগ্যানের বিখ্যাত ওটমিল রান্না শেষ হয়ে যাবে। এই ভদ্রমহিলার ওটমিল রান্না এখন প্রায় নিখুঁত পর্যায়ে উঠে এসেছে।'

ল্যুকের পাদ্রি সম্পর্কিত প্রাথমিক চিন্তাভাবনার জন্য লজ্জা লাগছে। এই পাদ্রি মানুষটা এমনিতেই মানুষকে সাহায্য করতে পছন্দ করে।

ল্যুক আর পিট একটা টেবিলে বসে পড়ল। সাথির দিকে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করছে ল্যুক। এখনও পর্যন্ত পিটের ময়লা পোশাক আর ময়লা চেহারাই দেখা হয়েছে, খুঁটিয়ে কিছু দেখা হয়নি। এখন খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছে ল্যুক। পিটের চেহারায় লম্বা সময় ধরে মাতাল হয়ে থাকার কোনো লক্ষণ নেই। মুখের

BanglaBook.org

বা গলার কোনো শিরা লাফাচ্ছে না। চামড়াও শুকনো না, কাটা-ছেঁড়ার কোনো চিহ্ন নেই। লোকটার বয়সও কম বলেই মনে হচ্ছে। পঁচিশের মতো হবে। বয়স কম হলেও তার শরীর মজবুত মনে হচ্ছে না ল্যুকের। মুখ আর গলা মিলিয়ে একটা জন্মদাগ আছে। গাঢ় লাল দাগ, ডান কান থেকে চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। দাঁত উঁচু নিচু আর হলুদ। নাকের নিচে পুরুষ্টু একটা গোঁফ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় একসময় পিট তার বিশ্রী দাঁত ঢেকে রাখার একটা চেষ্টা করেছিল। পিটের চেহারার কোথাও তীব্র অসন্তোষের একটা ছাপ আছে, যেন পুরো পৃথিবীর উপর সে মহা ত্যক্তবিরক্ত, যাবতীয় সব ব্যাপারেই ক্ষোভ। এ জাতীয় লোকেরা আশেপাশের সবকিছুর উপর বিরক্ত থাকে। এরা বিপজ্জনক মানুষ, ভিতু কিন্তু ঝামেলা পাকানোতে ওস্তাদ।

'কী দেখতাছো?' প্রশ্ন করে পিট।

শ্রাগ করল ল্যুক, উত্তর দিল না। টেবিলের উপর একটা খবরের কাগজ খোলা পড়ে আছে। খোলা অংশে একটা ক্রসওয়ার্ড পাজল আর একটা পেন্সিল পড়ে আছে। ক্রসওয়ার্ডের দিকে অলস ভাবে একবার তাকিয়ে পেন্সিল তুলে নিল ল্যুক। জায়গামতো উত্তর বসানো শুরু করল।

রুমে আরও কয়েকজন ভিক্ষুক এসে ঢুকল। মিসেস লোনগ্যান একগাদা বাটি আর চামচ এনে রাখলেন। ক্রসওয়ার্ডের প্রায় সবকটা ঘর ভরে ফেলেছে ল্যুক। একটা অংশ বাকি আছে। সে অংশের সূত্র হচ্ছে, ডেনমার্কের একটা ছোট্ট জায়গা। জায়গার নাম ছয় অক্ষরের। সূত্রের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে ল্যুক। ঘাড়ের উপর দিয়ে এসে উঁকি দিলেন পাদ্রি। একটু অবাকই হলেন পাদ্রি ভদ্রলোক। ক্রসওয়ার্ডের একটাই ঘর খালি পড়ে আছে, অদ্ভুত তো! সূত্রের দিকে তাকিয়ে পাদ্রি তার স্ত্রীকে বললেন,

"Oh, What a noble mind is here O'edthrown"

ল্যুক সাথে সাথে শেষ সূত্রটির সমাধান পেয়ে গেল। হ্যামলেট HAMLET লিখে ফেলল ক্রসওয়ার্ডে। তারপর চিন্তায় পড়ে গেল ল্যুক, এত কিছু কীভাবে জানলাম?

খবরের কাগজ উল্টে প্রথম পাতায় চোখ রাখল ল্যুক। উনত্রিশে জানুয়ারি, ১৯৫৮, বুধবার। কাগজের হেডলাইনে চোখ আটকে গেল। 'আমেরিকার উপগ্রহ মাটিতেই রয়ে গেল।' ভেতরের খবরটুকু পড়ে ফেলল ল্যুক।

'কেইপ ক্যানাভেরাল, মঙ্গলবার আমেরিকান নেভি আজ তাদের উপগ্রহ ভ্যানগার্ড উৎক্ষেপণের নির্ধারিত কার্যক্রম দ্বিতীয় বারের মতো কিছু কারিগরি ত্রুটির কারণে স্থগিত ঘোষণা করেছে।

BanglaBook.org

উল্লেখ্য, মাস দুয়েক আগে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ভ্যানগার্ড ওয়ান উৎক্ষেপণের কিছুক্ষণ পরেই আকাশে বিস্ফোরিত হয়।

সোভিয়েত উপগ্রহ স্পুটনিকের পাশাপাশি আমেরিকারও একটি উপগ্রহ মহাকাশে থাকবে। আমেরিকাবাসীর দীর্ঘদিনের এই আশা ও স্বপ্ন এখন আমেরিকান সামরিক বাহিনীর জুপিটার মিসাইলের হাতে।'

খবর পড়া শেষ হলো ল্যুকের। পিয়ানোতে একটা পরিচিত সুর শোনা যাচ্ছে। পিয়ানোর দিকে তাকাল ল্যুক। মিসেস লোনগ্যান পরিচিত একটি ধর্মীয় সংগীতের সুর বাজাচ্ছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে গাইতে শুরু করলেন, 'হোয়াট এ ফ্রেন্ড উই হ্যাভ ইন জেজাস।' ল্যুকও গলা মেলালো। গানের কথাগুলো মনে পড়ছে তার। একটু ভালো লাগা শুরু হলো ল্যুকের।

গান গাইছে আর বসে বসে ভাবছে ল্যুক। এই বার্বন জিনিসটার কাজ কারবার খুবই অদ্ভুত। ক্রসওয়ার্ডের সমস্যার সমাধান মাথায় আছে, ধর্মীয় গানটানও মনে আছে, কিন্তু নিজের মায়ের নামটাই মনে নেই। হয়তো দীর্ঘদিন ধরে মদ খাওয়া হচ্ছে। তাই মাথাটা হয়তো বিগড়েছে। কিন্তু মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এ রকম একটা কাজ সে টানা করে গেল কীভাবে?

গানের পর পাদ্রি সাহেব বাইবেল থেকে একটি অংশ আবৃত্তি করলেন। ঈশ্বরের কাছে আকুল আর্তি জানালেন তিনি, যেন মানুষকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করেন। রুমে উপস্থিত সবার দিকে তাকালেই প্রার্থনাটা করার কারণ পরিষ্কার বোঝা যাবে। ল্যুকের তাই মনে হচ্ছে। সে নিজে ভয়ানক অস্থির হয়ে আছে। তাই জেজাসের উপর বিশ্বাস স্থাপনের চাইতে, তার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনার চাইতে নিজের পরিচয় জানাটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।

প্রার্থনা শেষে সবাই বাটি নিয়ে লাইন ধরে দাঁড়াল। মিসেস লোনগ্যান সবাইকে ওটমিল দিলেন, সাথে সিরাপ। ল্যুক একাই তিন বাটি সাবড়ে দিল। খাওয়ার পর একটু ভালো লাগছে, হ্যাংওভার কেটে যাচ্ছে। যত হ্যাংওভার কাটছে মনের ভেতর ততই প্রশ্ন জমা হচ্ছে। একগাদা প্রশ্ন নিয়ে ল্যুক হাজির হলো পাদ্রির কাছে।

BanglaBook.org

'স্যার, আপনি কি আগে আমাকে কখনো দেখেছেন? আমি আমার স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি। আগের কিছুই আমার মনে নেই।'

লোনগ্যান খরচোখে তাকিয়ে দেখলেন ল্যুকের দিকে, তারপর বললেন, 'মনে হচ্ছে না দেখেছি। ভুলও হতে পারে, প্রতি সপ্তাহে কয়েকশো লোকের সাথে দেখা হয় আমার। কয়জনকে মনে রাখব বলুন? আপনার বয়স কত?'

'ঠিক মতো বলতে পারছি না।' উত্তর দিল ল্যুক।

'দেখে মনে হচ্ছে ত্রিশ পেরিয়েছে। আর এই জায়গার মানুষ না আপনি। এ জায়গার পরিবেশ মানুষের উপর হতাশার একটা ছাপ ফেলে। আপনার ভেতরে সেই ছাপটা নেই। আপনার হাঁটায় প্রাণশক্তি বোঝা যায়, ময়লার নিচে আপনার শরীরের চামড়াটাও পরিষ্কার। ক্রসওয়ার্ড পাজল সমাধান করার মতো বুদ্ধি মাথায় আছে এখনও। মদ খাওয়াটা ছেড়ে দিন ভাই, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন।

'চেষ্টা করব, স্যার।'

'আপনার যদি কোনো দরকার হয়, জানাবেন।'

এই সময় একজন প্রতিবন্ধী ছেলে লোনগ্যানের হাত ধরে টানতে শুরু করল। ছেলেটার দিকে অসাধারণ মমতাময় এক প্রশ্রয়ের হাসি দিলেন লোনগ্যান।

পিটকে ল্যুক বলল, 'তুমি কত দিন ধরে চেনো আমাকে?'

'কইতে পারি না। অল্প কয়েকদিন হইতে পারে।'

'আমরা গত রাতে কোথায় ছিলাম, বলো তো।'

'আরে বাপ, চুপ কইরা বসো তো, তোমার সবকিছুই মনে পড়ব। একদিন আগে আর পরে।'

'আমি কোত্থেকে এসেছি সেটাই আমাকে জানতে হবে।'

ইতস্তত বোধ করছে পিট। 'আমাগো একটু বিয়ার দরকার, বুঝছো? তাহলেই সিধা চিন্তা করতে পারব।' দরজার দিকে হাঁটা ধরল পিট।

ল্যুক পিটের হাত ধরে আটকাল, ঠান্ডা গলায় বলল, 'বিয়ার দরকার নেই।' পরিষ্কার বুঝতে পারছে ল্যুক, পিট তার অতীত জীবন সম্পর্কে আগ্রহী না। হয়তো সঙ্গী হারানোর ভয় কাজ করছে তার ভেতর। ঠিক আছে, পাক ব্যাটা ভয়। মাতালকে সঙ্গ দেওয়ার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে ল্যুকের।

'আমার মনে হচ্ছে তোমাকে ছেড়েই দিতে হবে, আমার একাই পথ চলতে হবে।'

'ভাবছো কী মিয়া? তুমি আগে গ্রেটা গার্বো আছিলা? দিনের কাহিনি জাইনা ফয়দা কী?

'তোমার জন্য জরুরি না, আমার জন্য জরুরি, খুব জরুরি।'

'আমারে ছাড়া তোমার কাজ হইবো না, তোমার নিজের বয়সটাই মিয়া নিজের জানা নাই। আর তুমি কিনা নিজে নিজে খুঁজবা।'

কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে শ্রাগ করল পিট।

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা, আবার দেখা হইবো।'

'হতে পারে।'

বেরিয়ে গেল পিট। ল্যুক পাদ্রির সাথে হাত মেলাল।

'সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।'

'আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় যা খুঁজছেন পেয়ে যাবেন।'

রাস্তায় বেরিয়ে এলো ল্যুক। পাশের ব্লকে পিট দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ গ্যাবার্ডিনের রেইনকোট পরা একজনের সাথে কথা বলছে। লোকটার মাথায় ম্যাচ করা সবুজ টুপি। পিট বোধহয় লোকটার কাছে বিয়ার, টাকা ভিক্ষা চাইছে, ল্যুকের তাই মনে হলো। পিটের ঠিক উল্টো দিকে হাঁটা ধরল ল্যুক। প্রথম বাঁকের কাছে এসেই ঘুরে গেল সে।

আশেপাশে রাতের অন্ধকার এখনও পুরোপুরি কাটেনি, হাঁটার সময় পায়ের দিকে খেয়াল করল ল্যুক। বুটের ভেতর মোজা পরা হয়নি। সে দ্রুত হাঁটছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেশিক্ষণ দ্রুত হাঁটা যায় না। এক সময় হাঁটার গতি কমে এলো ল্যুকের। মাঝে মাঝে হাঁটা থামিয়ে ভাবার চেষ্টা করছে কোথায় যাওয়া যায়।

যাওয়ার কোনো জায়গা নেই তার। কোনো জায়গা নেই।

BanglaBook.org

ভোর : ৬টা

রকেটের তিন দিকে সার্ভিস গ্যানট্রি আছে। সার্ভিস গ্যানট্রি হচ্ছে এক ধরনের চলমান ক্রেন। এই গ্যানট্রি স্টিলের এমব্রোন দিয়ে রকেটটিকে আঁকড়ে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। গ্যানট্রিগুলো আনা হয়েছে অয়েল ফিল্ড থেকে। গ্যান্ট্রির নিচের দিকে দুই জোড়া বিশাল চাকা আছে। চাকা দিয়ে টেনে গ্যান্ট্রি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া যায়। গ্যান্ট্রির মূল স্ট্রাকচারটি যেকোনো টাউন হাউজের চাইতে বড়। লঞ্চ করার সময় এই গ্যান্ট্রিগুলো মোটামুটি তিনশো ফিট দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়।

ঠিক ছটায় ঘুম ভেঙে গেল এলসপেথের। ঘুমটা ভাঙলো দুশ্চিন্তা নিয়ে। ভালোবাসার মানুষের জন্য দুশ্চিন্তা। বিছানায় একটু গড়িয়ে নিল এলসপেথ, বুকটা কেমন যেন ভার ভার লাগছে। বেড সাইড ল্যাম্প জ্বালিয়ে বিছানায় উঠে বসলো সে।

মোটেল রুমটার ডেকরেশনে স্পেস প্রোগ্রামের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ফ্লোর ল্যাম্প রকেটের মতো দেখতে। দেয়ালে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের ছবি টাঙানো। মোটেলের নাম 'স্টার লাইট।' জায়গাটা ফ্লোরিডার কেইপ ক্যানাভেরালের আট মাইল দক্ষিণে। কোকোয়া বিচের লাগোয়া এই এলাকায় নতুন বেশকিছু মোটেল খোলা হয়েছে। তারপরেও পর্যটকদের ভিড় সামলানো যাচ্ছে না।

'স্টার লাইট' মোটেলের মালিক বেশ চিন্তাভাবনা করে মহাকাশের থিম দিয়ে রুমগুলো সাজিয়েছেন। কারণ পাশেই কেইপ ক্যানাভেরাল থেকে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করা হয়। থিম হিসেবে মহাকাশের বিষয়টাই তার মাথায় এসেছে। এলসপেথের থিমটা লাগছে অসহ্য। মনে হচ্ছে দশ বছরের কোনো বাচ্চার রুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

বিছানা থেকে না নেমেই টেলিফোন তুলে নিল এলসপেথ। ফোন করল ওয়াশিংটনে অ্যান্থনি ক্যারলের অফিসে। ওপাশে ফোন বেজেই চলেছে। কেউ ফোন তুলছে না। অফিস বাদ দিয়ে এবার অ্যান্থনির বাড়ির নাম্বারে চেষ্টা করল এলসপেথ, একই ঘটনা। কেউ ফোন তুলছে না। কোথাও কি কোনো সমস্যা হলো?

BanglaBook.org

ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে এলসপেথের। নিজেকে সান্ত্বনা দিল এলসপেথ, অ্যান্থনি নিশ্চয়ই রাস্তায়, এক্ষুনি অফিসে পৌঁছে যাবে। আধঘণ্টা পর ফোন করলেই হবে। বাড়ি থেকে অফিসে পৌঁছতে অ্যান্থনির আধঘণ্টার বেশি লাগে না।

এই সময়টুকুতে গোসল করার সিদ্ধান্ত নিল এলসপেথ। একা থাকলেই কেমন যেন অতীতের স্মৃতিগুলো এসে মনে ভিড় করে।

ল্যুক আর অ্যান্থনির সাথে যখন পরিচয় এলসপেথের, তখন তারা পড়ত হার্ভার্ডে। আর এলসপেথ পড়ত রেডক্লিফে। যুদ্ধের আগের ঘটনা। ল্যুক আর অ্যান্থনি দুজনেই ছিল হার্ভার্ড গ্লী ক্লাবের সদস্য, গান গাইতে পারত দুজনেই। ল্যুকের গলা ছিল মন্দ্রসপ্তকের আর অ্যান্থনির চড়া। রেডক্লিফ কোরাল সোসাইটির সদস্যা ছিল এলসপেথ। হার্ভার্ড গ্লী ক্লাব আর রেডক্লিফ কোরাল সোসাইটি একবার একসাথে একটা কনসার্টের আয়োজন করে। তার কনট্র্যাকটর ছিল এলসপেথ।

ল্যুক-অ্যান্থনি ছিল মানিকজোড়। যদিও দুজনকে পাশাপাশি দেখতে অদ্ভুত লাগত। দুজনেই লম্বা আর শরীর অ্যাথলেটিক। দুজনের মিল এখানেই শেষ। এ কারণে রেডক্লিফে এই দুই বন্ধুকে গোপনে বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট ডাকত। ল্যুক হচ্ছে বিউটি, মাথার ঘন কালো চুল আঁচড়ানো, পরনে সবসময় ঝকঝকে ফিটফাট পোশাক। আর ওদিকে অ্যান্থনি মোটেই হ্যান্ডসাম না, জামা-কাপড় পরে সে এমনভাবে হাঁটাহাঁটি করত যেন ওগুলো অন্য কারও। তার নিজের না, ধার করা। অ্যান্থনি ছিল প্রাণশক্তি আর উদ্যমে ভরপুর, এই বিষয়টাতেই মেয়েরা বেশি আকৃষ্ট হতো।

দ্রুত গোসল সেরে নিল এলসপেথ। ড্রেসিং টেবিলে বাথরোব পরে বসে মেক আপ নিচ্ছে। আইলাইনারের ঠিক পাশেই হাতঘড়িটা রেখে দিল। ত্রিশ মিনিট পার হলো কিনা সহজে দেখা যাবে।

ল্যুকের সাথে প্রথম যেদিন কথা হলো সেদিন এ রকম একটা বাথরোব পরা অবস্থায় ছিল এলসপেথ। ঘটনা হচ্ছে, তখন চলছিল 'প্যান্টি রেইড।' 'প্যান্টি রেইড' বিষয়টা গোপনে প্রচলিত, এই ঘটনা শুধু হার্ভার্ডের ছেলে এবং রেডক্লিফের মেয়েরাই জানে। হার্ভার্ডের ছেলেরা কিছুদিন পরপর রেডক্লিফের মেয়েদের ডরমিটরিতে হানা দিয়ে অনেকটা ডাকাতির স্টাইলে মেয়েদের প্যান্টি নিয়ে যায়। তখন যে মেয়েরা রুমে থাকে না, তা নয়।

BanglaBook.org

তারা রুমেই থাকে এবং সাগ্রহে, সানন্দে প্যান্টি ছেলেদের দিয়ে দেয়। এর নামই 'প্যান্টি রেইড।'

কোনো এক প্যান্টি রেইডে ছিল ল্যুক। ঘটনার এমনই ফের— ল্যুক ঢুকল এলসপেথের রুমে। মুখে মুখোশ। একা রুমে ঢুকে বাথরোব পরা অবস্থায় এলসপেথকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল ল্যুক। প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনা। প্যান্টি রেইড মানে প্যান্টি রেইড, অতিরিক্ত কিছু না। এখন এ রকম না, অনেক বিশ্রী ঘটনাও ঘটে। বিশ বছর আগে কি সবকিছু সত্যি খুব নিষ্পাপ ছিল? বিস্মিত মনে ভাবে এলসপেথ।

ল্যুকের মুখে মুখোশ ছিল কিন্তু কাপড় দেখেই চিনে ফেলে এলসপেথ। দুজনের একই ক্লাস, ম্যাথে মেজর। তাই ল্যুকের ঝকঝকে কাপড়গুলো চেনা এলসপেথের। হালকা ধূসর রঙের টুইড জ্যাকেট, বুক পকেটে রুমাল, এসব পরে আসে কেবল ল্যুক। তাই চিনতে অসুবিধা হয়নি। ঢুকেই ঘাবড়ে যাওয়ার পর ল্যুককে আশ্বস্ত করে এলসপেথ। ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে কুজিটের দিকে দেখিয়ে বলে, 'টপ ড্রয়ার'।

ল্যুক সাথে সাথে হুড়মুড় করে ড্রয়ার খুলে একজোড়া ধবধবে সাদা, লেইসওয়ালা প্যান্টি নিয়ে কেটে পড়ে। নিয়ে যাওয়ার পর একটু আফসোস হয়েছিল এলসপেথের। খুব দামি ছিল প্যান্টিগুলো। অবশ্য পরদিনই এলসপেথের আফসোস শেষ হয়ে যায়, কারণ ঠিক পরদিনই ল্যুক এলসপেথের কাছে ডেট চেয়েছিল।

মেক আপে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে এলসপেথ। কাজটা কঠিন হয়ে গেছে আজকের জন্য। কারণ গত রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। ফাউন্ডেশনে গাল মসৃণ দেখাচ্ছে, ঠোঁটে স্যামন-পিঙ্ক লিপস্টিক। একটা ম্যাথ ডিগ্রি থাকার পরেও অফিসে তাকে সেজেগুজে যেতে হয়। কই, ছেলেদের তো তা করতে হয় না। এই নিয়ে এলসপেথের মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ আছে।

যত্ন করে চুল আঁচড়ে নিল এলসপেথ। তার চুল লালচে-বাদামি। বেশ চমৎকার করে কাটা। সামনের চুলগুলো ঠিক চিবুক পর্যন্ত, পেছনেরগুলো পিঠ ছড়ানো। দ্রুত বাথরোব ছেড়ে স্লিভলেস শার্টওয়েস্ট পরে নিল এলসপেথ। তাতে চওড়া সবুজ খয়েরি স্ট্রাইপ। অ্যান্থনিকে ফোন করা হয়েছে ঠিক উনত্রিশ মিনিট আগে।

উনত্রিশ হচ্ছে একটি প্রাইম নাম্বার, এক এবং উনত্রিশ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে উনত্রিশকে নিঃশেষে ভাগ করা যায় না। এছাড়া আর সংখ্যাটিতে

BanglaBook.org

কোনো বৈচিত্র্য নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে উনত্রিশ প্লাস $2x^2$ এর ক্ষেত্রে x এর মান এক থেকে আঠাশ পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যা ধরলে তার মান হয় প্রাইম নাম্বার ২৯, ৩১, ৩৭, ৪৭, ৬১, ৭৯, ১০১, ১২৭...

এইসব ভাবতে ভাবতে এক মিনিট পার হয়ে গেল। আবার অ্যান্থনিকে ফোন করল এলসপেথ। কোনো উত্তর পাওয়া গেল না এবারও।

BanglaBook.org

১৯৪১

গল্প উপন্যাসে আমরা যেমন পড়ি, 'প্রথম দর্শনে প্রেম', এলসপেথ টোমির ল্যাকের প্রেমে পড়ার ঘটনা তার কাছাকাছি। এলসপেথ ল্যাককে প্রথমবার দেখেই প্রেমে পড়েনি, কিন্তু ল্যাককে প্রথমবার চুমু খেয়েই প্রেমে পড়ে যায়।

প্রথম দর্শনে প্রেম নয়, প্রথম চুম্বনে প্রেম, এর কারণ অবশ্য আছে হার্ভার্ডের ছেলে। ঠিকঠাকমতো চুমু খেতে পারে না। বেশিরভাগই হয় নির্দয়ের মতো ঠোঁট নিয়ে কামড়াকামড়ি করে, নয়তো জলহস্তির মতো বিশাল হা করে চুচুক খেতে যায়। বিশাল হা দেখে বেশিরভাগ মেয়েরই নিজেকে ডেন্টিস্ট মনে হয়। ল্যাক এই দুই ধারার মধ্যে পড়ে না। অনেক শান্ত আর বুদ্ধিমানের মতো প্রথমবার চুমু খেয়েছে ল্যাক।

ঘটনার জায়গা, সময় সবই স্পষ্ট মনে আছে এলসপেথের। সময়টা হচ্ছে ঠিক মাঝরাতের পাঁচ মিনিট আগে, এগারোটা পঞ্চান্ন, আর জায়গাটা হচ্ছে রেডক্লিফ ডরমিটরির পাশে, ছায়ার আঁধারে। ল্যাকের সেই চুমুতে দখল করার মানসিকতা ছিল না, ছিল কিছুটা আবেগ আর কিছুটা সচেতন ভাবনা। ঠোঁট জোড়াও স্থির থাকেনি একজায়গায়। এলসপেথের গাল, গলা, চোখের পাতা, চিবুক, ভ্রু সব জায়গায় পর্যটকের মতো আলতো ছোঁয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে ল্যাকের ঠোঁট। সবশেষে এলসপেথের ঠোঁটে এসে স্থির হয়েছে। জিভ দিয়ে প্রথমে অনুমতি চেয়েছে ল্যাক— মন্দিরে ঢোকার অনুমতি; একবারের জন্যও দ্বিধা করেনি এলসপেথ। সাথে সাথে শুষে নিয়েছে ল্যাকের ঠোঁট। ঈশ্বরই তার মন্দিরে ঢোকার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন সবাইকে, আর সেখানে ল্যাক তো রীতিমতো শিষ্য, অতি বিনয়ের সাথে অনুমতি চেয়েছে, এলসপেথ কি সেই প্রার্থনা ফেলতে পারে? ঈশ্বর হয়তো নিষ্ঠুর, এলসপেথ নিষ্ঠুর নয়।

শৈল্পিক সেই চুমু শেষে অনেকটা ঘোরের ভেতর চলে যায় এলসপেথ। এক সময় সে নিজেকে আবিষ্কার করে নিজের রুমে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকেই ফিসফিস করে শোনায়, ভালোবাসি।

BanglaBook.org

এর পরের ছয় মাস ভালোবাসা আরও বাড়তেই থাকল। প্রায় প্রতিদিন দুজনের দেখা হয়। দুজনেই সিনিয়র ইয়ারে। একসাথে প্রতিদিন লাঞ্চ করা হয় কিংবা বেশ কিছুক্ষণ পড়াশোনা। মোটকথা, প্রতিদিন একসাথে বেশ কিছুটা সময় কাটে, উইকএনডের পুরোটা সময় কাটে নিজেদের নিয়ে। ঘোরের সময়, ভালোবাসার সময়। রেডক্লিফের মেয়েদের মধ্যে মোটামুটি একটা নিয়ম চালু আছে। এদের বেশিরভাগই ফাইনাল ইয়ারে এসে প্রেমে পড়ে, কিংবা প্রেম করা শুরু করে। ছেলে হয় হার্ভার্ডের ছাত্র, নয় তরুণ কোনো প্রফেসর। এর পরের সামারেই বিয়ে, তারপর লম্বা হানিমুন। হানিমুন শেষে তারা এসে ওঠে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে। দুজনেই কাজ শুরু করে। বছরখানেক পর একটা বাচ্চা নিয়ে আসে পৃথিবীতে।

যদিও ল্যাকের মুখে বিয়েশাদির কোনো কথাবার্তা এখনও শোনা যায়নি। এলসপেথ খুব আশা করে কিছু শোনার, কিন্তু ল্যাক যেন বিয়ের মতো একটা বিষয় কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। কিংবা হয়তো মনে রাখতে চায় না।

একদিনের ঘটনা।

ল্যাক আর এলসপেথ পাশাপাশি বসে আছে ফ্ল্যান গান বারের পেছনে। সাথে বার্ন রোথস্টেইন, ল্যাকের বেশ ভালোরকম কথা কাটাকাটি চলছে বার্নের সাথে। বার্ন নিজে একজন গ্রাজুয়েট ছাত্র, নাকের নিচে পুরুষ্টু গোঁফ, লম্বা শরীর, চওড়া মুখ। সব মিলিয়ে শক্ত একটা মানুষের ছবি। তর্কের সময় ল্যাকের চুল বারবার চোখের উপর এসে পড়ছে। বাম হাতে সেই চুল বারবার পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু তর্কের সময় মাথা ঝাঁকানোর জন্য চুল জায়গামতো থাকতে চাচ্ছে না। পরিচিত একটা ছবি এলসপেথের কাছে, আচ্ছা ল্যাকের যখন বয়স হবে, ভালো একটা চাকরি হবে, তখনও কি চুলগুলো এ রকম লম্বাই থাকবে? তাহলে তো কাজের সময় চুলগুলো ঝামেলা করবে বারবার, ল্যাক কী করবে তখন? ব্যান্ড ব্যবহার করবে? ব্যান্ডে কেমন লাগবে ল্যাকের চেহারা? মনে মনে ভাবছে এলসপেথ। নাহ্, আবেদনটা নষ্ট হবে না।

বার্ন পাঁড় কমিউনিস্ট। হার্ভার্ডের অনেক ছাত্র আর প্রফেসরও তাই। সবাই যেন ছোট ছোট কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। বার্ন তর্কের এক পর্যায়ে বলল, 'তোমার বাবা হচ্ছে ব্যাংকার, তুমিও হবে ব্যাংকার। তোমার কাছে তো পুঁজিবাদ ভালোই লাগবে।'

এলসপেথ খেয়াল করল ল্যাক রেগে গেছে। রেগে গেলে ল্যাকের কপালের শিরা টিকটিক করে লাফায়। শিরা এখন লাফাচ্ছে, মুখ লালচে হয়ে গেছে। কয়েক দিন আগে টাইম ম্যাগাজিনে ল্যাকের বাবার ছবি ছাপা হয়েছে। তাতে

BanglaBook.org

বলা হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অস্থির সময়ে যে দশজন মানুষ মিলিওনিয়ার হয়েছেন তাদের মধ্যে ল্যুকের বাবা একজন। ল্যুকের রাগ হয়েছে তার বাবাকে নিয়ে কথা বলার কারণে। তাকে নিয়ে কিছু বললে সমস্যা নেই, কিন্তু পরিবার সম্পর্কে কোনো কথা ল্যুক একদম সহ্য করতে পারে না। পরিবারকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ল্যুকের রেগে যাওয়াতে এলসপেথও রেগে গেল, ইদানীং তার এ সমস্যাটা হয়েছে। ল্যুকের অনুভূতি তাকেও ছুঁয়ে যায়। ল্যুক রাগলে এলসপেথও রেগে যায়, ল্যুক আনন্দে থাকলে এলসপেথও আনন্দে থাকে।

বার্নের কথায় ল্যুক উত্তর দিচ্ছে না দেখে উত্তর দিল এলসপেথ।

'বাবা-মাকে দিয়ে কোনো মানুষকে বিচার করা উচিত না, বার্ন।' ল্যুক বলল, 'যাই বলো বার্ন, ব্যাংকিং পোশাটায় সম্মান আছে। জনগণকে ব্যবসায়ের সুযোগ করে দেয় ব্যাংকাররা। তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ঠিক কিনা?'

'১৯২৯ সালের কথা ভুলে গেলে নাকি?'

'ঐ ঘটনা একটা ভুল ছাড়া কিছু না। মানুষই তো ভুল করে, তাই না? ভুলে ব্যাংকাররা ঐ সময় ভুল মানুষকে সাহায্য করেছিল। কেন, সৈন্যরা ভুল করে না? তারা কখনো ভুল মানুষের দিকে গুলি ছোড়ে না? কিন্তু তখন কি আমরা সৈন্যদের খুনি বলি?'

এবার বার্নের কষ্ট পাবার পালা। সৈনিকদের নিয়ে কিছু বললে গায়ে লাগে বার্নের। কারণ সে সৈনিক ছিল, স্পেনের যুদ্ধে যুদ্ধও করেছে বার্ন। ক্যাম্পাসের প্রায় সব ছাত্রের চাইতে তিন-চার বছরের বড় বার্ন। ল্যুকের কথায় চেহারা কালো হয়ে গেল তার। হয়তো তার কোনো ভুলের কথা মনে পড়ে গেছে।

'যাই হোক বার্ন, আমার কিন্তু ব্যাংকার হওয়ার ইচ্ছে নেই।'

বার্নের পাশে বসে আছে বার্নের গার্লফ্রেন্ড পেগ। ল্যুকের কথায় একটু সামনে ঝুঁকে এলো পেগ। এক ধরনের কৌতূহলী গলায় বলল, 'তাহলে তুমি কী হবে ল্যুক?'

'বিজ্ঞানী।'

'কী ধরনের বিজ্ঞানী?'

আকাশের দিকে তাকাল ল্যুক, 'আমাদের গ্রহ ছেড়ে বাইরের দিকে যাওয়ার স্বপ্ন আমার। মহাকাশ বিজ্ঞানী হব।' ল্যুকের গলায় স্বপ্নের আবেশ ছড়ানো।

শয়তানের মতো হেসে উঠল বার্ন, 'স্পেস রকেট! যতসব পোলাপানের স্বপ্ন!'

BanglaBook.org

ল্যুকের ঢাল হিসেবে এগিয়ে এলো এলসপেথ। 'চুপ করো তো বার্ন, যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।'

স্পেস রকেট নিয়ে বার্নের না জানারই কথা। তার বিষয় হচ্ছে ফরাসি সাহিত্য।

বার্নের কথা ল্যুক গায়েই মাখল না। খুব সম্ভবত তার স্বপ্নের কথা শুনলে সবাই হাসাহাসি করে, ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে সে। তাই বার্নের কথা উড়িয়ে দিয়ে ল্যুক বলল, 'হেসো না, আমি সত্যি সত্যি মহাকাশ বিজ্ঞানী হব। আর একটা কথা শোনো, তোমার কমিউনিজমের চাইতে বিজ্ঞান মানুষের অনেক কাজে আসে। বিজ্ঞান মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, তোমার ছাতামাতার রাজনীতি তা দেয় না।'

রাজনীতি সম্পর্কে, কমিউনিজম সম্পর্কে ল্যুকের কথা আবার এলসপেথের পছন্দ হলো না, সে বলল, 'বিজ্ঞানের সুফল শুধু সমাজের উঁচু স্তরের মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সুফল নিচতলায় পৌঁছে না।'

'তোমার কথাটা ঠিক না। স্টিমশিপের কথাই ধরো, এই জিনিস আবিষ্কারে কি শুধু যাত্রীদেরই সুবিধা হয়েছে? জাহাজের সাধারণ ক্রুদের সুবিধা কি হয়নি?'

'তুমি কোনো ওশান লাইনারের ইঞ্জিন রুমে ঢুকেছো, ল্যুক?' প্রশ্ন করল বার্ন।

'অবশ্যই। এখন আর আগের দিনের মতো স্কার্ভিতে নাবিকরা মারা যায় না।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে টেবিলে একটা লম্বা ছায়া পড়ল। 'তো, বাচ্চারা, তোমাদের কি এই রকম জনসমক্ষে অ্যালকোহল খাওয়ার বয়স হয়েছে? গলাটা অ্যান্থনির, তার পরনে নীল সার্জ স্যুট, দোমড়ানো মোচড়ানো, দেখে মনে হয় এই স্যুট পরে টানা তিন দিন বিছানায় ছিল অ্যান্থনি। অ্যান্থনির সাথে আর একজন আছে। সেই একজনকে দেখে এলসপেথ নিজের অজান্তেই প্রশংসা করে উঠল। সাথের মানুষটা ছোটখাটো একটা মেয়ে, ধারালো শরীর, আর পরনে ছোট লাল জ্যাকেট, জ্যাকেটের নিচে ঢিলে কালো শার্ট, মাথায় ম্যাচ করা লাল হ্যাট। হ্যাটের নিচ থেকে ঝর্ণার মতো নেমে এসেছে ঘন কালো চুল।'

'এ হচ্ছে বিলি জোসেফসন' সবার সাথে একসাথে পরিচয় করিয়ে দিল অ্যান্থনি।

বার্ন বলল, 'তুমি কি ইহুদি?'

সরাসরি প্রশ্ন করায় হতচকিত হয়ে গেল বিলি। তবে উত্তর দিতে দেরি করল না সে। 'হ্যাঁ, আমি ইহুদি।'

BanglaBook.org

'তাহলে তুমি অ্যান্থনিকে বিয়ে করতে পারলেও ওর সাথে কান্ট্রি ক্লাবে যেতে পারবে না।'

বার্নের কথাবার্তার ধারাই এমন। কখন যে কী বলে, তার কোনো আগামাথা নেই। লোকজনকে বিব্রত করতেও সে বিশেষ ওস্তাদ লোক।

বার্নের কথার প্রতিবাদ করল অ্যান্থনি, 'দেখো বার্ন, আমি কোনো কান্ট্রি ক্লাবে যাই না।'

'যাবে বৎস, যাবে।'

এ রকম কথাবার্তা ল্যুকের মোটেই পছন্দ না। কথার প্রতিবাদ না করে সে প্রতিবাদ করল একটু অন্যভাবে, সোজা দাঁড়িয়ে গেল ল্যুক। পায়ের ধাক্কায় টেবিলটা এগিয়ে দিল সামনে, তারপর বিলির সাথে হ্যান্ডসেক করে বলল, 'আমি অবাক হয়েছি বিলি অ্যান্থনি যখনই তোমার নাম বলতো, আমরা ভাবতাম ছয় ফুটের কাছাকাছি দানবীয় কোনো মহিলার কথা বলছে।'

হেসে ফেলল বিলি। ল্যুকের পাশেই বসে পড়ল। 'আমার নাম আসলে বিল্লাহ। এই নামের একটা চরিত্র আছে বাইবেলে। সেই মহিলা হচ্ছে ড্যানের মা। আমি কিন্তু ইতিহাসের সেই পবিত্র কুমারী নই। আমি বেড়ে উঠেছি ডালাসে। ওখানেই মাকে লোকজন বিল্লি-জো নামে ডাকত।'

অ্যান্থনি এলসপেথের পাশে বসে পড়ল। ফিসফিস করে বলল, 'মেয়েটি সুন্দরী না?'

এলসপেথের বিলিকে ঠিক আলাদাভাবে সুন্দরী মনে হচ্ছে না। লম্বা চেহারায় বাঁশির মতো সরু নাক, বড় বড় মায়াবী একজোড়া চোখ, ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক, বাঁকা করে পরা হ্যাট, কথায় টেকসাসের টান, অঙ্গভঙ্গি এই সব মিলিয়ে বিলি সুন্দরী। ল্যুকের সাথে মনোযোগ দিয়ে গল্প করছে বিলি। কথায় তার অঙ্গভঙ্গি, হাসি, চেহারায় অনুভূতি ফুটিয়ে তোলার ধরন সবকিছু খুঁটিয়ে খেয়াল করল এলসপেথ। শেষে মন্তব্য করল, 'মেয়েটা কিউট কিন্তু একে আগে খেয়াল করিনি কেন, বল তো?'

'সারাদিন কাজ করে মেয়েটা, পার্টি-টার্টিতে যায় না।'

'তোমার সাথে পরিচয় হলো কীভাবে?'

'ফগ মিউজিয়ামে প্রথম দেখা। পরনে ছিল সবুজ কোর্ট, সাথে ব্রাশ বাটন আর বেবেট। প্রথমে ওকে দেখে মনে হয়েছিল— এই মাত্র যেন খেলনা পুতুলের বাক্স থেকে বের করে আনা হয়েছে।'

এলসপেথের অবশ্য বিলিকে খেলনা মনে হচ্ছে না। খেলনার চেয়ে বিপজ্জনক বস্তু বিলি। বিলির সাথে ল্যুকের কথা বলার ভঙ্গিটা এলসপেথের

BanglaBook.org

সুবিধার মনে হলো না। ওদের কথার মাঝখানে এলসপেথ বিলিকে বলল, 'তুমি কি আজ রাতে কার্ফিউ ভাঙবে নাকি?'

রেডক্লিফের মেয়েদের রাত দশটার মধ্যে ডরমিটরিতে ঢুকে যেতে হয়। তারপর আর বাইরে থাকার নিয়ম নেই। এর পরেও বাইরে থাকা যায় কিন্তু খাতায় নাম ধাম, কোথায় যাওয়া হবে, কখন ফেরা হবে, সব লিখে যেতে হয়। পরে ফেরার সময় মিলিয়ে দেখে কর্তৃপক্ষ। মেয়েরা তো আর বোকা না, নিয়মকানুন শক্ত দেখেই নিয়ম ভাঙার একটা নিয়মিত চেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায়। নানা রকম ফন্দি ফিকির করে।

বিলি বলল, 'হ্যাঁ, ইচ্ছে আছে। আমি বলব আমি খালার বাসায় থাকব। তুমি কী বলবে?'

বলাবলির কিছু নেই। নিচতলায় একটা জানালা খোলা থাকে আমার জন্য। ব্যাস, ঝামেলা শেষ।

বিলি নিচু গলায় বলল, 'আমি আসলে ফেনওয়েতে অ্যান্থনির বন্ধুর বাড়িতে থাকব।'

একটু বিব্রত চোখে অ্যান্থনি তাকাল এলসপেথের দিকে, 'আমার মায়ের পরিচিত ওরা। ওদের অ্যাপার্টমেন্ট বেশ বড়। বিলির কোনো সমস্যা হবে না। আর এলসপেথ তুমি ওরকম নানি-দাদিদের মতো তাকাচ্ছ কেন? বিলির থাকার সুব্যবস্থা আছে, সম্মানিত লোকজনের বাড়ির ভাই।'

'ভালো হলেই ভালো', উদাস গলায় উত্তর দিল এলসপেথ। বিলির ব্লাস করা দেখে খুশি হলো এলসপেথ। ল্যুকের দিকে ঘুরে সে বলল, 'হানি, সিনেমা কখন শুরু হবে?'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল ল্যুক, 'ওহো, আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

ল্যুক উইকএনডের জন্য একটা গাড়ি ধার করেছে। পুরনো টু-সিটার ফোর্ড। গাড়িটাকে দেখতে ঠিক গাড়ি মনে হয় না, অ্যান্টিক পিস মনে হয়। সেই গাড়িই বেশ ভালো সামলাচ্ছে ল্যুক। চালাতে ভালো লাগছে তার। দুজনে মিলে গাড়ি ছোটাল বোস্টনের দিকে। গাড়িতে বসে এলসপেথ ভাবছে, বিলির সাথে কি একটু খারাপ ব্যবহার হয়ে গেল নাকি? হলে হয়েছে, তা নিয়ে আপাতত মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই।

দুজনে মিলে আলফ্রেড হিচককের নতুন ছবি 'সাসপেনশন' দেখল, হলের নাম লুইয়িস স্টেট থিয়েটার। হলের অন্ধকারে ল্যুক এলসপেথকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিল। এলসপেথের মাথা ছিল ল্যুকের কাঁধে, ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন নিয়ে

BanglaBook.org

ছবি। ভালোবাসার মানুষের সাথে বসে ব্যর্থ দাম্পত্যের ছবি দেখতে কি আর ভালো লাগে! পুরো সিনেমাটা বিরক্তি নিয়ে শেষ করল এলসপেথ।

ফেরার পথে গাড়িতে দুজনে সিনেমা নিয়ে কথাবার্তা বলল। এলসপেথের ধারণা, জোয়ান ফনটেইনের চরিত্রটা বাস্তবে ক্যারি গ্রান্টের মতো চরিত্রের মানুষের পছন্দ হওয়ার কথা না, কিন্তু ল্যুকের তা ধারণা না। তার বক্তব্য, জোয়ানের ক্যারির প্রেমে পড়ার কারণ হচ্ছে ক্যারি বিপজ্জনক পুরুষ।

'তো, বিপজ্জনক মানুষেরা আকর্ষণীয় হয়?'

'অবশ্যই।'

কথা শুনে বাইরে তাকাল এলসপেথ। গাড়ি চার্লস নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের ছায়া পড়েছে জলে, ঢেউতে সেই ছায়া টুকরো হয়ে যাচ্ছে। টুকরো ছায়ার দিকে তাকিয়ে এলসপেথের মনে হলো বিলি হচ্ছে বিপজ্জনক। তার মানে বিলি আকর্ষণীয়! বিরক্তিতে এলসপেথের ভ্রু কুঁচকে গেল।

এলসপেথের বিরক্তি চোখে পড়ল ল্যুকের। সাথে সাথে সে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। 'আজ দুপুরে প্রফেসর ডেভিসের সাথে কথা হয়েছে। তিনি বললেন, চাইলে আমি হার্ভার্ডেই মাস্টার্সটা করে ফেলতে পারব।'

'হঠাৎ তিনি একথা বললেন কেন?'

'এর আগে বলেছিলাম আমি কলাম্বিয়া যেতে চাই। তিনি বললেন কিসের জন্য যাবে? এখানেই থাকো। আমি বললাম, নিউ ইয়র্কে আমার পরিবার আছে। তা শুনেই স্যার বললেন, 'পরিবার! হাহ্।' কথাটা স্যার এমনভাবে বললেন যেন পরিবার থাকলে ভালো ম্যাথমেটিসিয়ান হওয়া যায় না।'

ল্যুক তার পরিবারের বড় ছেলে। তার মা ফ্রান্সের মানুষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ল্যুকের বাবা আর মায়ের পরিচয় হয়। ল্যুকের ছোট দুই ভাই আর এক বোন আছে। এলসপেথ খুব ভালো করেই জানে ল্যুক তার দুই ভাইকে প্রাণের চাইতে বেশি ভালোবাসে। আর বোনটাকে রাখে আঙ্গুরের মতো, তুলোয় আগলে। এলসপেথ বলল, 'প্রফেসর ডেভিস নিজে ব্যাচেলর, তিনি বাঁচেন কাজ করে। তার কাছে এ রকম মনে হওয়া বিচিত্র কিছু না।'

'তুমি মাস্টার্সের কথা কিছু ভেবেছ?'

এলসপেথের হার্ট যেন একটা বিট মিস করল– কিছু কি ভাবা দরকার? ল্যুক কি তাকে তার সাথে কলম্বিয়ায় যেতে বলছে?

'ভাবা তো অবশ্যই দরকার, হার্ভার্ডের ম্যাথের অনেক ছাত্রের চাইতে তুমি অনেক ভালো ছাত্র।'

'আমি সবসময় চেয়েছি স্টেট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করব।'

BanglaBook.org

'তাহলে তো তোমাকে ওয়াশিংটনে থাকতে হবে।'

এলসপেথ নিশ্চিত ল্যুক এসব কথাবার্তা কখনো ভাবেনি। এখনই ভাবা শুরু করেছে। ছেলেগুলো কেন যে এমন হয়! যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা ভাবা দরকার সে জিনিসটা বাদ দিয়ে রাজ্যের সব চিন্তাভাবনা করে। ল্যুকের কথাবার্তায় তো মনে হচ্ছে সে এলসপেথের অন্য জায়গায় থাকাটা পছন্দ করছে না। এক জায়গায় থাকতে হলে সমাধান একটাই। এক ধরনের তীব্র আনন্দ নিয়ে সে সমাধানের বিষয়টা নিয়ে ভাবা শুরু করল।

হঠাৎ করে ল্যুক প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কখনো কারও প্রেমে পড়েছ?' প্রশ্নটা করার পরই ল্যুক বুঝতে পারল প্রশ্নটা এভাবে করাটা ঠিক হয়নি। তারপর হড়বড় করে বলল, 'আসলে প্রশ্নটা একটু বেশি ব্যক্তিগত হয়ে গেল। আমার এই প্রশ্ন করার কোনো অধিকার নেই।'

'না, না, ঠিক আছে।' ভালোবাসা, প্রেম এসব নিয়ে ল্যুক কোনো প্রশ্ন করলে এলসপেথের কেন যেন খুব ভালো লাগে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে এলসপেথ বলল, 'প্রেমে একবার আমি পড়েছিলাম।' এরপর সে তাকিয়ে রইল ল্যুকের চেহারার দিকে। ল্যুকের চেহারায় এক ধরনের অসন্তুষ্টি ফুটে উঠছে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। 'আমার বয়স তখন সতেরো। আমরা থাকতাম শিকাগোতে। বাড়ির পাশেই একটা স্টিল কারখানা ছিল। তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমার সম্পৃক্ততা অনেক বেশি ছিল। আমি কারখানায় ভলান্টিয়ার হিসেবে যেতাম। কখনো মেসেজ নিয়ে যেতাম, কফি বানিয়ে দিতাম শ্রমিকদের। আমি ওখানে জ্যাকে লারগো নামের এক তরুণ সংগঠকের হয়ে কাজ করতাম। ওই লোকের প্রেম পড়েছিলাম তখন।'

'উনি তোমার প্রেমে পড়েননি?'

'আরে নাহ্, ওনার বয়স তখন ছিল পঁচিশ। লোকটা আমাকে বাচ্চা ভাবতেন। আমাকে স্নেহ করতেন, মজাও করতেন অনেক। এ রকম সবার সাথেই করতেন। আমার সাথে বিশেষ কিছু করতেন না।' একটু ইতস্তত করে এরপর এলসপেথ বলল, 'উনি অবশ্য আমাকে একবার চুমু খেয়েছিলেন।' বলার পর তার মনে হচ্ছে ল্যুককে কি কথাটা বলা ঠিক হলো? ঠিক হলে হলো, না হলে নাই। কথাটা বলে নির্ভার হওয়ার দরকার ছিল। 'যখন এই চুমুর ঘটনা ঘটে তখন আমরা দুজনে ছিলাম ব্যাক রুমে। লিফলেট বাক্সে ভরছিলাম। ঐ সময় আমি যেন কী বলেছিলাম, শুনে তো উনি হেসেই খুন। বললেন, 'তুমি একটা ডাকাত, ইলি।' 'এই লোক সবার নাম কী করে যেন ছোট করে ফেলতেন। উনি এখানে থাকলে তোমার নাম বলতেন 'লু'। তো

BanglaBook.org

ডাকাত বলার পরই আমাকে তিনি চুমু খেলেন, একেবারে ঠোঁটে। চুমুটা খাবার পরই আবার কাজ করা শুরু করলেন, যেন কিছুই হয়নি। আর আমি তো আনন্দে আটখানা। কেমন যেন ঘোর লেগে গিয়েছিল।'

'আমার ধারণা ভদ্রলোকও তোমার প্রেমে পড়েছিলেন।'

'হয়তো পড়েছিলেন— কে জানে!'

'উনার সাথে তোমার এখন যোগাযোগ নেই?'

মাথা নাড়ল এলসপেথ, 'লোকটা বেঁচে নেই।'

'মারা গেছে কীভাবে? বয়স তো অনেক কম ছিল।'

'খুন করা হয়েছিল। চোখের জল আটকানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে এলসপেথ। 'স্টিল কারখানার দুজন শ্রমিক দুই পুলিশকে ভাড়া করে, দুই পুলিশ ওকে একা পেয়ে রড দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।'

'জিজাস ক্রাইস্ট।' ল্যাক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল এলসপেথের দিকে।

'শহরের সবাই জানত কাজটা কাদের, কিন্তু এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।' এক হাতে এলসপেথের হাত ধরল ল্যাক। 'খবরের কাগজে এসব ঘটনা শুনে এসেছি। এসব ঘটনা যে সত্য হতে পারে তা জানা ছিল না।'

'ঘটনা সত্যি, মিল চালু রাখতে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কেউ অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই মারা পড়ে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কারখানা হচ্ছে সংগঠিত অপরাধের আখড়া।'

'খুব একটা পার্থক্য নেই। যাই হোক, এই ঘটনার পর আমি আর কারও প্রেমে পড়িনি।' কী বোকার মতো কথা বলছে এলসপেথ। ল্যাক বলছে প্রেম ভালোবাসার কথা, আর সে কিনা সেই কথাকে নিয়ে এলো রাজনীতির দিকে। যত্তসব! 'ল্যাক, তুমি কখনো প্রেমে পড়োনি?'

একটু ইতস্তত করে ল্যাক বলল, 'আমি নিশ্চিত না। আসলে প্রেম কী, ভালোবাসা কী তা-ই তো জানি না।' একেবারে গড়পড়তা ছেলেদের মতো কথা। মেজাজ খারাপ হলো এলসপেথের, কিন্তু কথাটা বলার পরই ল্যাক গলা বাড়িয়ে চুমু খেলো এলসপেথকে। এখন এলসপেথের অনেক নির্ভার লাগছে।

চুমু খাবার সময় ল্যাককে ছুঁতে খুব ভালো লাগে এলসপেথের। চোখ, চোয়াল, চুল, ঘাড়ের পেছনটা। সব জায়গায় এলসপেথের আঙুল প্রজাপতির মতো আলতোভাবে ঘুরে বেড়ায়। একবার চুমু খেয়ে সোজা হয় ল্যাক। তাকিয়ে থাকে এলসপেথের দিকে। কী যেন অব্যক্ত অনুভূতিতে তার হৃদয় ভরে ওঠে, আবার চুমু খায় ল্যাক। দ্বিতীয় চুমুটাতে এলসপেথের মনে হলো ল্যাক তাকে ভালোবাসে। খুব ভালোবাসে। ছেলেটা কি তা জানে না?

BanglaBook.org

চুমু খাবার পর ল্যুক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা নববিবাহিত লোকজন একসময় বোর হয়ে যায় কেন? ভালোবাসা তো শেষ হওয়ার কথা না।'

বিয়ের কথা এলসপেথের খুব পছন্দ। 'বাচ্চারা দম্পতির ভালোবাসা ভাগ করে নেয় মনে হয়।' হাসছে এলসপেথ।

'তোমারও তো একদিন বাচ্চা কাচ্চা হবে, তাই না?'

এলসপেথের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেল। এসব কী ধরনের প্রশ্ন করছে ছেলেটা? এগুলো কোনো প্রশ্ন? 'অবশ্যই বাচ্চা হবে।'

'চারটা হলে ভালো হয়।'

'ছেলে, না মেয়ে?'

'মিকচার।'

তারপর দুজনেই চুপ দীর্ঘ বিরতি। নীরবতাটুকুই উপভোগ করছে দুজনে। এলসপেথ চাইছে না এই হীরন্ময় নিস্তব্ধতাটুকু ভাঙুক। ল্যুক খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে তাকাল এলসপেথের দিকে, বলল, 'তোমার কী মনে হয়? তোমার চারটা বাচ্চা হলে কেমন হবে?'

ঠিক এই ধরনের একটি বাক্যের জন্যই এলসপেথের হৃদয় তৃষিত ছিল। বুক ভরা সুখ নিয়ে হাসল এলসপেথ।

'বাচ্চাগুলো যদি তোমার হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই।'

ল্যুক এবার আরও তীব্র আবেগ নিয়ে চুমু খেলো এলসপেথকে।

এরপর গাড়ি চালিয়ে দুজনে রেডক্লিফের ডরমিটরির দিকে রওনা দিল।

হার্ভার্ড স্কয়ারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশ থেকে কে যেন হাত নেড়ে ডাকল। 'ও কি অ্যান্থনি নাকি?' সন্দিহান গলায় বলল ল্যুক।

লোকটা অবশ্যই অ্যান্থনি। পাশে বিলিও আছে। খুব ভালো করেই দেখেছে এলসপেথ।

গাড়ি থামিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করল ল্যুক। জানালার পাশে এলো অ্যান্থনি, পেছনে বিলি। ঠান্ডা বাতাসে হি হি করে কাঁপছে বিলি, ভয়াবহ রেগেও আছে মনে হচ্ছে। 'এখানে কী করছো, অ্যান্থনি?' প্রশ্ন করল এলসপেথ।

'একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। আমার ফেনওয়েয়ের বন্ধু বাড়ি আটকে উইকএনডে বেরিয়ে গেছে, ব্যাটা বোধহয় আমার কথা ভুলে গেছে। বিলির এখন থাকার জায়গা নেই।'

ডরমিটরিতে মিথ্যে বলেছে বিলি, মনে পড়ল এলসপেথের। এখন ডরমে ঢুকলেই মিথ্যেটা ধরা পড়ে যাবে।

BanglaBook.org

'আমি বিলিকে হাউজে নিয়ে গিয়েছিলাম।' উত্তর দিল অ্যান্থনি। হার্ভার্ডে ছেলেদের ডরমিটরিকে হাউজ বলে। 'ভাবলাম বিলি আমাদের রুমে থাকুক। আমি আর লুক লাইব্রেরিতে রাতটা কাটিয়ে দেব।'

এলসপেথ বলল, 'তুমি কি পাগল নাকি, অ্যান্থনি?'

মাঝখানে কথা বলল ল্যুক। 'নতুন কিছু না। এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তো বিলি রুমে থাকলে সমস্যা কী?'

'আমাদের দেখে ফেলেছে।'

'ওহ্, নো!' হালকা ধরনের চিৎকার দিলো এলসপেথ। কোনো মেয়েকে কোনো ছেলের রুমে পাওয়া যাওয়াটা বিশাল ধরনের অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। বিশেষ করে রাতে পাওয়া গেলে তো আরও ঝামেলা। এর শাস্তি হিসেবে ছেলেমেয়ে দুজনকেই ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

ল্যুক বলল, 'কে দেখেছে?'

'জিওফ পিজিয়ন, আরও ছেলেরা ছিল সাথে।'

'জিওফ কোনো সমস্যা না। সাথে কারা ছিল?'

'আমি নিশ্চিত না। আধো অন্ধকারে সবার চেহারা ঠিকমতো বুঝিনি। সবকটা ছিল মাতাল। কাল সকালে ওদের সাথে কথা বলা যাবে।'

মাথা নড করল ল্যুক। 'তো এখন কী করবে?'

'রোড আইল্যান্ডে বিলির এক কাজিন থাকে। তুমি কি ওকে ওখানে একটু পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে?'

'কী? ওই জায়গা তো পঞ্চাশ মাইল দূরে।' প্রতিবাদ করল এলসপেথ।

ঘণ্টা দুয়েকের মামলা। যাবে নাকি ল্যুক? একটু অনুনয় ঝরে পড়ে অ্যান্থনির কণ্ঠে।

'অবশ্যই যাব।' উত্তর দেয় ল্যুক।

এলসপেথ ভালো করেই জানে রাজি হবে ল্যুক। বন্ধুকে সাহায্য করা ল্যুকের কাছে সম্মানের মতো একটা বিষয়। কিন্তু তারপরেও রেগে গেল এলসপেথ।

'থ্যাংকস, ম্যান'। হালকা গলায় বলল অ্যান্থনি।

'ইটস ওকে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গাড়িটা টু সিটার। দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে গেল এলসপেথ। ভারী গলায় বলল, 'বি মাই গেস্ট।' রেগে যাওয়ায় নিজের কাছেই খারাপ লাগছে এলসপেথের। ল্যুকের কথাই ঠিক, বিপদেই তো বন্ধুকে সাহায্য করে বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে হয়। কিন্তু ছোট্ট

BanglaBook.org

একটা গাড়িতে সেকসি বিলি জোসেফসনের সাথে দুই ঘণ্টা কাটাবে ল্যুক, সেটাই মেনে নিতে পারছে না এলসপেথ।

এলসপেথের ভাবনাটা বোধহয় টের পেল ল্যুক। বলল, 'এলসপেথ, তোমার নামার দরকার নেই। উঠে এসো। তোমাকে আগে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না, না, দরকার নেই। আমি অ্যান্থনির সাথে হেঁটে যেতে পারব। বিলিকে পৌঁছে দিয়ে এসো। বেচারি ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে।' উত্তর দিল ল্যুক।

এলসপেথ আশা করেছিল ল্যুক আরেকটু জোরাজুরি করবে। কী হতো একটু জোরাজুরি করলে? সে কি আর তাকে পৌঁছে দিতে বলত নাকি?

বিলি এলসপেথের গালে চুমু খেল। বলল, 'তোমাকে কী করে যে ধন্যবাদ জানাব!' তারপর গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। অ্যান্থনিকে কিছু বলল না বিলি।

হাত নেড়ে বিদায় জানাল ল্যুক। অন্ধকারে হারিয়ে গেল গাড়ি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে অ্যান্থনি আর এলসপেথ গাড়ির চলে যাওয়া দেখল।

বিরক্তিতে এলসপেথের মুখ দিয়ে একটাই শব্দ বেরিয়ে এলো, 'যত্তসব!'

BanglaBook.org

সকাল : ৬.৩০

সাদা রকেটের গায়ে বড় বড় কালো হরফে লেখা 'UE'। খুবই সাধারণ একটা কোড...

H	U	N	T	S	V	I	L	E	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

...এই বাক্সের দিকে তাকালেই UE-এর অর্থ পরিষ্কার বোঝা যাবে। UE-এর মানে হচ্ছে 29। এই সাধারণ অথচ জটিল কোড দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই, যাতে বাইরের কেউ ধারণা করতে না পারে কতগুলো মিসাইল তৈরি করা হয়েছে।

শীতল নগরীর উপর ধীরে আলোর চাদর বিছিয়ে পড়ছে। নারী-পুরুষ যারাই ঘর থেকে এই শীতে বেরিয়েছেন সবারই বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে আছে। শীতে কি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হয়? তার উপর কাজে যেতে হবে। বাইরের শীতটাকে গায়ে লাগিয়ে। সবার মধ্যেই এক ধরনের ব্যস্ততা। ঠান্ডা রাস্তা পেরিয়ে কাজের গরম জায়গায় ঢোকার ব্যস্ততা।

সবার গন্তব্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। শুধু ল্যুকের গন্তব্য নেই। উদ্দেশ্যও নেই। এলোমেলোভাবে সে হেঁটে চলেছে। রাস্তার পর রাস্তা পার হচ্ছে কিন্তু আশাব্যঞ্জক কিছু দেখা যাচ্ছে না। ল্যুকের আশা, কোনো রাস্তা দেখলে হয়তো জায়গাটা পরিচিত মনে হবে। মনে হবে, আরে, এই তো সেই জায়গা। এখানেই তো বেড়ে উঠেছি। কিংবা এখানেই তো কাজ করি। কিন্তু ল্যুকের আশাটা আশাই থাকছে।

আলো যত বাড়ছে ল্যুক ততই লোকজনের মুখের দিকে তাকানো শুরু করল। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষগুলোর মধ্যে কেউ হয়তো তার বাবা, বোন কিংবা হয়তো তার নিজেরই ছেলে। ল্যুকের মনে ক্ষীণ আশা, কেউ হয়তো তাকে জাপটে ধরে বলবে, 'আরে ল্যুক! এত সকালে এখানে কী করছো? চলো বাড়ি যাই।' কে জানে, হয়তো এরই মাঝে কোনো আত্মীয় পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে শীতল চাহনি দিয়ে। আচ্ছা, সে কি পরিবারের সাথে বিশাল কোনো ঝামেলা করেছে? নাকি এই শহরেই সে বাস করে না? কে জানে!

হঠাৎ করেই হতাশা বোধ করা শুরু করল ল্যুক। কেউ এসে জড়িয়ে ধরে কিছু বলছে না। কোনো রাস্তাও পরিচিত মনে হচ্ছে না। ক্ষীণ, অসম্ভব আশা

BanglaBook.org

নিয়ে কতক্ষণ হাঁটা যায়? সবচেয়ে বড় কথা, এই হাঁটার মধ্যে কোনো পরিকল্পনা নেই। সবার আগে দরকার একটা পরিকল্পনা। নিজের পরিচয় উদ্ধার করার অবশ্যই একটা রাস্তা আছে। সেই রাস্তাটাই হলো পরিকল্পনা।

আচ্ছা, সে কি হারিয়ে যাওয়া কোনো মানুষ? বোধহয় তাই হবে। ল্যুকের মনে হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের একটা তালিকা থাকে। তাতে মানুষটার বর্ণনাও থাকে, কিন্তু তালিকা কোথায় থাকে? পুলিশের কাছে কি? হ্যাঁ, ওদের কাছেই থাকে।

একটু আগেই পুলিশ স্টেশনের মতো কী একটা চোখে পড়ল না? ভেবেই উল্টো দিকে হাঁটা দিল ল্যুক। হাঁটতেই একজনের সাথে ধাক্কা খেল সে। লোকটার বয়স কম, তরুণই বলা যায়। পরনে জলপাই রঙের গ্যাবার্ডিন রেইনকোট, মাথায় ম্যাচ করা টুপি। ল্যুকের মনে হলো লোকটাকে সে এর আগে দেখেছে। ল্যুক লোকটার দিকে খুব আশা নিয়ে তাকাল। কিসের কী! ব্যাটা তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। একটু বিব্রত, একটু তড়িঘড়ি করেই ব্যাটা হেঁটে চলে গেল।

হতাশাটা গিলে ফেলল ল্যুক। আশেপাশে খুঁটিয়ে দেখা শুরু হলো, কিন্তু পুলিশ স্টেশন পাওয়া যাচ্ছে না। যাবে কী করে, কোনো রীতিমাফিক তো হাঁটা হয়নি। যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে হাঁটলে কি আর দিকটিক খেয়াল থাকে? ধুর! একসময় তো ঠিকই স্টেশন পাওয়া যাবে। যাক, এখন হাঁটাহাঁটি করার একটা উদ্দেশ্য পাওয়া গেল। সেটা হচ্ছে পুলিশ স্টেশন।

হাঁটতে হাঁটতে নিজের সম্পর্কে তথ্য আবিষ্কার করার চেষ্টা শুরু করল ল্যুক। সামনে দীর্ঘকায় এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় খয়েরি হোমবার্গ হ্যাট। ব্যাটা একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টানছে। দৃশ্যটা দেখে তার সিগারেট ফুঁকতে ইচ্ছে হলো, না। তার মানে, সে সিগারেট খায় না। রাস্তায় চলতে থাকা গাড়িগুলোর মধ্যে নতুন আর জোরে ছোটা গাড়িগুলো ভালো লাগছে। তার অর্থ হলো তার পছন্দ রেসিংকার। নতুন রেসিংকার। গাড়ি যখন পছন্দ তাহলে তার ড্রাইভিংটাও জানা আছে।

এক দোকানের কাচের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখল ল্যুক। কাচে একজন মাতালের চেহারা দেখা গেল। যদিও সেটা দেখে বয়স বোঝা যাচ্ছে না। আশেপাশের হেঁটে চলা মানুষগুলোর দিকে আবারও মনোযোগ দিল ল্যুক। লোকজনের চেহারা দেখে সে তাদের বয়স আন্দাজ করতে পারছে। কুড়ি বছরের লোকগুলোকে তার ছোট মনে হচ্ছে, আবার চল্লিশ বছরের লোকগুলোকে মনে হচ্ছে তার চেয়ে বয়স্ক। তার মানে, তার বয়স কুড়ির

BanglaBook.org

উপরে কিন্তু চল্লিশের নিচে। নিজের সম্পর্কে নিজেরই আবিষ্কার করা বিষয়গুলোতে খুব মজা পাচ্ছে ল্যুক। বিজয়োল্লাসের মতো আনন্দ হচ্ছে তার। এসব ভাবতে ভাবতে পথ একেবারে গুবলেট হয়ে গেল ল্যুকের। রাস্তার দুপাশে সস্তাদরের দোকানপাট, বাজার জিনিসপত্রে বোঝাই। ধ্যাত্তেরি। হাঁটা বন্ধ করে সে ভাবা শুরু করল। এখন কী করা যায়? আবার উল্টো দিকে ঘুরল সে। ঠিক ত্রিশ গজ পেছনে সেই জলপাই রঙের গ্যাবার্ডিনের রেইনকোট পরা লোকটা দাঁড়িয়ে। সে খুব মনোযোগ দিয়ে টিভির দোকানে সাজিয়ে রাখা টিভির দিকে তাকিয়ে আছে।

ভ্রু কুঁচকে গেল ল্যুকের। ব্যাটা কি আমার পিছু নিয়েছে নাকি?

কেউ পিছু নিলে তার হাতে ব্রিফকেইস বা অন্য কোনো ধরনের ব্যাগ থাকে না। এবং সে হাঁটে উদ্দেশ্যহীনভাবে। এদিক-ওদিক তাকায়। তবে যার পিছু নেওয়া হয় তাকে চোখের আড়াল করে না। সবুজ রেইনকোট পরা ব্যাটার সাথে তো সবই মিলে যাচ্ছে। সন্দেহটা খুব সহজেই পরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

ল্যুক হেঁটে ব্লকের একেবারে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত গেল। রাস্তা পার হয়ে আবার উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করল। কিছু দূর গিয়ে পেছনে তাকাল। ব্যাটা এখনও ঠিক ত্রিশ ইয়ার্ড পেছনে। সন্দেহ পুরোপুরি দূর করার জন্য আবারও রাস্তা পার হলো ল্যুক। ব্যাটা এখন আশেপাশে দরজার নাম্বার পড়ছে। কিন্তু দূরত্বটা ঠিকই আছে, বাড়েনি কিংবা কমেনি। ঠিক ত্রিশ ইয়ার্ড। যেখান থেকে হাঁটা শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে এলো ল্যুক। লোকটা তার পেছনেই আছে।

সন্দেহ নেই এই জলপাই রেইনকোট তার পিছু নিয়েছে। বিষয়টা তো রহস্যজনক। কিন্তু একটা আশাও জাগল ল্যুকের মনে। পিছু যখন নিয়েছে তখন ব্যাটা তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু জানে।

পিছু যে নেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য এখন একটা গাড়িতে চড়া দরকার। যাতে পিছু নেওয়া লোকটা বাধ্য হয়ে গাড়িতেও চড়ে। পিছু না নিলে অবশ্য সে গাড়িতে চড়বে না। পিছু নিলেই গাড়িতে চড়বে। উত্তেজনা বোধ করছে ল্যুক। তার পাশাপাশি মাথার ভেতর কে যেন বলে উঠল, 'পিছু নেওয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার উপায় তুমি কী করে জানলে ল্যুক?' হঠাৎ করেই ল্যুকের মনে হলো এই ইঁদুর-বিড়াল খেলাটা বোধহয় সে আগে কোনো এক সময় খেলেছে।

সে বিষয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন বাস ভাড়া দরকার, কিন্তু পকেটে ফুটো পয়সাও নেই। শেষ সেন্টটাও বোধহয় মদের বোতলে খরচ হয়েছে। টাকা-পয়সা অবশ্য কোনো সমস্যা না। এ জিনিস সবখানেই আছে। লোকজনের

BanglaBook.org

পকেটে, দোকানের ক্যাশবাক্সে, ট্যাক্সিক্যাব, ঘরবাড়ি সবখানে টাকা আছে, চারপাশে এক নতুন দৃষ্টিতে তাকাল ল্যুক। এখন টাকা দরকার, টাকা।

আশেপাশে কত কী স্ট্যান্ড লুট হওয়ার জন্য খোলা, হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে মহিলারা হাঁটছে। টান দিয়ে দৌড় দিলেই চলে। খোলা পকেট পকেটমারার জন্য হাতছানি দিচ্ছে। একটা কফিশপের দিকে তাকাল ল্যুক। কাউন্টারে একজনই লোক। কফি পরিবেশন করছে এক মহিলা। এখান থেকেও প্রয়োজনীয় টাকা তুলে নেওয়া যাবে। ল্যুক ঢুকল কফিশপে।

চারপাশে ছড়ানো টেবিল। কোনো টেবিলে কি টিপসের জন্য ভাংতি পয়সা কেউ রেখে গেছে? নাহ্ কোথাও কিছু নেই। শপের ভেতর রেডিওতে খবর শোনানো হচ্ছে। তাতে ঘোষক বলছেন 'মহাকাশ বিজ্ঞানে রাশিয়ার সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য আমেরিকার এটাই শেষ সুযোগ'। কাউন্টারের লোকটি নিবিষ্ট মনে এক্সপ্রেসো কফি তৈরি করছে। মুগ্ধ চোখ কফির ফেনায় নিবিষ্ট। কফির চমৎকার গন্ধ ল্যুকের নাকে সুড়সুড়ি দিলো।

আচ্ছা এ ধরনের কফি শপে মাতালরা ঢুকে কী বলে? অনেক চিন্তাভাবনা করে ল্যুক বলল, 'বাসি ডোনাট হবে?'

'বের হ হারামজাদা, এখানে আর আসবি না।' কাউন্টারের লোকটার গলায় স্পষ্ট বিরক্তি এবং ঘৃণা। এ কথায় ল্যুকের কোনো ভাবান্তর হলো না। যা ইচ্ছে বলুক, এখন দরকার টাকা, বাস ভাড়ার, ভাড়ার জন্য ক্যাশবাক্সে টান দেওয়াটা বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আশেপাশে চোখ বোলানো শুরু করল ল্যুক। পাওয়া গেছে। একটা ছোট টিনের বাক্স, তাতে লেখা 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কথা একটু ভাবুন, দান করুন তাদের ভালোর জন্য।' লোকজন নিশ্চয় কিছু না কিছু ফেলেছে এই বাক্সে। এই বাক্সটাতেই হয়ে যাওয়ার কথা। এখন বাক্সটা নিতে হলে কাউন্টারম্যান আর ওয়েটারের মনোযোগ সরাতে হবে অন্যদিকে।

'ভাই, দুইটা সেন্ট অন্তত দেন।' বিনীত গলায় প্রার্থনা করল ল্যুক। 'আচ্ছা! এই তাহলে বিষয়, সাতসকালে ভিক্ষা। শালা মাতাল, বের হ এখান থেকে।' লোকটা কাউন্টার থেকে বের হচ্ছে। তার জন্য একটু নিচু হয়ে বের হতে হবে। এই সময়টায় কাউন্টারের উপরের কিছুতে তার চোখ থাকবে না। এই সময়টুকুই দরকার ল্যুকের। বের হতে হতে ল্যুক ছোট বাক্সটা চালান করে দিল কোটের পকেটে। খুব হালকা, তবে খটখট শব্দ পাওয়া গেছে, তার মানে ভেতরে কিছু অবশ্যই আছে। কাউন্টারম্যান বেরিয়েই কলার ধরে ল্যুককে টেনে বাইরে নিয়ে এলো। এটুকু পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু গেট থেকে বের করার আগ মুর্হূতে ব্যাটা ল্যুকের পাছায় ঝেড়ে দিল শক্ত একটা লাথি।

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই ল্যুকের আচরণ বদলে গেল। ঘুরে দাঁড়াতেই ভড়কে গেল কাউন্টারম্যান। তাড়াতাড়ি ক্যাফের ভেতরে ঢুকে সে আটকে দিল দরজা।

কাউন্টারম্যান ভেতরে ঢুকতেই ল্যুকের চিন্তাভাবনা পুরো পরিষ্কার, লাথিটা বোধহয় প্রাপ্য, অন্তত অন্ধ মানুষের টাকা চুরির তুলনায় শাস্তিটা অনেক কম। কথাটা মাথায় ঢুকতেই লেজ গুটানো কুকুরের মতো পালাল ল্যুক। তবে লাথির জন্য যে রাগটা হয়েছে সেটা মাথার ভেতরে আটকে গেছে।

মূল রাস্তা থেকে সরু একটা গলিতে ঢুকে গেল ল্যুক। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে বাক্সের গায়ে দে দমাদম বাড়ি। বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে রাগটাও কমছে। একসময় বাক্স খুলে গেল। ভেতরে দেখা গেল বেশকিছু পেনি। সব মিলিয়ে দুই-তিন ডলার হবে। ডলার পকেটে ভরে নির্ভার হলো ল্যুক। যাক, পকেটে এখন মাল-মশলা আছে, তবে অন্ধলোকদের টাকা মেরে দেওয়ার জন্য মনের ভেতরের খচখচানিটা যাচ্ছে না। শেষমেশ নিজেই প্রতিজ্ঞা করল ল্যুক। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে এই পরিমাণ ডলার দান করব অন্ধদের জন্য। নাহ্ পরিমাণটা কম হয়ে গেল। দান করব ত্রিশ ডলার।

এখন একটু ভালো লাগছে। সরু থেকে আবার মূল সড়কে বেরিয়ে এলো ল্যুক।

নিউজস্ট্যান্ডে জলপাই রঙের রেইনকোট পরা একজন দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পড়ছে।

নিউজস্ট্যান্ডের কয়েক ইয়ার্ড পরেই বাস স্টপেজ। তাতে একটা বাস এসে থামল। বাস কোথায় যাচ্ছে সে সম্পর্কে ল্যুকের কোনো ধারণা নেই। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। বাসে উঠল ল্যুক। বাস ড্রাইভার খুব কড়া ধরনের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল ল্যুকের দিকে। অবশ্য নামিয়ে দিল না। ড্রাইভারের দৃষ্টিতে কিঞ্চিত বিব্রত বোধ করল ল্যুক। বলল, 'তিন স্টপ পরেই নামব।'

'কই যাইবেন, সেইটা কোনো বিষয় না। আপনের যদি টোকেন না থাকে তাইলে ভাড়া লাগবো সতেরো সেন্ট।'

পকেটের খুচরো পয়সা থেকে ভাড়া দিল ল্যুক।

বাসের পেছন দিকে রওনা দিল ল্যুক। যাওয়ার সময় উদ্বিগ্ন চোখে সে বাইরে দেখার চেষ্টা করল। রেইনকোট পরা লোকটা পত্রিকা বগলের নিচে আটকে হাঁটা শুরু করেছে। ল্যুকের ভুরু কুঁচকে গেল। এই লোক হাঁটছে কেন? এর তো এখন ট্যাক্সিক্যাব পাকড়ে বাসের পেছনে ছোটার কথা। কে জানে, হয়তো এই ব্যাটা অনুসরণই করছে না, আবারও হতাশা লাগল ল্যুকের। এত হতাশা আসে কোত্থেকে?

সিটে বসল ল্যুক বাস চলা শুরু করেছে।

BanglaBook.org

খুব অবাক লাগছে ল্যুকের, এইসব জিনিস তার মাথায় এলো কী করে? নিশ্চয়ই এইসব চোর-পুলিশ খেলায় তার পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা প্রশিক্ষণ আছে। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ? সে কি তাহলে পুলিশ ছিল? কে জানে, হয়তো যুদ্ধের সময় এ কাজ তার শেখা। ল্যুকের মনে আছে, একসময় যুদ্ধ হয়েছিল। আমেরিকা এই যুদ্ধ করেছে দুই জায়গায়। ইউরোপে জার্মানির বিরুদ্ধে আর প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বিরুদ্ধে। সে কি যুদ্ধ করেছে? করলে কোন জায়গায়?

তিন নম্বর স্টপে বাস থেকে নেমে গেল ল্যুক। পুরো রাস্তা একবার জরিপ করে নিল সেই আশেপাশে কোনো ট্যাক্সি ক্যাব দেখা যাচ্ছে না। সবুজ রেইনকোট পরা কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। দ্বিধা নিয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতেই ল্যুক খেয়াল করল, বাস থেকে তার সাথেই নামা একজন রাস্তার পাশের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পকেটে আঁতিপাঁতি করে কী যেন খুঁজছে। ল্যুকের চোখ তার দিকে পড়তেই সে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর এক লম্বা টান।

মানুষটা দীর্ঘকায়, মাথায় খয়েরি হোমবার্গ হ্যাট।

ল্যুকের মনে হলো, এ লোকটাকে সে এর আগেও দেখেছে। মুখটা পরিচিত। ঘটনা কী?

BanglaBook.org

সকাল : ৭টা

লঞ্চ প্যাড সাধারণত দেখতে টেবিলের মতো, চারটা পায়া আছে। তবে পার্থক্য একটাই— এর মাঝে একটা বড় গর্ত আছে। এই গর্ত দিয়ে জেট বের হয়। গর্তের সাথে কোনাকৃতির একটা চোঙও লাগানো, যাতে জেট চারপাশে না ছড়িয়ে সোজা নিচে নামে।

অ্যান্থনি ক্যারল একটা এল ডোরাডো নিয়ে অ্যালফাবেট রো-এর বিল্ডিং-এর পার্কিং লটে ঢুকল। অ্যালফাবেট রো হচ্ছে ব্যারাকের মতো করে তোলা কয়েকটা বিল্ডিং। যুদ্ধকালীন লিংকন মেমোরিয়ালের পাশে পার্কল্যান্ডে এই বিল্ডিংগুলো তৈরি করা হয়েছে। বিল্ডিংগুলো দেখতে কুৎসিত। কিন্তু এই জায়গাটাই অ্যান্থনির খুব পছন্দ। যুদ্ধকালীন বিরাট একটা সময় এখানেই কেটেছে অ্যান্থনির। সে তখন কাজ করত অফিস অব স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসে। এই জিনিস হলো সিআইএ'র পূর্বপুরুষ। এই সার্ভিসের ছিল অনেক ক্ষমতা, চোরাগোপ্তা হামলা থেকে শুরু করে কয়েকটা মানুষ মেরে ফেললেও কারও কিছু বলার ছিল না, এক প্রেসিডেন্ট ছাড়া। সে এক সোনাঝরা দিন ছিল। এখন আর সেই দিন নেই।

সিআইএ বাড়ছে দিন দিন। ব্যুরোক্রেসির সবচেয়ে দ্রুত বড় হওয়া অংশটির নাম সিআইএ, ল্যাংলির পটোম্যাক নদীর ধারে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার ঢেলে এর জন্য তৈরি হচ্ছে হেডকোয়ার্টার। কাজ শেষ হলেই অ্যালফাবেট রো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

ল্যাংলিতে এ ধরনের কাঁড়ি কাঁড়ি ডলারের হেডকোয়ার্টার বানানোর বিপক্ষে অ্যান্থনি। তার বক্তব্য হচ্ছে, সরকার নিয়ন্ত্রিত ফগি বটমে যেমন এখন প্রায় একত্রিশটা বিল্ডিং জুড়ে ছড়ানো অবস্থায় হেডকোয়ার্টার আছে, সে রকম থাকাই ভালো। তাতে করে বিদেশি গুপ্তচরেরা এর ক্ষমতা ও বিশালত্ব সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা নিতে পারবে না। কিন্তু ল্যাংলিতে যখন এক জায়গায় সব চলে আসবে তখন এই সিআইএ'র সবকিছু সম্পর্কে বাইরের লোক ধারণা করতে পারবে।

BanglaBook.org

অ্যান্থনির এই যুক্তি ধোপে টেকেনি। উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা সিআইএ-কে একই এলাকায় শক্ত ও নিরেট অবস্থায় দেখতে চাইছিলেন। অ্যান্থনির বিশ্বাস ছিল সিআইএ'র সব কাজ হচ্ছে দুর্দান্ত দানবীয়, চৌকস সব মানুষের অসম্ভব পরিশ্রমের কাজ। যুদ্ধকালীন সময়ে অন্তত বিষয়টা সে রকমই ছিল। এখন অবস্থা অন্য রকম। শালা সব কেরানি আর অ্যাকাউনটেন্টরা চালাচ্ছে সিআইএ।

পার্কিং লটে অ্যান্থনির জন্য জায়গা বরাদ্দ করা আছে। সেখানে লেখা 'হেড অব টেকনিক্যাল সার্ভিসেস'। লেখার ধার ধারে না অ্যান্থনি। সে মেইন ডোর পর্যন্ত চলে গেল গাড়ি নিয়ে। গাড়ি থেকে নেমে কুৎসিত বিলডিংটির দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, এই জায়গা ভাঙলে একটা যুগের অবসান হবে। থাকবে কিছু স্মৃতি, আর কিছু না। হালে ঠিক সুবিধে করতে পারছে না অ্যান্থনি, প্রায়ই নানা বিষয়ে তর্কে তাকে হেরে আসতে হচ্ছে। তাতে অবশ্য সমস্যা হচ্ছে না, এখনও এজেন্সির অতি ক্ষমতাশালী একজন মানুষ অ্যান্থনি। কিন্তু তারপরেও কিছু কথা থাকে। হার জিনিসটা অ্যান্থনির কোথায় গিয়ে যেন লাগে। অ্যান্থনির কাঁধে যে ডিপার্টমেন্ট তার কাগুজে নাম 'টেকনিক্যাল সার্ভিসেস।' আসলে বার্গলারি ফোন ট্র্যাপিং, ড্রাগ টেস্ট ইত্যাদি অবৈধ ও অনৈতিক কাজগুলো এই বিভাগের অধীন। এই বিভাগের একটা আদুরে ডাকনামও আছে। ডার্টি ট্রিকস। এই বিভাগে অ্যান্থনির অবস্থান তৈরি হয়েছে মূলত যুদ্ধে তার বীরত্ব আর শীতল স্নায়ুযুদ্ধে দক্ষতার জন্য। সিআইএ এসব কাজে অত্যন্ত দক্ষ। ক্ষমতার সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে সিআইএ'র যা কিছু করা দরকার সবই করা উচিত, তা-ই অ্যান্থনির মতামত। কিছু কিছু লোক অ্যান্থনির এই মতের বিপক্ষে। তারা সিআইএ'কে শুধু একটা ইনফরমেশন গ্যাদারিং এজেন্সি হিসেবে দেখতে চায়। যত্তসব ফালতু প্যাচাল। এ রকম কিছু করতে হলে তা করতে হবে অ্যান্থনির লাশের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে।

যাই হোক, অ্যান্থনির শত্রু আছে। এবং এর পরিমাণ যথেষ্টই বেশি। সিনিয়ররা অ্যান্থনির উদ্ধত ব্যবহারের কারণে বিরক্ত, জুনিয়ররা বিরক্ত কারণ তাদের কারো কারো পদোন্নতি আটকে রেখেছে অ্যান্থনি নিজে। আর কেরানি গোছের লোকগুলো বিরক্ত মতপার্থক্যের কারণে। তাদের বক্তব্য হলো, 'সরকারের গোপন অপারেশনের কী দরকার?' অ্যান্থনির বক্তব্য, 'গোপন অপারেশনে শত্রু দেশগুলো কাবু করা যায়। প্রকাশ করা যায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব।' এত সব শত্রু স্রেফ ওঁত পেতে বসে আছে। অ্যান্থনি একটা, স্রেফ একটা ভুল করলেই সবাই একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাতে কোনো ভুল হবে না।

এই মুহূর্তে অ্যান্থনির মাথা বেকায়দার একটা বিষয়ে আটকে গেছে।

BanglaBook.org

বিল্ডিংয়ে ঢোকার সময় মাথা থেকে এসব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলল অ্যান্থনি। আজকের সমস্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। আজকের সমস্যা হচ্ছে ড. ক্লড লুকাস ওরফে ল্যুক। আমেরিকায় এ মুহূর্তে অ্যান্থনির জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ ল্যুক। অ্যান্থনি সারা জীবন যে জিনিসটির জন্য বেঁচে আছে তার জন্য এই মুহূর্তে একমাত্র হুমকি ল্যুক। ড. ক্লড লুকাস।

গত রাতের পুরোটাই অ্যান্থনির অফিসে কেটেছে। বাড়িতে গিয়ে শুধু শেইভ করে কাপড় বদলেই অফিসে ফিরেছে সে। লবিতে গার্ড তাকে দেখে অবাক। গার্ড বলল, 'গুড মর্নিং, মি. ক্যারল, এত দ্রুত ফিরলেন যে?'

'স্বপ্নে এক ফেরেস্তার সাথে দেখা হলো।' ফেরেস্তা বলল, 'ব্যাটা খালি পড়ে পড়ে ঘুমাস। ওঠ এক্ষুনি, কাজে যা। এই জন্য চলে এলাম। গুড মর্নিং।'

কথা শুনে হেসে উঠল গার্ড। 'মি. ম্যাক্সওয়েল আপনার অফিসেই আছেন, স্যার।'

ভ্রু কুঁচকে গেল অ্যান্থনির।

পিট ম্যাক্সওয়েলের তো এখন ল্যুকের সাথে থাকার কথা। কী এমন সমস্যা হলো যে ব্যাটা অফিসে এসে বসে আছে?

দৌড়ে সিঁড়ি ভাঙল অ্যান্থনি। পিট বসে আছে অ্যান্থনির ডেস্কের উল্টো পাশে। পরনে এখনও সেই ময়লা ঝুলকালি মাখা পোশাক। অ্যান্থনিকে দেখামাত্র লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পিট। মুখে কিছুটা ভয়ের ছাপ লেগে আছে।

'কী বিষয়?' প্রশ্ন করল অ্যান্থনি।

ল্যুক একা থাকতে চাইল।

ঘটনা এমন হতে পারে তা জানত অ্যান্থনি। তাই সে বিকল্পও ভেবে রেখেছে। ':এখন কে আছে দায়িত্বে?'

'সিমসন ল্যুককে অনুসরণ করছে। ব্যাক আপ হিসেবে আছে বেটস।'

চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। ল্যুক একজন এজেন্টকে ভাগিয়েছে। আরেকজনকেও তাড়ানো তার পক্ষে সম্ভব। 'আচ্ছা, ওর স্মৃতির কী অবস্থা?'

পুরোপুরি উধাও।

অ্যান্থনি কোট খুলে চেয়ারে বসল। ল্যুক ঝামেলা পাকাবে এ তো জানা কথাই। তবে সে জন্য অ্যান্থনি প্রস্তুত।

চেয়ারে বসে অ্যান্থনি তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল পিটের দিকে। ছেলেটা চৌকস, পরিশ্রমী এবং অবশ্যই মেধাবী। অভাবটা শুধু অভিজ্ঞতার। তবে ছেলেটা অ্যান্থনির প্রতি বিশ্বস্ত। অন্ধভাবে বিশ্বস্ত। নতুন রিক্রুট করা প্রত্যেক তরুণ এজেন্ট জানে অ্যান্থনি নিজে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ঘটনা ১৯৪২ সালের

BanglaBook.org

ক্রিসমাসে। এ দিন আলজিয়ার্সে এক চোরা হামলায় ফরাসি নেতা অ্যাডমিরাল ডারলান নিহত হন। সিআইএ-এর লোকজন যে মানুষ মারে না বিষয়টা তেমন না। তবে ঐ হামলা যতটা নিখুঁতভাবে হয়েছে এতটা নিখুঁত কাজ আর কারো এখন পর্যন্ত হয়নি। তাই তরুণ এজেন্টদের কাছে অ্যান্থনি দেবতুল্য। তবে পিট যে অ্যান্থনির প্রতি অতি বিশ্বস্ত তার কারণ শুধু এটাই নয়। অন্য কাহিনিও আছে। চাকরির দরখাস্তে পিট একটা মিথ্যে তথ্য দিয়েছিল। সেটা আবার অ্যান্থনির কাছে ধরাও পড়ে। এ কারণে পিটের চাকরি তো যেতই, জেলও হতে পারত। অ্যান্থনি তার কিছুই করেনি। বিষয়টা চেপে গেছে বেমালুম। এ জন্য পিট অ্যান্থনির প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। থাকবে বিশ্বস্ত।

এই মুহূর্ত পিট খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত। অ্যান্থনির মতো পিতৃতুল্য মানুষের দেয়া কাজ সে করতে পারেনি ঠিকমতো। অ্যান্থনি পিতৃসুলভ গলায় আশ্বস্ত করল পিটকে।

'রিল্যাক্স পিট, কী হয়েছিল ঠিক করে বল তো?'

একটু যেন ভরসা পেল পিট। চেয়ারে বসল সে। তার পর বলল 'ঘুম ভাঙার পরপরই ল্যুক পাগলের মতো চিৎকার করছিল।' বলছিল, 'আমি কে? আমি কে?' তাকে একটু ব্যস্ত করার চেষ্টা করলাম... কিন্তু একটা ভুল করে ফেলেছি, ওকে ল্যুক নামে ডেকে ফেলেছি।'

অ্যান্থনি পিটকে অর্ডার করেছিল শুধু ল্যুকের দিকে চোখ রাখতে। কোনো তথ্য দেওয়ার অর্ডার তার ছিল না।

ব্যাপার না পিট, 'ওটা ওর আসল নাম না।'

তারপর ল্যুক জিজ্ঞাসা করল 'আমি কে?' বললাম আমি পিট। ইচ্ছে করে বলিনি স্যার। হঠাৎ করেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। আসলে ওর চিৎকার কী করে বন্ধ করা যায় সেদিকেই আমার সমস্ত মনোযোগ ছিল।'

পিটের মনে হচ্ছে মাটির সাথে মিশে যেতে পারলে ভালো হতো। অ্যান্থনি এসবে কোনো পাত্তাই দিল না। সে বলল, 'এরপর কী হলো?'

আমাদের পরিকল্পনা মতো ওকে নিয়ে গেলাম গসপেল শপে, কিন্তু ওখানে গিয়েও ল্যুক একে ওকে প্রশ্ন করা শুরু করল, কেউ ওকে চেনে কিনা, কোথায় থাকে জানে কিনা, এইসব।

নড করল অ্যান্থনি। 'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যুদ্ধে এই ল্যুক ছিল আমাদের সেরা এজেন্ট। ও স্মৃতি হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওর ইন্দ্রিয় ইন্সটিংক্ট্ হারায়নি।' এক হাতে মুখ মোছার চেষ্টা করল অ্যান্থনি। শরীরের উপর বড্ড চাপ যাচ্ছে। ক্লান্তি ভর করছে শরীরে। এটা কি বয়স হওয়ার ইঙ্গিত? কে জানে!

BanglaBook.org

'আমি স্যার ওকে এ জাতীয় কথাবার্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। আমার ধারণা, আমার উদ্দেশ্যটা ও বুঝে ফেলেছিল। তাই শেষমেশ বলল ওকে একা থাকতে দিতে।'

'ল্যুক কি কোনো ক্লু পেয়েছিল? এমন কিছু কি হয়েছিল যাতে ও নিজের পরিচয় খুঁজে পেতে পারে?'

'না স্যার। সে রকম কিছু হয়নি। পত্রিকার স্পেস প্রোগ্রামের উপর লেখা একটা ফিচার পড়তে দেখলাম, কিন্তু তাতে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি।'

'কেউ কি ওর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে?'

'ল্যুক পত্রিকার ক্রসওয়ার্ড সমাধান করে ফেলল। পাদ্রি লোকটা তাতে অবাক হয়েছে। মাতালরা তো পড়তেই পারে না। আর ল্যুক ক্রসওয়ার্ড সমাধান করে ফেলেছে। বিষয়টা স্যার অবাক হওয়ারই মতো।'

পুরো ঘটনাটা বোধহয় সামলানো যাবে। অ্যান্থনির তাই মনে হচ্ছে। 'ল্যুক এখন কোথায়?'

'ঠিক জানি না স্যার। সুযোগ পেলেই স্টিভের ফোন করার কথা।'

'স্টিভ ফোন করলেই তুমি তোমার জায়গায় ফিরে যাবে। ওদের সাথে যোগ দেবে। যত যাই হোক, ল্যুক যেন আমাদের চোখের আড়ালে না যায়।'

'ওকে স্যার।'

এই সময় ডেস্কের সাদা রঙের ফোন চিৎকার করে উঠল। এর ডাইরেক্ট লাইনের নাম্বারও জানে খুব কম মানুষ। কে ফোন করেছে? ভ্রু কুঁচকে গেল অ্যান্থনির। কয়েকবার রিং হওয়ায় সে ফোন তুলল।

'আমি বলছি।' গলাটা এলসপেথের। 'ঘটনা কী অ্যান্থনি?'

'রিল্যাক্স, সবকিছুই ঠিকঠাক আছে।' শীতল গলায় উত্তর দিল অ্যান্থনি।

BanglaBook.org

সকাল ৭:৩০

মিসাইলের দৈর্ঘ্য ৬৮ ফিট ৭ ইঞ্চি। ভর ৬৪০০০ পাউন্ড। এই ভরটুকু লঞ্চ প্যাডে থাকা অবস্থায়। বেশিরভাগ ভরটাই এবং দৈর্ঘ্যটাও দখল করেছে ফুয়েল। মূল স্যাটেলাইট মাত্র ২ ফিট ১০ ইঞ্চি। ভর মাত্র ১৮ পাউন্ড।

অনুসরণকারী ল্যুকের পেছনে প্রায় পৌনে এক মাইল ধরে হাঁটছে। ল্যুক হাঁটছে এইটথ স্ট্রিটে দক্ষিণ দিক বরাবর।

চারপাশে পরিষ্কার দিনের আলো। রাস্তাও বেশ ব্যস্ত। তবে ছায়াসঙ্গীর দিকে খেয়াল রাখতে ল্যুকের কষ্ট হচ্ছে না। আশেপাশে শুধু একটা মানুষের মাথাতেই হ্যামবার্গ হ্যাট। তাই লক্ষ রাখা পানির মতো সহজ। পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনিউ পার হওয়ার পরই লোকটাকে আর দেখা গেল না। ল্যুকের মনে হলো সে কি তাহলে ভুল দেখছে? কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সকালে এমন এক পৃথিবীতে ঘুম ভেঙেছে যে এখন সবকিছুই সত্য হতে পারে। কে জানে হয়তো এই ছায়াসঙ্গীর বিষয়টা পুরোটাই কল্পনা বিলাস। কিন্তু কল্পনার বিষয়টা কোনোভাবেই ল্যুক মেনে নিতে পারছে না। মিনিটখানেক পরই একটা বেকারি থেকে সেই সবুজ জলপাই রঙের কোট পরা লোকটিকে বেরুতে দেখা গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ল্যুক বলে উঠল 'তঁয় একো', 'আবারও তুমি!' কথাটা বলে ল্যুক নিজেই চমকে উঠল। শব্দগুলো ফ্রেঞ্চ না? এগুলো কি তার মাথা থেকে বেরিয়েছে? আশ্চর্য তো! লোকটাকে দেখে ল্যুক পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। অনুসরণের কাজ করছে দুজন মিলে। একজনের পর একজন, তারপর আবার আগের জন। অনেকটা রিলে করার মতো বিষয়। এরা নিশ্চয়ই পেশাদার।

পুরো বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করল ল্যুক, হ্যামবার্গ আর রেইনকোট দুজনেই পুলিশের লোক হতে পারে। সে হয়তো কোনো অপরাধ করেছে। কে জানে মাতাল অবস্থায় হয়তো কাউকে খুনটুন করা হয়ে গেছে। আবার এরা হয়তো কেজিবি বা সিআইএ'র স্পাই। কিন্তু তার মতো পাঁড় মাতাল কি

BanglaBook.org

প্রফেশনাল এসপিওনাজ জগতের কিছু করতে পারে যে একেবারে পেছনে লেজের মতো স্পাই লাগানো হয়েছে? হতেও পারে, কে জানে!

একটা প্রসঙ্গও ল্যুকের ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। তবে ভেতরে এক ধরনের উল্লাস বোধ হচ্ছে ঠিকই। এরা হয়তো এই পাঁড় মাতালের আসল পরিচয় জানে।

দুজনের এই দলটাকে বিচ্ছিন্ন করে আপেক্ষাকৃত তরুণ ছেলেটাকে পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত নিল ল্যুক। একটা সিগারেটের দোকানে ঢুকে ল্যুক এক প্যাকেট পলমল সিগারেট কিনল। পকেটের চোরাই খুচরা দিয়েই দাম হয়ে গেল। দোকান থেকে বেরুতেই দেখা গেল সবুজ রেইনকোটের জায়গায় ফিরে এসেছে হ্যামবার্গ হ্যাট। ব্লকের শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে কোনা দিয়ে ঘুরে গেল ল্যুক।

ফুটপাতের পাশেই একটা কোকাকোলার ট্রাক পার্ক করা। ড্রাইভার ট্রাক থেকে ক্রেইট নামাছে। ক্রেইট নামিয়ে তা রাখছে একটা রেস্টুরেন্টের ভেতর। রাস্তায় নেমে ট্রাকের পেছনে চলে গেল ল্যুক। এমনভাবে দাঁড়াল যাতে রাস্তার পুরোটাই দেখা যায়, কিন্তু রাস্তা থেকে তাকে দেখা যাবে না।

মিনিটখানেক পরই হামবার্গ হ্যাটকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল। দৌড়াচ্ছে লোকটা। দৌড়ের মধ্যে আশেপাশের দরজা-জানালায় চোখ বুলাচ্ছে। ল্যুক চট করে ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল। মাটিতে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে সে। ফুটপাথে লোকজনের জুতো আর প্যান্ট দেখা যাচ্ছে অল্প। ছায়াসঙ্গীর পায়ে ট্যান অক্সফোর্ড শু আর নীল স্যুট প্যান্ট।

লোকটা গতি বাড়াচ্ছে। এগিয়ে গেল সামনে। ল্যুক যে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে রাস্তা থেকে তাই নিয়ে সে একই সাথে চিন্তিত ও বিভ্রান্ত। ঘুরে ট্রাকের কাছে ফিরে এলো সে। ঢুকল রেস্টুরেন্টে, আবার বেরিয়ে এলো মিনিটখানেক পর। ট্রাকের চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে উঠে গেল ফুটপাথে। এক মুহূর্ত পরই তাকে পেছন দিকে জোরে দৌড়াতে দেখা গেল।

পুরো বিষয়টা ল্যুকের খুব মজা লাগছে। আচ্ছা, এই লুকোচুরি সে শিখল কোথায়? যেখানেই শেখা হোক, খেলাটাতে তার মারাত্মক দক্ষতা আছে। ক্রল করে ট্রাকের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো ল্যুক। হ্যামবার্গ হ্যাট এখনও দৌড়াচ্ছে। হা হা হা হা হা।

ফুটপাথ পেরিয়ে আবারও ব্লকের কোনে গেল ল্যুক। একটা ইলেকট্রিক্যাল স্টোরের দোকানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে থেকে একটা রেকর্ড প্লেয়ার দেখা যাচ্ছে। দাম আশি ডলার। সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখল ল্যুক। রাস্তার উপর সতর্ক দৃষ্টি। অপেক্ষা করছে সে।

BanglaBook.org

রেইনকোট পরা লোকটাকে দেখা গেল।

লোকটা লম্বায় ল্যুকের প্রায় সমান। শরীর অ্যাথলেটদের মতো। বয়স ল্যুকের চেয়ে অন্তত বছর দশেক কম হবে। চেহারায় উদ্বিগ্নতার ছাপ পড়েছে। ল্যুকের মন বলছে ছোকরা ততটা অভিজ্ঞ না।

ল্যুকের উপর লোকটার চোখ পড়ল। ল্যুক সোজা তাকিয়ে রইল। অন্যদিকে তাকিয়ে লোকটা সোজা হাঁটা শুরু করল। এমন ভাব যেন এসব মাতালকে এড়িয়ে চলাটাই মঙ্গলজনক।

ল্যুক দোকানের দরজা থেকে সরে লোকটার পথ আগলে দাঁড়াল। ঠোঁটে ঝোলানো সিগারেট। সে বলল, 'একটু আগুন হবে নাকি?'

রেইনকোট পুরো ভড়কে গেল। কী করা উচিত বুঝতে পারছে না। মুখে উদ্বিগ্ন ভাবটা পুরোপুরি চলে এসেছে। এক মুহূর্তের জন্য ল্যুকের মনে হলো ব্যাটা বোধহয় পাশ দিয়ে চুপচাপ চলে যাবে। কোনো কথাই বলবে না। কিন্তু ঘটনা ঘটল উল্টো। রেইনকোর্ট বলল 'হবে। আমিও সিগারেট খাই।' ব্যাটা বোধহয় স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে।

লোকটা পকেটে হাত দিয়ে একটা ম্যাচ বের করে আনল, একটা কাঠি ধরাল, বাড়িয়ে দিল ল্যুকের দিকে।

মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে ল্যুক বলল, 'আপনি জানেন আমি কে, তাই না?' তরুণের মুখে ভীতির একটা ছাপ পড়ে যায়। তার ট্রেনিং সেশনে এই ধরনের বিচিত্র পরিস্থিতিতে কী করতে হয় তা তো শেখানো হয়নি। বেচারা চুপচাপ ল্যুকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হাতে জ্বলন্ত ম্যাচকাঠি পুড়ে চলেছে। হাতে ছ্যাঁকা লাগতেই কাঠি ফেলে দিল তরুণ। সে বলল, 'আপনি ঠিক কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

ল্যুক বলল, 'আপনি আমাকে অনুসরণ করছেন, নিশ্চয়ই আমার পরিচয় আপনি জানেন।'

রেইনকোট পরা তরুণ মুখটাকে নিষ্পাপ করার চেষ্টা করল।

'কী ভায়া? কোনো গপ্পো বেচার তালে আছেন নাকি?'

'আমাকে কি সেলসম্যানের মতো লাগছে? আমার কথা তো বুঝেছেন। তা অভিনয় কেন করছেন?'

'আমি কাউকে অনুসরণ করছি না।'

'আপনি আমার পেছনে এক ঘণ্টা ধরে লেগে আছেন এবং মজার বিষয় হলো, আমি গেছি হারিয়ে।'

BanglaBook.org

'কী উন্মাদের পাল্লায় পড়লাম!' বলেই তরুণ পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ল্যুক আবার পথ আটকে দাঁড়াল।

রেইনকোট খুব বিনয়ী গলায় বলল, 'এক্সকিউজ মি, প্লিজ।'

লোকটাকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছে ল্যুকের নেই। রেইনকোটের ল্যাপেল ধরে দোকানের জানালায় তরুণকে ঠেসে ধরলো ল্যুক। তীব্র রাগ ও হতাশা একসাথে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। চিৎকার করে ল্যুক বলল, 'আপনি আমার পিছু কেন নিয়েছেন?'

রেইনকোট পরা তরুণের বয়স ল্যুকের চেয়ে যথেষ্ট কম এবং শরীরও ফিট। ইচ্ছে করলেই সে ল্যুককে আঘাত করতে পারে। কিন্তু তরুণ সে সবের ধার দিয়েও গেল না। শুধু শীতল গলায় বলল, 'হাত দুটো সরিয়ে নিন, আমি আপনার পিছু নিইনি।'

'আমি কে? বলুন আমি কে?' ল্যুকের গলায় ঝাঁঝ আরও বাড়ছে।

'আপনি কে তা আমি কী করে জানবো?' তরুণ ল্যুকের হাত ধরে ল্যাপেল ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

ল্যাপেল ছেড়ে তরুণের গলা ধরল ল্যুক। তারপর হিস হিস করে বলল, 'তোর এইসব কথা আমি বিশ্বাস করি না। কী হচ্ছে সব খুলে বল।' হঠাৎ করেই ল্যুকের ভাষা বদলে গেল।

তরুণের যাবতীয় সকল শীতলতা উবে গেল। তার জায়গায় নগ্ন ভীতি ভর করছে। গলা থেকে ল্যুকের হাত ছাড়ানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা সে করল। কিছুতেই হাত ছাড়ানো যাচ্ছে না। ল্যুকের পাঁজরে ঘুষি হাঁকালো তরুণ। প্রথম ঘুষিতে ল্যুক ব্যথা পেল ঠিকই, কিন্তু হাত আলগা হলো না। পরের ঘুষিগুলোর জোর কমে গেছে। ল্যুকের বুড়ো আঙুল তরুণের গলায় ঢুকে যাচ্ছে। শ্বাস নেওয়ার কোনো উপায় নেই। তীব্র ভীতি তরুণের চোখে-মুখে।

ল্যুকের পেছন থেকে এক পথচারীর ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে এলো। 'হেই, কী হচ্ছে এখানে?'

হঠাৎ করেই সম্বিত ফিরে পেল ল্যুক। আরে, লোকটা তো মরে যাবে! তরুণের গলা থেকে হাত সরিয়ে নিল ল্যুক। কী সমস্যা? সে কি তাহলে একজন খুনি? নিজের কৃতকর্মে ল্যুক নিজেই খুব অবাক হলো। হতাশায় হাত দুটো দুপাশে ঝুলে গেল।

ল্যুকের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল তরুণ। খক খক করে কাশছে। সে বলল, 'শালা মাতাল বাঞ্চাত। তুই আমাকে আরেকটু হলে তো মেরেই ফেলতি।'

BanglaBook.org

'আমি সত্যিটা জানতে চাই। আমি জানি আপনি সেই সত্যিটা আমাকে জানাতে পারেন।' কথাবার্তায় পুরো বদলে গেছে ল্যুক।

রেইনকোট গলা ডলতে ডলতে বলল, 'আসলে তোর মাথা পুরো খারাপ।'

ল্যুকের আবারও রাগ উঠল। 'আপনি মিথ্যে বলছেন।' আবারও তরুণকে ধরার জন্য এগিয়ে গেল ল্যুক।

তরুণ ঘুরেই ঝেড়ে দৌড়।

ব্যাটার পিছু নেওয়া যেত, কিন্তু তাতে কী হতো? ধরে টর্চার করে কথা বের করা যেত? এই খোলা রাস্তায় সেটা সম্ভব না। ইতিমধ্যেই আশেপাশে লোক জমা হতে শুরু করেছে। লোকজন দাঁড়াচ্ছে তার থেকে নিরাপদ একটা দূরত্ব বজায় রেখে। রাস্তাঘাটে এ ধরনের ঘটনায় দর্শকের অভাব কখনই হয় না।

হাঁটা শুরু করল ল্যুক। খুব খারাপ লাগছে। এই রাগ দিয়ে কী হলো? সম্ভবত যে লোক দুটো তার সম্পর্কে কিছু জানত, তারাও এখন উধাও।

ল্যুক নিজেই নিজেকে বিড়বিড় করে শোনাল, 'খাসা দেখিয়েছ ল্যুক। কিছুই করতে পারলে না।' হঠাৎ করেই খুব নিঃসঙ্গ লাগছে তার।

BanglaBook.org

সকাল : ৮টা

জুপিটার সি মিসাইলের চারটা স্টেইজ। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে রেডস্টোন ব্যালাস্টিক মিসাইলের হাই পারফরমেন্স ভার্সন। এটিই প্রথম স্টেইজ, অন্য অর্থে, বুস্টারও বলা যায়। এর আছে অসম্ভব শক্তিশালী এক ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটার কাজ হলো পৃথিবীর শক্তিশালী অভিকর্ষ কাটিয়ে মিসাইলটিকে উপরে পাঠানো।

ড. বিলি জোসেফসনের দেরি হয়ে যাচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বুড়ো মাকে ঘুম থেকে উঠাতে হয়েছে, বাথরোব পরিয়ে, কানে হিয়ারিং এইড লাগিয়ে তাকে কিচেনে বসাতে হয়েছে। এরপর ল্যারির ঘুম ভাঙাতে হয়েছে। ল্যারির বয়স সাত বছর। রাতে বিছানা না ভেজানোয় তাকে একটু প্রশংসা ও আদরও দিতে হয়েছে। ল্যারিকে ঠেলে বাথরুমে গোসলের জন্যে পাঠিয়ে বিলি এসেছে কিচেনে।

বিলির মায়ের বয়স সত্তর। ছোটখাটো, মোটাসোটা একজন মহিলা। তাকে বিলি ডাকে বেকি-মা বলে। ভদ্রমহিলা কানে কম শোনেন। তার জন্য উচ্চগ্রামে রেডিও বেজে চলেছে। তাতে পেরি কোমো খুব আবেগ দিয়ে 'ক্যাচ আ ফলিং স্টার' গানটি গাইছেন। টোস্টারে পাউরুটি দিয়ে ডাইনিং টেবিলে মাখন আর আঙ্গুরের জেলি রাখল বিলি। এগুলো বেকি-মার জন্য, ল্যারির জন্য একটা বাটিতে কর্নফ্লেক্স আর কলা টুকরো করে রাখতে হবে। সাথে লাগবে এক জগ দুধ।

বিলি এই ফাঁকে পিনাট বাটার আর জেলি স্যান্ডউইচ বানিয়ে ল্যারির লাঞ্চ বক্সে ঢুকিয়ে দিল। সাথে আপেল, হার চকোলেট বার আর ছোট এক বোতল কমলার জুস। সব স্কুল ব্যাগে ঢোকানোর পর বই আর বেইজবল গ্লাভসও দিতে হলো। গ্লাভস ল্যারির বাবার দেওয়া উপহার।

রেডিওতে গানের বদলে এখন এক রিপোর্টার ভ্যাজর ভ্যাজর করছে। কেইপ ক্যানাভেরালের সৈকতে নাকি রকেট লঞ্চ দেখার জন্য বিপুল লোক সমাগম হয়েছে। রিপোর্টার সে রকম একজন দর্শকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।

BanglaBook.org

এ সময় ল্যারি ঢুকল কিচেনে। জুতার ফিতে বাঁধা হয়নি, শার্টের বোতাম এলোমেলো লাগানো। সব ঠিক করে দিয়ে বিলি ল্যারিকে পাঠিয়ে দিল নাস্তার টেবিলে। এখন তাকে ভাজতে হবে ডিম।

এখন বাজে সকাল সোয়া আটটা। হাতে নিজের জন্য একদম সময় নেই। বিলি তার মা আর ছেলেকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। তাদের প্রতি দায়িত্ববোধেরও কমতি নেই এতটুকু। কিন্তু তারপরেও মাঝে মধ্যে খুব বিরক্তি লাগে।

রেডিও রিপোর্টার এখন একজন আর্মির সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।

'আচ্ছা স্যার, বলুন তো, এই উৎসাহী জনতার কি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই? ধরুন, রকেট যদি উল্টো দিকে যাওয়া শুরু করে এই সৈকতেই আছড়ে পড়ে, তখন কী হবে? সব তো কাবাব হয়ে যাবে।'

'কাবাব হলে কিছু পরোটা দরকার হবে। হা হা হা, মজা করলাম। আপনার আশঙ্কা অমূলক। এ রকম কিছু হবে না। প্রতিটি রকেটেই সেলফ ডেস্ট্রাকশান মেকানিজম থাকে। উল্টো আচরণ করলে মাঝপথেই তাকে ধ্বংস করে দেওয়া যায়। এই জনতা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

'রকেট উড়ে গেলে আপনারা তাকে ধ্বংস করবেন কী করে? তখন তো এর উপর আপনাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকার কথা না।'

'এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে অ্যাক্টিভেট করা হয়। তার জন্য রেডিও অফিসার সতর্ক অবস্থায় বসে থাকে।'

'এ তো স্যার আরও বিপজ্জনক শোনাচ্ছে। ধরুন, কোনো রেডিও স্পেশালিস্ট যদি ডেস্ট্রাকশন মেকানিজমে এখান থেকে এক্সপ্লোসিভ সিগন্যাল পাঠিয়ে রকেটকে মাঝপথে ধ্বংস করে দেয়, তখন কী হবে? কিংবা দুর্ঘটনাবশত যদি কেউ রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে দেয়, তখন? এত কাঁড়ি কাঁড়ি ডলারের এই রকেট তো নিমিষেই ধুলা। তাই না?'

'সিগন্যালটাকে এত পান্তাভাত কেন মনে করছেন? সিগন্যাল মেকানিজম শুধু একটি নির্দিষ্ট কমপ্লেক্স সিগন্যালে সাড়া দেবে। সেই নির্দিষ্ট সিগন্যালটিকে একটি কোডও বলতে পারেন। এইসব রকেটে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার ব্যয় করা হয়। ঝুঁকি তো আমরা নিতে পারি না। তাই না?'

টেবিল থেকে ল্যারি বলল, 'আজ একটা স্পেস রকেট বানাতে হবে। ইয়োগোহার্টের বাক্সটা কি স্কুলে নেওয়া যাবে মা?'

'এখনও অর্ধেকটা বাক্সে পড়ে আছে। নেওয়া যাবে না।' উত্তর দিল বিলি। গলায় ঝাঁজ।

BanglaBook.org

'কিন্তু মা, কয়েকটা বাক্স তো নিতেই হবে। নইলে মিস পেইজ খুব বকাঝকা করবেন।' বকাঝকার কথায় ল্যারির চোখে তখনি পানি চলে এলো। ছোট বাচ্চারা খুব অভিমানী হয়। অল্পতেই চোখ টলমল করে।

'বাক্স কিসে লাগবে?'

'স্পেস রকেট বানাতে হবে। মিস গত সপ্তাহে বলে দিয়েছিলেন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বিলির। এক হাতে কত দিক সামলানো যায়? সে বলল, 'ল্যারি, তুই যদি গত সপ্তাহে আমাকে বলে রাখতি, তাহলে তো কত বাক্স জমিয়ে রাখা যেত। কতবার করে বলেছি সবকিছু একেবারে শেষ মুহূর্তে না বলতে?'

'এখন কী করব মা? বলো না।'

'দেখি কিছু পাই কিনা। না পেলে ইয়োগোহার্টের বাক্সটাই খালি করে দিতে হবে। কী ধরনের বাক্স লাগবে তোর?'

'দেখলে রকেটের মতো মনে হয়, এ রকম বাক্স।'

ল্যারির কথা শুনে অবাক লাগল বিলির। এই স্কুল টিচারদের কি আর কোনো কাজটাজ নেই? এরা কী সব যে করতে বলে বাচ্চাদের! যেসব বাচ্চার মা বাইরে কাজ করে তাদের কথা কি শিক্ষকদের একটুও ভাবা উচিত নয়? যত দিন যাচ্ছে মানুষ হয়ে যাচ্ছে আলাদা আলাদা দ্বীপের মতো। কেউ কারো কথা ভাবে না। আশ্চর্য!

ডিম ভেজে তিনটা প্লেটে রাখল বিলি। এর পর টোস্ট বের করে প্লেটে রেখে সে বেরুলো বাক্সের খোঁজে। পুরো বাড়িতে এখন বাক্স খুঁজতে হবে। খুঁজেটুজে একটা টিউবের মতো কাপবোর্ডের ডিটারজেন্ট কনটেইনার, একটা প্লাস্টিকের লিকুইড সোপ বোতল আর একটা চকোলেট বাক্স পাওয়া গেল।

সব বাক্স একটা শপিং ব্যাগে ভরে ল্যারির হাতে তুলে দিল বিলি।

'ওরে বাপরে! এত বাক্স মা! আই লাভ ইউ মা।'

বিলির নাস্তা ঠান্ডা হয়ে গেছে। তাতে কী? ল্যারি তো খুশি।

এ সময় গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। বিলি দ্রুত কাপবোর্ড গ্লাসে নিজের চেহারাটা দেখে নিল। কোঁকড়া কালো চুল মোটামুটি গোছানোই আছে। মুখে মেকআপ নেই, শুধু চোখে একটু আই লাইনার। গত রাতে মেকআপের এ অংশটুকু তোলা যায়নি। পরনে গোলাপি রঙের ওভারসাইজ সোয়েটার। পুরো চেহারা আর শরীর এই মেকআপ ছাড়া অবস্থাতেও বেশ আকর্ষণীয় লাগছে।

ব্যাকডোর খুলে রয় ব্রডস্কি বেরিয়ে এলো। রয় হচ্ছে ল্যারির প্রাণের বন্ধু। দুই বন্ধু দেখা হওয়ার সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল, যেন কত দিন দেখা

BanglaBook.org

হয়নি। বিলি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেছে, ল্যারির সব বন্ধুই এখন ছেলেই আছে। কোনো মেয়ে বন্ধু নেই। যদিও কিন্ডারগার্টেনে ছেলে-মেয়ে সবাই একসাথে খেলে। পড়াশোনা করে। তাও ল্যারির এখনও কোনো মেয়ে বন্ধু নেই। আর পাঁচ বছর পর কি এই অবস্থা থাকবে? অসম্ভব! পাঁচ বছরে একটা বাচ্চা কত বদলে যায়। অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত!

রয়ের পেছন পেছন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো তার বাবা হ্যারল্ড। লোকটা দেখতে আকর্ষণীয়, চোখ নরম খয়েরি রঙের। হ্যারল্ড ব্রডস্কির স্ত্রী নেই। এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মহিলা মৃত্যুবরণ করেন। হ্যারল্ড জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রির শিক্ষক। বিলি এবং হ্যারল্ড এখন ডেট করছে। বিলির স্বামী তাকে ডিভোর্স করেছে যখন ল্যারির বয়স দুই বছর। তার পর থেকে বিলি একাই কাটিয়েছে। ইদানীং হ্যারল্ডের সাথে ডেট চলছে বিলির।

বিলিকে দেখা মাত্র হ্যারল্ড বলল, 'মাই গড বিলি! তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।' কথা শুনে ব্লাস করল বিলি। আলতো করে চুমু খেল হ্যারল্ডের গলায়।

ল্যারির মতো রয়ের হাতেও একটা বিরাট শপিং ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। ব্যাগ ভর্তি কার্টন। বিলি হ্যারল্ডকে বলল, 'সব খালি করে তারপর বাক্স দিয়েছ, তাই না?'

'আর কী করব? দুটো টয়লেট রোলও দিয়েছি। টিস্যু সব পড়ে আছে বাথরুমে। হা হা হা।'

'ওহ্ গড! টয়লেট রোলের কথা তো আমার মাথাতেই আসেনি। হা হা হা।'

'বিলি, আজ রাতে আমার বাড়িতে ডিনার করবে?'

অবাক হলো বিলি। 'তুমি রান্না করবে?'

'না, ঠিক তা না। ভেবেছি মিসেস রাইলিকে বলব দুপুরে রেঁধে রাখতে। রাতে আমিই গরম করে নেব।'

'সিওর।' উত্তর দিল বিলি। এর আগে হ্যারল্ডের বাড়িতে ডিনার করা হয়নি। তারা সাধারণত একসাথে সিনেমা দেখতে কিংবা ক্ল্যাসিকাল মিউজিক শুনতে যায়। আবার অন্য প্রফেসরদের বাড়িতে ককটেইল পার্টিতেও দুজনকে একসাথে দেখা যায়। কিন্তু হ্যারল্ডের বাড়িতে ডিনার এই প্রথম। আচ্ছা, হ্যারল্ড হঠাৎ নিমন্ত্রণ করল কেন?

'রয় আজ রাতে ওর এক কাজিনের বার্থডে পার্টিতে যাবে। ওখানেই থাকবে। বাড়িতে আজ নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।'

বিলি চিন্তিত স্বরে বলল, 'ঠিক আছে। আচ্ছা, রেস্টুরেন্টেও তো নিরিবিলিতে কথা বলা যায়। তাহলে ছেলে বাড়ি থাকবে না এ সুযোগে

BanglaBook.org

নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে, এই কথা বলল কেন হ্যারল্ড? বিলি তাকাল হ্যারল্ডের দিকে। হ্যারল্ড পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে বিলির চিন্তা-ভাবনা ধরতে পারছে। বিলি বলল, 'ভালোই তো হয়।'

'আটটার দিকে তোমাকে তুলে নেব। রেডি থেকো। কাম অন বয়েজ।' দুই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল হ্যারল্ড। যাওয়ার সময় ল্যারি 'গুডবাই' বলেনি। তার মানে সব ঠিকঠাকই আছে। সাধারণত কোনোকিছু নিয়ে সমস্যা হলে ল্যারি স্কুলে যাওয়ার আগে মায়ের গলা ধরে কিছুক্ষণ ঝুলোঝুলি করে। এই সময়টায় কেন যেন বিলির খুব মায়া লাগে। আচ্ছা, সন্তানের প্রতি এ ভালোবাসা শুধু কি মায়েরই থাকে, নাকি বাবারও থাকে? কে জানে!

বাড়িতে ঢুকতেই বেকি-মা বললেন, 'হ্যারল্ড মানুষ ভালো। ওকে যত তাড়াতাড়ি পারিস বিয়ে করে ফেল। পুরুষ মানুষের মন, বদলাতে কতক্ষণ!'

'ওর মন বদলাবে না মা।'

'সবকিছু না জেনে বোকার মতো আবার কিছু করে ফেলিস না যেন।'

বিলি মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তোমার চোখে কিছুই এড়ায় না, তাই না মা?'

'বুড়ো হয়েছি বলে কি বুদ্ধিশুদ্ধিও বুড়ো হয়েছে?'

টেবিল পরিষ্কার করে নিজের নাস্তা ট্র্যাশে ফেলে দিল বিলি। হাতে অনেক কাজ। ল্যারির বিছানা, নিজের আর মায়ের বিছানা গুছিয়ে বেড সিট তুলে নিয়ে লন্ড্রি ব্যাগে ভরে নিল বিলি, তারপর ব্যাগটা মাকে দেখিয়ে বলল, 'মা, শোনো লন্ড্রি ম্যান এলে এ ব্যাগটা ধরিয়ে দেবে। এই হচ্ছে তোমার সারা দিনের কাজ। ওকে?'

মা বলল, 'আমার হার্ট পিল শেষ হয়ে গেছে।'

'মা শোনো, আজকের দিনে আমার অনেক কাজ। আজকে ওষুধের দোকানে যেতে পারব না।'

'কী করব তাহলে? ওষুধ তো শেষ।'

ল্যারির মতো একই সমস্যা মায়েরও। আগেভাগে কোনোকিছু জানায় না। জানাবে একেবারে শেষ মুহূর্তে। আচ্ছা, তার তো বয়স হয়েছে। সে কেন বাচ্চাদের মতো করবে? বিলির যে এক হাতে সব সামলাতে হচ্ছে, তা কি এই বৃদ্ধার চোখে পড়ে না?

'মা তুমি গতকাল আমাকে বলতে। গতকালই তো বাজার করলাম! প্রতিদিন আমি বাজারে যেতে পারব না, আমাকে একটা চাকরি করতে হয়। বুঝেছো?'

BanglaBook.org

মা হঠাৎ করেই কান্না শুরু করল।

মায়ের চোখের জল, এ দৃশ্যটা বিলির সহ্য হয় না। সে অস্থির হয়ে উঠল। বলল, 'আমি দুঃখিত মা'। একথা শুনেই ভদ্রমহিলার কান্না থামল।

পাঁচ বছর আগেও ল্যারি আর মাকে নিয়ে যখন এখানে নতুন সংসার পেতেছে বিলি, তখনও মা অনেক শক্ত-সমর্থ ছিলেন। ল্যারিকে দেখাশোনা করতেন। এই পাঁচ বছরে বেচারি অনেক দুর্বল হয়ে গেছেন। ল্যারিকে দেখাশোনা করা তো দূরের কথা, নিজের খেয়ালই রাখতে পারে না। আশা করা যায়, হ্যারল্ডের সাথে বিয়ে হলেই এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে।

এই সময় ফোন বেজে উঠল। মায়ের পাশ থেকে উঠে গিয়ে ফোন ধরল বিলি। ফোন করেছে বার্ন রথস্টেন। বিলির প্রাক্তন স্বামী। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পরও তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে। বার্ন সপ্তাহে দুতিনবার এসে ল্যারিকে দেখে যায়। ছেলে বড় করার খরচ সেও ভাগাভাগি করে নিয়েছে। একসময় বিলির অবশ্য বার্নের উপর রাগ ছিল। এখন সেই রাগ নেই। ফোন ধরে বিলি বলল, 'হেই বার্ন, এত সকালে উঠলে যে?'

'হ্যাঁ, সকালেই উঠলাম আজ। ল্যুকের কাছ থেকে কোনো খবর পেয়েছ নাকি?'

ল্যুকের প্রসঙ্গে একটু অবাকই হলো বিলি। 'ল্যুক, লুকাস? এত দিন পর? কই, না তো, কেন কিছু হয়েছে নাকি?'

'ঠিক জানি না। হয়েছে হয়তো'।

বার্ন আর ল্যুকের মধ্যে ছাত্র বয়সে এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বন্ধুত্ব ছিল। সে সময় দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত তর্ক করে। তর্ক কখনো কখনো হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু তারপরও দুজনে কলেজ জীবনে ছিল ঘনিষ্ঠ। যুদ্ধেও এই ঘনিষ্ঠতা নষ্ট হয়নি।

বিলি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে বলো তো?'

'ল্যুক গত সোমবারে হঠাৎ করে আমাকে ফোন করেছিল। ফোন পেয়ে খুব অবাক হয়েছিলাম। ওর সাথে যোগাযোগ নেই তো অনেক দিন।'

'আমারও যোগাযোগ নেই অনেক দিন। কয়েক বছর আগে দেখা হয়েছিল। তারপর আর খবরটবর নেই।' কথা বলতে বলতেই বিলি ভাবছে, সময় কত দ্রুত যায়। বন্ধুত্বও কত দ্রুত বদলায়। বন্ধুত্ব কেন বদলে যায় সময়ের সাথে সাথে? বিষণ্নতা বোধ করল বিলি।

বার্ন বলল, 'গত সামারে ওর কাছ থেকে একটা নোট পেয়েছিলাম। বোনের বাচ্চাদের কাছে আমার লেখা বই পেয়ে পড়েছিল ল্যুক। নোটে বলল

BanglaBook.org

যে আমার লেখা পড়ে নাকি খুব একচোট হেসেছে। ওর লেখাটা পড়ে খুব ভালো লেগেছিল। বন্ধুবান্ধব লেখা পড়েছে জানলে ভালো লাগে।'

বার্ন বাচ্চাদের জন্য বই লেখে। 'দ্য টেরিবল টুইনস' নামে বাচ্চাদের একটা সিরিজের লেখক বার্ন। সিরিজটার ভালো কাটতি।'

'ও তোমাকে সোমবার ফোন করেছিল কেন?'

'বলল ওয়াশিংটন আসছে, আমার সাথে দেখা করতে চাইল। কিছু একটা হয়েছে বোধহয়।'

'কিছু বলেছে ল্যুক?'

'স্পষ্ট করে কিছু বলেনি, শুধু বলল যুদ্ধে আমরা যে জাতীয় কাজ করেছি সে ধরনের একটা কাজ আছে।'

আশঙ্কায় বিলির ভ্রু কুঁচকে গেল। যুদ্ধে বার্ন আর ল্যুক দুজনেই শত্রু পক্ষের খুব কাছাকাছি থেকে ফ্রেন্স বাহিনীকে সাহায্য করেছে। দুজনেই OSS বাহিনীতে কাজ করত।

কিন্তু সেসব তো ১৯৪৬-এ শেষ। নাকি যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি? এসব ভাবতে ভাবতে বিলি বলল, 'ওর কথার অর্থ বুঝেছো কিছু?'

'জানি না। বলেছিল ওয়াশিংটনে পৌঁছেই আমাকে ফোন করবে। সোমবার রাতে ল্যুক কার্লটন হোটেলে উঠেছে। আজ মঙ্গলবার। ও কোনো ফোনটোন করেনি। এবং সে গত রাতে হোটেলেও ছিল না।'

'এ খবর কোথায় পেলে বার্ন?'

বার্ন নাক দিয়ে ঘোৎ জাতীয় শব্দ করল। অস্থির হলে সে এই রকম শব্দ করে। তারপর সে বলল, 'বিলি তুমিও তো OSS-এ ছিলে। আমার জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে?'

'বোধহয় চেম্বার মেইডকে কয়েক ডলার ঘুষ দিয়ে ভেতরের খবর নিতাম।'

'ঠিক বলেছো। আমিও তাই করেছি। ল্যুক সারা রাত বাইরে ছিল। রুমে ফেরেনি।'

'আশেপাশের কোনো মেয়ের সাথে শুয়েছে হয়তো।'

'ল্যুক যদি অপরিচিত মেয়েদের সাথে ঘুমায় তাহলে বিলি গ্রাহামও গাঁজা ফোঁকে। কিন্তু তুমি বোধহয় গাঁজা খাও না, তাই না?'

বার্নের কথা সত্য। লুকের দৈহিক চাহিদা বেশি, কিন্তু সেই চাহিদা ভালোবাসাহীন শরীরের কাছে নয়। তার শরীর শরীরী বৈচিত্র্য চায় না, বরং

BanglaBook.org

চায় ভালোবাসাময় শরীর। এই তথ্য বিলির খুব ভালো করেই জানা আছে। বিলি বলল, 'না, আমি গাঁজা খাই না। আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

'তো বিলি, ওর কাছ থেকে খবর পেলে জানিও।'

'সিত্তর, অফকোর্স।'

'রাখছি, দেখা হবে পরে।'

'বাই।' ফোন রাখল বিলি।

ফোন রেখে কিচেন টেবিলেই বসে পড়ল বিলি। নিজের সকল ব্যস্ততার কথা সে ভুলে গেছে। চেতনা ও চিন্তা জুড়ে ল্যুক। কী হয়েছে ওর?

BanglaBook.org

১৯৪১

রুট ১৩৮ ম্যাসাচুসেটসের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে রোড আইল্যান্ডের দিকে। আকাশে মেঘ নেই, চাঁদের আলোয় রাস্তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পুরনো এই ফোর্ডের ভেতর কোনো হিটার নেই। বিলি নিজেকে কোট দিয়ে পুরোপুরি পেঁচিয়ে নিয়েছে। মাথায় স্কার্ফ, হাতে গ্লাভস, কিন্তু পায়ের পাতায় ঠান্ডা লাগছে। তাতে বিলির কোনো অভিযোগ নেই। আসলে পরিস্থিতির উপরও বিলির কোনো অভিযোগ নেই। ল্যুক আরেকজনের বয়ফ্রেন্ড, তার সাথে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হবে, তাতেও বিলির তেমন খারাপ লাগছে না। ল্যুক দেখতে শুনতে ভালো। বিলির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে দেখতে শুনতে ভালো পুরুষেরা অকর্মার ধাড়ি হয়, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়ে চলেছে।

নিউপোর্ট যেতে লম্বা সময় লাগবে, গাড়িও চালাতে হবে দীর্ঘক্ষণ। তাতে ল্যুক এতটুকু বিরক্ত নয়, বরং ড্রাইভিংটা তার মজাই লাগছে। হার্ভার্ডেও কিছু ছেলেপেলে আছে যারা আকর্ষণীয় কিংবা সুন্দরীদের আশেপাশে থাকলে কেমন ক্যাবলা হয়ে যায়। কেউ একটার পর একটা সিগারেট ধরায়, কেউ হিপফ্লাস্ক থেকে পানীয় ঢালতে থাকে গলায়, কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়ে চুল ঠিকঠাক করা নিয়ে, আবার কেউ হামলে পড়ে টাই-এর উপর। ল্যুক ব্যতিক্রম। সে গাড়ি চালাচ্ছে, আবার মাঝে মধ্যে কথাও বলছে। একদম স্বাভাবিক। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা খুবই কম, তাই রাস্তায় মনোযোগ খুব বেশি দিতে হচ্ছে না।

তাদের মধ্যে ইউরোপের যুদ্ধ নিয়ে কথা হচ্ছে। গত সকালে রেডক্লিফ ইয়ার্ডে বিদ্রোহী একদল ছাত্র ছোটখাটো একটা স্টল বানিয়ে সবার হাতে লিফলেট ধরিয়ে দিয়েছে। একদল বলেছে, যুদ্ধে আমেরিকারও যোগ দেওয়া উচিত। আরেক দলের মন্তব্য, ও বক্তব্যের পুরো উল্টো। শেষমেশ দেখা গেল, স্টলের চারপাশে ছাত্র-ছাত্রী, প্রফেসরদের বিরাট জটলা। হার্ভার্ডের ছেলেরাও যোগ দিতে চাইল যুদ্ধে। পুরো বিষয়টা কেমন যেন আবেগনির্ভর হয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

ল্যুক বলল, 'প্যারিসে আমার চাচাত-ফুপাত ভাই থাকে... আমি ওখানে গিয়ে ওদের উদ্ধার করতে চাই। আমার যুদ্ধে হয়তো যাওয়ার কারণটা তাই ব্যক্তিগতই বলা যায়।'

বিলি বলল, 'আমার কারণটাও ব্যক্তিগত। আমি একজন ইহুদি, কিন্তু আমেরিকানদের ধরে যুদ্ধে মরতে পাঠানোর চেয়ে রিফিউজিদের জন্য আমেরিকার দরজা খুলে দেওয়া উচিত। মারার চাইতে জীবন বাঁচানোই মঙ্গল।'

অ্যান্থনিরও তাই বক্তব্য।

রাতের বিশ্রী পরিস্থিতি নিয়ে বিলির মনে অসন্তোষ তখনও রয়ে গেছে। সে বলল, 'অ্যান্থনিকে আমি কতটা ভালোবাসি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু দেখো, আজকে ও কী করল! ওর কোনো বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্টে থাকা যাবে তা ওর আগেই নিশ্চিত করা উচিত ছিল।'

বিলি আশা করছিল ল্যুকও বিষয়টা নিয়ে একটু সমবেদনা জানাবে। কিন্তু ল্যুক তার ধারেকাছে দিয়েও গেল না। সে বলল, 'আমার মনে হয়, তোমরা দুজনেই বিষয়টাকে তত গুরুত্ব দাওনি।'

কথাগুলো বলার সময় ল্যুকের মুখে হাসি ছিল ঠিকই, তবে গলার সুরে ছিল পরিষ্কার খোঁচা। খোঁচাটুকু হজম করে নিল বিলি। তারপর বলল, 'তুমি তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে চাইছ, ভালো কথা। কিন্তু আমার ধারণা আমার সম্মানের বিষয়টাও তোমার বন্ধুর ভাবা উচিত ছিল।'

'তা ঠিক। তোমারও নিজের বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত ছিল।'

অবাক হলো বিলি। ব্যাটার মনে তো ভীষণ প্যাঁচ। এতক্ষণ তো ভালোই লাগছিল। সে বলল, 'তুমি বলতে চাইছ ভুলটা আমার?'

'ভুল না, আসলে কপাল খারাপ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অ্যান্থনি তোমাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে ছোট একটু কপাল খারাপের মতো বিষয় বড়সড় ক্ষতি করতে পারে।'

'এইটা সত্যি কথা অবশ্য।'

'তুমি অ্যান্থনিকে এই কাজটা করতে দিয়েছ।'

ল্যুকের কথায় খারাপ লাগল বিলির। খারাপ লাগাটাকে সে চাইছে চেপে রাখতে। সে বলল, 'যাকগে, আর কোনোদিন এ কাজ আমি করছি না। কোনো পুরুষের সাথেই না। সব পুরুষ শালা এক রকম।' বিলির গলায় বিষ ঝরল।

'বিষয়টা এ রকম না বিলি। অ্যান্থনি চমৎকার ছেলে, স্মার্ট, তবে একটু আত্মকেন্দ্রিক।'

BanglaBook.org

'ও আসলে চায় মেয়েরা ওকে আদর করুক, যত্ন নিক, চুল আঁচড়ে দিক, স্যুট ইস্ত্রি করে দিক, মুরগির স্যুপ বানিয়ে দিক। যত্তসব।'

হেসে উঠল ল্যুক। প্রাণখোলা হাসি। তারপর বলল, 'তোমাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা যাবে?'

'চেষ্টা করতে পার।'

ল্যুক বিলির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি অ্যান্থনিকে ভালোবাস?'

হঠাৎ করে এই প্রশ্ন শুনে অবাক হলো বিলি। অবশ্য অবাক করে দিতে পারে এমন পুরুষই তার পছন্দ। বিলি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনো সময় নিল না। বলল, 'না, আমি ওকে পছন্দ করি, ওর সঙ্গ ভালো লাগে, কিন্তু অ্যান্থনিকে আমি ভালোবাসি না।'

বিলির এলসপেথের কথা মনে পড়ল। ক্যাম্পাসে সবচে আর্কষণীয়াদের একজন এলসপেথ। দীর্ঘাঙ্গী, তামা রঙের চুল, আত্মস্থ একটা মুখ, একেবারে নর্ডিক রানিদের মতো লাগে এলসপেথকে। বিলি বলল, 'তোমার কী অবস্থা? তুমি কি এলসপেথকে ভালোবাস?'

প্রশ্ন শুনে রাস্তার দিকে তাকাল ল্যুক। একটু উদাস হয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'ভালোবাসা কী জিনিস তা বোধহয় আমি জানি না।'

প্রশ্ন এড়াতে চাইলে মানুষ এ রকম উত্তর দেয়। খুবই অস্পষ্ট উত্তর।

ল্যুক বাঙময় দৃষ্টিতে চাইল বিলির দিকে। মনে হচ্ছে মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায়। তারপর সে বলল, 'ঠিকই ধরেছ। আমরা দুজনেই আসলে নিজেদের খুব কাছাকাছি থাকি। এটাকেই ভালোবাসা বলে কিনা, তা আমি জানি না।'

হঠাৎ করেই অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো বিলি। বলল, 'আমরা যে এ সমস্ত কথা বলছি তা যদি অ্যান্থনি বা এলসপেথ জানে, তবে ওরা কী ভাববে বল তো!'

এ কথায় ল্যুক কিঞ্চিৎ বিব্রতবোধ করল। কাশি দিয়ে বিব্রতবোধটা কাটানোর চেষ্টা করল। বিলি খুব দ্রুত প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। বলল, 'আশা করি কেউ অ্যান্থনিকে দেখেনি। দেখলেড এক্সফেইল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।'

'কেউ দেখলে শুধু অ্যান্থনি না, তোমারও ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনা আছে।'

ঠিক এই বিষয়টিই বিলি চিন্তা না করে থাকতে চাইছিল। সে বলল, 'মনে হয় না তোমাদের ওখানকার কেউ চেনে আমাকে। পাশ থেকে কে যেন আমাকে মাগিও বলল।' বিলির মুখে শব্দটা শুনে খুব অবাক হলো ল্যুক। বিস্ময় ভরা একটা চাহনি দিল বিলির দিকে।

BanglaBook.org

কিন্তু বিলি তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। চন্দ্রালোকিত রাস্তা। উদাস করে দেয়। তারপর সে বলল, 'শব্দটা বোধহয় আমার প্রাপ্য। মাঝরাতে একটা পুরুষের ঘরে থাকলে লোকে তো তা-ই বলে।'

ল্যুক বলল, 'ঘটনা যাই হোক, শব্দটা জঘন্য। এত বাজে শব্দ সত্যি সত্যি ঐ পেশায় থাকা মানুষগুলোরও প্রাপ্য নয়।'

বিলি ল্যুকের কথায় একটু বিরক্ত হলো। সমস্যা কী ছেলেটার? প্রতিটি কথায় এ রকম জবাব দেওয়ার কারণ কী? এই ছেলে কি আক্রমণ করে কোনো বিচিত্র মানসিক সুখে ভুগছে? এমন তো হতে দেওয়া যায় না। এবার বিলি বলল, 'আচ্ছা, তুমি কী করলে বল তো? খুব তো আমার আর অ্যান্থনির ছিদ্র খুঁজে যাচ্ছ, কিন্তু তুমি নিজে এলসপেথের সাথে কী করলে? ঐ বেচারিও তো কী রকম বেমক্কা অবস্থায় পড়েছে।'

বিলিকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল ল্যুক। বলল, 'ঠিকই ধরেছো বিলি। আমিও একটা গাধার মতো কাজ করে ফেলেছি। আমরা সবাই আজ একসাথে ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি।'

ঠান্ডা হয়ে এলো বিলি। কাউকে আক্রমণ করলে যদি প্রতিআক্রমণ না হয় তাহলে আক্রমণকারীর আসলে তেমন মজা নেই। বিলি চিন্তিত গলায় বলল, 'ঠিকই বলেছো, আমাকে যদি কলেজ থেকে বের করে দেয়, তাহলে আমি শেষ।'

'শেষ হবে কেন? অন্য কোথাও পড়া শুরু করবে। এতে চিন্তার তো কিছু নেই।'

দুদিকে মাথা নাড়ল বিলি। 'আমি স্কলারশিপে পড়ছি। বাবা মারা গেছেন। মা নিঃসম্বল বিধবা। আর 'চারিত্রিক অধঃপতনজনিত কারণে' যদি আমাকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে অন্য কোথাও স্কলারশিপ জুটবে না। পড়াশোনা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। কী ব্যাপার, এভাবে তাকিয়ে আছ কেন ল্যুক?'

'তোমাকে দেখে তো স্কলারশিপে পড়া চালানো মেয়ে বলে মনে হয় না।

ল্যুক যে জামাকাপড়ের দিকে খেয়াল করেছে তা জেনে বিলির ভালো লাগল।

'এটা হচ্ছে লিভেন ওয়ার্থ অ্যাওয়ার্ড-এর টাকায় কেনা।' ব্যাখ্যা দিল বিলি।

'ওয়াও! তুমি তো দেখি জিনিয়াস, বিলি! লিভেন ওয়ার্থ অ্যাওয়ার্ড খুবই বিখ্যাত একটি পুরস্কার এবং প্রায় অসাধারণ গোছের ছাত্রছাত্রীরা এর জন্য আবেদন করে। অসাধারণ গোছের ছাত্রছাত্রীরা মানে নিজ নিজ কলেজের নিজ নিজ বিষয়ে রেকর্ড নাম্বারধারী সব ছাত্রছাত্রী।'

ল্যুকের গলায় প্রশংসার সুর শুনে কৃতজ্ঞতা বোধ করল বিলি। ছেলেরা সাধারণত মেয়েদের মেধার মূল্যায়ন করতে চায় না। বিষয়টা ঠিক না।

BanglaBook.org

প্রশংসায় একটু লজ্জা লাগছে। সেটা ঢাকতেই বিলি বলল, 'জিনিয়াস কিনা জানি না, তবে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি যে কম তা বুঝতে পারছি। নইলে আজ রাতে এই ঝামেলায় পড়তাম না।'

'আরে এত দুশ্চিন্তা কেন করছো? কলেজ থেকে বহিষ্কার হওয়া খুব খারাপ কোনো ঘটনা নয়। এ রকম অনেক মিলিওনিয়ার আছেন যারা প্রথম জীবনে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এটা কোনো বিষয় হলো?'

'আমার জন্য বিষয়, অবশ্যই বিষয়। কলেজ থেকে বহিষ্কার হলে আমার দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। আমি মিলিওনিয়ার হতে চাই না। অসুস্থ্য মানুষদের সাহায্য করতে চাই।'

'তাহলে তোমার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা?'

'সাইকোলজিস্ট হব। মানুষের মন কীভাবে কাজ করে আমি সেটা জানতে চাই।'

'কেন?'

'মন জিনিসটা খুব জটিল আর রহস্যময়। কখনো আমরা চিন্তা করি যুক্তি দিয়ে, বিষয়টা পুরোটা গাণিতিক। আবার আমরা কল্পনা করি। যেখানে যে জিনিস নেই সেখানে সেই জিনিস আমরা কল্পনায় দেখতে পারি। অন্য কোনো প্রাণী কিন্তু তা পারে না। আবার দেখো স্মৃতির বিষয়টা। আমাদের স্মৃতি আছে। মাছের স্মৃতি বলতে কিছু নেই। মজার না?'

নড করল ল্যুক। 'আমার কাছেও মাঝে মাঝে বিষয়টা খুব মজার লাগে। একটা অর্কেস্ট্রা দলে যখন সবাই একসাথে বাজনা বাজায় তখন একই দিকে সবার মনোযোগ থাকে। কারও সুরে উল্টোপাল্টা হয় না। এটা কী করে সম্ভব? সবার মন কি একসাথে রেজোনেট করে?'

'মন জিনিসটা তো দেখি তোমাকেও টানে!' নিজের আগ্রহে ল্যুকের আগ্রহ দেখে বিলির ভালো লাগল।

'আচ্ছা, তোমার বাবা কী করে মারা গেলেন?'

এ প্রশ্নে হঠাৎ করেই বিলির পুরো চোখ-মুখ পাল্টে গেল। তীব্র বিষাদে আক্রান্ত হলো সে। যখনই বাবার কথা মনে পড়ে, তার কান্না চেপে রাখতে খুব কষ্ট হয়। এত বেদনা কোথায় থাকে?

বিলির অবস্থা দেখে ল্যুক বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত, বিলি। তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাইনি।'

'তোমার কোনো দোষ নেই।' নিজেকে সামলে নিল বিলি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বাবার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কোনো এক রোববার সকালে বাবা গেলেন ট্রিনিটি নদীতে গোসল করতে। বাবা কিন্তু

BanglaBook.org

সাঁতার জানতেন না। এ জন্য পানিও দুচোখে দেখতে পারতেন না। তাও সেদিন তিনি নদীতে গেলেন। আমার ধারণা, বাবা মরতে চেয়েছিলেন। পরে পানি থেকে বাবার লাশ উদ্ধার করা হয়। তদন্ত করা হয় পুরো বিষয়। তদন্ত কারী রিপোর্ট দিলেন আত্মহত্যার। আর জুরি বোর্ড আমাদের দিকে তাকিয়ে বাবার মৃত্যুটাকে রায় দিলেন দুর্ঘটনা হিসেবে। আমরা লাইফ ইনস্যুরেন্সের কিছু ডলার পেলাম। কত ডলার জানো? মাত্র একশ ডলার। ওই দিয়ে আমরা এক বছর চলেছি।' আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলি বলল, 'বাদ দাও এসব কথা। আমাকে গণিত নিয়ে কিছু বলো দেখি।'

ল্যুক এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'গণিত বিষয়টাও জটিল, অদ্ভুত এবং অবশ্যই মজার। যেমন ধরো পাই (JT)। একটা বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসার্ধের অনুপাত সবসময় হবে ৩.১৪২। কেন ছয় বা দুই বা আট হবে না? এই সিদ্ধান্ত কার নেওয়া? কেন এই স্থির সিদ্ধান্ত?'

'তুমি আসলেই মহাকাশ বিজ্ঞানে উৎসাহী?'

'হ্যাঁ। মহাকাশে ভ্রমণ হবে মানবসভ্যতায় এ যাবৎকালীন হওয়া সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ। আর আমি মানুষের মনটাতে ভ্রমণ করতে চাই।' হাসল বিলি। বাবার প্রসঙ্গের ছায়া তার মন থেকে সরে গেল। 'তুমি একটা জিনিস খেয়াল করেছো ল্যুক, আমাদের দুজনের একটা বিষয়ে খুব মিল। আমাদের স্বপ্নগুলো অনেক বড়।'

'ঠিক বলেছো, আমাদের স্বপ্নগুলো অনেক বড়। আমরাও অনেক বড়। মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় হয় কিনা! হা হা হা হা।'

হঠাৎ করে ব্রেক কষলো ল্যুক। 'আমরা একটা চৌরাস্তার মোড়ে। এখন কোন্ দিকে যাব?'

বিলি ফ্ল্যাশলাইট অন করল। কোলের উপর একটা ম্যাপ বিছানো। 'ডানে যাও।'

নিউপোর্ট কাছে চলে এসেছে। সময় যেন খুব দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। পথ শেষ হয়ে যাচ্ছে এ জন্য খারাপ লাগছে বিলির। সুসময় কেন যে এত দ্রুত কাটে কে জানে! সে বলল, 'কাজিনকে যে কী বলবো বুঝতে পারছি না।'

'তোমার কাজিন কেমন মানুষ?'

'বিচিত্র মানুষ।'

'কোন দিক থেকে বিচিত্র?'

'সমকামিতার দিক থেকে বিচিত্র।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে বিলিকে দেখল ল্যুক। 'ও আচ্ছা।'

BanglaBook.org

'অবাক হয়েছো মনে হয়?'

হাসল ল্যাক। 'একটু তো হয়েছি, অবশ্য কোনো মেয়ে তো সেক্স নিয়ে এভাবে অকপটে কথা বলে না।'

'সামনে রাস্তা কাটা চামচের মতো তিন মাথা হয়ে গেছে। কোন্ দিকে যাব?'

বিলি মনোযোগ দিয়ে ম্যাপ দেখা শুরু করল। 'তুমি একটু দেখবে? আমি বুঝতে পারছি না।'

গাড়ি থামিয়ে বিলির কোলে বিছানো ম্যাপের দিকে ঝুঁকে গেল ল্যাক। ম্যাপটাকে একটু নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। বিলির হাত ছুঁয়ে গেল ল্যাকের হাত। 'আমরা বোধহয় এখানটায়।' ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল ঠেকিয়ে বলল ল্যাক।

ম্যাপের দিকে না তাকিয়ে বিলি তাকিয়ে রইল ল্যাকের দিকে। ল্যাকের মুখে গাঢ় ছায়া পড়েছে। বাইরে চাঁদের আলো, ভেতরে ফ্ল্যাশ লাইটের আলো। ল্যাকের বাম চোখের উপর এসে পড়েছে অবাধ্য চুল। এক মুহূর্ত পর বিলির দৃষ্টি টের পেল ল্যাক। সেও তাকাল বিলির দিকে। দুজনের মুখের ব্যবধান অল্প। ল্যাকের শ্বাস পড়ছে বিলির মুখে, তপ্ত শ্বাস। কোনোকিছু চিন্তা না করেই বিলি ল্যাকের গাল আলতো করে ছুঁয়ে দিলো। ল্যাকের চেহারায় ফুটে উঠল বুনো অদম্য বাসনা।

ফিসফিস করে বিলি বলল, 'আমরা এখন কোন দিকে যাব?'

হঠাৎ করে সরে গেল ল্যাক। গিয়ার টেনে সে বলল, 'আমরা যাবো বাম পাশের রাস্তা দিয়ে।' কথাটা বলতে গলা কয়েকবার কাঁপল।

বিলির মনে হলো, কী করছিল সে? ল্যাক আজ সন্ধ্যাতেও ক্যাম্পাসের সেরা সুন্দরীর সাথে সময় কাটিয়েছে। সেই সুন্দরী আবার তার গার্লফ্রেন্ড। আর বিলি হচ্ছে ল্যাকের রুম মেটের গার্লফ্রেন্ড। আসলেই কি সে অ্যান্থনির গার্ল ফ্রেন্ড? আচ্ছা সে এসব কী ভাবছে? অ্যান্থনির ব্যাপারে তার অনুভূতি খুব বেশি শক্ত কখনো ছিল না। আজ রাতের ঘটনার আগেও একই অবস্থা ছিল। তাও অ্যান্থনির সাথে তার ডেটিং চলছে। তার তো অ্যান্থনির রুম মেটের সাথে এ জাতীয় কাজ করা উচিত হয়নি।

BanglaBook.org

ল্যাক খুব ঝাঁজের সাথে বলল, 'তুমি এমন করলে কেন?'

বিলি বিড়বিড় করে বলল, 'আমি জানি না। আমি ইচ্ছে করে করিনি, জাস্ট হয়ে গেল। গাড়ি আস্তে চালাও ল্যাক।'

খুব দ্রুত একটা বাক নিল ল্যাক। ঝাঁজের গলাতেই বলল, 'তোমার ব্যাপারে আমার অনুভূতি এ রকম হোক তা আমি চাই না।'

দম বন্ধ হয়ে গেল বিলির। বলল, 'কী রকম অনুভূতি?'

'বাদ দাও ওসব।'

সমুদ্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বাতাসে। বিলি টের পেল কাজিনের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। রাস্তাটা এবার তার মনে পড়েছে। সে বলল, 'সামনে বামে যেতে হবে। গাড়ি আস্তে চালাও, নয়তো দেখতে পাবে না।'

ল্যুক ব্রেক কষে বামের মাটির রাস্তায় নেমে এলো।

বিলির ভেতরে এই মুহূর্তে দুটো মানুষ বসে আছে। একজন চাইছে দ্রুত বাড়ি পৌঁছে দৌড়ে গাড়ি থেকে নেমে যেতে, যা কিছু ঘটেছে গাড়িতে তা গাড়িতেই থেকে যাক, কিছুই যাতে সাথে না লেগে থাকে। আরেকজন চাইছে যদি এই পথ কোনোদিন শেষ না হতো, কী ভালোটাই না হতো! সে বলল, 'এসে গেছি।'

ছোট একটা একতলা বাড়ির সামনে থামল গাড়ি। বাড়ির চারপাশে কোনো বেড়ার বালাই নেই। দরজায় একটা বাতি জ্বলছে। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় একটা বিড়াল দেখা যাচ্ছে। চুপচাপ বসে আছে। বসার জায়গাটা বড় মধুর। জানালার কার্নিশ, পুরো দৃশ্যটা মনে হচ্ছে দালির কোনো বিমূর্ত পেইন্টিং।

বিলি বলল, 'ভেতরে এসো। ড্যানি তোমাকে কফি বানিয়ে খাওয়াবে। এতটা পথ আবার যাবে, কফি খেলে ভালো লাগবে। ঘুম আসবে না।'

'নো, থ্যাংকস। এখানেই অপেক্ষা করি। তুমি ঠিকমতো ভেতরে ঢোকো। তারপর ফিরব।'

'তুমি আমার জন্য অনেক করলে ল্যুক। আমার মনে হয় না আমার এতটা প্রাপ্য।' হ্যান্‌ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল বিলি।

'আমরা কি এখন থেকে বন্ধু হলাম?' বলতে বলতে বিলির হাত ধরল ল্যুক।

ল্যুকের হাতটা নিয়ে গালে ঠেকাল বিলি। তারপর আলতো চুমু। তারপর গালে চেপে ধরল বিলি। চোখ দুটো আবেশে বন্ধ। এক মুহূর্ত পর চোখ খুলে বিলি দেখল মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে ল্যুক। ল্যুকের হাত চলে গেল বিলির মাথার পেছনে। তারপর বিলিকে হালকা আকর্ষণ, উষ্ণ এক চুমু। বিলি কোটের ল্যাপেল ধরে কাছে টানল ল্যুককে। ল্যুক যদি এই মুহূর্তে জড়িয়ে ধরে, বিলি প্রতিরোধ করতে পারবে না। সেই শক্তি তার নেই। এই ভাবনাটা শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। ল্যুকের ঠোঁট কামড়ে ধরল বিলি। ঠোঁট কামড়ে কি মানুষটাকে আঁকড়ে রাখা যায় না? কেন যায় না?

এ সময় ড্যানির চিৎকার শোনা গেল। 'কে ওখানে? কে দাঁড়িয়ে আছে?'

BanglaBook.org

ল্যককে ছেড়ে দিয়ে ঘুরল বিলি। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ড্যানিকে দেখা যাচ্ছে। পার্পল সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে ড্যানি দাঁড়িয়ে, চোখ কচলাচ্ছে। বিলি ল্যুকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বিশ মিনিটে তোমার প্রেমে পড়তে পারি, কিন্তু আমরা বোধহয় বন্ধু হতে পারি না।'

বিলি দীর্ঘসময় তাকিয়ে রইল ল্যুকের দিকে। ল্যুকের চোখে যে অনুভূতি খেলা করছে সেই অনুভূতি বিলির বুকের ভেতর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ি থেকে নেমে গেল বিলি।

বিলিকে দেখতেই ড্যানি বলল, 'ওহ্ খোদা! বিলি! এত রাতে তুই ওখানে কী করছিস?'

বিলি দৌড়ে সোজা ড্যানির বুকে আছড়ে পড়ল। ফিসফিস করে বলল, 'ওহ্ ড্যানি, ঐ মানুষটাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু ও আমার না, অন্য মেয়ের।'

বিলির পিঠে আলতো চাপড় দিল ড্যানি। তাতে আশ্বাস আছে, স্নেহ আছে, 'হানি, আমি জানি তোর এখন কেমন লাগছে।'

গাড়ি চালুর শব্দে ঘাড় ফেরাল বিলি। চলে যাচ্ছে ল্যুক। দূর থেকেই ল্যুকের মুখ আবছা দেখা গেল। এরপর ল্যুক হারিয়ে গেল চাঁদের রুপালি আলোয়।

BanglaBook.org

সকাল : ৮.৩০

রেডস্টোন রকেটের উপরের দিকে রয়েছে এর নাক, নাকটি চোখা। এর উপরের দিকে শক্ত একটা ছাদের মতো অংশ আছে। মাঝখানে আবার পতাকা লাগানোর দণ্ডের মতো একটা অংশ গেড়ে বসানো হয়েছে। দূর থেকে জিনিসটাকে পাখির বাসার মতো লাগে। এই পুরো অংশটি তেরো ফুট লম্বা, এতে মিসাইলের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ সযত্নে রক্ষিত, এবং মূল স্যাটেলাইটটি এর ভেতর।

জানুয়ারি ১৯৫৮। এই সময়টা আমেরিকার সিক্রেট এজেন্টদের স্বর্ণযুগ। এ সময় সিআইএ'র ডিরেক্টর ছিলেন অ্যালেন ডিউলস। আইসেন হাওয়ারের সেক্রেটারি অব স্টেটস, জন ফস্টার, ডিউলসের ভাই অ্যালেন ডিউলস। তাই সিআইএ-এর রাষ্ট্র প্রশাসনের সাথে ছিল সরাসরি যোগাযোগ। এ সময় সিআইএ'র ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠার এটা একটা কারণ। কিন্তু কারণ আরও ছিল।

ডিউলসের অধীনে কাজ করতেন চারজন ডিরেক্টর। এদের মধ্যে একজন ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তিনি হলেন ডেপুটি ডিরেক্টর, প্ল্যানস। প্ল্যানস ডিরেক্টরেটের আরেক নাম সি এস, ক্ল্যানডেস্টিন সার্ভিস। এই সার্ভিস সফলভাবে বামপন্থি দুটো দেশ ইরান ও গুয়াতেমালায় দুটো সামরিক ক্যু ঘটায়।

কোরিয়ায় অভ্যুত্থানে ব্যাপক রক্তক্ষয়ের তুলনায় এ দুটি অভ্যুত্থানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ প্রায় হয়নি বললেই চলে। এ কারণে হোয়াইট হাউস সি এস সার্ভিসকে দেখা শুরু করে অন্য চোখে। দুই অভ্যুত্থানে যারা মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন তারা সরকারের চোখের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। যদিও আমেরিকার সাধারণ জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল সাধারণ মাপের। কারণ সংবাদপত্রে বলা হয়েছিল দুটো দেশেই অভ্যুত্থান করেছে স্থানীয় অ্যান্টি-কম্যুনিস্ট বাহিনী। মূল সত্যটা জনগণ কখনই জানতে পারেনি।

প্ল্যানস ডিরেক্টরেট-এর একটি অংশ হচ্ছে টেকনিক্যাল সার্ভিস, এর প্রধান অ্যান্থনি ক্যারল। ১৯৪৭ সালে যখন সিআইএ গঠিত হয় তখন অ্যান্থনিকে ভাড়া করা হয়। অ্যান্থনি সব সময় ভাবত যে, সে কাজ করবে ওয়াশিংটনে। এ

BanglaBook.org

ভাবনা অমূলক নয়। হার্ভার্ড থেকে মেজর করা অ্যান্থনি যুদ্ধে ওএসএস বাহিনীর স্টার পদকপ্রাপ্ত একজন সৈনিক। পঞ্চাশ দশকের শুরুর দিকে অ্যান্থনিকে পোস্টিং দেওয়া হয় বার্লিনে। অ্যান্থনি সে সময় আমেরিকার ভেতর থেকে সোভিয়েত এলাকার ভেতর একটি টানেল খননের পরিকল্পনা করেন। সেই টানেল গিয়ে শেষ হয়েছিল একটি সোভিয়েত টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নিচে। খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই এক্সচেঞ্জ। সেখানে কেজিবির মূল কমিউনিকেশনের লাইন ছিল। টানেলটির অস্তিত্ব সোভিয়েতরা প্রায় ছয় মাস টের পায়নি। এর মধ্যেই সিআইএ কেজিবির গাদা গাদা তথ্য চুরি করে নেয়। শীতল স্নায়ু যুদ্ধে এটিই ছিল সিআইএ'র সবচেয়ে বড় সাফল্য। এ কারণে পুরস্কার হিসেবে অ্যান্থনিকে করা হয় টেকনিক্যাল সার্ভিসের প্রধান।

কাগজে-কলমে টেকনিক্যাল সার্ভিস একটি ট্রেনিং ডিভিশন। ভার্জিনিয়ায় বিশাল পুরনো এক ফার্ম হাউজে এর কাজ। নতুন রিক্রুট করা এজেন্টদের এখানে চুরি করে কারও ঘরে ঢুকে টেলিফোনে মাইক্রোফোন বসানো, কোডেড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার, অদৃশ্য কালি ব্যবহার করে তথ্য আদান-প্রদান, রাজনীতিবিদদের ব্ল্যাকমেইলিং, নতুন ইনফর্মার বানানো এইসব শেখানো হয়। কিন্তু এইসব আসলে কভার। আইনের কারণে যেসব কাজ নিজ দেশে সিআইএ করতে পারে না, সেসব কাজ করে টেকনিক্যাল ডিভিশন। তাই অ্যান্থনির হাতে প্রচুর ক্ষমতা। ইউনিয়ন বসদের ফোন ট্যাপ করা থেকে শুরু করে জঙ্গিদের উপর ট্রুথ সেরাম ব্যবহার, সব কাজ ট্রেনিং এক্সারসাইজ লেভেল লাগিয়ে চালিয়ে যায় অ্যান্থনি।

ল্যুকের পেছনে যে লোক লাগানো হয়েছে এটিও এর বাইরে নয়।

ছয়জন অভিজ্ঞ এজেন্ট এই মুহূর্তে অ্যান্থনির অফিসে জড়ো হয়েছে। অ্যান্থনির অফিসটি বড়সড়, ফার্নিচার তেমন নেই। একটি ছোট ডেস্ক। স্টিল ফাইলিং ক্যাবিনেট, ট্রেস্টল টেবিল আর একসেট ফোল্ডিং চেয়ার। এই হচ্ছে ফার্নিচার। ল্যাংলিতে নতুন যে হেডকোয়ার্টার হচ্ছে, তাতে যে সব টিপটপ থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কেজো চেহারার অফিসই পছন্দ অ্যান্থনির।

প্রত্যেক এজেন্টকে পিট ম্যাক্সওয়েল আগেই ল্যুকের পোশাক ও অন্যান্য বিবরণ জানিয়ে দিয়েছে। এখন ব্রিফ করছে অ্যান্থনি।

আমাদের আজকের টার্গেট স্টেট ডিপার্টমেন্টের মিডল র‍্যাঙ্কের একজন কর্মকর্তা। তার হাই সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে। এই মুহূর্তে বেচারা এক

BanglaBook.org

ধরনের নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার। সে গত সোমবার প্যারিস থেকে এসেছে। সোমবার রাতে সে ছিল কার্লটন হোটেলে, এরপর মঙ্গলবার সে গিয়েছিল একটি বারে। সেখানেই সে পুরো রাত ছিল এবং আজ সকালে সে হাজির হয়েছে একদল ছিন্নমূল মানুষের থাকার জায়গায়। পুরো বিষয়টি অবশ্যই সন্দেহজনক। এতে সিকিউরিটি রিস্ক আছে।'

রিফেনবার্গ নামে একজন এজেন্ট হাত তুলল। 'একটা প্রশ্ন আছে স্যার?'

'বলো।'

'এই ব্যাটাকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করলেই তো হয় যে কী হচ্ছে এসব?'

'তাই করা হবে।'

এই সময় রুমে ঢুকল কার্ল হোবার্ট। ছোটখাটো মোটাসোটা, টাক পড়া একজন মানুষ। চোখে চশমা। সে স্পেশালাইজড সার্ভিসের প্রধান। এতে বিভিন্ন রেকর্ড ও তথ্য ডিক্রিস্ট করে রাখা হয়। কাগজ-কলমে হোবার্ট অ্যান্থনির ইমিডিয়েট বস। হোবার্টকে দেখেই গুডিয়ে উঠল অ্যান্থনি। ব্যাটা আজ কাজে বাগড়া না দিলেই হয়।

হোবার্টকে পাত্তা না দিয়ে কথা চালিয়ে গেল অ্যান্থনি। 'ধরার আগে আমরা দেখতে চাই আমাদের সাবজেক্ট কী করে, কোথায় যায়, কার সাথে যোগাযোগ করে। বউ-এর সাথে ঝামেলা করে অনেকে এ রকম করে। আবার এ রকমও হতে পারে যে, সে আমাদের বিপক্ষ শক্তিকে কোনো তথ্য পাচার করছে। তথ্য পাচার করার নানা কারণ থাকে। যেমন হয়তো তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে, অথবা সে হয়তো নীতিগতভাবে আমাদের বিপক্ষ শক্তির সমর্থক। মূল ঘটনা আমরা আসলে জানি না। সেটা জানতেই ধরার আগে ওকে আমাদের চোখে চোখে রাখতে হবে।'

মাঝখান থেকে হোবার্ট বলল, 'কী হচ্ছে এসব?'

অ্যান্থনি আস্তে করে ঘুরল হোবার্টের দিকে। 'একটা ছোট্ট ট্রেনিং এক্সারসাইজ হচ্ছে। একজন সন্দেহভাজন ডিপ্লোম্যাটের উপর আমরা চোখ রাখছি।'

সাথে সাথে হোবার্ট বলল, 'এফবিআইকে দিয়ে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।'

হোবার্ট যুদ্ধের সময় ছিল ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের অধীন। তার কাছে এসপিওনাজের খুব সহজ একটা সংজ্ঞা আছে। তা হলো, শত্রুপক্ষ কোথায় আছে আর কী করছে তা বের করা হচ্ছে এসপিওনাজের কাজ। এর বেশি কিছু

BanglaBook.org

না। কিন্তু ওএসএস-এর কাছে এসপিওনাজ এত ডালভাত না। আরও জটিল এবং এ কাজে ওএসএসরা নানা রকম জঘন্য কাজ করত। এ জন্য হোবার্ট ওএসএস-এর প্রাক্তন সৈনিকদের দুচোখে দেখতে পারে না। রাষ্ট্রযন্ত্রের আমলাদের মনোভাবও হোবার্টের মতোই। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ওএসএস-এর বুড়ো সৈনিক অসভ্য, মারামারিতে বিশ্বাস করে। সামনে কোনো সমস্যা এলে স্রেফ উড়িয়ে দেয় সব। এসব তো কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হতে পারে না। অ্যান্থনি নিজেও অনেকটাই এ রকম। কোনো ঝামেলা হলে মানুষ মেরে ফেলা তার কাছে আঙ্গুর খাওয়ার মতো সহজ কাজ। আর অ্যান্থনি কাজটা পারেও ভালো।

হোবার্টের কথা শুনে অ্যান্থনি শীতল গলায় বলল, 'কেন এফবিআইকে দেব?'

'আমেরিকায় কম্যুনিস্ট স্পাই ধরার কাজটা এফবিআই-এর, আমাদের না– কথাটা তো তোমার জানার কথা।'

'এই সূত্র ধরে মূল উৎসে পৌঁছানো যাবে। ওই ধরনের কেইসে গাদা গাদা তথ্য বেরিয়ে আসে, অবশ্য যদি সব ঠিকমতো সামলানো যায়। কিন্তু এফবিআই এই কাজটা করবে না। স্পাই ধরে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবে, পাবলিসিটি বাড়বে এই হচ্ছে ওদের উদ্দেশ্য।'

'সেটাই আইন, অ্যান্থনি।'

'যত্তসব বোগাস!'

'তাতে কিছু যায় আসে না।'

সিআইএ এবং এফবিআই এই দুই এজেন্সির মধ্যে কিছু লোক আছে শত্রুভাবাপন্ন। এক দল আরেক দলের কথা সহ্য করতে পারে না। অ্যান্থনিও তাদের মতো একজন। এফবিআই তার দু'চোখের বিষ। অ্যান্থনি বলল, 'যাক সেসব কথা, এফবিআই শেষ কবে আমাদের হাতে কেইস দিয়েছে?'

ঠান্ডা গলায় হোবার্ট বলল, 'শেষ বলে কিছু নেই। তোমার জন্য আজ একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছি।'

অ্যান্থনির রাগ হচ্ছে। এই বানচোৎ কোত্থেকে উদয় হলো? আর সে অ্যাসাইনমেন্ট হ্যান্ডওভার করার কে? 'আপনি কী বলতে চাইছেন হোবার্ট?'

'কিউবার বিদ্রোহী গ্রুপের ব্যাপারে রিপোর্ট করার জন্য হোয়াইট হাউস থেকে অর্ডার এসেছে। আজ সকালেই। কিছুক্ষণ পর এ নিয়ে টপ লেভেলে মিটিং হবে। তুমি এবং তোমার সব অভিজ্ঞ লোক আমাকে এ বিষয়ে ব্রিফ করবে।'

BanglaBook.org

'আপনি আমাকে ফিদেল কাস্ত্রোর ব্যাপারে ব্রিফ করতে বলেছেন?'

'না তো, তা কেন হবে? কাস্ত্রোর ব্যাপারে আমার সবই জানা আছে। তুমি আমাকে বিদ্রোহীদের ব্যাপারে তোমার বাস্তব অভিজ্ঞতা জানাবে।'

হোবার্ট পেঁচিয়ে কথা বলছেন। পেঁচানো কথাবার্তা অ্যান্থনির একেবারেই পছন্দ না। সে সরাসরি বলল, 'আপনি যা বলতে চাইছেন তা পরিষ্কার করে বললেই তো হয়। আপনি আসলে জানতে চাইছেন ওদের কী করে দমন করা যায়, তাই না?'

'হবে হয়তো।'

শয়তানের মতো খিক খিক করে হেসে উঠল অ্যান্থনি। 'এক কাজ করুন। ওদের জন্য একটা সানডে স্কুল খুলে দিন। অহিংসার বাণী প্রচার করে দিন। হা হা হা।'

'সিদ্ধান্ত নেবে হোয়াইট হাউস। আমরা শুধু বিভিন্ন উপায় বাতলে দিতে পারি। তুমি আমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পার। এর বেশি কিছু না।'

অ্যান্থনি নিজেকে স্বাভাবিক রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। আজকের দিনটায় অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে না। ল্যুকের উপর চোখ রাখতে পাঠাতে হবে সেরা সব এজেন্ট, আর তার মাথাটা রাখতে হবে ঠান্ডা। আর কোনোকিছু আজ গুরুত্বপূর্ণ না। অ্যান্থনি বলল, 'দেখি কী করা যায়।' তার আশা এ ধরনের অস্পষ্ট কথাতেই সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাবে হোবার্ট।

কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। হোবার্ট বলল, 'সব অভিজ্ঞ এজেন্টকে নিয়ে ঠিক দশটায় আমার কনফারেন্স রুমে চলে আসবে। ঠিক দশটায়। কোনো অজুহাত শুনতে চাই না।' বলেই হাঁটা ধরল সে।

অ্যান্থনি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল, 'সময় হবে না।'

ঘুরে দাঁড়াল হোবার্ট। 'দিস ইজ অ্যান অর্ডার'।

'আমার ঠোঁটের দিকে তাকান মিস্টার হোবার্ট।' বলেই খুব ধীরে নিঃশব্দে অ্যান্থনি বলল, 'ফাক অফ।'

একজন এজেন্ট খিক খিক করে হেসে উঠল। রাগে হোবার্টের মুখ লাল হয়ে গেল। সে বলল, 'এ কথাটা তোমাকে বহুবার, বিভিন্নভাবে শুনতে হবে অ্যান্থনি।' বলেই হোবার্ট বেরিয়ে গেল।

রুমের সবাই ফেটে পড়ল হাসিতে।

অ্যান্থনি বলল, 'আমরা কাজের কথায় আসি'। সিমনস আর বেটস। এই মুহূর্তে সাবজেক্টের সাথে আছে। সংগত কারণেই কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের

BanglaBook.org

ফিরিয়ে আনা হবে। তাদের জায়গায় যাবে রেড রিফেনবার্গ আর অ্যাকি হরউইটজ। আমরা চার শিফটে ছয় ঘণ্টা করে পালাক্রমে কাজ করব। ব্যাক আপ টিম সব সময় রেডি থাকবে। শুধু কল করলেই হবে। এখনকার মতো এখানেই শেষ।'

সব এজেন্ট রুম থেকে বেরিয়ে গেল। রয়ে গেল পিট ম্যাক্সওয়েল। তার মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি উধাও। পরনে নোংরা কাপড়ের বদলে রেগুলার বিজনেস স্যুট, সরু ম্যাডিসিন অ্যাভিনিউ টাই। মুখের লাল জন্মদাগ আর আঁকাবাঁকা দাঁতের সারি এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ঝকঝকে নতুন বাড়িতে ভাঙ্গা জানালা যেমন সবার আগে চোখে পড়ে, পিটের মুখের দাগ আর জন্মদাগের উপর এখন তেমন চোখ পড়ছে। দাঁত আর দাগ নিয়ে পিট নিজেও বেশ অস্বস্তিতে থাকে। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে পিট চিন্তিত। সে বলল, 'হোবার্টের বিষয়টাতে একটু ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গেল না?'

'শালা একটা অ্যাসেল'।

'উনি আপনার বস।'

'তাতে কী? আমার এত গুরুত্বপূর্ণ এই অপারেশন তো তার জন্য বন্ধ রাখতে পারি না।'

'কিন্তু আপনি তো মিথ্যে কথা বলছেন। হোবার্ট ইচ্ছে করলেই জানতে পারবে যে ল্যুক প্যারিস থেকে আসা কোনো ডিপ্লোম্যাট না।'

শ্রাগ করল অ্যান্থনি। 'তখন অন্য গল্প বানিয়ে নেওয়া যাবে।'

পিটের মুখে সন্দেহের ছায়াটা রয়েই গেল। কিন্তু মাথা নেড়ে সে এগোলো দরজার দিকে। তাকে এখন বের হতে হবে।

অ্যান্থনি বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ পিট। এই কেইসটাতে আমি আমার পুরো মাথাটাই ঢুকিয়ে দিয়েছি। যদি কোথাও কোনো ঝামেলা হয়, তবে হোবার্ট এই সুযোগ ছাড়বে না। এক কোপে আমার মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলবে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'তাহলে আমাদের উচিত হবে কোথাও কোনো ভুল না করা।'

বেরিয়ে গেল পিট। অ্যান্থনি তাকিয়ে রইল ডেস্কের ফোনের দিকে। মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হবে। ধৈর্য হারালে চলবে না। অফিসে অফিস পলিটিক্স থাকবেই। আর হোবার্টের মতো দুই পয়সার পলিটিসিয়ানরাও থাকবে। এগুলো নিয়ে চলতে হয়। মিনিট পাঁচেক পর ফোন বেজে উঠল।

BanglaBook.org

ফোন ধরেই অ্যান্থনি বলল, 'ক্যারল বলছি'।

'আবারও তুমি হোবার্টের সাথে ঝামেলা করেছ?' খসখসে গলা ওপাশে। গলা শুনলে বোঝা যায় এই লোক সারাজীবন সিগারেট ফুঁকেছে আর গলায় ঢেলেছে মদ।

অ্যান্থনি বলল 'গুড মর্নিং জর্জ।' জর্জ কুপারম্যান হলো ডেপুটি চিফ অব অপারেশনস। এবং অ্যান্থনির সহযোদ্ধা। জর্জ আবার হোবার্টের ইমিডিয়েট বস। 'হোবার্ট সব সময় আমার কাজে বাগড়া বাধায় কেন?'

জর্জ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'রুমে এসো, কথা আছে। তোমার এই তারুণ্যে উদ্ধত ভাবটা কবে যাবে?'

'আসছি এক্ষুনি।' ফোন রাখল অ্যান্থনি। ড্রয়ার খুলে মোটা এনভেলপ বের করে টপকোটের পকেটে নিয়ে বেরিয়ে এলো সে। কুপারম্যান অফিস P বিল্ডিং এ। হেঁটেই যাওয়া যায়। তাই করল অ্যান্থনি।

কুপারম্যান দীর্ঘকায় একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশ, মুখে বয়সের ছাপ পড়েনি। সে ডেস্কে পা তুলে বসে আছে। মুখে সিগারেট, হাতের কাছেই একটা বড় কফি মগ, হাতে একটা রাশিয়ান পত্রিকা 'প্রাভাদা'। কুপারম্যান প্রিন্সটন থেকে রাশিয়ান সাহিত্যে মেজর করা লোক।

অ্যান্থনিকে দেখামাত্র হাত থেকে পত্রিকা ছুড়ে ফেলল কুপারম্যান। ঐ মোটা চুতিয়াটার সাথে ভালো ব্যবহার করলে কী হয়? মুখে সিগারেট রেখেই কথা বলছে কুপারম্যান। দৃশ্যটা দেখতে বিচিত্র লাগে। অবশ্য বিষয়টা তার চরিত্রের সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছে। 'জানি ঐ মোটকুটার সাথে ভালো ব্যবহার করা শক্ত। কিন্তু অন্তত আমার দিকে তাকিয়ে হলেও তো ভালো ব্যবহার করা উচিত, নাকি?'

ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসে পড়ল অ্যান্থনি। তারপর বলল, 'ভুলটা ওরই। এতদিনে তো ওর বোঝার কথা যে, আগ বাড়িয়ে আমার কাজে হাত না ঢোকালে আমি ওকে কিছু বলি না।'

'এবার তোমার অজুহাতটা কী?'

অ্যান্থনি পকেট থেকে মোটা এনভেলপ বের করে ডেস্কে রাখল। কুপারম্যান প্যাকেটটি খুললেন। একগাদা জেরক্স্ করা কাগজ। 'রকেটের ব্লুপ্রিন্ট (Blue-print) মনে হচ্ছে। তাতে কী হলো?'

'এই কাগজগুলো টপ সিক্রেট। এখন আমরা যাকে ফলো করছি তার কাছে এগুলো পাওয়া গেছে। ব্যাটা স্পাই, জর্জ।'

BanglaBook.org

'আর এ কথাটাই তুমি হোবার্টকে জানাওনি।'

'আমি এই লোকটাকে ফলো করে পুরো নেটওয়ার্কটা ধরতে চাই। তারপর, ওকে দিয়েই ভুল তথ্য পাচার করা যাবে। কিন্তু হোবার্ট জানলে কী হতো? সে কেইসটা চালান করে দিত এফবিআই-এর কাছে। এফবিআই কী করত? লোকটাকে ধরে জেলে ঢোকাত। পুরো নেটওয়ার্ক সাবধানে গা ঢাকা দিত।'

'এটা অবশ্য ঠিকই বলেছ। তার পরেও ঐ মিটিং-এ আমি তোমাকে দেখতে চাই। মিটিংটায় আমিই চেয়ারপার্সন। তুমি তোমার দলকে সার্ভাইলনেস চালিয়ে যেতে বলো। যদি মিটিং-এর মাঝখানে তোমাকে উঠে যেতে হয়, তো যাবে। কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে?'

'থ্যাংকস জর্জ।'

'আর শোনো। আজ একগাদা এজেন্টের সামনে হোবার্টকে ল্যাংটা করে ছেড়ে দিয়েছ, তাই না?'

'অনেকটা ও রকমই'।

'ভবিষ্যতে কাজটা রেখেঢেকে করবে। ওকে?'

পত্রিকাটা আবার হাতে নিল কুপারম্যান। অ্যান্থনি চেয়ার ছেড়ে উঠল। পেট মোটা ইনভেলপ ঢুকে গেল টপকোটের পকেটে। অ্যান্থনির বেরিয়ে যাওয়ার মুখেই কুপারম্যান বলল, 'সার্ভাইলনেস টিম ঠিকমতো কাজ করছে কিনা খেয়াল রেখো। আর একটা কথা, ইমিডিয়েট বসের সাথে সব সময় বাজে ব্যবহার করা ঠিক না। সব সময় তোমার পাছা আমি বাঁচাতে পারব এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবী বড়ই অনিশ্চিত।

রুম থেকে বেরিয়ে গেল অ্যান্থনি। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হলো সকালটা খুব শক্ত সময় গেছে। শক্ত সময়টা মিথ্যে বলে সামলানো গেছে। দুই পক্ষকে শোনাতে হয়েছে দুই গল্প।

অ্যান্থনি Q বিল্ডিং-এ ঢুকে গেল।

নিজের রুমে ঢুকে অবাক হয়ে গেল অ্যান্থনি। রুমে পিট বসেছে। সাথে নেভি টপকোট পরা সিমনস আর সবুজ রেইনকোট পরা বেটস। এ দুজনের এখন চলে আসার কথা। কিন্তু তাদের জায়গায় রিফেনবার্গ আর হরউইটজের যাওয়ার কথা। তারা এখানে। কী সমস্যা? সবকটা এখানে কী করছে? ঘটনা কী? হঠাৎ করে আতঙ্ক গ্রাস করল আন্থনিকে। সে বলল, 'কী হচ্ছে এখানে? সবাই এখানে কেন? ল্যুকের সাথে কে আছে?'

BanglaBook.org

সিমনসের মাথায় হোমবার্গ হ্যাট। মাথা থেকে হ্যাট নামাল সে। এ সময় হাতটা একটু কাঁপল। সে বলল, 'কেউ নেই।'

'কী ব্যাপার? হয়েছেটা কী? তোরা সবকটা এখানে কী করছিস?' গর্জে উঠল অ্যান্থনি।

কিছুক্ষণ পর ঢোক গিলল পিট্। উত্তরটাও সেই দিল। 'আমরা... ওকে হারিয়ে ফেলেছি।'

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়? মিনিটখানেক পরই একটা ফাঁকা জায়গা এলো পথের পাশে। জায়গাটা ভাঙ্গা টিন দিয়ে ঘেরা। টিনের ফোকর দিয়ে ফুটপাতে একজন পুলিশ বেরিয়ে এলো। এই তো পাওয়া গেছে। ল্যুক পুলিশকে বলল, 'আচ্ছা, পুলিশ স্টেশনটা কোথায় একটু বলবেন?'

পুলিশ লোকটা ইয়া দশাসই। নাকের নিচে বিছার মতো পুরুষ্টু হলদে গোঁফ। সে তীব্র বিরক্তি নিয়ে তাকাল ল্যুকের দিকে। বলল, 'আমার ক্রুজারের ট্রাঙ্কের ভেতর পুলিশ স্টেশন। চক্ষের সামনে থেইকা ভাগ হারামজাদা।'

কোনো কারণ ছাড়াই পুলিশের এই ভাষা শুনে অবাক হলো ল্যুক। সমস্যা কী লোকটার? পাগলটাগল নাকি? পাগল হোক আর যাই হোক, এ তো পুলিশ। স্টেশনের পথ সে নিশ্চয়ই বলতে পারবে। অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে। শরীর আর টানতে চাইছে না। মরিয়া হয়ে ল্যুক বলল, 'আমাকে স্রেফ রাস্তাটা বলে দিলেই হবে।'

'কোনো প্রশ্ন করবি না ব্যাটা বানচোত।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ল্যুকের। এই ব্যাটা নিজেকে ভাবে কী? পুলিশ বলেই এ রকম ভাষায় কথা বলতে হবে নাকি? তারপরও ল্যুক বলল, 'আমি তো ভাই খারাপ কিছু বলিনি। একটা প্রশ্নই তো করেছি। পুলিশ স্টেশনটা কোথায়।'

পুলিশটা যথেষ্ট মোটাসোটা। মোটা শরীরে সে নড়ল অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে। কোটের ল্যাপেল ধরে টেনে টিনের ফোকর দিয়ে সে ল্যুককে ফাঁকা জায়গায় ছুড়ে ফেলল। বালিশের মতো মুখ থুবড়ে পড়ল ল্যুক। পড়বি তো পড় কনক্রিটের উপর। হাতে ব্যথা লাগল প্রচণ্ড।

মুখ তুলে অবাক হলো ল্যুক। ভেতরে সে একা না, এক তরুণীও সেখানে দাঁড়িয়ে। তরুণীর মাথার চুল ডাই করে ব্লন্ড বানানো। মুখে কড়া মেক-আপ। পরনে লংকোট, ভেতরে বেশ ঢিলেঢালা জামা, পায়ে হাই হিলড ইভনিং স্যু। তরুণী প্যান্টি টেনে উপরে তুলছে। ল্যুক বুঝল মেয়েটা যৌনকর্মী। মাত্রই পুলিশটার ভোগে লেগেছে।

BanglaBook.org

মাথা উঁচু করে এটুকু বুঝতে বুঝতেই তীব্র একটা লাথি পড়ল পেটে। কুঁকড়ে গেল ল্যুক। এ লাথির জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

মেয়েটার চিৎকার পৌছাল ল্যুকের কানে। সে বলল, 'ফর ক্রাইস্ট'স সেইক, সিড, এই বেচারা কী করেছে? একে পেটাচ্ছ কেন? ফুটপাতে বমি করছে?'

ভারী গলায় পুলিশটা বলল, 'চুতিয়াটারে ভদ্রতা শিখাইতেছি।'

চোখের কোনা দিয়ে ল্যুক দেখতে পেল পুলিশটা তার নাইটস্টিক তুলছে। শক্ত বাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা। একদিকে সরে গেল ল্যুক, পুরো আঘাতটা এড়ানো গেল। না। বাম কাঁধে অল্প একটু লাগল। তাতেই যেন আগুন ধরে গেল। কাঁধের ব্যথায় অবশ হয়ে গেল হাত। পুলিশটা আবারও তুলল নাইটস্টিক।

মাথার ভেতর কী যেন একটা ওলটপালট হয়ে গেল।

শক্ত একটি বাড়ি নেমে আসছে তা দেখেও দূরে সরল না ল্যুক। নিজেকে ছুড়ে দিল পুলিশটার দিকে। ল্যুকের সামনের দিকের গতি জড়তা পুলিশটাকে আছড়ে ফেলল শক্ত কংক্রিটের উপর। হাত থেকে নাইটস্টিক পড়ে গেছে। দ্রুত উঠে দাঁড়াল ল্যুক। পুলিশটা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই ল্যুক কাছাকাছি চলে গেল। এত কাছে যে পুলিশটা ইচ্ছে করলেও ঘুষি হাঁকাতে পারবে না। ইউনিফর্ম কোটের ল্যাপেল ধরে একটা টানে পুলিশটাকে নিয়ে এলো নিজের দিকে। এরপর মুখ বরাবর একটা শক্ত গুঁতো। পুলিশের নাক ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল। তীব্র ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে।

ল্যাপেলটা ছেড়ে দিয়েই এক পায়ে ভর করে হাঁটু চালাল ল্যুক। এরপর পা। পুলিশের ভাগ্য ভালো ল্যুকের পায়ের জুতো তেমন শক্ত না। শক্ত হলে গোটা কয়েক হাড় ভাঙত। জুতো যেমনই হোক, লাথিতে জোর ছিল। সেই জোর সামলাতে পারল না পুলিশ। হুড়মুড় করে পড়ল কংক্রিটের উপর।

নিজের কাজে নিজেই অবাক হচ্ছে ল্যুক। এভাবে মারামারি করা কোথায় শিখেছে সে?

পুলিশের নাক মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তাতে সে পাত্তাই দিল না। বাম হাতে ভর করে উঠে ডান হাতে পিস্তল বের করার চেষ্টা করল পুলিশটা।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বেরুবার আগেই ল্যুক ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলিশের ডান হাত ধরে কংক্রিটে শক্ত একটা বাড়ি দিল। হাত থেকে পিস্তল নেই হয়ে গেল। এবার পুলিশটাকে উল্টো করে মাটিতে পেড়ে ফেলল ল্যুক। ডান হাত মুচড়ে যতটা পেছনে আনা যায়, তাই আনল সে। এরপর পুলিশটার পিঠে হাঁটু গেঁড়ে বসল। হাঁটুর চাপে পুলিশটার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। দম নেবার জন্য হাঁসফাঁস করছে সে। ডান হাতের তর্জনীটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় সময় নিয়ে ভাঙল ল্যুক। ব্যথায় পুলিশটা জ্ঞান হারিয়েছে। পুরোটা সময়ে পুলিশটা চিৎকার করার কোনো সময়ই পায়নি। সবকিছু ঘটেছে খুব দ্রুত। অসম্ভব দ্রুত। উঠে দাঁড়াল ল্যুক। তার ভেতরে কিছুমাত্র উত্তেজনা নেই। তারপর সে বলল, 'আশা করি ব্যাটা আর কোনোদিন অযথা কারও গায়ে হাত তুলবে না।'

BanglaBook.org

কংক্রিটের উপর পিস্তল পড়ে আছে। পিস্তল তুলে শেলগুলো বের করে ফেলল ল্যুক। ছুড়ে ফেলল দূরে।

মেয়েটা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ল্যুকের দিকে। সে বলল, ‘তুমি কে বাপ? এলিয়ট নেস নাকি?’

ল্যুক তাকাল মেয়েটার দিকে। মেয়েটার শরীর শুকনো। কড়া মেক-আপের নিচে চামড়ার রং হারিয়েছে। ল্যুক বলল, ‘আমি জানি না, আমি কে?’

‘তুমি যে নাগর মাতাল না তা তো বুজতেছি। কোনো মাতাল সিডের মতো মোটা পাঁঠারে সাইজ করে ফেলবে, এইটা আমি বিশ্বাস করি না।’

‘আমিও তাই ভাবছি।’

‘চলো এইখান থিকা বাহির হ[illegible] ই সিডে[illegible] হইযা যাবে।’

BanglaBook.org

'ঠিকই বলছো, শব্দটা হইবো এলোমেলো। পেটে ছিল শব্দটা, মুখে আসে নাই।'

ল্যুক একবার তাকাল মেয়েটার দিকে। মুখে বিচিত্র একটা হাসি মেয়েটার। মজা করছে ল্যুককে ... যে শুধু আমার নাম-ঠিকানা ভু...

BanglaBook.org

ল্যাক নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা ঠিকই বলেছে। পাগলের মতো দেখাচ্ছে তাকে। একটু ভদ্রস্থ দেখালে লোকজন হয়তো তাকে দাম দেবে। কে জানে, পোশাক ঠিকঠাক থাকলে পুলিশটাও হয়তো এ রকম করত না। 'আপনি ঠিকই বলেছেন ডরিস। ধন্যবাদ।' বলেই হাঁটা ধরল ল্যাক।

পেছন থেকে মেয়েটা চিৎকার করে বলল, 'একটা হ্যাটও জোগাড় কইরো।'

মাথায় নিজের অজান্তেই হাত উঠে গেল ল্যাকের। তারপর আশেপাশে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। আ রে তাই তো! রাস্তায় সব নারী-পুরুষের মাথাতেই হ্যাট আছে। শুধু তার মাথাই ফাঁকা। কিন্তু এ রকম কপর্দকশূন্য অবস্থায় নতুন জামাকাপড় কীভাবে পাওয়া যাবে? পকেটে যা আছে তা দিয়ে তো কিছুই হবে না।

মাথায় পরিকল্পনা চলে এলো ল্যাকের। একটুও সময় লাগল না। এই সমস্যা তার কাছে হয় খুব সহজ, নয়তো এ ধরনের সমস্যায় আগেও পড়েছে সে। তাকে এখন যেতে হবে ট্রেন স্টেশনে। স্টেশনের যাত্রীরা কমপ্লিট স্যুট ব্যাগে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে। কাপড় ছাড়াও ব্যাগে থাকে শেভিং কিট, ডলারও থাকে।

রাস্তার এক কোনে গিয়ে লোকেশন দেখে নিল ল্যাক। সে এখন আছে A স্ট্রিটের সেভেনথ এ। সকালে ইউনিয়ন স্টেশন থেকে বেরুবার সময় সেখানে দেখেছে জায়গাটা F স্ট্রিট সেকেন্ড।

ওদিকেই হাঁটা শুরু করল ল্যাক।

BanglaBook.org

সকাল ১০টা

মিসাইলে ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজের সাথে এক্‌স্‌প্লোসিভ বোল্ট দিয়ে লাগানো থাকে। বোল্টের চারপাশে থাকে কয়েল স্প্রিং। বুস্টার যখন পুড়ে শেষ হয়ে যায় তখন বোল্টগুলো ডিটোনেটেড হয়। এবং বোল্ট ফেটে গেলে কয়েলগুলো ফার্স্ট স্টেজকে সেকেন্ড স্টেজ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

জর্জটাউনে একটা মানসিক চিকিৎসালয় আছে। নাম জর্জটাউন মানসিক হাসপাতাল। লাল ইটের ভিক্টোরিয়ান যুগের এক বিশাল বাড়িতে এই হাসপাতাল। এই বিশাল বাড়ির পেছন দিকে সম্প্রতি বর্ধিত অংশ তৈরি হয়েছে। বর্ধিত অংশের ডিজাইন হাল আমলের। পুরনো ডিজাইনে করা হয়নি। বিলি জোসেফসন এখানেই কাজ করে।

বিলির আজ আসতে দেরি হয়েছে। দেরি করে কাজে আসাটা বিলির অপছন্দের বিষয়। এতে সহকর্মীদেরও এক ধরনের অপমান করা হয়। বিলি আর তার সহকর্মীরা একটা নতুন কাজে হাত দিয়েছে। কাজের গতি অসম্ভব ধীর। এত ধীর যে রীতিমতো ব্যথা অনুভব হয় বিলির। তারা মানবমনের কর্মপ্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে। জিনিসটা অনেকটা নতুন একটা গ্রহের মানচিত্র আঁকার মতো। সেই গ্রহ আবার সবসময় দেখা যায় না। মেঘে ঢাকা থাকে। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে অল্প সময়ের জন্য দৃষ্টি চলে। তাতেই কাজ চালাতে হয়। সময় তো লাগবেই।

বিলির আজ কাজে আসতে দেরি হয়েছে মায়ের জন্য। ল্যারি বেরুবার পর বিলি মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে গিয়েছিল। ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরার পর দেখা গেল, মা বিছানায় শুয়ে খাবি খাচ্ছেন বাতাসের জন্য। ডাকো ডাক্তার। ডাক্তার এসে সেই একই কথা শুনিয়ে গেলেন। বুড়ির হার্ট দুর্বল। কোনো অনিয়ম করা যাবে না। শ্বাসকষ্ট হলে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে। ওষুধ ভুলেও মিস করা যাবে না। কোনো ধরনের উত্তেজনা তার জন্য ক্ষতিকর।

BanglaBook.org

বিলির একস… বলতে ইচ্ছে কর… …লে আমার কী হবে?' উত্তেজনা,

ক…

BanglaBook.org

সমস্যার সমাধান করতে পারে না রোনাল্ড। এই মুহূর্তে সে একটা কাগজে চার আর তিন, হাতের কর দিয়ে যোগ করার চেষ্টা করছে। খুব কষ্ট হচ্ছে তার।

আরও অনেক রোগী আছে। নানা ধরনের সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে। কল্পনার পৃথিবীর সাথে বাস্তবের পৃথিবীর যোগাযোগ এরা ঘটাতে পারে না।

এই রোগীদের কাউকে ওষুধ বা ইলেকট্রিক শক বা দুটোই দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কারও ক্ষেত্রে চিকিৎসা করেও লাভ হয় না। চিকিৎসার বিষয়টা দেখার দায়িত্ব বিলির না। তার দায়িত্ব হচ্ছে রোগীর সমস্যার রূপরেখাটি তৈরি করা। ছোট মানসিক সমস্যা অনুধাবন করার মাধ্যমে স্বাভাবিক মনের কর্মপ্রক্রিয়ার একটি ছক তৈরি করার চেষ্টা করছে বিলি।

যেমন রোনাল্ডকে যদি একটি ট্রেতে তিন বা চারটি জিনিস রাখা হয় তবে সে তা গুনতে এবং মনে রাখতে পারে যে কী কী জিনিস ছিল। কিন্তু তিন-চারটার জায়গায় বারো তেরোটা জিনিস রাখলেই তার গুনে শেষ করতে এবং মনে রাখতে প্রচুর সময় লাগে। এবং প্রায়ই ভুলও করে রোনাল্ড। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, গোনা এবং মনে রাখার বিষয়টি পুরোপুরি আলাদা বিষয় এবং দুটো বিষয়ে মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ আলাদা দুটি অংশ কাজ করে।

এভাবে বিলি খুব ধীরে একটি ছক তৈরি করার চেষ্টা করছে। বোঝার চেষ্টা করছে মস্তিষ্কের কোন্ অংশ স্মৃতি, কোন্ অংশ ভাষা, কোন্ অংশ গাণিতিক কাজ করে। এভাবে কোনো এক সময় মস্তিষ্কের কোন্ ক্ষুদ্র অংশ কোন্ কাজ করে তা পুরোপুরি বোঝা যাবে।

তবে কাজ যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে এ কাজ শেষ হতে দু'শো বছর লাগার কথা। কাজ করতে হচ্ছে একা। কয়েকজন সাইকোলজিস্ট সহকর্মী থাকলে হয়তো কাজের গতিটা বাড়ত। তাহলে হয়তো এ জীবনেই দেখে যাওয়া যেত কাজটার শেষ চেহারা। তা কী হবে? কে জানে? হবে হয়তো। আবার নাও হতে পারে।

বাবা ঠিক কী ধরনের মানসিক বিষাদে আত্মহত্যা করেছিলেন তা বিলির জানা নেই। তবে খুব জানতে ইচ্ছে হয় কতটা বিষাদে মানুষ নিজেকে খুন করতে চায়। মানুষের মন এত বিচিত্র কেন? একটা মজার বিষয় হচ্ছে, মানসিক সমস্যা প্রায় সবারই আছে। যাদের বেশি তাদেরই শুধু মানসিক রোগী বলা হয়, বাকিদের বলা হয় না। বাকিরা নাকি স্বাভাবিক। মানসিক রোগীদের অনেক সময় লাগে। মন বিষয়টা এখনও ধোঁয়াশা। ঈশ্বর মনের চারপাশে কেন ধোঁয়াশা রেখেছেন? উদ্দেশ্য কী তার? তিনি কি বিশেষ কিছু আড়ালে রাখতে চাইছেন?

BanglaBook.org

এইসব ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল বিলি। রাতে ভর্তি হওয়া এবং ছাড়া পাওয়া রহস্যময় রোগীটার কথাও তার ভাবনায় আছে। জোসেফ বিল্লো নামটা খচখচ করছে মনের ভেতর। জোসেফ বিল্লো নামটা জো ব্লো নামের খুব কাছাকাছি। ঘটনা যাই হোক, মাঝরাতে রোগী ছেড়ে দেওয়ার কারণ কী?

নিজের অফিসে ঢুকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বিলি। হাসপাতালের একটা নতুন অংশ তৈরি হচ্ছে। এর সাথে সাথে নতুন একটা পোস্ট তৈরি করা হয়েছে। পোস্টের নাম 'ডিরেক্টর অব রিসার্চ'। পোস্টের জন্য বিলি আবেদন করেছে। আবেদন আরেকজনও করেছে। সে হচ্ছে বিলির সহকর্মী ডা. লিওনার্দ রস। ডাকনাম লেন। লেন বয়সে বিলির বড়। কিন্তু অভিজ্ঞতা বেশি বিলির। তার বেশকিছু প্রবন্ধ এবং একটা নিজের লেখা পাঠ্যবই আছে। বই এর নাম 'অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য সাইকোলজি অব মেমোরি।' বিলির ধারণা লেনের চাইতে তার ঐ পদে যাওয়ার যোগ্যতা বেশি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে যাবে তা নিশ্চিত না বিলি। এই পোস্টটা পাওয়া বিলির জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই পোস্টে গেলে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে নিজের অধীনে কাজ করানো যাবে। লক্ষ্যের দিকে সহজেই এগোনো যাবে দ্রুতগতিতে।

বিল্ডিং যেখানে হচ্ছে সেখানে শ্রমিক ছাড়াও ছোট্ট একদল লোক দেখা যাচ্ছে। তারা সবাই বিজনেস ক্লাস কাপড় পরা। ওভারঅল আর হার্ডহ্যাটের পরিবর্তে সবার পরনে উলের টপকোট আর হোমবার্গ হ্যাট। বোধহয় কোনো ট্যুরে এসেছে লোকগুলো। আরেকটু খুঁটিয়ে দেখতেই দেখা গেল এদের মধ্যে লেন রসও আছে।

বিলি তার সেক্রেটারিকে বলল, 'ঐ লোকগুলো কারা বল তো? সাথে লেন রসকেও দেখা যাচ্ছে।'

'উনারা সোয়ারবাই ফাউন্ডেশন থেকে এসেছেন।'

ভ্রু কুঁচকে গেল বিলির। এই ফাউন্ডেশনের অর্থায়নেই নতুন পোস্ট হচ্ছে। পোস্টের দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে তা এই লোকগুলোর ইচ্ছের উপর অনেকটা নির্ভর করছে। লেন এই লোকগুলোকেই চারদিকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। বিলি বলল, 'উনারা যে আসবেন তা কি আমাদের জানানো হয়েছিল?'

লেন বললেন, 'তিনি নাকি আপনাকে নোট পাঠিয়েছিলেন। আজ সকালে তিনি আপনাকে নিতেও এসেছিলেন। কিন্তু আপনি তখনও এসে পৌঁছাননি।'

BanglaBook.org

বিলি খুব ভালোভাবেই জানে, লেন কোনো নোট পাঠায়নি। মিথ্যে বলছে লেন। একটু তাড়াতাড়ি এলেই হতো। ইস! আজকেই কিনা দেরি হয়ে গেল!

'যত্তসব! বিলি তাড়াহুড়া করে নেমে গেল লোকগুলোর সাথে দেখা করার জন্য। Better late than never বলে একটা কথা আছে।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা জোসেফ বিল্লো নামটা বিলির মাথাতেই থাকল না। থাকলে ভালো হতো।

BanglaBook.org

সকাল : ১১টা

মিসাইলের আপার স্টেজে ব্যবহার করা হয়েছে পুরনো ডিজাইনের একটা রকেট মোটর। নতুন কোনো ডিজাইন নিয়ে পরীক্ষায় যেতে চাননি বিজ্ঞানীদের দল। তারা চেয়েছেন বহুল পরীক্ষিত সার্জেন্ট রকেট। মিসাইলের আপার স্টেজে একঝাঁক ছোট্ট রকেট দিয়ে শক্তি প্রদান করা হবে। ছোট্ট রকেটগুলোর নাম বেবি সার্জেন্ট।

ইউনিয়ন স্টেশনে যেতে যেতে ল্যুক প্রতিটি রাস্তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তাকে কি আবারও অনুসরণ করা হচ্ছে?

প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো অনুসরণকারীদের দল উধাও হয়েছে। এর মধ্যে ওদের আবার খোঁজাখুঁজিতে নামার কথা। এই চিন্তাটা ভয় পাইয়ে দিচ্ছে ল্যুককে। কেমন পাগল পাগল লাগছে। আচ্ছা, এই লোকগুলো কারা, এদের উদ্দেশ্যটা কী? এদের উদ্দেশ্যটা বোধহয় খুব গোপনীয় কিছু। নয়তো এত রাখঢাক করে অনুসরণের অর্থ কী?

কিছুক্ষণ মাথা ঝাঁকাঝাঁকি করল ল্যুক। মাথাটা তাও পরিষ্কার হলো না। অর্থহীন সব ভাবনা উঁকি দিচ্ছে মনের ভেতর। অর্থহীন ভাবনাগুলো আরও হতাশ করে দিচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত অনুমান করতে হচ্ছে। কিন্তু অনুমান করাটা হচ্ছে বোকামি। জানতে হবে সত্যি কাহিনি।

এজন্য প্রথমেই নিজেকে সাফ সুতরো করতে হবে। ল্যুকের পরিকল্পনা হচ্ছে, ট্রেনের কোনো যাত্রীর কাছ থেকে সুটকেস হাতিয়ে নেওয়া। ল্যুকের মনে হচ্ছে, এ ধরনের কাজ সে আগেও কোনো এক সময় করেছে। কবে এ ধরনের কাজ করেছে তা মনে করার চেষ্টা করল ল্যুক। মাথায় একটা ফ্রেঞ্চ লাইন এলো, 'la valise d'on type qui descend du train.'

কাজটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। ময়লা কাপড়চোপড় নিয়ে সম্মানিত যাত্রীদের মাঝে ঢোকা শক্ত কাজ। ঢোকা গেলেও কাজ শেষ করে এলাকা ছাড়তে হবে দ্রুত। সেটি কি করা সম্ভব? অসম্ভব হলেও এছাড়া কোনো উপায় নেই। ডরিস নামের মেয়েটি ঠিকই বলেছে। এই মাতাল চেহারা বদলাতে না পারলে কেউ তার কথা শুনবে না।

BanglaBook.org

এর মধ্যে যদি সে পুলিশের হাতে ধরা খেত তাহলে বাকি জীবন হয়তো জেলেই পঁচতে হতো। মাতালের কথা সাধারণ মানুষই শোনে না, আর পুলিশ তো পুলিশ। ওরা তো এক কাঠি বাড়া। কোনো কথা না বলে পিঠে দু'ঘা বসিয়ে দেবে আগে। তারপর যদি ইচ্ছে হয় তাহলে হয়তো কথা বলবে, শুনবে না। এই ভাবনা ল্যুকের শরীরে একটা কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। শীতল একটা ভয়ের স্রোত বয়ে যাচ্ছে শরীরে। জেলে পঁচার ভয় না, নিজের পরিচয়টা না জেনে বেঁচে থাকার ভয়।

সামনেই ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ। তাতে দাঁড়িয়ে আছে সাদা গ্রানাইটের ইউনিয়ন স্টেশন। মনে হচ্ছে নরম্যান্ডি থেকে একটা আস্ত রোমান ক্যাথেড্রাল তুলে এনে বসানো হয়েছে। গভীরভাবে ভাবতে শুরু করল ল্যুক। চুরি করার আগে কীভাবে দ্রুত পালানো যায় সেটি ঠিক করতে হবে। এ জন্য দরকার একটি গাড়ি। হঠাৎ করেই তার মাথায় এলো কী করে গাড়ি চুরি করতে হয়।

স্টেশনের কাছেই রাস্তায় গাড়ি লাইন ধরে পার্ক করে রাখা। এই গাড়িগুলোর বেশিরভাগের মালিকই এখন ট্রেনে। হাঁটছে ল্যুক। সামনেই একটা গাড়ি পার্কিং লটে ঢুকছে। ল্যুকের হাঁটার গতি কমে এলো। গাড়িটা টু-টোন ফোর্ড ফেয়ারলাইন। রং নীল আর সাদায় মেশানো। গাড়িটা নতুন, তবে একেবারে কড়কড়ে নতুন না। এতেই কাজ চলবে। এই গাড়ির স্টার্টার কাজ করে চাবি দিয়ে, হ্যান্ডেল দিয়ে না। অবশ্য ড্যাশবোর্ডে কয়েকটা তার ছিঁড়ে বাইপাস করেও স্টার্ট করানো যায় গাড়ি।

আচ্ছা এসব কীভাবে জানে সে? ঘটনা কী?

কালো টপকোট পরা এক লোক বেরিয়ে এলো ফোর্ড থেকে। ট্রাঙ্ক থেকে ব্রিফকেইস বের করে সোজা ঢুকে গেল স্টেশনে। যাওয়ার আগে গাড়িতে তালা দিতে ভুল হলো না। তাড়া আছে বোধহয় লোকটার। হাঁটছে না যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

লোকটা গেছে কতক্ষণের জন্য? স্টেশনে যদি কাজ থাকে তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসার সম্ভাবনা। ফিরে গাড়ি না পেলে সে পুলিশে রিপোর্ট করবে। তখন আবার চোরাই গাড়িতে ঘোরাঘুরি বিশাল ঝুঁকির একটা কাজ হবে। অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যেকোনো মুহূর্তে। অ্যারেস্ট হলেই সব শেষ। তাহলে নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী? লোকটার পিছু নিতে হবে।

ভদ্রলোকের পিছু নিল ল্যুক।

স্টেশনের ভেতরে বিশাল জায়গা। সাতসকালে যে জায়গাটা জনশূন্য মনে হয়েছে সেখানে এখন লোকজন গিজগিজ করছে। এত লোকের মাঝে নিজেকে

BanglaBook.org

নিয়ে অস্বস্তি লাগছে ল্যুকের। সবার কাপড় পরিষ্কার, গোছানো, আর তার অবস্থা ঠিক উল্টো। বেশিরভাগ লোকই তার দিকে ঠিকমতো খেয়াল করছে না। কারও হাতেই সময় নেই। কিন্তু যারা তাকাচ্ছে, তারা অদ্ভুতভাবে মুখ বাঁকিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে অন্যদিকে। কী অদ্ভুত তাচ্ছিল্য!

ফোর্ডের মালিককে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে দেখা গেল। লাইনে ল্যুকও দাঁড়াল। সে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে, যাতে কারও সাথে চোখাচোখি না হয়।

ফোর্ডের মালিক টিকিট কাউন্টারে পৌঁছে গেছে। সে বলল, 'ফিলাডেলফিয়া, ওয়ান ডে রিটার্ন।' ব্যস এটুকুই জানার দরকার ছিল ল্যুকের। ফিলাডেলফিয়া কয়েক ঘণ্টার রাস্তা। লোকটা আজ সারাদিন শহরের বাইরে থাকবে। গাড়ি চুরি হয়েছে এ খবর সে না ফেরা পর্যন্ত পুলিশের কানে যাবে না। অন্তত রাত পর্যন্ত নিশ্চিত ল্যুক।

দ্রুত লাইন ছেড়ে বেরিয়ে এলো ল্যুক।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে স্বস্তি লাগছে। রাস্তায় হাঁটার অধিকার সবারই আছে। মাতালেরও আছে। নির্দ্বিধায় হাঁটা শুরু করল ল্যুক। ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউতে ফিরে ফোর্ডের কাছে ফিরে এলো সে। পরে যাতে দ্রুত চলে যাওয়া যায় সে জন্য গাড়িটির লক এখনই খুলে রাখতে হবে। পরে পরিস্থিতি কী হবে বলা যায় না। চারপাশে তাকাল ল্যুক। রাস্তায় গাড়ি আর ফুটপাতে লোকজন ভরপুর। লোকজনের দিকে খেয়াল করলে এক জায়গায় সারাদিন কাটিয়ে দিতে হবে। ফাঁকা পাওয়া যাবে না। যা করার দ্রুত করতে হবে।

রাস্তায় নেমে গাড়ির চারপাশে একবার চক্কর দিল ল্যুক। থামল ড্রাইভারের দরজার কাছে। জানালার কাচে দু হাত দিয়ে নিচের দিকে চাপ দেয়া শুরু করল সে। কোনো লাভ হচ্ছে না। মুখ শুকিয়ে আসছে। আশেপাশে চট করে চোখ বুলিয়ে নিল ল্যুক। নাহ্ এখনও কেউ খেয়াল করছে না। এবার পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে শরীরের পুরো চাপ কাচের উপর দিল ল্যুক। কাচ ধীরে ধীরে নামা শুরু করে নিচে। কাচ পুরোটা নামতেই ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দরজা খুলল ল্যুক। এরপর জানালার কাচ খোলা রেখে দরজা লাগিয়ে দিল সে। গাড়ি রেডি, দ্রুত কেটে পড়ার রাস্তা তৈরি।

ইউনিয়ন স্টেশনে আবারও ঢুকল ল্যুক। মাথার ভেতর একটাই ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। রেইল পুলিশ কি তার দিকে দৃষ্টি রাখছে? সন্দেহজনক কিছু পেলেই ধরে সোজা স্টেশনের বাইরে বের করে দেবে। কার মনে যাতে কোনো সন্দেহ উদয় না হয় সে জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে ল্যুক। তার

BanglaBook.org

হাঁটার গতি না দ্রুত না ধীর। মাথা নিচু, কারও চোখে চোখ পড়ুক এটা সে চাইছে না।

স্যুটকেইস চুরি করার সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে একটা ট্রেন স্টেশনে থামার ঠিক পরবর্তী সময়টা। অবশ্য ট্রেনটার প্রচুর যাত্রী স্টেশনে নামতে হবে। বেশি যাত্রী একসাথে নামলে একটা হুড়াহুড়ি তৈরি হয়। চুরি করা তখন সহজ। ইনফর্মেশন বোর্ডের দিকে তাকাল ল্যাক। আর বারো মিনিটের মধ্যে নিউইয়র্ক থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন এসে পৌঁছাবে। কাজ তখনই সারতে হবে।

বোর্ডের দিকে তাকাতে তাকাতে ল্যাক ভাবছে কোন লাইন ধরে ট্রেন স্টেশনে ঢুকবে। এ সময় হঠাৎ ঘাড়ের পেছনে চুল দাঁড়িয়ে গেল।

চারপাশে তাকাল ল্যাক। আশেপাশে কিছু একটা দেখেছে সে। তাই নিজের অজান্তেই ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেছে। কী দেখেছে সে? হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ছে। সে কি ভয় পাচ্ছে, নাকি সত্যি সত্যি কিছু দেখেছে আশেপাশে?

স্বাভাবিক হওয়ার জন্য বোর্ড থেকে চোখ সরিয়ে পত্রিকার দোকানের দিকে গেল ল্যাক। পত্রিকার হেডলাইনগুলো চমৎকার।

'আর্মি রকেট ছোটার অপেক্ষায়।'

'ডিউলস বাগদাদ গ্রুপকে আশ্বস্ত করেছেন'।

'কেইপ ক্যানাভেরালের শেষ সুযোগ'।

কিছুক্ষণ পর ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল ল্যাক। বেশকিছু লোক তাড়াহুড়া করছে। এরা সব আন্তঃনগর ট্রেনের যাত্রী। মেহগনি কাঠের বেঞ্চে অনেকে বসে আছে, আবার কেউ দাঁড়িয়ে আছে। চোখেমুখে অপেক্ষার ছাপ। এদের কারও কারও হয়তো আত্মীয়স্বজন আসবে নিউইয়র্ক থেকে। একটা রেস্টুরেন্টের দরজা খোলা। দরজায় বেয়ারা দাঁড়িয়ে কাস্টমারের অপেক্ষায়। পাঁচজন পোর্টারের একটা গ্রুপ দাঁড়িয়ে। মজা করে সিগারেট ফুঁকছে...

আর দুজন এজেন্ট।

লোক দুজন যে এজেন্ট তাতে নিশ্চিত ল্যাক। দুজনেই তরুণ, পরনে নিভাঁজ টপকোট, হ্যাট। পায়ে উইং টিপ শ্যু ঝকঝক করছে। পোশাক-আশাকের কারণে যে ল্যাকের লোক দুটোকে এজেন্ট মনে হচ্ছে, বিষয়টা তেমন না। খটকা হচ্ছে এদের আচরণে। দুজনে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে হেঁটে যাওয়া যাত্রীদের চেহারা দেখছে তারা। দুজনের দৃষ্টি স্টেশনের সব জায়গায় ঘুরেফিরে যাচ্ছে। শুধু একটা জায়গা ছাড়া। তা হলো ইনফরমেশন বোর্ড। তার অর্থ হচ্ছে, কোথাও যাওয়া এদের উদ্দেশ্য না। এরা অবশ্যই এজেন্ট।

BanglaBook.org

এদের সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে ল্যুকের। কে জানে এরা হয়তো ল্যুকের আসল পরিচয় জানে। ইস! কেউ যদি এসে বলত, 'আরে ল্যুক! কেমন আছ? কতদিন পর দেখা!' কথাগুলো শোনার জন্য ল্যুকের হৃদয়টা খাঁ খাঁ করছে। এই দুই এজেন্ট কি তা বলবে? বোধহয় না। এরা গম্ভীর মুখে বলবে, 'আমরা এফবিআই এজেন্ট। আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।' গ্রেপ্তার হলেও বোধহয় স্বস্তি পাওয়া যাবে। নিজের পরিচয় দ্রুত পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘটনা যেমনটা ভাবা হয় তেমন তো ঘটে না কখনই। এই ব্যাটারা ধরে সোজা পরিচয় বাতলে দেবে বলে মনে হয় না। এদের মনের উদ্দেশ্যটা বোধহয় ভালো না। ভালো হলে এরা গোপনে অনুসরণ কেন করবে?

সামনে তাকাল ল্যুক। পত্রিকা স্ট্যান্ডের উল্টো পাশে চলে গেল সে। ল্যুক আর এজেন্টদের মাঝে এখন পত্রিকা স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডের পত্রিকার ফাঁক দিয়ে এজেন্ট দুজনের দিকে তাকাল ল্যুক। ওরাও দাঁড়িয়ে নেই। হাঁটছে ওয়েস্ট একজিটের দিকে।

ঘড়ির দিকে তাকাল ল্যুক। দশ মিনিট পেরিয়েছে। আর দু মিনিটের মধ্যে নিউইয়র্ক এক্সপ্রেস এসে পৌঁছাবে। ল্যুক তাড়াতাড়ি পৌঁছাল গেটের কাছে। ইস্ এখন যদি দেয়ালের সাথে মিশে যাওয়া যেত!

প্রথম যাত্রী বের হওয়া মাত্রই শান্তি শান্তি লাগল ল্যুকের। মাথা একেবারে ঠাণ্ডা। যাত্রীদের তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করছে ল্যুক। আজ বুধবার, সপ্তাহের মাঝামাঝি। এ সময় ট্রেনে অনেক ব্যবসায়ী আর মিলিটারি টাইপ ইউনিফর্ম পরা লোকজন থাকার কথা। কয়েকজন ট্যুরিস্টও থাকবে, সাথে হয়তো কয়েকজন মহিলা। নিজের শরীরের আকার আকৃতির সাথে মিল আছে এ রকম একজন যাত্রী খুঁজছে ল্যুক।

গেইট দিয়ে যখন যাত্রীরা বের হওয়া শুরু করল তখন তাদের জন্য অপেক্ষমাণ লোকেরাও এগিয়ে এলো গেটের দিকে। লোকে লোকারণ্য, ছোটখাটো গিট্টু লেগে গেল এলাকায়। গেইটের কাছে লোকজনের ভিড় বেশি। লোকজন বেরুবার চেষ্টা করছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। হঠাৎ করে নিজের আকার আকৃতির এক তরুণকে দেখতে পেল ল্যুক। কিন্তু তরুণের পরনে ডাফেল কোট এবং মাথায় উলের ওয়াচ ক্যাপ। এর হ্যাভারস্যাকে অতিরিক্ত স্যুট না থাকারই সম্ভাবনা। অতএব এ লোক বাতিল। এরপর আরেক লোককে ল্যুকের পছন্দ হলো। কিন্তু লোকটার বয়স বেশি, শরীরও শুকনো পাতলা। অতএব এ ব্যাটাও বাদ। দুজনের দিকে খেয়াল করতে করতেই শ'খানেক লোক বেরিয়ে এলো। আরও বেরুবে। পেছনের লোকজন

BanglaBook.org

অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এর মানে, সামনে ধাক্কাধাক্কিটা বেশি হবে। এরপর একবারে সঠিক শিকারের দেখা পেল ল্যুক। যাত্রীটার উচ্চতা, শারীরিক গড়ন ল্যুকের মতো। পড়নে ধূসর বর্ণের টপকোট। টপকোটে বোতাম লাগানো হয়নি। ভেতরের ট্যুইড স্পোর্ট কোট দেখা যাচ্ছে। নিচে ফ্লানেল প্যান্ট। বাঁ হাতে লেদারের ব্রিফকেইস আর ডান হাতে মাঝারি মাপের একটা স্যুটকেইস। স্যুটকেইসে স্পেয়ার স্যুট থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। লোকটার চেহারায় উদ্বিগ্নতার ছাপ। হাঁটছেও তাড়াহুড়া করে। বোধহয় বেচারার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

ভিড়ের ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে গেল ল্যুক। চলে গেল লোকটার ঠিক পেছনে। যাত্রীদের ভিড়ে ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছে। ধাক্কা খেতে খেতে ল্যুকের শিকারও এগোচ্ছে। ভিড় একটু পাতলা হয়ে গেল। পাতলা অংশে ঢুকে গেল শিকার। ঠিক এই সময়টাতেই কাজ সারল ল্যুক। শিকারের পেছনের পায়ের সামনে নিজের একটা পা হুকের মতো বাঁকিয়ে রেখে বাকি পা দিয়ে শিকারের পেছনের পায়েই লাথি বসাল ল্যুক।

শিকার শরীরের পুরো ভারসাম্য হারাল। দুহাত থেকে ব্রিফকেইস ছুটে গেল। ভারসাম্য রাখতে দুহাত ছড়িয়ে গেল সামনে। ভদ্রলোক প্রথমেই মাটিতে পড়লেন না, পড়লেন এক ভদ্রমহিলার উপর। ভদ্রমহিলার দুহাতে ছিল ভ্যানিটি ব্যাগ আর চিক হোয়াইট লেদার স্যুটকেইস। ল্যুকের শিকার আর ভদ্রমহিলা একসাথে মাটিতে পড়ল। মহিলার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বেরিয়ে এলো সব। বেচারা ল্যুকের শিকার মাটিতে পড়েই মাথায় আঘাত পেল। আর মহিলা করলেন ভয়ংকর চিৎকার, যেন কেউ খুন হয়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে ওদের দুজনকে মাঝে রেখে চারপাশে লোক জমা হয়ে গেল। সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। সবারই এক প্রশ্ন, 'ঠিক আছেন তো?'

ওদিকে ল্যুক খুব ঠাণ্ডা মাথায় শিকারের স্যুটকেইস তুলে নিয়ে হাঁটা দিল। কাছাকাছি একজিট দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। একবারও পেছনে তাকাল না ল্যুক। কোনো শব্দ বা ডাক শুনলেও সে পেছনে তাকাবে না। বরং ঝেড়ে দেবে দৌড়। দৌড় দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত ল্যুক। বহু কায়দা করে পাওয়া ঝকঝকে জামাকাপড় হারাতে সে রাজি নয়। আচ্ছা, এই ব্যাগ নিয়ে জোরে দৌড়ানো যাবে? যাবে, যেতেই হবে, পারতেই হবে, নিজেকে সান্ত্বনা আর জোর দিলেও ল্যুকের মনে হচ্ছে সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে। একজিটের দিকে দ্রুত এগোলো ল্যুক।

একজিটে এসে একবার পেছনে তাকাল ল্যুক। ঘটনাস্থলে লোকজনের জমায়েত তখনও আছে। কিন্তু বেচারা শিকার বা ফাঁপরে পরা ভদ্রমহিলা

BanglaBook.org

কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। শুধু একটা লম্বামতো লোক রাডারের মতো মাথা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে কী যেন খুঁজছে। লোকটার চেহারায় প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য। লোকটার চোখ পড়ল ল্যুকের উপর।

ল্যুক দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো। হাঁটা দিল ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউয়ের দিকে। মিনিটখানেকের মধ্যেই ফোর্ড ফেয়ার লাইনের কাছে পৌঁছে গেল ল্যুক। স্যুটকেসটা ট্রাংকে রাখা দরকার। কিন্তু যাওয়ার আগে গাড়ির মালিক গাড়ি তালা মেরে গেছেন। আবার স্টেশনের দিকে তাকাল ল্যুক। স্টেশনের সামনে ট্রাফিক সার্কেল ধরে সেই লম্বামতো লোকটা দৌড়াচ্ছে। আসছে ল্যুকের দিকে। কে এই লোক? গোয়েন্দা? পুলিশ, নাকি অন্য কেউ?

ল্যুক দ্রুত গাড়িতে ঢুকে স্যুটকেসটা ছুড়ে ফেলল ব্যাকসিটে। দরজা আটকেই ড্যাশ বোর্ড নিয়ে পড়ল সে। ইগনিশন লকের দু'পাশ দিয়ে দুটো তার বেরিয়ে গেছে। ওগুলো টান দিয়ে ছিঁড়ল ল্যুক। তারের তামার অংশ বের করে দুটোকে ছোঁয়াল সে। গাড়ি স্টার্ট নেবার কথা। কিন্তু হচ্ছে না। বাইরে ঠাণ্ডা, এই ঠাণ্ডাতেও কপালে ঘাম জমছে ল্যুকের। কাজ হচ্ছে না কেন? বোধহয় ভুল তার। আবার নিচু হয়ে ড্যাশ বোর্ডের দিকে তাকাল ল্যুক। ইগনিশনের ডান পাশ দিয়ে আরেকটা তার বেরিয়েছে। সেটি ছিঁড়ে বাম পাশের তারের সাথে ছোঁয়াতেই ইঞ্জিন চালু হলো। অ্যাভিনিউ থেকে বেরিয়ে এলো ল্যুক স্বাচ্ছন্দ্যে। গাড়ি চালাতে তার বিন্দুমাত্র সমস্যা হচ্ছে না। সব যেন চেনা। তার মানে সে গাড়ি চালাতে জানত। কে জানে হয়তো তার একটা ঝাঁ চকচকে গাড়িও ছিল।

গাড়ি চলতেই ল্যুকের মুখে এক টুকরো হাসি দেখা গেল। দিনে এই প্রথমবারের মতো হাসল সে। হাসার কারণ আছে। মনে হচ্ছে নিজের জীবনের উপর একটু একটু করে সে অধিকার ফিরে পাচ্ছে।

এখন দরকার স্রেফ গোসল আর পরিষ্কার পোশাক। কপাল খুব খারাপ না হলে আশা করা যায় পোশাক স্যুটকেইসেই মজুদ আছে।

BanglaBook.org

দুপুর : ১২টা

সেকেন্ড স্টেজে একটি সেন্ট্রাল টিউব আছে, এর চারপাশে এগারোটি বেবি সার্জেন্ট রকেট চক্রাকারে সাজানো। আর থার্ড স্টেজে আছে তিনটি বেবি সার্জেন্ট মোটর, তিনটি মোটর তিনটি ট্রান্সভার্স বাল্কহেড দিয়ে সংযুক্ত। থার্ড স্টেজের ঠিক উপরেই ফোর্থ স্টেজ। এতে রকেট একটা। এবং এরই নাকে রয়েছে স্যাটেলাইট।

এই মুহূর্তে কাউন্ট ডাউনের কাঁটা X মাইনাস 630 মিনিটের ঘরে। ফুঁসছে গোটা কেইপ ক্যানাভেরাল এলাকা।

রকেট নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের বলা হয় রকেট ম্যান। এদের মূল কাজ সরকারের চাহিদা অনুযায়ী যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা। কিন্তু প্রায় সব রকেট ম্যানের স্বপ্ন মহাকাশ, মহাশূন্যকে ঘিরে। মূল এক্সপ্লোরার টিম এ পর্যন্ত বহু মিসাইল তৈরি করে লঞ্চ করেছে। কিন্তু এই প্রথম তাদের মিসাইল পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে যাবে মহাশূন্যে। তাই লঞ্চ সফল হলে টিমের বেশিরভাগ মানুষের স্বপ্ন পূর্ণ হবে। এলসপেথেরও একই অবস্থা।

এক্সপ্লোরার টিম কাজ করছে হ্যাঙ্গার 'ডি' এবং হ্যাঙ্গার 'আর' এর মধ্যে। হ্যাঙ্গারগুলোর ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড মডেলের। এবং বিজ্ঞানীরা মিসাইল ছোড়ার জন্য মডেলটিকে পছন্দ করেছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, স্ট্যান্ডার্ড মডেলের হ্যাঙ্গার হলেই মিসাইলের সব কাজ ঠিকমতো করা সম্ভব। হ্যাঙ্গারে রয়েছে বিশাল সেন্ট্রাল স্পেস। সেখানে রকেট পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ আছে। হ্যাঙ্গারে আবার দুই তলা আলাদা বর্ধিত উইংসও আছে। এতে বানানো হয়েছে অফিস আর ছোট ছোট ল্যাবরেটরি।

এলসপেথ হচ্ছে হ্যাঙ্গার 'আর'-এ। বসের অফিসে তার বসার জন্য একটা ডেস্ক রাখা হয়েছে। ডেস্কে টাইপরাইটার। এলসপেথের বসের নাম ফ্রেডরিকসন। তিনি লঞ্চ কনডাক্টর। দিনের বেশিরভাগ সময় বেচারা অফিসে থাকতে পারেন না। সময় কাটে অফিসের বাইরে ঘোরাঘুরি আর দৌড়াদৌড়ি করে। এলসপেথের কাজ হচ্ছে লঞ্চের টাইমটেবিল তৈরি করে বিতরণ করা।

BanglaBook.org

সমস্যা হলো টাইমটেবিল নিয়মিত পরিবর্তিত হচ্ছে, কারও মহাশূন্যে রকেট পাঠানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কারণ এই প্রথমবারের মতো আমেরিকা মহাশূন্যে রকেট পাঠাচ্ছে। প্রতি মিনিটে নিত্যনতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তার সমাধানও হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে ইঞ্জিনিয়াররা নিত্যনতুন জিনিস তথ্য আবিষ্কার করছেন, উদ্ভাবন করেছেন। নানা জিনিস বদলাচ্ছেন, বাইপাস করছেন। সে এক এলাহি কারবার। সাধারণ যে ডাক্ট টেপ বাজারে পাওয়া যায় এখানে সেই ডাক্ট টেপের নাম মিসাইল টেপ।

এইসব নিত্য ঝামেলার জন্য এলসপেথকে রেগুলার টাইমটেবিল আপডেট করতে হয়। টিমের প্রতিটি গ্রুপের সাথে তার রাখতে হয় যোগাযোগ। কোনো প্ল্যানের কোনো পরিবর্তন করা হলে তা শর্টহ্যান্ডে নোটবুকে টুকে রাখতে হয়। নোটবুক থেকে নোট টাইপ করে তা জেরক্স করতে হয়। জেরক্স কপি ধরিয়ে দিতে হয় গ্রুপ লিডারদের হাতে। এই কাজের জন্য এলসপেথকে যেতে হয় প্রায় সব জায়গায় এবং মাথায় রাখতে হয় খুঁটিনাটি প্রায় সবকিছু। কেউ কোথাও একটা হাঁচি দিলেও তা জেনে হাঁচি বন্ধ করার সমাধান তাকে দিতে হয়। এলসপেথের পদবির নাম সেক্রেটারি। চার-পাঁচজন সেক্রেটারির কাজ একা সামলায় এলসপেথ। এই কাজের জন্য বিজ্ঞানের কিছু ডিগ্রির দরকার হয়। মজার বিষয় হচ্ছে এলসপেথের তা নেই। তাতে অবশ্য সমস্যা হয় না। চ্যালেঞ্জ আছে এ রকম কাজই এলসপেথের পছন্দ।

আজ দুপুরের কাজ শেষ হয়েছে এলসপেথের। কাগজে টাইপ করে তা জেরক্স করা হয়েছে। এখন এগুলো জায়গামতো পৌঁছে দিতে হবে। হাতে একগাদা কাগজ নিয়ে তাড়াহুড়া করে বের হলো এলসপেথ। তাড়াহুড়া করা এলসপেথের পছন্দ না। তবে আজ তাড়াহুড়া করে নিজেরই লাভ হচ্ছে। ল্যুকের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা মাথায় আসছে না। তাড়াহুড়া না করলে দুশ্চিন্তা ভর করত। দুশ্চিন্তা করলে প্রতি মিনিটে ফোন করতে হবে অ্যান্থনিকে। উদ্বিগ্ন গলায় সে বলত– 'কোনো খবর কি পাওয়া গেছে?' কাজটা কেমন বোকা বোকা হয়ে যেত। কী মনে করত অ্যান্থনি? যাই হোক, মনের মধ্যে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তার হালকা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কোনো সমস্যা হলে অ্যান্থনি নিজেই ফোন করত, এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এলসপেথ।

নিজের রুম থেকে বেরিয়ে এলসপেথ প্রথমে গেল প্রেস ডিপার্টমেন্টে। পাবলিক রিলেশন অফিসারেরা ফোনে ব্যস্ত। সবাই বিশ্বস্ত সাংবাদিকদের জানাচ্ছেন যে আজ রাতেই মিসাইল লঞ্চ করা হবে। আর্মি চায় তাদের বিজয়ের মুহূর্তে সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকুক। যাই হোক, লঞ্চ না হওয়া পর্যন্ত

BanglaBook.org

আসলে কোথাও সরকারিভাবে খবর পাঠানো হয় না। কারণ দেখা গেছে, শিডিউল করা সময়ও অনেক দেরি হয়। কখনো লঞ্চ বাতিলও হয়। কত যে ঝামেলা হয় লঞ্চের সময়! কিন্তু এই ঝামেলার বিষয়গুলো সংবাদপত্রে অন্য চেহারায় ছাপা হয়। মিসাইল লঞ্চ যদি দেরি হয় বা সময় পেছানো হয় তখন তারা বলে, 'বিজ্ঞানীদের আরেকটি ব্যর্থতা আমাদের চোখের সামনে। দেখুন আমাদের ট্যাক্সের টাকায় এরা কী ডাংগুলি খেলে।' এইসব কথাবার্তা কি সহ্য হয়? তাই সরকার পক্ষ বড় সংবাদপত্রগুলোর সাথে এক ধরনের সমঝতায় এসেছে। তাদের সব খবর নিয়মিত জানানো হবে। কিন্তু তারা খবর প্রচার করবে মিসাইল লঞ্চের পর। এর আগে না।

পুরো হ্যাঙ্গার এলাকা প্রায় নারী বিবর্জিত এলাকা। এলসপেথের তাই প্রায়ই লোকজনের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে পড়তে হয়। এই যেমন এখন চিফ প্রেস অফিসারের টেবিলে সে যাচ্ছে, আশেপাশের সবাই তাকে দেখছে। অবশ্য তারা তাকাতেই পারে। এলসপেথ বেশ আকর্ষণীয়, বিবর্ণ সাদা রং চামড়া, চেহারার ছাঁচে ভাইকিং ভাব, তার উপর তার পুরো শরীর লম্বাটে, শরীরের ভাঁজও প্রতিটি অত্যন্ত পুরুষ্টু। চোখ সবুজ, সেই সবুজে সবসময় প্রাণ খেলা করে। সাথে আগুনও। তাই তাকে দেখে কারও মনে যদি শিস দেওয়ার ইচ্ছে হয়, সে যত বড় বুকের পাটাওয়ালা লোকই হোক না কেন, দ্বিতীয়বার চিন্তা করে।

মিসাইল ফায়ারিং ল্যাবরেটরিতে দেখা গেল পাঁচজন বিজ্ঞানী আলুথালু বেশে একসাথে একটা বেঞ্চে বসে আছে। সবাই অত্যন্ত বিষণ্ন চোখে এক টুকরো ধাতব পদার্থের দিকে তাকিয়ে আছে। পদার্থটি দেখে মনে হচ্ছে জিনিসটি আগুনে ছিল দীর্ঘসময়। এদের গ্রুপ লিডার ড. কেলার বললেন, 'গুড আফটারনুন এলসপেথ।' ভদ্রলোক ভারী গলায় ইংরেজি বলেন। তিনি মূলত জার্মানির লোক। যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি মিত্রবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। তারপর তাকে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয় মিসাইল প্রোগ্রামে কাজ করার জন্য।

কেলারের হাতে একটা কপি ধরিয়ে দিল এলসপেথ। ভদ্রলোক কাগজে কী আছে তা দেখার কোনো চেষ্টা করলেন না। এলসপেথ মাথা ঝাঁকিয়ে ধাতব পদার্থটিকে দেখিয়ে বলল, 'এটা কী জিনিস?'

'একটা জেট ভেইন।'

এলসপেথের জানা আছে, জেট ভেইন ফার্স্ট স্টেজের লেজের দিকে থাকে এবং এটি জেটের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। 'এর হয়েছে কী?'

'জ্বলন্ত ফুয়েল এই মেটালটা খেয়ে ফেলছে।' ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন বিজ্ঞানী। 'মেটাল ক্ষয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সবসময় অল্পসল্প হয়। সাধারণ অ্যালকোহল ফুয়েলের ক্ষেত্রে এই ভেইন দীর্ঘক্ষণ টিকে থাকে, নিজের কাজটাও করে ঠিকমতো। আজ আমরা নতুন একটা ফুয়েল ব্যবহার করেছি। নতুন ফুয়েলের নাম হাইডাইন। এর বার্নিং টাইম বেশি এবং এক্সহস্ট ভেলোসিটিও অনেক বেশি। কিন্তু এই ফুয়েল ভেইনটাকে এমনভাবে খেয়েছে যে এটা অকেজো হয়ে গেছে।' তীব্র হতাশায় দুদিকে হাত ছড়িয়ে দিলেন ড. কেলার। 'আসলে হাইডাইন নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা করার সুযোগ আমরা পাইনি।'

এলসপেথ বলল, 'লঞ্চ হতে কি তাহলে দেরি হবে? আমার সেটাই জানা দরকার। বাকি কিছু জানা আমার কাজ নয়।' সে নিজেও আসলে একটা উত্তেজনার মধ্যে আছে। উত্তেজনাটা আর সহ্য হচ্ছে না।

কেলার তার সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছি। আমার ধারণা, আমরা একটা সুযোগ নেব। তাই না?' ড. কেলারের কথায় বাকিরা মাথা ঝাঁকালেন।

নির্ভার হলো এলসপেথ। 'তাহলে আপনারা সুযোগ নিন। আমি আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি।' বলেই ঘুরে দাঁড়াল এলসপেথ। বেরুতে হবে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে কাজ সারতে অনেক সময় লাগবে।

'প্রার্থনা খুব কাজের জিনিস। বিজ্ঞানেও প্রার্থনার জায়গা আছে।' কথাটা বললেন কেলার। কিন্তু হেসে উঠল সবাই। কেন হাসলো কে জানে!

হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এলো এলসপেথ। মাথার উপর ফ্লোরিডার গনগনে সূর্য। হ্যাঙ্গার 'ডি' তে ঢোকামাত্র মনে হলো, আহা কী শান্তি!

হ্যাঙ্গার 'ডি'-এর টেলিমেট্রি রুমে হ্যান্স মুলারকে দেখা গেল। এর ডাক নাম হ্যাঙ্ক। হ্যাঙ্ক এলসপেথের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'একশ পঁয়ত্রিশ'।

হ্যাঙ্ক এবং এলসপেথের দুজনের মধ্যে গাণিতিক একটা খেলা চালু আছে। হ্যাঙ্ক একটা সংখ্যা বলবে, এলসপেথকে সেই সংখ্যার কোনো বৈচিত্র্য থাকলে সেটি বলতে হবে।

এলসপেথ বলল, 'তো ডালভাত। একশ পঁয়ত্রিশের প্রথম সংখ্যা নাও। তার সাথে এর দ্বিতীয় সংখ্যার বর্গ এবং তৃতীয় সংখ্যার ঘন মান যোগ কর। ব্যস পেয়ে যাবে একশ পঁয়ত্রিশ। সমীকরণটা এ রকম $১^১+৩^২+৫^৩=১৩৫$।' একেবারে লিখে দিল এলসপেথ।

হ্যাঙ্ক বলল, 'ঠিক আছে। তাহলে বল এই একই নিয়মে পড়ে এ রকম এর পরবর্তী সর্বোচ্চ সংখ্যাটি কত?'

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ ভেবে এলসপেথ বলল 'একশ পঁচাত্তর' $১^{১}+৭^{২}+৫^{৩}=১৭৫$' ।

'ঠিক বলেছো । তুমি তো বিরাট পুরস্কার জিতে গেলে' । প্যাকেট থেকে একটা পারফিউমের বোতল বের করে এলসপেথের হাতে ধরিয়ে দিল হ্যাঙ্ক ।

'ঠিক আছে । এটা ফেরত পাবার একটা সুযোগ দিচ্ছি । একশ ছত্রিশ ।'

হ্যাঙ্কের ভ্রু কুঁচকে গেল । 'দাঁড়াও বলছি । একশ ছত্রিশের সংখ্যাগুলো আলাদা করে কিউব করে যোগ করো । কী পাবে? $১^{৩}+৩^{৩}+৬^{৩}=২৪৪$ । এবার পুরো প্রক্রিয়াটা উল্টে দাও । প্রথম সংখ্যাটা ফিরে আসবে!

$২^{৩}+৪^{৩}+৪^{৩}=১৩৬$ ।'

পারফিউমটা ফেরত দিয়ে সাথে আপডেটের একটা কপি হ্যাঙ্ককে দিল এলসপেথ ।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় হ্যাঙ্কের অফিসের দেয়ালে আটকানো একটা টেলিগ্রামে চোখ আটকে গেল । তাতে লেখা, 'আমি আমার ছোট্ট স্যাটেলাইট পেয়ে গেছি । এবার তোমার পালা ।' এলসপেথের দিকে তাকিয়ে হ্যাঙ্ক বুঝল সে কী ভাবছে । হ্যাঙ্ক বলল, 'টেলিগ্রামটা এসেছে স্টুলিংগারের বউয়ের কাছ থেকে । ওর একটা ছেলে হয়েছে ।' হাসলো এলসপেথ । মায়েরা নিজ সন্তানকে কত বিচিত্র নামেই না ডাকে । এই মহিলা বলছে 'ছোট্ট স্যাটেলাইট' ।

এলসপেথ তার বস উইলি ফ্রেডরিকসনকে পেল কমিউনিকেশন রুমে । সাথে দুজন আর্মি টেকনিশিয়ান আছে । তারা পেন্টাগনের সাথে টেলিটাইপ লাইন ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করছে । উইলি ফ্রেডরিকসন হালকা পাতলা গড়নের একটা লোক । মাথার চুল পাতলা । দেখতে চার্চের সন্ন্যাসীদের মতো লাগে । টেলিটাইপ কাজ করছে না তাই উইলি খুব হতাশ । হাতে আপডেট পাওয়া মাত্র সে বলল– 'এলসপেথ, তুমি একেবারে বাইশ ক্যারেটের সোনা । মাত্র দুই ক্যারেটের খাদ । খাদ না দিলে সমস্যা । এ জন্য দুই ক্যারেট বাদ ।'

এক মুহূর্ত পরেই দুজন এলো উইলির কাছে । এদের একজন তরুণ আর্মি অফিসার । তার হাতে একটি চার্ট, সাথে স্টিমেনস্ । স্টিমেনস বিজ্ঞানীদের একজন । অফিসার বলল, 'একটা সমস্যা হয়েছে ।' উইলির হাতে অফিসার চার্ট ধরিয়ে দিল । তারপর বলল, 'জেট স্টিম দক্ষিণে বইছে । গতি ১৪৬ নট ।'

এলসপেথ এ কথাটি শুনে মুষড়ে পড়ল । এই কথাগুলোর অর্থ তার জানা আছে । জেট স্ট্রিম হচ্ছে হাই-অলটিচ্যুডের বাতাস । স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ৩০,০০০-৪০,০০০ ফিটের মধ্যে এর অবস্থান । এই জিনিস সাধারণত কেইপ ক্যানাভেরালের উপর দিয়ে বয়ে যায় না । তবে আসে মাঝেমধ্যে । এখন তাহলে সেই দুঃসময় । জেট স্ট্রিমের গতি বেশি হলে এটি মিসাইলকে খুব সহজেই কোর্সের বাইরে নিয়ে যেতে পারে ।

BanglaBook.org

উইলি বলল, 'কতটা দক্ষিণে বইছে?'

'পুরো ফ্লোরিডা জুড়ে বইছে।' উত্তর দিল অফিসার।

উইলি স্টিমেনসের দিকে ঘুরে বলল, 'এতে তো আমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না, তাই না?'

স্টিমেনস বিড়বিড় করে বলল, 'আমরা সর্বোচ্চ ১২০ নট পর্যন্ত সামলে নিতে পারব। এর বেশি পারব না।'

উইলি আবার অফিসারের দিকে ঘুরে বলল, 'আজ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কী বলছে?'

'গতি সর্বোচ্চ ১৭৭ নট পর্যন্ত হতে পারে। জেট স্ট্রিমের উত্তরে সরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

মাথার ফাঁকা জায়গায় হাত বোলাল উইলি। ভাবছে সে। উইলি কী ভাবছে তা বুঝতে পারছে এলসপেথ। লঞ্চের সময় আগামীকাল পর্যন্ত পেছানো হতে পারে। উইলি বলল, 'একটা ওয়েদার বেলুন উপরে উঠিয়ে দিন প্লিজ। আর ঠিক পাঁচটায় ওয়েদার রিভিউ করতে হবে আমাদের।'

এই তথ্যটুকুই জানা দরকার ছিল এলসপেথের। টুকে নিল সে নোটবুকে। অদ্ভুত অসহায় লাগছে।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কোনো সমস্যা হলে তা ঠিক করা যায়, কিন্তু আবহাওয়া? এ জিনিস কীভাবে ঠিক করা যাবে? মানুষ মহাশূন্যে স্যাটেলাইট পাঠায়, কিন্তু প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার তার হাতে নেই। অদ্ভুত!

কমিউনিকেশন রুম থেকে বেরিয়ে গেল এলসপেথ। জিপে চড়ে রওয়ানা দিল লঞ্চ কমপ্লেক্স ২৬-এর দিকে। রাস্তায় ধুলোবালি ভর্তি। মাটির রাস্তা উঁচুনিচু। জিপ ক্রমাগত ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

ব্লক হাউসের ঠিক বাইরে জিপ থামাল এলসপেথ। শখানেক ইয়ার্ড দূরে লঞ্চ প্যাড। চারপাশে গাদা গাদা লোহালক্কড়ের খাঁচা। পুরো এলাকার দৃশ্যে কেজো একটা ভাব আছে। রুচি-শিল্প এসবের কোনো বালাই নেই।

মিসাইলটিকে চারপাশে থেকে লোহার একটা বেষ্টনী ঘিরে রেখেছে। সেগুলো কমলা রং করা। মাঝখানে জুপিটার সি মিসাইল। সাদা পেন্সিলের মতো দেখতে। কমলা খাঁচার মাঝে মিসাইলটিকে মনে হচ্ছে মাকড়সার জালে আটকা পড়া সাদা কোনো পোকা। বিশাল পোকা। বিজ্ঞানীদের সবার কাছে মিসাইলটি তরুণীর মতো। মিসাইলের কোথাও নমনীয় বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাও কেন সবাই মিসাইলটিকে নারী ভাবে কে জানে! এলসপেথও তাই ভাবে।

BanglaBook.org

এ জায়গায় যারা কাজ করছে তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো হিসেবে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীরা রাজনীতি তেমন বোঝেন না। কিন্তু ওই মুহূর্তে তারা বুঝতে পারছে পুরো পৃথিবীর দৃষ্টি তাদের দিকে। চার মাস আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম স্পেস স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। স্যাটেলাইটের নাম ছিল স্পুৎনিক। যেসব দেশের রাজনীতিতে কম্যুনিজম এবং ক্যাপিটালিজমের মধ্যে টাগ অফ ওয়ার চলছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের এই স্পেস স্যাটেলাইট সেসব দেশে স্পষ্ট একটি কথা পৌঁছে দিয়েছিল। 'কম্যুনিস্টদের বিজ্ঞানীই সেরা।'

ইতালি থেকে ইন্ডিয়া, লাতিন আমেরিকা থেকে আফ্রিকা সর্বত্র লোকজনের চোখ বড় হয়ে গিয়েছিল। প্রথমটির দুমাস পর সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে, নাম স্পুৎনিক-২। এতে একটা কুকুরও পাঠানো হলো। এ খবরে উদভ্রান্ত হয়ে গেল আমেরিকা। আজ ওরা কুকুর পাঠাচ্ছে, কাল পাঠাবে মানুষ।

প্রেসিডেন্ট এইসেনহোয়ার আমেরিকার জনগণের কাছে শপথ করলেন, বছর শেষের আগেই আমেরিকান স্যাটেলাইট মহাশূন্যে যাবে। ডিসেম্বরের প্রথম শুক্রবার দুপুর বারোটার ঠিক পনেরো মিনিট আগে ইউ নেভি একটি ভ্যানগার্ড রকেট উৎক্ষেপণ করে। সারা বিশ্বের সাংবাদিকরা দাঁড়িয়ে, কী হয় দেখার জন্য। সেই রকেট কিছুদূর উঠেই আকাশে বিস্ফোরিত হয়। সারা বিশ্বে খুব ব্যঙ্গ করে লেখা হলো, 'রাশিয়ার স্পুৎনিক আর আমেরিকার ফ্লপনিক!'

আমেরিকার শেষ আশা ভরসা এখন জুপিটার সি। তৃতীয় আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। আজ যদি জুপিটার ব্যর্থ হয় তবে মহাশূন্যের প্রতিযোগিতায় আমেরিকা পিছিয়ে পড়বে যোজন যোজন মাইল। আগামী বেশ কয়েক বছর তাহলে মহাশূন্যে একচ্ছত্র রাজত্ব করবে রাশিয়া।

এলসপেথ দেখা করল গ্যান্ট্রি সুপারভাইজার হ্যারি লেইটনের সাথে। নিয়ে আসা আপডেটটি হ্যারির হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের অফিসে চলে এলো এলসপেথ।

অফিসে ঢোকামাত্র ল্যুকের কথা মাথায় এলো। এখন বোধহয় অ্যান্থনিকে ফোন করা যায়। তাকে ফোন করার মতো কারণ তৈরি হয়েছে। জেট স্ট্রিমের বিষয়টি জানাতে হবে অ্যান্থনিকে।

অ্যান্থনির ডিরেক্ট লাইনে ফোন করল এলসপেথ। ফোন ধরতে দেরি হলো না অ্যান্থনির।

'শোন, অ্যান্থনি। লঞ্চ বোধহয় আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত করা হবে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে শক্ত বাতাস বইছে।'

BanglaBook.org

‘এত উপরে আবার বাতাসও থাকে নাকি?’ প্রশ্ন করল অ্যান্থনি।

জেট স্ট্রিম নামে এক ধরনের বাতাস আছে। ঝামেলার জিনিস। লঞ্চ স্থগিত করা হবে কিনা তা এখনও নিশ্চিত না। পাঁচটার সময় ওয়েদার রিভিউ মিটিং হবে। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আচ্ছা, ‘ল্যুকের খবর কী?’

‘মিটিংয়ের খবর আমাকে জানাবে, ঠিক আছে?

‘অবশ্যই জানাবো। ল্যুক কেমন আছে?’

‘আসলে একটু সমস্যা হয়েছে, বুঝলে?’

হৃৎপিণ্ড যেন গলাতে উঠে এলো এলসপেথের। কী বলছে অ্যান্থনি? ‘কী সমস্যা?’ নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে সে।

‘আমরা ওকে হারিয়ে ফেলেছি। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’

মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল একটা প্রবাহ নেমে গেল এলসপেথের। তীব্র আতঙ্কে সে প্রায় চিৎকার করে উঠল, ‘কী?’

আমার লোকজনের চোখ ফাঁকি দিয়েছে ল্যুক।

কাঁপা কাঁপা গলায় এলসপেথ বলল, ‘এবার আমরা সত্যি সত্যি সমস্যায় পড়েছি অ্যান্থনি। বিরাট সমস্যা।’

BanglaBook.org

১৯৪১

ল্যাকের পৌঁছাতে পৌঁছাতে ভোর হয়ে গেল। ফোর্ডটিকে পার্ক করে কেমব্রিজ হাউসের পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল ল্যাক। সোজা রুমে। অ্যান্থনি ঘুমে কাদা। হাতে-মুখে পানি দিয়েই বিছানায় গেল সে। পুরো শরীরে প্রতিটি কোষ ক্লান্ত।

বিছানায় যাওয়ার পর আর কিছু মনে নেই ল্যাকের। ঘুম ভাঙল অ্যান্থনির ঝাঁকুনিতে।

ল্যাক! ওঠো!

ল্যাক ধীরে ধীরে চোখ খুলল। কোথায় সে? ও আচ্ছা, রুমে। অ্যান্থনি এভাবে ঝাঁকাচ্ছে কেন? খারাপ কিছু হয়েছে নাকি? গলা শুনে মনে হচ্ছে অবশ্যই খারাপ কিছু একটা হয়েছে। ল্যাক ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'এখন কটা বাজে?'

'একটা। এলসপেথ নিচে এসে বসে আছে তোমার জন্য।'

এলসপেথের নাম শোনামাত্র মাথায় যেন একটা ঝাঁকুনি খেল ল্যাক। শক্ত ঝাঁকুনি। গত রাতের যাবতীয় সব ঝামেলার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তার দ্বিধান্বিত মনের কথা। এই মেয়েটিকে তো সে ভালোবাসে না। অ্যান্থনির কথা শুনে ল্যাকের মুখে দুটো শব্দ শোনা গেল, 'ওহ্ গড!'

'তাড়াতাড়ি ওর সাথে দেখা করো।

অ্যান্থনির দিকে তাকাল ল্যাক। এই ছেলেটা কি জানে যে ল্যাক বিলির প্রেমে পড়েছে? জানে না। না জানারই কথা। বিলি, এলসপেথ, অ্যান্থনি আর তার নিজের জীবনের উপর কী তীব্র ঝড় নেমে আসছে তা শুধু সেই জানে, আর কেউ নয়। কে এমন হয়? ভালোবাসা, প্রেম এগুলো এত নির্বোধ কেন?

বিছানা থেকে নেমে গোসলে ঢুকল ল্যাক। শাওয়ারে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করতেই বিলির মুখ সামনে চলে এলো। সেই চোখ, অদ্ভুত মায়াময় চোখ। প্রাণ জুড়ানো হাসি। ধবল শুভ্র গলা। আচ্ছা, চোখ বন্ধ করলে আরেকজনের মুখ কেন চোখের সামনে ভাসে? সমস্যা কোথায়? অসহ্য!

BanglaBook.org

গোসল শেষ করে কোনোমতে কাপড় পরে লবিতে নেমে এলো ল্যুক। এই বিল্ডিং-এ কেবলমাত্র লবিতেই মেয়েদের প্রবেশের অনুমতি আছে। লবিও চমৎকারভাবে সাজানো। বিরাট হলের একপাশে একটা ফায়ার প্লেস, আরামদায়ক চেয়ার। বেশ খোলামেলা একটা ভাব আছে। পুরো লবি আলো করে বসে আছে এলসপেথ। পরনে উলের জামা। নীল উল। মনে হচ্ছে শরীরে এক টুকরো আকাশ আটকে নিয়ে এসেছে এলসপেথ। মাথায় বিশাল হ্যাট। অন্যদিন এলসপেথকে এ সাজে দেখলে ভালো লাগত ল্যুকের। মনে হতো শুধু তার জন্যই সেজেছে এলসপেথ। আজ সে রকম মনে হচ্ছে না। আজ এলসপেথের সাজ দেখে মনের ভেতর তীব্র ভাঙচুর হচ্ছে ল্যুকের।

ল্যুককে দেখেই হাসল এলসপেথ। 'আমি তো জানতাম স্কুলের বাচ্চাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হয়। এখন দেখছি তোমারই একই অবস্থা।' এলসপেথের গালে চুমু দিয়ে সামনের চেয়ারে ল্যুক বসল। 'সারাটা রাত গাড়ি চালিয়েছি। পৌঁছেছি ভোর বেলা। রাতে ঘুম হয়নি, তাই পুষিয়ে নিচ্ছিলাম।' এলসপেথ ঝকঝকে গলায় বলল, 'আজ দুপুরে আমাদের একসাথে খেতে যাওয়ার কথা। ভুলে গেছো?' ল্যুক এলসপেথের দিকে তাকাল। কী সুন্দর মেয়েটা! কিন্তু মেয়েটাকে সে ভালোবাসে না। আগেও কখনো সে ভালোবেসেছে কিনা তাও জানা নেই, কী অদ্ভুত মানুষের মন! এই যে মেয়েটা কত উচ্ছলতা নিয়ে এসেছে বেড়াতে যাবে বলে, এই উচ্ছলতাটাও এক তুড়িতে নিভে যাবে। কী করে কথাটা বলা যায়? এত দিন কি তবে মেয়েটার সাথে প্রতারণা করা হলো? নিজের কাছে নিজেকে ছোট লাগছে ল্যুকের। বুকে চিনচিনে একটা ব্যথা।

এই মুহূর্তে কিছু একটা বলে সামলানো দরকার। কী বলা যায়? কিছুক্ষণ পর ল্যুক বলল, 'আজকের প্রোগ্রামটা বাতিল করা যায়? আমি এখনও সেইভ পর্যন্ত করিনি।'

সৌন্দর্যেও একটা আলাদা গর্ব আছে। সেই গর্ব প্রায় পুরোটাই আছে এলপেথের। ল্যুকের কথায় চমৎকার গর্বিত মুখে চট করে আঁধার নেমে এলো। কোথাও একটা বড় রকমের সমস্যা হয়েছে— বুঝতে পারছে এলসপেথ। কিন্তু সেসবে পাত্তা না দিয়েই সে বলল,' 'অবশ্যই পারি। রাত জেগে গাড়ি ছোটালে, একটু ঘুম তোমার প্রাপ্য অবশ্যই।'

ল্যুক নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে। বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই কথা বলতে হবে এলসপেথের সাথে। সৎ থাকাটা জরুরি। হৃদয়ঘটিত বিষয়ে সততা অত্যাবশ্যকীয় একটা বিষয়। ল্যুক বলল, 'এত সেজেগুজে এলে, আর আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। সে জন্য স্যরি। অনর্থক এত কষ্ট করলে।'

BanglaBook.org

'অনর্থক হবে কেন? এই যে তোমার সাথে দেখা হলো, তুমি দেখলে। তোমার বন্ধুরাও কয়েকবার ঘুরে ঘুরে দেখে গেছে। হা হা হা।' উঠে দাঁড়াল এলসপেথ। তারপর বলল, 'যাক গে, আজ প্রফেসর আর মিসেস ডার্কহাম জলি-আপে দাওয়াত দিয়েছেন।'

জলি-আপ হচ্ছে পার্টি। রেডক্লিফে পার্টি শব্দটার বদলে সবাই জলি-আপ বলতেই অভ্যস্ত। ল্যুকও উঠে এলসপেথকে কোট পরিয়ে দিল 'আজ তাহলে পরে দেখা করব, কেমন?'

'ঠিক আছে। আমাকে ছটার সময় এসে নিয়ে যেও।' উড়ন্ত একটা চুমু দিয়ে লবি থেকে বেরিয়ে গেল এলসপেথ। তার হাঁটার ভঙ্গিটাও রাজকীয়।

যেন এইমাত্র মঞ্চ ছেড়ে নেমে গেল রানি। এলসপেথ যাই করুক, পুরোটাই যে অভিনয় তা বুঝতে পারছে ল্যুক। এই মেয়েটা চমৎকার অভিনয় করে। কোনো কষ্ট চট করে আড়ালে নিয়ে যেতে পারে। বাইরে কেউ কোনো কিছু বুঝতেই পারে না। এলসপেথ বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজের রুমে বিষাদ নিয়ে ফিরে এলো ল্যুক। সত্যটা জানাতেই হবে এলসপেথকে। এবং তা যত দ্রুত সম্ভব করা যায় ততই মঙ্গল। রুমে অ্যান্থনিকে দেখা গেল পত্রিকা পড়তে। সে বলল, 'কফি বানানো আছে।'

'থ্যাংকস।'

কাপে কফি নিল ল্যুক।

অ্যান্থনি বলল, 'দোস্ত, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি বিলিকে গতকাল বাঁচিয়ে দিয়েছ।'

'তুমিও আমাকে বাঁচিয়েছ। যাকগে, আমরা ঝামেলা সামলে নিতে পেরেছি, সেটাই বড় কথা। আচ্ছা কেউ দেখেছে নাকি? সকালে তোমাকে কেউ কিছু বলেছে?'

কফির কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে ল্যুক। এখন একটু ভালো লাগছে।

'নাহ, কেউ কিছু বলেনি।' ল্যুক বলল, 'বিলি চমৎকার একটা মেয়ে।' এ জাতীয় কথা অ্যান্থনির সামনে বলা বিপজ্জনক। কিন্তু নিজেকে সামলে নিতে পারল না ল্যুক। 'বলেছিলাম না, চমৎকার? আসলেই আসলেই চমৎকার একটা মেয়ে। ওর মতো আমি আরেকটা মেয়েও দেখিনি।' অ্যান্থনির চেহারায় গর্বের ছাপ পড়ে। যেন বিলির চমৎকারিত্বে তারও কিছুটা অবদান আছে।

'বুঝলে ল্যুক, মাঝে মাঝে আমি ভাবতাম বিলি কেন আমাকে ডেট দেয় না? উত্তরটা কখনো ভেবে বের করতে পারিনি। ভাবতাম হয়তো মেয়েটা সুন্দরী তাই অহংকারও বেশি। আবার কখনো ভাবতাম, ও অনেক পরিচ্ছন্ন

BanglaBook.org

থাকে, আর আমি তো সে রকম না। তাই আমাকে ডেট দেয় না। শেষমেশ যখন ডেট দিল আমি তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল বলি, 'কথাটা কাগজে লেখো। পড়লে বিশ্বাস হবে।' অবশ্য তা করিনি। করলে কেমন বোকা হয়ে যেতাম। হে! হে! হে!'

অ্যান্থনির কথায় ল্যুকের একটুও হাসি পাচ্ছে না। তাও সে জোর করে হাসল। কিন্তু মনে মনে সে প্রশংসা করল বিলির। যে মেয়ে অ্যান্থনিকে পাত্তা না দিতে পারে, তার অবশ্যই এলেম আছে। অ্যান্থনির কথায় মনে হচ্ছে সে বিলির জন্য মোটামুটি উন্মাদ অবস্থায় আছে। ঘটনা তো আরও জটিল হয়ে গেল।

'কী ব্যাপার ল্যুক? কিছু বলছো না যে?'

অ্যান্থনিকে অর্ধেক সত্য কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল ল্যুক। সে বলল, 'আমি এলসপেথকে আর ভালোবাসি না। আসলে ভালোবাসতে পারছি না। বিষয়টা বোধহয় শেষ করা দরকার।'

হতভম্ব হয়ে গেল অ্যান্থনি। 'খুবই খারাপ কথা ল্যুক। তোমাদের দুজনকে খুব মানায়। তোমাদের দুজনকে একসাথে একটা প্যাকেজ মনে হয়।'

'আমার ভালো লাগছে না। অদ্ভুত লাগছে। মাঝে মাঝে নিজেকে অপরাধীও মনে হচ্ছে।'

'নিজেকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। এ রকম হয়, হতেই পারে। তুমি তো আর ওকে বিয়ে করোনি—এনগেজডও না।'

'হুমম। অফিসিয়ালি এনগেজড না।'

ভ্রু তুলে অ্যান্থনি বলল, 'তুমি এলসপেথকে প্রোপোজ করেছ?'

'না।'

'তাহলে তুমি তো এনগেজডও না। অফিসিয়ালি হোক আর আনঅফিসিয়ালিই হোক।'

কটা বাচ্চাকাচ্চা নেবো, সে বিষয়েও আমরা কথা বলে ফেলেছি।'

'তাতে কী যায় আসে? কথা তো মানুষ বলতেই পারে। চামড়ারই তো মুখ, তাই না?'

'বোধহয় ঠিকই বলছো। কিন্তু তাও নিজেকে অপরাধী লাগছে।'

ঠিক এ সময় দরজায় টোকার শব্দ পাওয়া গেল। টোকা দিয়েই রুমে ঢুকল এক লোক। দরজা খোলার অপেক্ষায় সে থাকেনি। লোকটাকে কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। ঢুকেই লোকটা বলল', আপনারাই সম্ভবত মি. লুকাস এবং মি. ক্যারল, তাই না?' লোকটার পরনে কালো স্যুট, হাবভাবও বেশ বার্তাসুলভ। ল্যুকের মনে হচ্ছে ভদ্রলোক কলেজ প্রক্টর। উঠে দাঁড়াল

BanglaBook.org

অ্যান্থনি। 'হ্যাঁ, আমরাই আপনার নাম বলা দুইজন। আপনি নিশ্চয়ই ডক্টর ইউটেরাস, বিখ্যাত গাথনোকোলজিস্ট! কী সৌভাগ্য আমাদের, আপনি আমাদের রুম পর্যন্ত চলে এসেছেন!

অ্যান্থনির কথায় ল্যুকের একটুও হাসি পাচ্ছে না। সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছে। ভদ্রলোকের হাতে দুটো সাদা খাম দেখা যাচ্ছে। খামে কী আছে তা সম্পর্কে ল্যুক আঁচ করতে পারছে। শরীর ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ এই দুই সাদা খাম।

'আমি ডিন অব স্টুডেন্টস'-এর ক্লার্ক। তিনি আমাকে খাম দুটো আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন।' দুজনের হাতে খাম ধরিয়ে দিয়েই লোকটা বেরিয়ে গেল। 'হেল! গড ড্যাম ইট!' গজগজ করতে করতে খামের মুখ ছিঁড়ল অ্যান্থনি। ল্যুকও খুলল নিজেরটা। তাতে লেখা—

"ডিয়ার মি. লুকাস,
দয়া করে দুপুর তিনটায় আমার স্টাডিতে এসে দেখা করবেন। বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি।
বিনীত,
পিটার রাইডার,
ডিন অব স্টুডেন্টস।"

এ ধরনের চিঠি মানেই হচ্ছে ডিসিপ্লিনারি সমস্যা। এই রুমে যে গত রাতে একটা মেয়ে এসেছিল সে ব্যাপারে কেউ ডিনের কাছে রিপোর্ট করেছে। অ্যান্থনির বহিষ্কৃত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

ল্যুক কখনো তার রুমমেটকে ভয় পেতে দেখেনি। অ্যান্থনির সব সময় বেশ একটা পর্বত পর্বত ভাব ছিল। কোনোকিছুতেই টলে না। সেই পর্বতকে এই মুহূর্তে শুয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। কাঁপছে অ্যান্থনি। ফিসফিস করে সে বলল, 'বাড়িতে মুখ দেখাতে পারব না।' অ্যান্থনি নিজের পরিবার সম্পর্কে কখনো খুব বেশি কিছু বলেনি ল্যুককে। তবে যেটুকু বলেছে, তাতে বোঝা যায়– অ্যান্থনির বাবা ভদ্রলোক সুবিধার নন। এই মুহূর্তে অ্যান্থনির মুখ দেখে মনে হচ্ছে অ্যান্থনির বাবাকে ল্যুক যতটা ভেবেছিল, ভদ্রলোক তারচেয়েও ভয়াবহ একজন মানুষ।

দরজায় আবারও নক হলো। এবার রুমে ঢুকল জিওফ পিজিয়ন। ছেলেটা পাশের রুমেই থাকে। সে বলল, 'ডিনের ক্লার্ককে দেখলাম বোধহয়?' হাতের খাম দেখিয়ে ল্যুক বলল, 'ঠিকই দেখেছো।' 'দেখ ভাই, তোমাদের রুমে যে

BanglaBook.org

গতকাল একটা মেয়ে এসেছিল তা আমি কাউকে বলিনি।' অ্যান্থনি বলল, 'তো কে বলেছে? এই হাউজের একমাত্র শয়তান হচ্ছে জেনকিনস। ও ব্যাটা তো উইকএনডে বাইরে গেছে।' জেনকিনস হচ্ছে খুব ধার্মিক ধরনের একটা ছেলে। যার জীবনের দুটো উদ্দেশ্যের একটা হচ্ছে হার্ভার্ডের ছাত্রদের চারিত্রিক নীতিবোধ উন্নত করা। তার জীবনের আরেকটা উদ্দেশ্য কেউ জানে না।

পিজিয়ন বলল, 'না তো, জেনকিনস তো কোথাও যায়নি। এখানেই ছিল।' 'তাহলে এই কাজ জেনকিনস হারামজাদারই। ও ব্যাটার চামড়া যদি না ছিলি তবে আমার নাম অ্যান্থনি না। ল্যুকের হঠাৎ করে মনে হলো, অ্যান্থনি বহিষ্কার হলে বিলি হবে মুক্ত বিহঙ্গ। তাতে তারই সুবিধা। আবার লজ্জাও হলো তার। বন্ধুর জীবন নিয়ে যেখানে টানাটানি সেখানে সে ভাবছে একটা মেয়ের কথা। আচ্ছা, অ্যান্থনিকে যদি ডিসিপ্লিনারি কমিটি শাস্তি দেয় তাহলে বিলিরও তো সমস্যা হতে পারে। সে বলল, 'বিলি আর এলসপেথের কাছেও বোধহয় এই চিঠি গেছে।' অ্যান্থনি বলল, 'তা কী করে হয়?'

'জেনকিনস বোধহয় আমাদের গার্লফ্রেন্ডের নাম জানে। আমাদের সাথে ওদের নাম জুড়ে দেওয়াই জেনকিনসের জন্য স্বাভাবিক। নৈতিক বিজয় বলে একটা বিষয় আছে। সেটাই সে অনুভব করছে।' পিজিয়ন বলল, 'ল্যুক ঠিকই বলেছে। জেনকিনস তোমাদের গার্লফ্রেন্ডের নাম জেনে থাকলে কাজটা তারই করা।' 'ওর অভ্যাসই মানুষের দোষ খোঁজা।'

ল্যুক বলল, 'এলসপেথ নিরাপদ। ও এখানে ছিল না, কেউ সেটা প্রমাণও করতে পারবে না। কিন্তু বিলির ঝামেলা আছে। ওর বহিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে স্কলারশিপটা হারাবে বিলি। পড়াশোনা আর হবে না। বেচারি স্কলারশিপ নিয়েই পড়ছিল।' অ্যান্থনি বলল, 'আমার এখন মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। বিলির কী হবে তা আমার চিন্তার বিষয় নয়। আমি কী করব সেটাই হচ্ছে বিষয়।' অ্যান্থনির কথায় রীতিমতো ধাক্কা খেল ল্যুক। বলে কী ছেলেটা! বিলির কিছু হলে তার পুরো না হলেও অর্ধেক দায় অ্যান্থনির। আর সে-ই কিনা বলছে বিলি কোনো বিষয় না!

BanglaBook.org

আশ্চর্য ছেলে তো!

ল্যুক বলল, 'আচ্ছা মেয়েদের ডর্মে গিয়ে দেখি বিলি নিউপোর্ট থেকে ফিরেছে কিনা, কী বলো?' 'যাবে তুমি? থ্যাংকস' বলল অ্যান্থনি। রুম থেকে পিজিয়ন বেরিয়ে গেল। বিছানায় বসে গম্ভীর মুখে সিগারেট ফোঁকা শুরু করল অ্যান্থনি। ল্যুক দ্রুত শেইভ করে কাপড় পরা শুরু করল। দ্রুত করলেও যত্ন করে কাপড় পরল ল্যুক। মিহি নীল শার্ট, নতুন ফ্লানেল প্যান্ট আর গ্রে ট্যুইড জ্যাকেট।

রেডক্লিফ ডরমিটরিতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় দুটো বেজে গেল। ডরমিটরির সব বাড়ি লাল ইটে বানানো, একটা পার্কের চারপাশে সাজানো বাড়ি। পার্কে সবসময় জোড়ায় জোড়ায় ছেলে-মেয়েদের দেখা যায়। এই পার্কেই ল্যুক এলসপেথকে প্রথম চুমু খেয়েছিল। কথাটা মনে পড়তেই বিবমিষা অনুভব করল ল্যুক। যার শার্ট বদলানোর মতো করে সঙ্গী বা সঙ্গিনী বদলায় তাদের দুচোখে দেখতে পারে না ল্যুক। একজন মানুষের চরিত্রে যদি বিশ্বাসযোগ্যতাই না থাকে তাহলে আর কী থাকে? এই মুহূর্তে ল্যুকের নিজেকেও দ্রুত সঙ্গী বদলানো মানুষগুলোর মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু কী করার আছে? একজন ইউনিফর্ম পরা মেইড ল্যুককে ডর্মের লবিতে নিয়ে গেল। বিলিকে ডাকতে বলল ল্যুক। মেইড মাইকের মতো একটা যন্ত্রে ঘোষণা পড়ার মতো সুরে বললেন–

'মিস জোসেফসন, আপনার ভিজিটর এসেছে। মিস জোসেফসন... আপনার ভিজিটর এসেছে। কিছুক্ষণ পরই ডরমিটরি থেকে নেমে এলো বিলি। পরনে ডাভ-গ্রে ক্যাশমেয়ার সোয়েটার, প্লেইড স্কার্ট। সুন্দর দেখাচ্ছে বিলিকে। কিন্তু কিছুটা নিষ্প্রভ। বিলিকে দেখেই বুকে জড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হলো ল্যুকের। তাতে যদি একটু সান্ত্বনা পায় মেয়েটা। বিলিকেও পিটার রাইডার একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। যার মাধ্যমে চিঠি এসেছে, তার কাছ থেকে জানা গেছে যে একটা চিঠি এলসপেথের কাছেও পাঠানো হয়েছে। বিলি ল্যুককে স্মোকিং রুমে নিয়ে গেল। মেয়েদের ডরমিটরিতে শুধু এখানেই পুরুষ ভিজিটরদের সাথে বসে কথা বলা যায়। বিলি বলল, 'আমি এখন কী করব?' সারা মুখে তীব্র বিষাদ, যেন এইমাত্র নিকটাত্মীয় কেউ মারা গেছে।

ল্যুকের প্রচণ্ড ইচ্ছে করল বলতে যে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সব ঠিক করে দেবো। ভেবো না'। কিন্তু কীভাবে ঠিক হয়ে যাবে সব? আচ্ছা অ্যান্থনি যদি বিলির বদলে অন্য কোনো মেয়ের কথা বলে, তবেই তো বিলি বেঁচে যাবে। তাই না? হ্যাঁ, তাই। কিন্তু অন্য মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে? বিলি বলল, 'আমি মাকে কী বলব বুঝতে পারছি না।' ল্যুক বলল, 'আচ্ছা, অ্যান্থনি যদি তোমার বদলে অন্য কার কথা বলে, তাহলে? টাকা দিলেই তো এ রকম মেয়ে পাওয়া যাবে।' তিক্ত একটা হাসি দিয়ে বিলি বলল, 'আমার ক্যারিয়ারের শেষ। ডালাসে গিয়ে কোনো তেল ডিপোর মালিকের সেক্রেটারি হতে হবে।' চব্বিশ ঘণ্টা আগেও ল্যুক ছিল মোটামুটি সুখী মানুষ। ক্যাম্পাসের সেরা সুন্দরী সবসময় আশেপাশে। নিজেও কম না। পড়াশোনার অবস্থানও ভালো। আর চব্বিশ ঘণ্টা পর! সময় এত দ্রুত বদলে যায় কী করে? এ সময় দুটো মেয়ে

BanglaBook.org

লাউসে বেরিয়ে এলো। তাদের পরনে হ্যাট-কোট। তাদের উত্তেজিত মনে হচ্ছে। লাউসে ঢুকেই তারা বিলিকে বলল, 'খবর শুনেছ কিছু?' মেয়েদের উত্তেজনা একবারের জন্যও ল্যুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। কিছু ভালো লাগছে না। সময় এত দ্রুত বদলায় কেন, কেন? অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল ল্যুক। বিলি বলল, 'কী বিষয়? কিসের খবর?' 'যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমাদের দেশও যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আমরা এখন যুদ্ধ করব!'

ভ্রু কুঁচকে গেল ল্যুকের। 'কী?' মেয়ে দুটোর একজন বলল, 'কথা সত্য। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। জাপানিরা হাওয়াইতে বোমা ফেলেছে।' কিছুই বুঝতে পারল না ল্যুক। 'কী বলছেন এসব? হাওয়াই দ্বীপে? কেন? হাওয়াইতে আছে কী যে ওরা বোমা ফেলবে?' বিলি বলল, 'তোমরা সত্যি বলছো?' 'আরে মিথ্যা বলার আমার দরকারটা কী? সবাই জানে। রাস্ত াঘাটে লোকজনও তো বলাবলি করছে।'

বিলি ল্যুকের দিকে তাকাল, 'আমার ভয় লাগছে ল্যুক।' বিলির একটা হাত নিজের মুঠোয় পুরে নিল ল্যুক।

খুব বলতে ইচ্ছে হচ্ছে 'তোমার কোনো চিন্তা নেই। আমি সব সামলে নেব।' দুটো মেয়েই কলকল করতে করতে বেরিয়ে গেল। কেউ একটা রেডিও নিয়ে নিচতলায় অন করে দিয়েছে। আশেপাশে মেয়েরা জড়ো হচ্ছে। সব চুপচাপ। সবাই ঘোষকের ঘোষণা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এক সময় খবর শোনা গেল। বলা হলো, 'পার্ল হার্বারে যুদ্ধজাহাজ অ্যারিজোনা এবং ওকলাহোমা জাপানিদের অকস্মাৎ বোমা হামলায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রায় একশত আমেরিকান বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে ফোর্ড দ্বীপের হুইলার ফিল্ড ও হিকহ্যাম ফিল্ডে। আমেরিকান সরকার দুই হাজার সৈন্যের শহিদ হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে। আহত হয়েছে আরও এক হাজার।' রিপোর্টারের গলা একবারও কাঁপল না। কিন্তু রাগে গা জ্বলছে ল্যুকের। সে বলল, 'দুই হাজার মানুষকে মেরে ফেলল!'

লাউসে আরও মেয়ে ভিড় করছে। তাদের হৈচৈতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেউ শক্ত গলায় ধমকে উঠল। ব্যস, সব চুপ। পিনপতন নীরবতা। রেডিওতে ঘোষক বললেন, 'জাপানিরা আক্রমণের পূর্বে কোনো সতর্ক সংকেত দেয়নি। কোনো রকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই এই আক্রমণ শুরু হয় স্থানীয় সময় সকাল সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে। ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড সময়ে দুপুর একটার ঠিক আগ মুহূর্তে।' বিলি বলল, 'এর মানে তো যুদ্ধ, তাই না?'

BanglaBook.org

ল্যুক রাগ নিয়ে বলল, 'অবশ্যই যুদ্ধ।' পুরো জাপানি জাতিটার উপর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ল্যুকের। জাতির উপর মেজাজ খারাপ হওয়ার উচিত নয়, কারণও নেই, তাও খারাপ হচ্ছে। সে বলল 'পুরো জাপানটাকে যদি বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারতাম।'

ল্যুকের হাতে হালকা চাপ দিল বিলি। চোখে জল। 'তুমি যুদ্ধে যেও না ল্যুক। তোমার কোনো ক্ষতি হোক তা আমি চাই না।' কথা শুনে ল্যুকের মনে হলো পুরো পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়। খুশিতে চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা গিলে ফেলে সে বলল, 'তোমার কথা শুনে খুব ভালো লাগছে। কী মজার বিষয় দেখো, দুনিয়ার একপাশে হাজার হাজার মানুষ মরে সাফ আর এখানে আমার নিজেকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।'

এরপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ল্যুক বলল, 'যুদ্ধ হোক, আর নাই হোক, আমাদের ডিনের সাথে দেখা করতে হবে।' কথাটা বলেই হঠাৎ করে চুপ মেরে গেল ল্যুক। 'কী ব্যাপার ল্যুক? চুপ করে গেলে কেন?' 'অ্যান্থনি আর তোমার হার্ভার্ডে থাকার রাস্তা পেয়ে গেছি।' 'কীভাবে?' 'একটু ভাবতে দাও।'

* * *

এলসপেথের খুব নার্ভাস লাগছে। কিন্তু নিজেকে সে বারবার বলছে, ভয় পাবার কিছু নেই। গত রাতে কার্ফিউ সে ভেঙেছে সত্যি, কিন্তু কারও হাতে তো সে ধরা পড়েনি। সে প্রায় নিশ্চিত, ল্যুক আর তার কোনো সমস্যা হবে না। ঝামেলা হবে অ্যান্থনি আর বিলির। বিলির কী হলো না হলো তাতে কিছু যায় আসে না। মেয়েটাকে সে চেনেই না তেমন করে। কিন্তু অ্যান্থনির কিছু হলে তার খারাপ লাগবে। খুব খারাপ। ডিনের স্টাডির. বাইরে একত্র হলো ওরা চারজন। ল্যুক বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

সব খুলে বলার আগেই ডিন দরজা খুলে চারজনকে রুমে নিয়ে গেলেন। ল্যুক শুধু বলল, 'কথাবার্তা সব আমি বলব। তোমরা কেউ কিছু বলবে না।' পিটার রাইডার, ডিন অব স্টুডেন্টস। পুরনো ধাঁচের একজন মানুষ, পরনে পরিষ্কার কালো স্যুট-কোট, একটা ওয়েস্টকোট, নিচে গ্রে স্ট্রাইপড প্যান্ট। তার বো-টাই একেবারে নিখুঁত প্রজাপতির মতো ঝকঝকে, মাথার চুল পরিষ্কার করে আঁচড়ানো, একেবারে নিখুঁত। তার সাথেই আছেন আইরিস রেফোর্ড। এই ভদ্রমহিলা এসেছেন রেডক্লিফ গার্লস মোরাল ওয়েলফেয়ার থেকে, তিনি সেখানকার প্রেসিডেন্ট। সবাই একসাথে চক্রাকারে বসলেন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে সবাই যেমন করে বসে, অনেকটা সে রকম করে। ডিন একটা সিগারেট

BanglaBook.org

ধরিয়ে বললেন, 'তো ছেলেরা, ভদ্রলোকের মতো সত্য কথাটা বলে ফেলো। গত রাতে তোমাদের রুমে কী হয়েছে?'

পিটার রাইডারের কথায় বিন্দুমাত্র পাত্তা দিল না অ্যান্থনি। গলার রগ ফুলিয়ে সে বলল, 'জেনকিনস কোথায়? ব্যাটাই তো প্যাঁচ লাগিয়েছে, তাই না?'

ডিন শান্ত গলায় বললেন, 'তোমাদের ছাড়া আর কাউকেই আজ ডাকা হয়নি।'

'ডাকা দরকার। কে অভিযোগ করেছে তা জানা জরুরি। অভিযোগকারীর সামনে বসে আমি যা বলার বলতে চাই। আশা করি সে অধিকার আমার আছে।' অ্যান্থনির কথায় খুব মজা পাচ্ছেন ডিন। তিনি বললেন, 'আমরা তো কোনো কোর্ট-কাচারিতে যাচ্ছি না। মিস রেফোর্ড আর আমার একটাই উদ্দেশ্য। অভিযোগের সত্যতা কতটুকু তা জানা। তারপর সবকিছু যথানিয়মেই হবে।'

'কথাটা মানতে পারছি না। জেনকিনসেরও ওখানে থাকা উচিত ছিল।'

কাটাকাটা স্বরে বলল অ্যান্থনি। অ্যান্থনির উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার ধরতে পারছে এলসপেথ। অ্যান্থনির ধারণা জেনকিনস তার সামনে এসে অভিযোগটা তোলার সাহস পাবে না। আর জেনকিনস অভিযোগ করতে না পারলে কর্তৃপক্ষেরও কিছু করার নেই। অভিযোগ না থাকলে বিচার বা তদন্ত কিসের? তবে এ চেষ্টায় কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না এলসপেথের।

মাঝখানে ল্যুক বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে।'

সে ডিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গত রাতে আমি একটা মেয়েকে রুমে নিয়েছিলাম, স্যার।'

দম আটকে আসছে এলসপেথের। কী বলছে ল্যুক? ডিনের ভ্রু কুঁচকে গেল। বললেন, 'কিন্তু আমি অন্য রকম খবর পেয়েছি। শুনলাম কাজটা করেছে মি. ক্যারল।'

'ভুল খবর পেয়েছেন, স্যার।'

'মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা কথা।' চিৎকার করে উঠল এলসপেথ। ল্যুক একবার তাকাল এলসপেথের দিকে। শান্ত শীতল দৃষ্টি। পুরো ঘটনাটা এলসপেথের বিশ্বাস হচ্ছে না।

ছেলেটা কেন এসব করছে? অ্যান্থনির মনেও একই প্রশ্ন। সেও তাকিয়ে আছে ল্যুকের দিকে।

'ল্যুক, কী বলছো ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু...'

'আমার কথা আমাকে বলতে দাও অ্যান্থনি।'

শ্রাগ করল অ্যান্থনি। ডিন খুব বাঁকা সুরে বললেন, 'গল্পটা বলে ফেলো মি. লুকাস। আমার তর সইছে না।'

BanglaBook.org

'মেয়েটার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ডিউ ড্রপ ইনে।' শুরু করল ল্যুক। প্রথমবারের মতো কথা বললেন মিস রেফোর্ড। 'ডিউ ড্রপ ইন? ওখানে মদ বিক্রি হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ। মদ বিক্রি হয়, জুয়া খেলা হয়।'

'বলুন।'

'মেয়েটা ওখানকার ওয়েট্রেস। নাম হলো অ্যানজেলা কারলোত্তি।'

ডিন ভদ্রলোক ল্যুকের একটা কথাও বিশ্বাস করছেন না। তিনি বললেন, 'আমি যদ্দুর জানি, কেমব্রিজ হাউসে যে মেয়েটাকে দেখা গেছে, তার নাম মিস বিল্লাহ জোসেফসন। সেই মেয়েটা এখানে আছে।'

ল্যুক আগের মতোই দৃঢ় গলায় বলল, 'না, স্যার। মিস জোসেফসন আমাদেরই একজন বন্ধু। সে সেই রাতে এই টাউনেই ছিল না। রোড আইল্যান্ডের নিউপোর্টে ওর এক আত্মীয় আছে। রাতে জোসেফসন সেই আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল।'

মিস রেফোর্ড বিলিকে বললেন, 'তোমার আত্মীয় কি এই কথায় সমর্থন করবেন?'

বিলি ল্যুকের দিকে খুব অবাক চোখে একবার তাকাল। সে বলল, 'হ্যাঁ ম্যাডাম। করবেন।'

এলসপেথ তাকাল ল্যুকের দিকে। কী করছে ছেলেটা? অ্যান্থনিকে বাঁচাতে নিজের ভবিষ্যৎটাকে শেষ করে দিচ্ছে? ল্যুক কি পাগল হয়ে গেছে? ল্যুক খুব ভালো বন্ধু অ্যান্থনির, কিন্তু এখন যা হচ্ছে তা তো বন্ধুত্বের দামের চাইতে অনেক বেশি কিছু।

রাইডার ল্যুককে বললেন, 'এই ওয়েট্রেসটাকে দেখাতে পারবে আমাদের?'

ভদ্রলোক 'ওয়েট্রেস' শব্দটা তীব্র বিরক্তি ও বিবমিষা নিয়ে বললেন। শব্দটা যেন ওয়েট্রেস নয়, বেশ্যা।

'হ্যাঁ স্যার, পারবো।' অবাক হলেন রাইডার, 'ভালো, খুব ভালো।'

ওদিকে এলসপেথও অবাক। ল্যুক কি কোনো কলগার্লকে আগেই ঘুষ দিয়ে ঠিক করে রেখেছে? যদি ঠিক করেও থাকে তাতে কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না। জেনকিনসই বলবে যে এই মেয়ে সেই মেয়ে না। এরপর ল্যুক বলল, 'কিন্তু স্যার, মেয়েটাকে আমি এর মাঝে টেনে আনতে চাইছি না।'

'সেক্ষেত্রে তোমার কথা মেনে নেওয়া আমার জন্য একটু কঠিন হয়ে যাবে, ইয়াং ম্যান।' উত্তর দিলেন ডিন।

BanglaBook.org

এলসপেথ এবার হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ল্যুক যা বলেছে তা থেকে পিছিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এসব গালগপ্পের কারণ কী?

ল্যুক বলল, 'আমার মনে হয় না মিস কারলোত্তিকে প্রমাণ হিসেবে আনাটা খুব জরুরি।'

'ঠিক বুঝলাম না, মি. লুকাস।'

এরপরই বোমা ফাটাল ল্যুক।

'আজ রাতেই আমি কলেজ ছেড়ে যাচ্ছি, স্যার।'

অ্যান্থনি চিৎকার করে উঠল, 'কী বলছো এসব ল্যুক?'

ডিন বললেন, 'বহিষ্কার হওয়ার আগে কলেজ ছেড়ে গেলে কোনো লাভ হবে না। ঘটনার তদন্ত হবে।'

'আমাদের দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।'

'আমি সেটা জানি, ইয়াং ম্যান।'

'আগামীকাল সকালে আমি আর্মিতে যোগ দিতে যাচ্ছি, স্যার।'

'অসম্ভব। অসম্ভব।' চিৎকার করল এলসপেথ। এই প্রথমবারের মতো ডিনের মুখে কোনো শব্দ নেই। তার চোয়াল ঝুলে গেছে। খোলা মুখ নিয়েই তিনি তাকিয়ে রইলেন ল্যুকের দিকে। এলসপেথ ধরতে পারল ল্যুকের চালাকিটা। যে ছেলে দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি কমিটির কোনো অভিযোগ থাকলেও তা ধোপে টিকবে না। তাই তদন্তও হবে না। বিলিও নিরাপদ। এলসপেথের চোখের সামনে একটা ধবল শুভ্র পর্দা নেমে এলো। সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। সে বুঝেছে ল্যুক কেন এতসব করেছে। সে বিলিকে বাঁচাতে চেয়েছে। মিস রেফোর্ড হয়তো এখনও বিলির বিষয়টা নেড়েচেড়ে দেখবেন। রেডক্লিফ গার্লসের নৈতিক বিষয় দেখাশোনার দায়িত্ব তার। তাই এত সহজে হয়তো সব শেষ হবে না। বিলির আত্মীয়কে এখানে এসে সাক্ষ্য দিতে হবে। তাতেও বিশেষ কোনো ফারাক হবে না। সেই আত্মীয় অবশ্যই মিথ্যে কথা বলবে। এই মুহূর্তে কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না এলসপেথের। মাথায় শুধু একটাই ভাবনা, হারিয়ে গেছে ল্যুক। সে হারিয়ে ফেলছে ল্যুককে। শেষমেশ দুজন ছাত্রকে ছেড়ে দিলেন। একজন দেশপ্রেমিক ছাত্রের বিরুদ্ধে এত ছোট বিষয় নিয়ে ঝামেলা পাকানো সাজে না।

রুম থেকে বেরিয়েই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল বিলি। সে বলল, 'যুদ্ধে যেও না ল্যুক!' অ্যান্থনি ল্যুককে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দোস্ত! তুমি আমাকে আবারও বাঁচিয়ে দিলে। এই ঘটনা আমি কোনোদিন ভুলব না। কোনোদিন না। ল্যুককে

BanglaBook.org

ছেড়ে সে বিলির দিকে ফিরে বলল, 'কেঁদো না বিলি। এই ছেলের মাথায় অনেক বুদ্ধি। যুদ্ধে আর যার যাই হোক, ওর কিছু হবে না।' ল্যুক ঘুরে দাঁড়াল এলসপেথের দিকে। চোখে চোখ পড়তেই মুখ ঘোরাল ল্যুক, এলসপেথ বুঝতে পারছে তার বাস্তব রাগ চেহারাতেও চলে এসেছে। কিছু করার নেই। তাতে কিছু যায় আসে না। সে দীর্ঘসময় তাকিয়ে রইল ল্যুকের দিকে। তারপর ল্যুকের মুখে শক্ত একটা চড়। ব্যথা এবং বিস্ময়ে চমকে উঠল ল্যুক। এলসপেথ খুব ঘৃণা নিয়ে বলল, 'ফাকিং বাস্টার্ড।' বলেই হনহন করে চলে গেল এলসপেথ।

BanglaBook.org

দুপুর ১টা

প্রতিটি বেবি সার্জেন্টের মোটর চার ফুট লম্বা এবং ডায়ামিটার হচ্ছে ছয় ইঞ্চি। প্রতিটির ভর উনষাট পাউন্ড। প্রতিটি মোটর ঠিক ছয় মিনিট আধ সেকেন্ড ধরে চলে।

ল্যুকের এখন একটা শান্ত আবাসিক এলাকা প্রয়োজন। ওয়াশিংটন জায়গাটা তার পুরোপুরি অপরিচিত মনে হচ্ছে। যেন এ জায়গায় কোনোদিনই সে আসেনি। ইউনিয়ন স্টেশন থেকে বেরিয়ে সে এসেছে পশ্চিমে। যে রোড ধরে সে আসছিল সেই রোড তাকে নিয়ে গেল শহরের প্রাণকেন্দ্রে। বিশাল সরকারি ভবন, অভিজাত অফিস এলাকা। অন্য সময় দেখলে হয়তো সুন্দর লাগত, কিন্তু এখন দেখতে ভালো লাগছে না। ঘটনা যাই হোক সে গাড়ি চালাচ্ছে একেবারে সোজা। কোনো না কোনো সময় নিশ্চয়ই একটা আবাসিক এলাকা পাওয়া যাবে। যেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার বসবাস করে। এই আশায় ডান বা বাম কোনোদিকের রাস্তায় গাড়ি ঘোরাচ্ছে না ল্যুক। একটা নদী বেরিয়েই চমৎকার একটা এলাকা পাওয়া গেল। রাস্তাগুলো চিকন চিকন কিন্তু রাস্তার দুপাশে সারি সারি গাছ। যেতে যেতে একটা বিল্ডিং দেখা গেল। তার গায়ে বিশাল সাইনবোর্ড। তাতে লেখা 'জর্জটাউন মানসিক হাসপাতাল।'

ল্যুক গাছ দিয়ে ঘেরা রাস্তাগুলোর দিকে তাকাল। মাঝারি ধরনের ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। এখানে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে। মধ্যবিত্তরা সব সময় বাড়িতে থাকে না। তারা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ করে। বাচ্চাকাচ্চারা থাকে স্কুলে। তাই তাদেরই বাড়ি ফাঁকা থাকার সম্ভাবনা বেশি। এখনই সেই সময়, ঠিক দুপুর। ল্যুক যে রাস্তা ধরে এগোচ্ছে সেই রাস্তা শেষ হয়েছে একটা কবরস্থানে। ল্যুক গাড়ি পার্ক করে রাখল রাস্তার দিকে মুখ করে। কখন কী হয় বলা যায় না।

যদি দ্রুত পালানোর মতো কোনো পরিস্থিতি আসে, সেই চিন্তা করেই এই ব্যবস্থা। এখন ছোটখাটো কিছু যন্ত্রপাতি দরকার। একটা ডিজেল বা স্ক্রু ড্রাইভার আর একটা হাতুড়ি হলেই চলে। এগুলো গাড়ির ট্রাংকেই থাকার

BanglaBook.org

কথা। সমস্যা হলো ট্রাংকে তালা মারা। এক টুকরো তার পাওয়া গেলে তালা খোলা কোনো সমস্যা না।

তার কি পাওয়া যাবে?

নয়তো যেতে হবে হার্ডওয়্যারের দোকানে। সেখান থেকেও আবার চুরি করো জিনিস। কী ঝামেলা! কী মনে করে চুরি করা ব্যাগে হাত দিলো ল্যুক। ব্যাগের উপরে কাপড়চোপড় আছে। নিচে একটা ফোল্ডার। তাতে কাগজপত্র আছে। একটা পেপার ক্লিপও দেখা যাচ্ছে। ক্লিপটা নিয়ে ব্যাগ বন্ধ করল ল্যুক। তারের কাজ ক্লিপ দিয়েও হবে। ট্রাংক খুলতে সময় লাগল ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড। খুলে দেখা গেল ঘটনা সত্য। জ্যাকের পাশেই একটা টিনের টুলবক্স, তাতে কিছু জিনিসও আছে। সেখান থেকে সবচেয়ে বড় স্ক্রু ড্রাইভার নিল ল্যুক। বক্সে কোনো হাতুড়ি নেই তবে হেভি অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ আছে। এতেও কাজ চলবে। সব গেল ময়লা রেইনকোটের পকেটে। ট্রাংক বন্ধ করে গাড়ির ভেতর থেকে ব্যাগ তুলে নিল ল্যুক। হাঁটা শুরু করল সে। দুপাশে চমৎকার গাছের সারি। রাস্তায় গাছের পাতা পড়ে বেশ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য।

আশেপাশের বাড়িঘরও চমৎকার।

সুন্দর রাস্তায় ময়লা জামাকাপড় পরা ল্যুকের হাঁটার দৃশ্যটিই একটু বেখাপ্পা। তার উপর হাতে দামি স্যুটকেস। স্যুটকেসের কারণে বেখাপ্পা দৃশ্য হয়ে গেছে সন্দেহজনক। এখন কেউ যদি পুলিশকে তার সন্দেহের কথা বলে এবং এই মাঝ দুপুরে যদি সেই পুলিশেরও কোনো কাজ না থাকে তবেই সমস্যা। আর যদি তা না হয় তবে আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যে সাফ-সুতরো হয়ে নতুন মানুষ হয়ে যাবে ল্যুক।

রাস্তায় ঠিক প্রথম বাড়িটির ভেতরে চলে গেল ল্যুক। চমৎকার ফ্রন্ট ইয়ার্ড। একেবারে নিখুঁত পরিষ্কার। দরজায় নক করল ল্যুক।

BanglaBook.org

* * *

রোজমেরী সিমস দেখলেন সুন্দর একটা নীল-সাদা গাড়ি বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। কার গাড়ি ওটা? ব্রাউনিংদের নাকি? হতে পারে, ওদের টাকার গোনা গুনতি নেই। নাকি মি. সাইরাসের গাড়ি? সাইরাস এখনও ব্যাচেলর, প্রায়ই বিভিন্ন মহিলার সাথে তাকে দেখা যায়। হয়তো কোনো মহিলাকে পটাতে নতুন গাড়ি। কে জানে! যদি গাড়িটা এ দুজনের কারও না হয় তবে অবশ্যই অচেনা কারও গাড়ি। রোজমেরীর বয়স হয়েছে কিন্তু চোখের অবস্থা ভালো। দোতলায় জানালার পাশে তার ইজি চেয়ার। চেয়ারে বসেই সামনের রাস্তার

প্রায় পুরোটা তিনি দেখতে পায়। শীতকালে দেখা যায় ভালো। এ সময় গাছপালা থাকে ন্যাড়া, পাতা গাছের বদলে থাকে মাটিতে। গাড়ি যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই লম্বা একটা অদ্ভুত লোককে হেঁটে আসতে দেখল রোজমেরী।

লোকটা সব অর্থেই অদ্ভুত। মাথায় হ্যাট নেই। পরনের রেইনকোট ছেঁড়া, পায়ের জুতোর অবস্থা 'জান শেষ' টাইপ। কিন্তু লোকটার হাতের স্যুটকেসটা সুন্দর, বোধহয় প্রায় নতুন।

লোকটা প্রথমে গেল মিসেস ব্রিটস্কির দরজায়। ব্রিটস্কি বিধবা, থাকে একা। এই মহিলার অনেক বুদ্ধি। এ ব্যাটা ব্রিটস্কির কাছে কোনো সুবিধা করতে পারবে না বলেই ধারণা মিসেস রোজমেরী সিমসের। সে নিশ্চিত ব্রিটস্কি জানালা দিয়ে চিৎকার করেই ভাগাবে ব্যাটাকে। এই তো লোকটা হাঁটা শুরু করেছে। বেচারা! জানালা দিয়েই ঝাড়ি যা খাবার খেয়ে নিল। আহারে!

এর পরের বাড়িতে ঢুকল অদ্ভুত সেই লোকটা। বাড়িটা মিসেস লোয়ির। লোয়ি দরজা খুলছে। লম্বা গড়নের এ মহিলার মাথার চুল কালো। তেমন সুন্দরী না, তাও মাটিতে পা পড়ে না দেমাগের চোটে। সুন্দরী হলে যে কী হতো তা মাঝে মাঝে বসে ভাবেন মিসেস সিমস। দু-একটা কথা বলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল লোয়ি। এরপর লোকটা ঢুকল পরের বাড়িতে। বোধহয় সবকটা বাড়িতে টুঁ মারার ইচ্ছে লোকটার।

এ বাড়িটা জেনি ইভানসের। জেনির বয়স কম। দেখা যাক সে কী করে। গভীর আগ্রহ নিয়ে সব দেখছেন মিসেস রোজমেরী সিমস। কোলে বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে এলো জেনি। বাচ্চার নাম রিটা। এখনও মায়ের দুধ খায়। জেনি অ্যাপ্রন পরা। বোধহয় কিচেনে ছিল। অ্যাপ্রনের পকেট থেকে কী যেন বের করে দিল জেনি। কয়েন টয়েন হবে বোধহয়। ও আচ্ছা, এই ব্যাটা ভিক্ষুক। কিন্তু হাতের স্যুটকেসটা এত দামি কেন? ভিক্ষুকরা কি দামি স্যুটকেস নিয়ে ঘোরাঘুরি করে? পরের বাড়িটা মি. ক্লার্কের। বুড়ো ভাম একটা। দরজায় নক করতেই ব্যাটা বেরিয়ে এলো। যেন দরজার পাশেই বসা ছিল। খালি হাতেই লোকটাকে ভাগিয়ে দিল ক্লার্ক। এর পরের বাড়িটা মি. বনেত্তির। বনেত্তি গেছে কাজে। ওর বউ অ্যাঞ্জেলিনা, সাত মাসে পড়েছে মাত্র। মা হবে অ্যাঞ্জেলিনা। সেই পাঁচ মিনিট আগেই বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। হাতে স্ট্রিং এর ব্যাগ ছিল। নিশ্চয়ই মলে গেছে। এ বাড়িতে কোনো উত্তর পাবে না লোকটা। কেউ দরজা খুলবে না।

* * *

এর মাঝেই যা দেখার তা দেখা হয়েছে ল্যুকের। সব কটা বাড়িতেই ইয়েল লক। এ ধরনের লক বাইরে থেকে খোলে চাবিতে, আর ভেতর থেকে খোলে

নব দিয়ে। প্রতিটি দরজার মাথার উপর ঘোলা কাচের একটা জানালার মতো আছে। তবে সেই জানালা দিয়ে ঢোকা সম্ভব না। স্ক্রু ড্রাইভারই ব্যবহার করতে হবে। আশেপাশে একবার তাকিয়ে নিল ল্যুক। কপাল খারাপ, নইলে পাঁচটা দরজায় নক করতে হতো না। হয়তো এতক্ষণ কারও মনোযোগ তার দিকে চলে এসেছে। কিন্তু আশপাশের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। থাকলে থাকুক। কিছু করার নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

* * *

চোখ জানালা থেকে সরিয়ে নিলেন মিসেস সিমস। চেয়ারের পাশে রাখা টেলিফোন সেট তুলে নিলেন কোলে। সাবধানে, সময় নিয়ে একটা নাম্বারে ডায়াল করলেন তিনি। নাম্বারটা তার ঠোঁটস্থ। স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের নাম্বার।

* * *

ল্যুককে যা করার দ্রুত করতে হবে। স্ক্রু ড্রাইভারের ব্লেড তালা বরাবর দরজা আর জ্যামবের মাঝে ঢুকিয়ে দিল ল্যুক। এরপর ড্রাইভারের হ্যান্ডেলে রেঞ্জ দিয়ে বাড়ি দেয়া শুরু করল সে। তালার সকেটে ড্রাইভারের ব্লেড ঢোকানোই মূল উদ্দেশ্য। প্রথম বাড়িতে কিছু হলো না। স্ক্রু ড্রাইভার একটুও নড়ল না। আবারও রেঞ্জের বাড়ি পড়ল স্ক্রু ড্রাইভারে। কোনো পরিবর্তন নেই। আবহাওয়া ঠাণ্ডার দিকে, কিন্তু ল্যুক ঘামছে। কপাল বেয়ে ঘাম চোখের উপরে চলে এসেছে।

নিজেকে শান্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে ল্যুক। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। খুলবে তালা। এভাবে আগেও কাজ হয়েছে। কিন্তু কবে হয়েছে কাজ? এর উত্তর ল্যুকের জানা নেই। তাতে কিছু যায় আসে না। কাজ হবে, সেটাই হলো বিষয়। স্ক্রু ড্রাইভার চেপে ধরল ল্যুক। ব্লেড এবার একটা খাঁজে আটকেছে মনে হচ্ছে। সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে রেঞ্জের বাড়ি দিল ল্যুক। স্ক্রু ড্রাইভার ইঞ্চিখানেক ভেতরে ঢুকে গেল। স্ক্রু ড্রাইভার ধাক্কা দিয়ে উপরে তুলতেই দরজা খুলে গেল। একরাশ স্বস্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা শরীরে। দরজার ফ্রেমে যে আঁচড় পড়েছে তা বাইরে থেকে খুব বেশি বোঝা যায় না। দ্রুত ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল ল্যুক।

* * *

নাম্বার ডায়াল করে বাইরে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না মিসেস সিমস। ও প্রান্তে ফোন ধরেছে পুলিশ। কাউকে না দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

কিছু না বলেই ফোন রেখে দিলেন মিসেস সিমস। লোকটা আর কোনো বাড়িতে নক করল না কেন? গেল কোথায় সে? কে এই মানুষ? মুচকি একটা হাসি বেরিয়ে এলো মিসেস সিমসের মুখ থেকে। সারাটা দিন ভাবার মতো বিষয় সে পেয়ে গেছে। দীর্ঘ একাকীত্ব তাকে কুড়ে কুড়ে আজ অন্তত খাবে না।

বাড়িটা মনে হয় তরুণ কোনো দম্পতির। সারা বাড়িতে বিয়ের উপহারে ভর্তি আর উটকো কিছু বেখাপ্পা জিনিসও দেখা যাচ্ছে। লিভিং রুমে নতুন বড়সড় কাউচ আর একটা টিভি সেট। কিন্তু রান্নাঘরের অবস্থা খারাপ। হল রেডিয়েটরে একটি না খোলা খাম পড়ে আছে। তাতে লেখা মি. জি. বনেত্তি। বাড়িতে বোধহয় কোনো বাচ্চকাচ্চা নেই। তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

সম্ভবত মি. এবং মিসেস বনেত্তি দুজনেই চাকরি করেন। সারদিন বাইরেই থাকেন। কিন্তু সে সব সময় তো আর বাসায় বসে থাকা যায় না। দ্রুত উপরে উঠে গেল ল্যাক। তিনটা বেডরুম। এর মধ্যে একটা বেশ সাজানো গোছানো। বিছানায় স্যুটকেস রেখে খুলল ল্যাক। ভেতরে খুব যত্ন নিয়ে ভাঁজ করা নীল চক স্ট্রাইপড স্যুট, সাদা শার্ট আর একটা কনজার্ভেটিভ স্ট্রাইপড টাই পাওয়া গেল। মোজা একজোড়া কালো, নতুন আন্ডারওয়্যার, একজোড়া পালিশ করা কালো উইংটিপ। জিনিসটা একটু বড়সড় মনে হচ্ছে। বাথরুম আর বেডরুমের মাঝে ছোট একটু জায়গা। এই জায়গা পেরিয়েই কেমন যেন শান্তি লাগল ল্যাকের। চোখের সামনে সাবান, মাথার উপরে শাওয়ার।

গোসল শেষে বাথরুম থেকে বেরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ল্যাক। কোনো শব্দ কি পাওয়া যাচ্ছে? নাহ্, যাচ্ছে না। মিসেস বনেত্তির গোলাপি একটা টাওয়েল পাওয়া গেল। সেটা দিয়েই গা মুছল ল্যাক। এরপর ব্যাগ থেকে কাপড় বের করে পরে নিল সে। কখন পরিস্থিতি খারাপ হবে বোঝা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে দ্রুত পালানোর জন্য আগে থেকেই কাপড় পরে নেওয়া। এবার শেইভ করা দরকার। বনেত্তির একটা ইলেকট্রনিক শেভার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ল্যাকের ইলেকট্রনিক রেজার পছন্দ না। তার পছন্দ ব্লেড।

ব্যাগ খুঁজতে ই সেফটি রেজর, শেভিং ব্রাশ পাওয়া গেল। মুখে ফেনা মেখে দ্রুত শেইভ করা শুরু করল ল্যাক। মি. বনেত্তির কোনো কোলন দেখা যাচ্ছে না। হয়তো স্যুটকেইসে পাওয়া যাবে। সারা সকাল গা থেকে শূকরের মতো গন্ধ বেরিয়েছে। এখন একটু সুগন্ধির জন্য মনটা আনচান করছে। স্যুটকেসের ভেতর কোনো কোলন পাওয়া গেল না, তবে ছোট একটা চামড়ার টয়লেট্রিজ কেইস পাওয়া গেল। ওতেও কোলন নেই, তবে বেশকিছু ডলার আছে। পুরো একশ ডলার, সব কুড়ি ডলারের নোট। চমৎকার করে ভাঁজ করে রাখা। বোধহয় ইমার্জেন্সি মানি। ডলারগুলো পকেটে চালান করে দিল ল্যাক।

BanglaBook.org

সব সমস্যা মিটে গেলে লোকটাকে ডলার একেবারে গুনে গুনে ফেরত দিতে হবে। এখন এই একশো ডলার দরকার ছিল। বাথরুমে একবার আয়নার দিকে তাকাল ল্যুক। জামাকাপর শরীরে ভালোই ফিট করেছে। জামাকাপড়ের মানও বেশ ভালো। বাথরুম থেকে বেডরুমে এলো ল্যুক। স্যুটকেসে মালিকের ঠিকানা দেখা যাচ্ছে। সেন্ট্রাল পার্ক সাউথ, নিউইয়র্ক। লোকটা মনে হয় বড়সড় কর্পোরেট গোছের কেউ। ওয়াশিংটনে এসেছিল কোনো মিটিং-এর জন্য। হয়তো দু-একদিন তাকে এখানেই থাকতে হতো। বেডরুমের দরজার পেছনে দীর্ঘ একটা আয়না পাওয়া গেল।

এবার আয়নায় পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ল্যুক। সকালে ইউনিয়ন স্টেশনে ম্যানস রুমের আয়নায় তাকানোর পর এই প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে আয়নায় নিজেকে দেখল ল্যুক। আয়নায় সেই বিধ্বস্ত মাতালের চেহারা দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে দেখা যাচ্ছে মধ্য ত্রিশের এক পুরুষের প্রতিচ্ছবি। মাথার চুল কালো, চোখ নীল— একেবারে স্বাভাবিক মানুষ। খালি চেহারায় কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তার ছাপ আছে। এর বেশি কিছু না।

অদ্ভুত এক ধরনের স্বস্তি এলো মনের ভিতর। আয়নায় তাকিয়ে প্রতিচ্ছবির দিকে মনে মনে প্রশ্ন ছুড়ে দিল ল্যুক।

আচ্ছা এ লোকটা কী করত? হাত নরম এবং পরিষ্কার, তার মানে শ্রমিকশ্রেণির কোনো কাজ সে করত না। চেহারার মাঝে কোনো রুক্ষতা নেই; তার মানের কাজে আবহাওয়ায় তার কোনো কাজ করতে হতো না। চুল ঠিকমতো ছাঁটা। এই পোশাকে আয়নার সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে বেশ কমফোর্টেবলও লাগছে। চেহারা দেখে নিজেকে ঠিক পুলিশের কাউকেই মনে হচ্ছে না।

ব্যাগে কোনো হ্যাট বা কোট নেই। জানুয়ারির শীতের মধ্যে এ দুটি ছাড়া কেউ রাস্তায় বের হয় না। ল্যুকেরও বের হওয়া উচিত নয়। তাতে সবাই সন্দেহের চোখে তাকাবে। আচ্ছা এই বাড়িতে কি হ্যাট-কোট পাওয়া যাবে না? একটু খোঁজা যেতে পারে। দেখা যাক কী হয়। ল্যুক ক্লজিট খুলল। ভেতরে খুব বেশি কিছু নেই।

মিসেস বনেত্তির তিনটা ড্রেস ঝুলছে। মি. বনেত্তির একটা স্পোর্ট কোট আর কালো একটা কোট ঝুলছে। স্পোর্ট কোট সম্ভবত উইকএনডের পণ্য আর কালোটা চার্চে যাওয়ার জন্য। কোনো টপকোট দেখা যাচ্ছে না। বনেত্তি লোকটার বোধহয় একটাই টপকোট। সেটাই সে বোধহয় পরে বেরিয়েছে। দুটো কোটের বাইরে আছে একটা রেইনকোট। পাতলা রেইনকোটটাই খুলে

BanglaBook.org

নিল ল্যাক। কিছু না থাকার চাইতে অন্তত রেইনকোট থাকা ভালো। কোটটা গায়ে চড়াল ল্যাক। সাইজে একটু ছোট কিন্তু কাজ চলবে। ক্লাজিটে কোনো হ্যাট নেই কিন্তু একটা ট্যুইড ক্যাপ দেখা যাচ্ছে। এ জিনিস বনেত্তি বোধহয় স্পোর্টস কোটের সাথে পরে। ক্যাপটা পরার চেষ্টা করল ল্যাক।

নাহ্ অনেক ছোট। কী আর করা, একটা হ্যাট কিনতেই হবে। নাহ্, কয়েক ঘণ্টারই তো মামলা, এটাতেই চলবে। এ সময় নিচ থেকে একটু শব্দ ভেসে এলো। জায়গায় জমে গেল ল্যাক। শব্দটা কিসের তা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে সে। একটা তরুণী কণ্ঠ বলল 'কী ব্যাপার? আমার ফ্রই ডোরের এই অবস্থা কেন?'

আরেকটি নারী কণ্ঠ তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে কেউ ভেতরে ঢোকার চেষ্ট করছে!'

নিজেই নিজেকে অভিশাপ দিল ল্যাক। এতক্ষণ এখানে থাকার কী দরকার ছিল?

'জিপারস তুমি মনে হয় ঠিকই বলেছো।' 'পুলিশে খবর দাও।'

মিসেস বনেত্তি তাহলে কোনো কাজে যায়নি। সম্ভবত গিয়েছিল শপিং-এ। সেখানে কোনো বান্ধবীর সাথে দেখা হয়েছে, বান্ধবীকে নিয়ে চলে এসেছে বাড়িতে। সামাজিক সাক্ষাৎ আর কি।

'ঠিক বুঝতে পারছি না... মনে হচ্ছে চোর ভেতরে ঢুকতে পারেনি।'

'কীভাবে বুঝলে না দেখে? আগে ভেতরে দেখো গিয়ে কিছু চুরি গেছে কিনা, তারপর বলো।' 'কী চুরি করবে? আমার তো দামি কিছু নেই।' 'ধরো তোমার টিভিটাই নিয়ে গেল।'

ল্যাক বেডরুমের জানালা খুলে ফ্রন্ট ইয়ার্ডের দিকে তাকাল। জানালার পাশে কোনো গাছ নেই যে ডাল ধরে নিচে নেমে যাওয়া যাবে। কোনো পাইপও নেই যে বেয়ে নামা যাবে। 'কোথাও তো কিছু নড়চড় হয়নি। মনে হয় না বাড়িতে কেউ ঢুকতে পেরেছে।' মিসেস বনেত্তির কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ল্যাক।

'উপরে কী অবস্থা?'

ল্যাক নিঃশব্দে বেডরুম থেকে বাথরুমে ঢুকে গেল। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে নামতে গেলে হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা আছে। অতএব ঐ রাস্তা বাদ। 'দেখি গিয়ে উপরে।' 'তোমার ভয় লাগছে না?' 'তা তো লাগছেই।' এরপর একটু নার্ভাস হাসি শোনা গেল বনেত্তির। 'কিন্তু পুলিশ ডাকার পর যদি দেখি কেউ নেই তাহলে কেমন হয়ে যাবে না বিষয়টা?' সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া

BanglaBook.org

যাচ্ছে। ল্যুক বাথরুমের দরজার পেছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়ি থেকে পায়ের শব্দ বাথরুম পেরিয়ে চলে গেল বেডরুমে। মিসেস বনেত্তির ছোট একটা চিৎকার শোনা গেল। বনেত্তির বান্ধবী বলল, 'ওটা কার ব্যাগ?'

'এ জিনিস আমি জীবনেও দেখিনি।'

সাবধানে ল্যুক বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। ল্যাডিং থেকে বেডরুমের দরজা দেখা যাচ্ছে কিন্তু মহিলা দুজনকে দেখা যাচ্ছে না। পা টিপে টিপে নিচে নেমে এলো ল্যুক। কার্পেটের কারণে কোনো রকম শব্দ হয়নি।

'এ কেমন চোর? এত সুন্দর ব্যাগ নিয়ে কেউ চুরি করতে আসে?'

'আমি এক্ষুণি পুলিশে খবর দিচ্ছি। পুরো বিষয়টা খুব সন্দেহজনক।'

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো ল্যুক। হাসল সে। অবশেষে ভদ্র সমাজে নাম লেখানোর প্রাথমিক কাজটুকু শেষ। দরজা বন্ধ করে দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে গেল ল্যুক।

* * *

মিসেস সিমসের ভ্রূ কুঁচকে গেল। বনেত্তির বাড়ি থেকে যে লোকটা বেরিয়ে এসেছে সে বনেত্তিরই রেইনকোট পরে আছে। মাথায় ট্যুইড ক্যাপ। এই ক্যাপ পরে বনেত্তি খেলা দেখতে যায়। লোকটাকে তো বনেত্তির মতো লাগছে না। সে বনেত্তির চেয়ে অনেক বেশি লম্বা-চওড়া। লোকটা রাস্তায় বেরিয়ে কোনার দিকে চলে গেল। কোনার দিকে কবরস্থান। রাস্তা ওখানেই শেষ। অতএব লোকটাকে ঐ রাস্তাতেই ফিরতে হবে। মিনিটখানেক পর একটা নীল-সাদা গাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখা গেল। আরে! একটু আগে এ গাড়িটাই গেছে না এখান দিয়ে? হ্যাঁ, তাই তো। এটাই তো গেল। আর গাড়ি এই রাস্তায় এত জোরে চালানোর কারণ কী? মিসেস সিমসের মনে হলো লোকটার উধাও হওয়া সমস্যার সমাধান সে পেয়ে গেছে। যে লোকটা গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে গেল সেই ছিল ভিক্ষুক। ভিক্ষুকটাই ভদ্র সেজে বেরিয়ে এসেছে বনেত্তির বাড়ি থেকে। ওমা! ব্যাটা কিনা বনেত্তির কাপড় চুরি করে নিয়ে গেল? গাড়িটা যেতেই আরেকটা কাজ করলেন মিসেস সিমস। তিনি লাইসেন্স প্লেটটা পড়ে নিলেন। গাড়ির নাম্বার তার মুখস্থ হয়ে গেল।

BanglaBook.org

দুপুর : ১.৩০

সার্জেন্ট মোটর নিয়ে ৩০০ বারের উপরে টেস্ট করা হয়েছে। পঞ্চাশ বার হয়েছে ফ্লাইট টেস্ট' আর দুইশ নব্বই বার ইগনিশন সিস্টেম ফায়ারিং।

একটা টেস্টেও ফেল করেনি সার্জেন্ট মোটর। অ্যান্থনি কনফারেন্স রুমে বসে আছে। অস্থির লাগছে তার, হতাশাও বোধ হচ্ছে।

ল্যুক এখনও ওয়াশিংটনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তা কেউ জানে না। আর এদিকে আটকা পড়েছে সে। কিউবার পাহাড়ে কীভাবে যুদ্ধ চালানো যায়, কী করা উচিত এসব বিষয়ে কচকচানি শুনতে হচ্ছে। এসব শোনার কোনো অর্থ নেই। চে গুয়েভারা বা ফিদেল কাস্ত্রো সম্পর্কে তার সবই জানা আছে। তাদের অধীন কিছু লোক আছে, যারা চে বা কাস্ত্রোর এক কথায় জান দিয়ে দিতে রাজি। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। চে বা কাস্ত্রোকে এক তুড়িতে বোতলের ভেতর ঢোকানো যাবে।

কিন্তু লাভ কী তাতে? চে, কাস্ত্রো ওরা গেলে ওদের জায়গায় অন্য কেউ আসবে। এসব কথা আর একটুও শুনতে ইচ্ছে করছে না অ্যান্থনির। ইচ্ছে করছে ল্যুকের খোঁজে রাস্তায় নেমে পড়তে। কলাম্বিয়ার প্রতিটি পুলিশ স্টেশনে অ্যান্থনির স্টাফরা ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি মাতাল সম্পর্কিত কোনো উল্টোপাল্টা ঘটনার রিপোর্ট কেউ পায় তাহলে সাথে সাথে যেন জানানো হয়। মাতাল ছাড়াও যদি এমন কোনো ভিক্ষুক পাওয়া যায় যার কথাবার্তা কলেজ প্রফেসরের মতো তাহলেও জানাতে হবে। শেষমেশ পুলিশকে জানানো হলো অস্বাভাবিক যেকোনোকিছুর রিপোর্ট পেলেই যাতে জানানো হয়। সিআইএ-এর কথায় পুলিশ খুব গুরুত্ব দেয়। তারা সিআইএ-কে সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া। ভাবে, সিআইএ-কে সাহায্য করা মানে ইন্টারন্যাশনাল এসপিওনাজে একটু ভূমিকা রাখা। কী হাস্যকর ধারণা ওদের! স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভদ্রলোকের বক্তব্য শেষ হলো। এবার শুরু হবে গোল টেবিল বৈঠক। আমেরিকা চাইছে কিউবার কাছে অস্ত্র সরবরাহের পতন ঘটিয়ে

BanglaBook.org

নিজেদের লোককে গদিতে বসাতে। কী উপায়ে সেটা করা সম্ভব তা ভালো করেই জানা আছে অ্যান্থনির।

কিন্তু কোনোকিছু বলার উৎসাহ সে পাচ্ছে না। মাথাজুড়ে শুধু ল্যুক। বৈঠক শুরুর আগ মুহূর্তে ভেতরে ঢুকল পিট ম্যাক্সওয়েল। মিটিং-এর চেয়ারম্যানকে সে মাথা ঝুঁকে সম্মান দেখাল এবং নীরবেই বৈঠকের মাঝখানে অনুপ্রবেশ করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। মিটিং-এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন জর্জ কুপারম্যান। পিট অ্যান্থনির ঠিক পাশের চেয়ারে বসে একটা ফোল্ডার ধরিয়ে দিল অ্যান্থনিকে। ফোল্ডারে পুলিশ রিপোর্ট। দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিটি স্টেশনেই অস্বাভাবিক কিছু না কিছু হয়েছে। জেফারসন মেমোরিয়ালে একজন সুন্দরীকে গ্রেফতার করা হয়েছে পকেট মারার অপরাধে। কিন্তু গ্রেফতারের পর দেখা গেল সে মেয়ে না, ছেলে।

এক প্রকৃতিপ্রেমী চিড়িয়াখানায় ঈগল পাখির খাঁচা খুলে সব ঈগল ছেড়ে দিয়েছে। তারপর সে নিজে ঢুকেছে খাঁচার ভিতর। তার বক্তব্য, পাখির বদলে মানুষকে খাঁচার ভেতর বন্দি করা হোক। ওয়েসলি হাইটসে এক ভদ্রলোক এক্সট্রা চিজ দেয়া পিৎজা দিয়ে স্ত্রীর শ্বাসরোধের চেষ্টা করেছেন। এক ধর্মীয় প্রকাশনা কোম্পানির ডেলিভারি ট্রাক উল্টে গেছে জর্জিয়া অ্যাভিনিউতে। সেখানকার রাস্তায় বাইবেলের ছড়াছড়ি। তাই কোনো গাড়ি যেতে পারছে না। তৈরি হয়েছে যানজট।

আচ্ছা, ল্যুক কি ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে গেছে? কিন্তু তা কী করে হয়? রিপোর্ট পড়তে পড়তে ভাবছে অ্যান্থনি। বাস বা ট্রেন ছাড়া ওয়াশিংটন ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানেও টিকিটের টাকা লাগবে। ল্যুকের কাছে তো তা নেই। অবশ্য চুরি করে টাকা জোগাড় করা কোনো বিষয় না। কিন্তু চুরি করে টাকা জোগাড় করার ঝামেলায় কেন যাবে অ্যান্থনি? তার তো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তার মা থাকে নিউইয়র্কে, আর একমাত্র বোন বাল্টিমোরে। কিন্তু তথ্যগুলো এই মুহূর্তে ল্যুকের মাথায় নেই।

ওয়াশিংটন ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কোনো কারণ নেই ল্যুকের। রিপোর্ট খুব দ্রুত পড়ছে অ্যান্থনি। আবার বৈঠকের কথাতেও কান দিতে হচ্ছে। কার্ল হোবার্ট কিউবায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্ল স্মিথের কথা বলছেন। আর্ল স্মিথ চার্চের ফাদার এবং আরও কিছু লোক সংগঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এরা সবাই কিউবায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে নতুন সরকার চায়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিউবায় নতুন সরকার? নির্ঘাত পাগল নয় ক্রেমলিনের মাথা মোটা এজেন্ট স্মিথ। অ্যান্থনির তাই ধারণা।

BanglaBook.org

হঠাৎ পুলিশের একটা রিপোর্টে চোখ আটকে গেল অ্যান্থনির। সে পিটকে ফিসফিস করে বলল, 'এই ঘটনা কি সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল পিট। 'সত্যি। সেভেনথ এ স্ট্রিটে এক মাতাল একটা পুলিশকে ধরে ঠেঙিয়েছে।'

'মাতাল লোক পিটিয়েছে পুলিশকে?'

'আমরা যেখানে ল্যুককে হারিয়েছি, জায়গাটা সেখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

'এই মাতালকেই তাহলে আমরা খুঁজছি।' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল অ্যান্থনি। কার্ল হোবার্ট অ্যান্থনির হঠাৎ উটকো কথায় খুবই বিরক্ত হলেন। কথার মাঝখানে কথা তার অপছন্দ। বিষয়টা টের পেল অ্যান্থনি। সে আবার ফিসফিসে গলায় বললেন, 'পুলিশটাকে পিটিয়েছে কেন? কিছু কি চুরি করেছে লোকটা? যেমন ধরো, পুলিশের অস্ত্র!'

'তা করেনি। তবে পিটুনি হয়েছে বেদম। বেচারাকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে। ডান হাতের তর্জনী ভাঙ্গা ছিল তার।'

ইলেকট্রিক শকে যেমন ঝাঁকুনি লাগে তেমন একটা ঝাঁকুনি লাগল অ্যান্থনির শরীরে। সে জোরে বলে উঠল, 'এই সেই লোক।'

কার্ল হোবার্ট শীতল স্বরে বললেন, 'অ্যান্থনি, আপনার সমস্যা কী?'

জর্জ কুপারম্যান ভরাট গলায় বললেন, 'অ্যান্থনি, হয় চুপ থাকো, নয়তো বাইরে গিয়ে কথা বলে এসো।'

উঠে দাঁড়াল অ্যান্থনি। 'স্যরি জর্জ, আমি এক্ষুনি আসছি।' রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে, পেছনে পিট। দরজা বন্ধ করেই অ্যান্থনি বলল, 'এই মাতালই ল্যুক। ডান হাতের তর্জনী ভেঙ্গে দেওয়া ওর ট্রেডমার্ক। যুদ্ধের সময় গেস্টাপোদের ধরে ডান হাতের তর্জনী ভাঙতো ল্যুক। যাতে ওরা আর ট্রিগার না চালাতে পারে।' পিট কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। 'একথা আপনি কী করে জানলেন?'

অ্যান্থনি টের পেল কথাটা বলে বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছে সে। পিট জানে যে ল্যু একজন ডিপ্লোম্যাট, এই মুহূর্তে নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার। ল্যুকের সাথে যে অ্যান্থনির ব্যক্তিগত পরিচয় আছে তা পিটের জানা নেই। নিজের ভুলের জন্য হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে অ্যান্থনির। হাত কামড়ে এখন কিছু হবে না। ভুলটা সামাল দিতে হবে। সে বলল, 'তোমাকে আমি সবটা বলিনি, আমি আর ল্যুক ওএসএস বাহিনীতে একসাথেই ছিলাম।' গলার স্বরে কোনোরকম হেরফের হলো না অ্যান্থনির। ভ্রূ কুঁচকে গেল পিটের। সে বিচিত্র দৃষ্টিতে অ্যান্থনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'যুদ্ধের পর ব্যাটা হয়েছে ডিপ্লোম্যাট। খারাপ না বিষয়টা। কিন্তু মনে হচ্ছে না ওর বউয়ের সাথে ঝামেলার জন্য নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। ঘটনা আরও আছে।'

BanglaBook.org

'হুমম। ঘটনা আরও থাকার কথা।' অ্যান্থনির কথা মেনে নিল পিট। সে বলল, 'একে তো মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথার খুনি। নির্দ্বিধায় একটা মানুষের আঙ্গুল ভেঙ্গে দেওয়া সহজ কাজ না।'

ল্যককে কখনো এভাবে ভেবে দেখেনি অ্যান্থনি। তাও সে বলল, 'ঠাণ্ডা মাথার খুনি?

'হ্যাঁ তা তো অবশ্যই। নইলে কি আর অমন করে?'

পিটকে তার কথা বিশ্বাস করানো গেছে। তৃপ্তি পেল অ্যান্থনি। কথা না বাড়িয়ে ল্যককে খুঁজে বের করা দরকার। সে বলল, 'আচ্ছা, মারামারিটা কখন হয়েছে?'

'সকাল সাড়ে নটায়।'

'ওহ্ খোদা! চার ঘণ্টারও আগের কাহিনি। এই সময়ে তো সে শহরের যে কোনো প্রান্তে চলে যেতে পারে।'

'আমরা এখন কী করব?'

'এই স্ট্রিটে কয়েকজন এজেন্টকে ল্যকের ছবিসহ পাঠিয়ে দাও। লোকজনকে ধরে ওরা জিজ্ঞাসা করবে যে ছবির লোকটাকে দেখেছে কিনা। দেখো কোনো সূত্র পাও কিনা। আর পিটুনি খাওয়া পুলিশটার সাথেও কথা বলবে।'

'ওকে।'

'আর যদি দরকার হয় তবে সোজা আমাকে খবর দেবে। মিটিং-ফিটিং জাহান্নামে যাক। ঠিক আছে?'

'ওকে।'

অ্যান্থনি রুমের ভেতর ঢুকে গেল। তার একসময়ের সহযোদ্ধা জর্জ কুপারম্যান অস্থির গলায় বলছেন 'আমাদের এক গ্রুপ স্পেশাল ফোর্সের টাফ গাইদের পাঠিয়ে ঐ ব্যাটা কাস্ত্রোর পুতুল সৈনিকদের সাফ করে ফেলতে হবে। সময় দেওয়া হবে ঠিক দেড় দিন।'

স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভদ্রলোক ভীত গলায় বললেন, 'এই অপারেশনের কথা কি গোপন রাখা যাবে?'

জর্জ বললেন, 'না, তা যাবে না। তবে স্থানীয় বিদ্রোহী বাহিনীর কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। গুয়াতেমালাতে আমরা যা করেছিলাম এখানেও তাই করতে হবে।'

কার্ল হোবার্ট মাঝখান থেকে বললেন, 'মাফ করবেন, প্রশ্নটা যদি বোকার মতো হয়ে যায়। ইরানে এবং গুয়াতেমালায় আমরা যা করেছি তা আমরা চেপে গেছি কেন?'

BanglaBook.org

স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভদ্রলোক বললেন, 'কারণ, আমরা আমাদের কাজের ধারা বাকি দুনিয়াকে জানাতে চাই না।'

হোবার্ট বললেন, 'মাফ করবেন। রাশিয়ানরা জানে ও কাজ আমাদের। ইরান, গুয়াতেমালা ওরাও জানে কাজটা আমাদের। ইউরোপের খবরের কাগজে তো বড় বড় করে আমাদের কথা লিখেছি। কেউ আমাদের কাজে ধোঁকা খায়নি, কেবল আমেরিকার জনগণ বাদে। আমেরিকান জনগণের কাছে মিথ্যে বলে আমাদের লাভ কী?'

তীব্র বিরক্তি নিয়ে জর্জ বললেন, 'যদি আমরা সব স্বীকার করি তবে কংগ্রেস থেকে তদন্ত হবে। চুতিয়া পলিটিশিয়ানরা প্রশ্ন করবে ন্যাকা ন্যাকা গলায়, আপনাদের কাজ কি আইনসম্মত? আপনারা কি দরিদ্র ইরানবাসীদের কথা ভেবেছেন একবারও? গুয়াতেমালার কলাচাষিদের ক্ষেতে মানুষ মেরে কী লাভ হলো?'

হোবার্ট জেদি গলায় বললেন, 'প্রশ্নগুলো তো অযৌক্তিক না। আমরা কি আসলেই ইরান বা গুয়াতেমালার কোনো উপকার করতে পেরেছি? গুয়াতেমালার এখন যে সেনাবাহিনী তার সাথে গুণ্ডা দলের কি কোনো পার্থক্য আছে? নেই।'

জর্জ মেজাজ হারালেন। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আপনার কী ধারণা, আমরা এখানে ক্ষুধার্ত ইরানবাসীদের খাবারের কথা চিন্তা করতে বসি? নাকি দক্ষিণ আমেরিকার মূর্খগুলোর স্বাধীনতা নিয়ে বৈঠক করি? অসম্ভব! আমরা শুধু আমেরিকান স্বার্থের কথা ভাবি। শুধু আমেরিকার স্বার্থ। আর ডেমোক্রেসি? ফাক ডেমোক্রেসি!' এক মুহূর্ত নীরব রইলেন কার্ল হোবার্ট। তারপর বললেন, 'কথাগুলো যে সরাসরি বললেন, তাতে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি।'

BanglaBook.org

দুপুর : ২টা

প্রতিটি সার্জেন্ট মোটরে আছে একটি করে ইগনিটর। প্রতিটি ইগনিটরে থাকে দুটি করে ম্যাচ। ম্যাচগুলো তার দিয়ে প্যাঁচানো, পরস্পরের সমান্তরাল অবস্থানে থাকে। এর ভেতর মেটাল অক্সিডেন্টের একটা জেলিরোল প্লাস্টিকের আবরণে আবদ্ধ থাকে। এই ইগনিটরগুলো খুবই স্পর্শকাতর ধরনের। যদি কেইপ ক্যানাভেরালের ১২ মাইলের ভেতরেও কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক্যাল স্টর্ম তৈরি হয় তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে, যাতে অ্যাক্সিডেন্টাল ফায়ারিং না হয়।

জর্জটাউনের একটা দোকান থেকে মিহি ধূসর বর্ণের ফেল্ট হ্যাট আর একটি নেভিউল টপকোট কিনে নিল ল্যুক। ওগুলো পরেই সে বেরিয়ে এলো বাইরে। ভদ্র সমাজে এখন সে গ্রহণযোগ্য একজন মানুষ। এবার নিজের সমস্যা নিয়ে ভাবা শুরু করল ল্যুক। প্রথমে জানতে হবে স্মৃতিবিষয়ক জিনিস। স্মৃতি কী কারণে লুপ্ত হতে পারে তা জানতে হবে। এর রকমফের আছে কিনা, কত দিন সমস্যা থাকে, সব জানতে হবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এই সমস্যার বা রোগের চিকিৎসার কথা আগে জানতে হবে।

তথ্যের জন্য কোথায় যাওয়া যায়? লাইব্রেরিতে?

কিন্তু লাইব্রেরি কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে? ম্যাপ দেখতে হবে। কাপড়ের দোকানের পাশেই একটা নিউজ-স্ট্যান্ড। সেখানেই ওয়াশিংটনের রাস্তার ম্যাপ পাওয়া গেল। ম্যাপ কিনল ল্যুক। ম্যাপে বেশ বড় করে সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরির কথা লেখা। সেদিকেই সে রওনা দিল।

লাইব্রেরি বিল্ডিং ইয়া বিশাল এক বিল্ডিং, মাটির উপর গ্রিক মন্দিরের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিল্ডিং-এর প্রবেশ মুখের চারপাশে চমৎকার সব পিলার। তার উপর পেডমেন্ট খোদাই করে লেখা–

'বিজ্ঞান-সাহিত্য-ইতিহাস'

ভেতরে ঢুকতে প্রথমে একটু অস্বস্তি লাগল ল্যুকের। পরে মনে হলো সে তো আর এখন মাতাল ভিক্ষুক না, ভদ্রলোক। ঢুকতে সমস্যা কী? সোজা ভেতরে

BanglaBook.org

ঢুকে গেল ল্যুক। নতুন এই চেহারার বেশ প্রভাব দেখা গেল। ঢোকা মাত্র লাইব্রেরিয়ান ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ক্যান আই হেলপ ইউ, স্যার?'

ভদ্রমহিলার কথায় খুব স্বস্তি পেল ল্যুক। সারাটা সকাল সবাই বড্ড বাজে ব্যবহার করেছে। এখন পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে। ভালো লাগছে ল্যুকের। সে বলল, 'আমি আসলে স্মৃতি সম্পর্কিত বই খুঁজছি।'

ভদ্রমহিলা বলল, 'ওই বিষয়ের বই পাবেন সাইকোলজি সেকশনে। আমার সাথে আসুন। দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ভদ্রমহিলা সিঁড়ি ধরে উঠে গেল উপরের তলায়। সিঁড়িগুলো দেখার মতো জিনিস। উপরের তলায় উঠে একটা কোন দেখিয়ে দিল লাইব্রেরিয়ান। সেদিকের সেলফে একবার চোখ বোলাল ল্যুক। সাইকো অ্যানালিসিস, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট, পারসেপশন ইত্যাদি নিয়ে রাশি রাশি বই। এগুলো বোধহয় তার কাজে আসবে না।

একটা বেশ মোটাসোটা বই বের করল ল্যুক।

নাম 'দ্য হিউম্যান ব্রেইন'। বই ঘেঁটে তাতে স্মৃতি সম্পর্কিত খুব বেশি কিছু পাওয়া গেল না। টেকনিক্যাল কথাবার্তায় ভর্তি। কয়েকটা সমীকরণের মতো বিষয়ও আছে। সমীকরণগুলো পরিষ্কার বুঝল ল্যুক। কিন্তু বাকি অংশ কিছুই বোঝা গেল না। একটা বইয়ের উপর চোখ আটকে গেল তার। নাম 'An Introduction to the Psychology of Memory'। যিনি লিখেছেন তার নাম বিল্লাহ জোসেফসন। বইয়ের নামে মনে হচ্ছে এতে কাজ হতে পারে। বইটা খুলে স্মৃতি বিষয়ক একটা অধ্যায় পেল ল্যুক।

তাতে বলা হচ্ছে–

কোনো মানুষ তার স্মৃতি হারালে ঘটনাটিকে বলা হয় গ্লোবাল অ্যামনেশিয়া।

কথাগুলো পড়ে উদ্দীপ্ত হলো ল্যুক। স্মৃতি হারানো মানুষ সে-ই প্রথম না। আগেও এ রকম ঘটনা ঘটেছে। নইলে বইতে এ কথা লেখা হতো না।

বইতে আরও লেখা–

এই অবস্থায় রোগী আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়। নিজের পিতা-মাতা এমনকি সন্তানকেও চিনতে পারে না। আবার অনেক কিছু সে করতে পারে। যেমন পূর্বে যদি তার গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা থাকে তবে সে গাড়ি চালাতে পারবে, বিদেশি ভাষায় দখল থাকলে সেই ভাষা ব্যবহার করতে পার। ইঞ্জিনিয়ার হলে ইঞ্জিন খুলে আবার জোড়া দিতে পাাবে। আসলে এ ধরনের পরিস্থিতিকে আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয় 'অটোবায়োগ্রাফিক্যাল অ্যামনেশিয়া'।

BanglaBook.org

ঠিক এ বিষয়টিই তো হয়েছে ল্যুকের। সে নিজের পরিচয় জানে না কিন্তু তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা বলে দিতে পারে, চাবি ছাড়াই চুরি করতে পারে গাড়ি। বইয়ের পরবর্তী অংশে ড. জোসেফসন ব্রেইনের বিবিধ অংশে বিবিধ স্মৃতির আধার সম্পর্কিত একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের মস্তিষ্ক অনেকটা ফাইলিং কেবিনেটের মতো। এর নির্দিষ্ট একটি অংশে নির্দিষ্ট কিছু স্মৃতি থাকে।

অটোবায়োগ্রাফিক্যাল মেমোরি মূলত আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জমা রাখে। এই স্মৃতির সাথে সময় ও স্থানের বিষয়টা মাথায় থাকে। তাই আমরা শুধু একটি ঘটনাই যে মনে করতে পারি তা নয়, তা কোথায় কখন হয়েছিল তাও মনে রাখতে পারি। লং টার্ম সিমনেটিক মেমোরি সাধারণত সাধারণ জ্ঞানের মতো বিষয়গুলো ধারণ করে।

যেমন কানাডার প্রধানমন্ত্রী কে, রোমানিয়ার রাজধানী কোথায় বা চতুর্মাত্রিক সমীকরণ সমাধানের সহজ উপায়। এসব এই মেমোরি খুব যত্ন করে সংরক্ষণ করে। শর্ট টার্ম মেমোরি স্বল্প সময়ের জন্য মস্তিষ্ক ব্যবহার করে, তারপর ভুলে যায়। যেমন টেলিফোন গাইড থেকে একটা নাম্বার দেখে ডায়াল করা পর্যন্ত আমাদের নাম্বার মনে থাকে, পরে আমরা ভুলে যাই। এটি হচ্ছে শর্ট টার্ম মেমোরির চমৎকার উদাহরণ।

এরপর লেখিকা বিভিন্ন রোগীর কেইস হিস্ট্রি দিয়েছেন। এদের মাথায় কোনো একটি ফাইলিং কেবিনেট নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বাকিগুলো ঠিকই রয়ে গেছে।

বিষয়টা অনেকটা ল্যুকের মতো। বইটা পড়ে বিশাল স্বস্তি পেল ল্যুক। লেখিকার প্রতি তার এক ধরনের কৃতজ্ঞতা বোধও তৈরি হলো। এখন সে জানে তার কী হয়েছে, যা হয়েছে তা পূর্বেও অনেকের হয়েছে।

হঠাৎ করেই একটা ভাবনা মাথায় উঁকি দিল ল্যুকের। তার বয়স এখন ত্রিশের ঘরে। তাহলে অন্তত বছর দশেক সে অবশ্যই কোনো পেশায় নিযুক্ত ছিল। সেই পেশাগত জ্ঞান তো মাথায় লং টার্ম সিমনেটিক মেমোরি হিসেবে থাকার কথা। মাথায় যদি তথ্য অক্ষত থেকে থাকে তবে তা বের করা যাবে। আর পেশা বের করা গেলেই তো পরিচয় আবিষ্কার করার প্রথম ধাপটা পার হবে।

বইয়ের সারির দিকে তাকিয়ে ল্যুক চিন্তা করার চেষ্টা করল ঠিক কী ধরনের জ্ঞান তার আছে। সিক্রেট এজেন্টের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তা হওয়ার সম্ভাবনা সে আগেই বাতিল করে দিয়েছে।

কারণ তার চামড়া নরম এবং বাইরের কাজে আবহাওয়াতে চামড়া এ রকম থাকা সম্ভব নয়। তাই সে সিক্রেট এজেন্ট নয় এবং একই কারণে সে পুলিশও নয়।

BanglaBoi.org

জ্ঞান কী ধরনের আছে তা খোঁজা খুব কঠিন কাজ। ফ্রিজের দরজা খুললে যেমন সব একনজরে দেখে ফেলা যায় তেমনটা হলে খুব ভালো হতো। কিন্তু সমস্যা হলো মাথাটা তো ফ্রিজ না। মাথার ভেতর কিছু খোঁজা অনেকটা লাইব্রেরির ক্যাটালগে বই খোঁজার মতো। খোঁজার আগে জানতে হবে কী খুঁজছি। হতাশা লাগছে, আবার নিজেই নিজেকে আশার বাণী শোনাচ্ছে, ধৈর্য ধরো বৎস, মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করে দেখ। রাস্তা পাওয়া যাবেই।'

আচ্ছা যদি সে লইয়ার হয় তাহলে কি সে হাজার হাজার আইন মুখস্থ বলতে পারবে? কিংবা যদি ডাক্তার হয় তাহলে কি রোগীর চেহারা দেখেই বলতে পারবে যে রোগীর অ্যাপেনডিসাইটিস?

নাহ্ এভাবে হবে না। গত কয়েক মিনিট যা করা হয়েছে তা ভেবে দেখতে হবে। গত কয়েক মিনিটের মধ্যে শুধু একটা বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে *The Brain* বইটার সমীকরণ খুব সহজেই বুঝেছে, তবে অন্যান্য কথাবার্তা সে একদমই বোঝেনি। হয়তো সে এমন কোনো পেশায় ছিল যেখানে সংখ্যার একটা ভূমিকা আছে। অ্যাকাউনটেনসি বা ইনস্যুরেনসের কিছু হতে পারে। কিংবা হয়তো ম্যাথ টিচার।

সেলফের একপাশে পুরো ম্যাথ সেকশন আলাদা পাওয়া গলে। একটা বই চোখে লাগল ল্যুকের; নাম 'নাম্বার থিওরি'। বই নিয়ে পাতা উল্টানো শুরু করল সে। সব বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে দেওয়া। বই থেকে মুখ তুলল ল্যুক। কী যেন খটকা লাগল! হঠাৎ করেই বিষয়টা বুঝতে পারল সে। নাম্বার থিওরির প্রতিটি কথা তার জানা।

বেশ বড় একটা সূত্র পাওয়া গেল। বইয়ের পাতায় লেখার চাইতে বেশি হচ্ছে সমীকরণ। এই বই সাধারণ জনগণের জন্য লেখা না, এটি পরিষ্কার অ্যাকাডেমিক কাজ। কিন্তু বিষয় হলো, বইটি ল্যুক পরিষ্কার বুঝতে পারছে। সে তাহলে কোনো রকম বিজ্ঞানী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

বিশাল আশা বুকে নিয়ে কেমিস্ট্রি সেলফের দিকে এগিয়ে গেল ল্যুক। একটা বই বের করল সে। নাম *পলিমার ইঞ্জিনিয়ারিং*। বইয়ের কথাবার্তা সে ধরতে পারছে কিন্তু বিষয়টা ঠিক সহজবোধ্য হচ্ছে না। তারপর ল্যুক এগিয়ে গেল ফিজিক্স অংশে। এবারও শেলফ থেকে একটা বই বের করল সে। নাম *A Symposium on the Behaviors of Cold and Very Cold Gases*; বইটা মজার গল্পের বাইয়ের মতো সহজবোধ্য।

চিন্তাভাবনা সীমার মধ্যে আনার চেষ্টা করল ল্যুক। সে অতীতে ম্যাথ এবং ফিজিক্স সম্পর্কিত কিছুর সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু ফিজিক্সের কোন্ অংশ?

BanglaBook.org

শীতল গ্যাসের বিষয়টায় মজা লেগেছে। আবার লেখক যা লিখেছেন তার সবটুকু সে জানে না। আবার সব শেলফে চোখ বোলাল ল্যুক। জিওফিজিক্সে এসে থামল সে। পত্রিকার খবর সম্পর্কিত কী যেন লেখা ছিল। এবার আরেকটা বই হাতে নিল ল্যুক। নাম *Principles of Rocket Design.*

বইটাতে একেবারে প্রাথমিক সব কথাবার্তা লেখা। বইয়ের প্রথম পাতাতেই একটা ভুল চোখে পড়ল ল্যুকের। পড়তে পড়তে চোখে পড়ল আরও দুটি ভুল।

চিৎকার করে উঠল ল্যুক, 'পেয়েছি।' বইয়ের ভুল যদি তার পক্ষে ধরা সম্ভব হয় তাহলে সে এই বিষয়ে এক্সপার্ট। তার মানে, সে রকেট সায়েন্টিস্ট।

আচ্ছা গোটা আমেরিকায় কয়টা সায়েন্টিস্ট আছে? কয়েকশোর বেশি হওয়ার কথা না। ইনফরমেশন ডেস্কে লাইব্রেরিয়ান ভদ্রমহিলাকে ল্যুক বলল, 'আচ্ছা, আপনাদের কাছে বিজ্ঞানীদের কোনো তালিকা হবে?'

'অবশ্যই *Dictionary of American Scientist* নামে একটা বইতে পাবেন। সায়েন্স সেকশনের শুরুতেই বইটা পাওয়ার কথা।'

বইটা খুব সহজে পাওয়া গেল। বিশাল বই। যত বড়ই হোক, আমেরিকার প্রত্যেক বিজ্ঞানীর কথা নিশ্চয়ই এতে নেই। শুধু কৃতী বিজ্ঞানীদের কথাই থাকার কথা। তারপরেও একবার দেখা যাক। একটা টেবিলে বসে ল্যুক নাম দিয়ে সূচিপত্র ঘাঁটা শুরু করল ল্যুক। খুব অস্থির অস্থির লাগছে তার।

ল্যুক প্যারাফিট নামে একজন বায়োলজিস্ট পাওয়া গেল। একজন আর্কিওলজিস্ট আছেন। লুকাস ডিমিত্রি নাম। একজন ফার্মাকোলজিস্ট আছেন। নাম ল্যুক ফাটেইনক্রিড। কিন্তু কোনো ফিজিশিস্ট নেই।

একবার দুইবার দেখা শেষ করল ল্যুক। জিওফিজিকিস্ট, অ্যাস্ট্রোনমার সবই দেখা হলো, কিন্তু ল্যুক নামটা পাওয়া গেল না। আচ্ছা ল্যুক আসলেই তার নাম তো, নাকি? তাও তো নিশ্চিত না। পিট একবারই নামটা উচ্চারণ করেছে। কে জানে, তার আসল নাম হয়তো পার্সিভাল।

খুব হতাশ লাগছে তার, কিন্তু হাল ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

আরেকবার বিষয়টা ভাবল ল্যুক। তাকে চেনে এ রকম লোক কোথাও তো অবশ্যই আছে। ল্যুক নামটা তার না হতে পারে, চেহারাটা তো তারই। কোনো বন্ধু বা সহকর্মীর তো তাকে চেহারা দেখেই চেনার কথা। অবশ্য তার আগে এ রকম কাউকে খুঁজে পেতে হবে। কোথায় খুঁজতে হবে তা এই মুহূর্তে ল্যুক জানে। সে যেহেতু রকেট সায়েন্টিস্ট, তার সহকর্মীদেরও তা-ই হওয়ার কথা।

BanglaBook.org

সায়েন্টিস্টদের কোথায় পাওয়া যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে।

একটা এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে তাতে ওয়াশিংটনের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা দেখল ল্যূক। শেষমেশ জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিই বেছে নিল সে। একটু আগেই সে জর্জটাউনে ছিল। রাস্তাটা চেনা। যেতে সুবিধা হবে। সিটি ম্যাপে রাস্তা দেখে নিল ল্যূক। ম্যাপে দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় পঞ্চাশ ব্লকের বিশাল এক এলাকা। এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স্ ডিপার্টমেন্ট নিশ্চয়ই জডনখানেক হবে। এদের কেউ না কেউ তো অবশ্যই তাকে চিনবে।

এক বুক আশা নিয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এলো ল্যূক। গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল। গন্তব্য, জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি।

BanglaBook.org

দুপুর : ২.৩০

ইগনিটরের কাজ 'ফায়ারিং'। এই কাজটা সচরাচর ভ্যাকুয়ামে করানো হয় না। কিন্তু জুপিটার রকেটে ভ্যাকুয়ামে ফায়ারিং দরকার। তাই ইগনিটরের ডিজাইনে কিছু মৌলিক পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তনগুলো হচ্ছে ১. পুরো মোটর একটি এয়ারটাইট কনটেইনারে সিল করা হয়েছে। ২. কন্টেইনারে ফাটল ধরলে কী হবে? এই সম্ভাবনা মাথায় রেখে ইগনিটরকেও রাখা হয়েছে আলাদা একটি সিলড কন্টেইনারে। ৩. এই মাল্টিপাল ফইল-সেইফ এপ্লিকেশনের একটি গালভরা নাম আছে, তা হচ্ছে 'রিডানডেনসি'।

কিউবা মিটিংয়ে মাঝখানে একটা কফি বিরতি দেওয়া হলো। এই ফাঁকে অ্যান্থনি চলে গেলেন বিল্ডিংয়ে, মনে মনে আকুল প্রার্থনা লোকজন যাতে এরই মধ্যে ল্যুকের খবর নিয়ে আসে।

পিটের সাথে সিঁড়িতেই দেখা হলো। সে বলল, 'একটা অদ্ভুত খবর আছে।'

অ্যান্থনির হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। 'কই দেখি!'

'জর্জটাউনের পুলিশ থেকে রিপোর্ট এসেছে। এক মহিলা গিয়েছিল বাজারে। বাজার শেষে বাড়িতে ফিরে দেখে কেউ তার বাড়িতে ঢুকেছিল। বাড়িতে ঢুকে শাওয়ার নিয়েছে। রেখে গেছে ময়লা জামা-কাপড় আর একটা স্যুটকেস।'

ঝাঁকি খেল অ্যান্থনি। 'অবশেষে — চান্দু হাতে পড়েছে। ঠিকানা বলো।'

'কিসের ঠিকানা।'

'ঐ মহিলার বাড়ির ঠিকানা।'

'আপনার কি মনে হয় এই সেই লোক?'

'অবশ্যই। ময়লা জামাকাপড়ে ওর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। একটা ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে সেইভ করেছে। শাওয়ার নিয়েছে। তারপর ভদ্রস্থ কাপড় পরে বেরিয়ে গেছে, ওর স্বভাবটাই এ রকম, বাজে জামাকাপড় একদম সহ্য করতে পারে না।'

পিট চিন্তিত মুখে তাকাল অ্যান্থনিয় দিকে। 'আপনি দেখছি লোকটাকে বেশ ভালো চেনেন।'

BanglaBook.org

অ্যান্থনি বুঝল ভুল আবারও হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে বেশি কথায় গেল না সে, শুধু বলল 'আমি ওর ফাইল পড়েছি।'

পিট বলল, 'স্যরি, কিছু জামাকাপড়, স্যুটকেস এসব বাড়িতে ফেলে যাওয়ার কারন কী?'

'আমার ধারণা কাজ শেষ হবার আগেই ভদ্রমহিলা বাড়ি ফিরেছেন।'

'কিউবা মিটিংয়ের কী হলো?'

এ সময় পাশ দিয়ে একজন সেক্রেটারি যাচ্ছিল। সেক্রেটারিকে ডেকে অ্যান্থনি বলল, 'শুনুন, P বিল্ডিংয়ে একটা ফোন করবেন, ফোন করবেন মি. হোবার্টের কাছে। বলবেন আমার পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। পিট ম্যাক্রওয়েল আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেছে।'

সেক্রেটারি বিস্ময়ে হা হয়ে গেল। বলল 'পেটব্যথা?' কথাগুলো বলেই অ্যান্থনি হাঁটা শুরু করেছে। হাঁটতে হাঁটতেই সে বলল, 'হ্যাঁ, পেটে ব্যথা, আপনার যদি আরও ভয়াবহ কোনো রোগের নাম মনে পড়ে তাহলে সেটাই বলে দেবেন।'

বিল্ডিং থেকে বেরিয়েই অ্যান্থনি উঠল হলুদ ক্যার্ডিলাকে। পিছু পিছু পিট গাড়িতে ওঠে। অ্যান্থনি বলল, 'এ গাড়ি চালাতে সূক্ষ্ম হাতের দরকার, নয়তো তোমাকেই চালাতে দিতাম।'

গাড়ি চালানো শুরু করল অ্যান্থনি। চালাতে চালাতে সে বলল, 'ভালো সংবাদ হচ্ছে ল্যুক আমাদের জন্যে কিছু সূত্র রেখে গেছে। কিন্তু দুঃসংবাদ হচ্ছে আমাদের জনবল 'কম', তাই ভাবছি ওয়াশিংটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে কাজে লাগান।'

দ্বিধান্বিত স্বরে পিট বলল, 'গুড লাক। কিন্তু এখন আমার কাজ কী?'

'পুলিশের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। আর কথাবার্তা যা বলার আমিই বলব।'

'পারব বোধহয়।'

দ্রুত চালিয়ে ঠিকানা মতো পৌঁছে গেল অ্যান্থনি। জায়গাটা ঠান্ডা নিরিবিলি। আর যে বাড়ি দেখা যাচ্ছে তা বোধহয় অনুপরিবারের জন্য বানানো। বাড়ির বাইরে একটা পুলিশের গাড়িও দেখা যাচ্ছে।

বাড়িতে ঢোকার আগে চারপাশ দেখে নিল অ্যান্থনি। রাস্তাটা সুন্দর। রাস্তার দুপাশে বাড়ি। রাস্তার ও পাশের বাড়িগুলো খুঁটিয়ে দেখা শুরু করল সে। মুহূর্তখানেক পর ঠিক যা দরকার তা পেয়ে গেল অ্যান্থনি। একটা বাড়ির দোতলায় এক বৃদ্ধার মুখ। কৌতূহলে ঝলমল চেহারা। অ্যান্থনির সাথে চোখাচোখি হওয়ার পরও বৃদ্ধা জানালা থেকে সরেনি। এ রকম একজনই

BanglaBook.org

দরকার। সব বিষয়ে নাক গলানো একজন প্রতিবেশী। অ্যান্থনি বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে হাসল, একটা স্যালুটও ঠুকল। জবাবে মাথা নাড়ল বৃদ্ধা।

ঘুরে বাড়িতে ঢুকল অ্যান্থনি। দরজায় হালকা আঁচড়ের ছাপ। কোথাও অপ্রয়োজনীয় কিছুই করা হয়নি। পুরো নিঁখুত কাজ। ল্যুকের চরিত্রের সাথে বিষয়টা মেলে।

চমৎকার দেখতে এক মহিলা দরজা খুলে দাঁড়াল। মহিলা মা হতে চলেছেন। প্রসবের তারিখ বোধহয় সহসাই হবে। মহিলা পিট ও অ্যান্থনিকে লিভিং রুমে নিয়ে গেল। লিভিং রুমের সোফায় দুজন বসে আছে। তাদের হাতে কফি, মুখে সিগরেট। দুজনের মধ্যে একজন ইউনিফর্ম পরা পেট্রলম্যান। আরেকজনের পরনে সস্তাদরের শাকস্কিন স্যুট। এ ব্যাটা বোধহয় গোয়েন্দা। দুজনের সামনে কফি টেবিল, টেবিলের উপর একটা খোলা স্যুটকেস।

অ্যান্থনি পুলিশের কাছে নিজের পরিচয় দিল। তবে মিসেস বনেত্তিকে বলা হলো তারা পুলিশের লোক। এই বিষয়ে সিআইএ জড়িত, এই তথ্যটা মহিলা বা তার বন্ধু-বান্ধবীরা জানুক তা চায় না অ্যান্থনি।

গোয়েন্দা লোকটার নাম লুইস হাইট। সে মৃদু গলায় বলল, 'আপনারা এ বিষয়ের কিছু জানেন?'

'বোধহয় আপনাদের সাহায্য করার মতো তথ্য আমাদের হাতে আছে। কিন্তু তার আগে বলুন আপনারা কী পেলেন?'

হাইট কিছুটা বিভ্রান্তির সুরে বলল 'এই যে স্যুটকেসটা পেয়েছি। মালিকের নাম বোলি অ্যানসট্রুথার, জুনিয়ার। এই লোক থাকে নিউইয়র্কে। সে মিসেস বনেত্তির বাড়িতে ঢুকেছে, শাওয়ার নিয়েছে। তারপর বেরিয়ে গেছে। যাওয়ার আগে কষ্ট করে স্যুটকেস ফেলে গেছে। অদ্ভুত লোক!'

খুব মনোযোগ দিয়ে স্যুটকেস দেখাল অ্যান্থনি। উঁচু মানের ট্যান করা চামড়ার ব্যাগ। অর্ধেক ভর্তি। ব্যাগের জিনিসপত্রের দিকে তাকাল সে। পরিষ্কার শার্ট আর আন্ডারওয়্যার আছে। জুতা, প্যান্ট কিংবা জ্যাকেট নেই।

অ্যান্থনি বলল, 'মনে হচ্ছে মি. অ্যানসট্রুথার আজকেই নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন পৌঁছেছেন।'

নড করল হাইট। মিসেস বনেত্তি বলল, 'আপনি বুঝলেন কী করে?'

হাসল অ্যান্থনি, বলল 'সে বিষয়ে আপনাকে মি. হাইট ভালো করে বলতে পারবেন।' মহিলার যাবতীয় আগ্রহ হাইটের দিকে সরিয়ে দিল অ্যান্থনি।

'ব্যাগে পরিষ্কার আন্ডারওয়্যার আছে, কিন্তু কোনো ব্যবহৃত কাপড় নেই। তার মানে লোকটা তার কাপড় বদলায়নি। তার মানে রাতও কোথাও

BanglaBook.org

কাটায়নি। তাহলে কী দাঁড়ায়? লোকটা আজ সকালেই বাড়ি ছেড়েছেন।' ব্যাখ্যা দিল হাইট।

অ্যান্থনি বলল, 'কিছু পুরোনো কাপড় বোধহয় ফেলে গেছে।'

এবার উত্তর দিল পেট্রলম্যান, তার নাম লনি। সে কাউচের পাশে রাখা একটা কার্ডবোর্ড বাক্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি পাইছি, এই বাক্সের মধ্যে রাখছি সব। একটা রেইনকোট, শার্ট, প্যান্ট আর জুতা।'

কাপড়গুলো অ্যান্থনির চেনা। এগুলোই ল্যুককে পরানো হয়েছিল। সে বলল, 'আমার মনে হয় মি. অ্যানস্ট্রুথার এ বাড়িতে ঢোকেননি। খুব সম্ভবত এই ব্যাগ তার কাছ থেকে সকালে চুরি বা ছিনতাই করা হয়েছে। চুরি বা ছিনতাইয়ের ঘটনাস্থল যদ্দুর মনে হয় ইউনিয়ন স্টেশন।'

অ্যান্থনি লনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি স্টেশনের ধারকাছের রেলরোড স্টেশনে খোঁজ নেবেন? খালি জিজ্ঞাসা করবেন ওখানে আজ সকালে চুরি বা ছিনতাইয়ের কোনো রিপোর্ট গেছে কিনা।'

'অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবো।'

'মিসেস বনেত্তি, আপনার ফোনটা কি ব্যবহার করা যাবে?'

মিসেস বনেত্তি বলল, 'অবশ্যই। কেন নয়? আমার ফোনটা হলওয়েতে। কষ্ট করে একটু হলওয়েতে আসতে হবে।'

অ্যান্থনি বলল, 'রিপোর্টে ব্যাগের জিনিসপত্রের একটা লিস্ট থাকার কথা। আমার বিশ্বাস এখানে যা দেখছেন, লিস্টে তার সাথে একটা স্যুট আর একজোড়া জুতা থাকবে। স্যুটটার বর্ণনা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।'

রুমের সবাই বেশ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল অ্যান্থনির দিকে। এ লোক সব আগে থেকেই কী করে জানে?

'ওকে,' বলেই পেট্রলম্যান চলে গেল হলওয়েতে। অ্যান্থনির ভালো লাগছে। পুলিশকে কোনো রকম না খুঁচিয়েই তদন্তের দায়িত্ব নেওয়া গেছে। গোয়েন্দা হাইট খুব আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে অ্যান্থনির দিকে, যেন সে অ্যান্থনির কাছে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানতে চাইছে।

অ্যান্থনি বলল, মি. অ্যানস্ট্রুথারের হাইট খুব সম্ভবত ছয় ফুট এক বা দুই ইঞ্চি। ওজন ১৮০ পাউন্ড, অ্যাথলেটিক বিল্ড। মি. লুইস, আপনি যদি শার্ট পরীক্ষা করে দেখেন তবে নেক সিক্সটিন আর থার্টি ফাইভ স্লিভ পাবার কথা।'

'ঠিকই বলেছেন। পরীক্ষা করেছি আমি।' উত্তর দিল লুইস।

মিহি গদগদ একটা হাসি দিয়ে অ্যান্থনি বলল, 'আরে তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি যে এখানে আগে এসেছেন। স্যুটকেস চুরি করে এখানে এসে যে লোক কাজ সেরে গেছে তার ছবি আছে আমাদের কাছে।'

BanglaBook.org

পিটের দিকে তাকিয়ে নড করল অ্যান্থনি। পিট লুইসের হাতে একটা ছবি ধরিয়ে দিল।

এবার অ্যান্থনি বলল, 'লোকটার নাম আমরা জানি না। তবে তার উচ্চতা ছয় ফুট এক ইঞ্চি। ওজন ১৮০ পাউন্ড, অ্যাথলেটদের মতো স্বাস্থ্য। এবং স্মৃতি হারানো মানুষের মতো অভিনয় তার করার কথা।

হাইট বলল, 'কাহিনিটা কী? এই লোক অ্যানস্ট্রুথারের ব্যাগ চুরি করে এখানে এসে কাপড় বদলেছে?'

'ওরকমই বিষয়টা।'

'কিন্তু কারণ কী?'

খুব বিনীত স্বরে অ্যান্থনি বলল, 'আমি দুঃখিত। পুরোটা বলা যাবে না।'

খুশি হলো হাইট। 'ও আচ্ছা, আচ্ছা, ক্লাসিফায়েড, নাকি?'

লনি ফিরে এলো। কিঞ্চিৎ উত্তেজিত, সে বলল, 'আপনি একবারে ঠিক ধরেছেন। ঘটনা ঘটছে ইউনিয়ন স্টেশনে। সকাল সাড়ে এগারোটায়।'

নড করল অ্যান্থনি। দুই পুলিশকে যথেষ্ট টাইট দেয়া গেছে। সে বলল, 'স্যুটের বর্ণনা?'

'রং হইলো নেভী ব্লু, তার মধ্যে চক স্ট্রাইপ আছে।

হাইটের দিকে তাকিয়ে অ্যান্থনি বলল, 'তো, আপনি এখন লোকটার ছবি দেখিয়ে পরনের কাপড়ের বর্ণনাও দিতে পারছেন।'

লোকটা এখনও টাউনে আছে বলে আপনার ধারণা? 'অবশ্যই। যতটা আত্মবিশ্বাসের সাথে কথাটা বলল অ্যান্থনি সে আসলে ততটা নিশ্চিত না। তবে আপাতত ল্যুকের ওয়াশিংটন ছেড়ে কোথাও যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তাই অভিনয় করল অ্যান্থনি।

'লোকটার বোধহয় গাড়ি আছে।'

'দেখা যাক আসলেই আছে কিনা।' বলে অ্যান্থনি মিসেস বনেত্তির দিকে ঘুরল। তারপর বলল, 'আপনার বাড়ির উল্টোদিকে দুটো বাড়ির পরে একজন বৃদ্ধা থাকেন। মাথা ভর্তি সাদা চুল। নাম কী ভদ্রমহিলার?'

'রোজমেরী সিমস।'

'বৃদ্ধা কি সারাদিন জানালার সামনে বসে থাকেন?'

'হ্যাঁ। এজন্য আমরা ওকে রোজি ডাকি। সবার সব বিষয়ে নাকগলানো মহিলার অভ্যাস।'

'একসিলেন্ট।' এবার অ্যান্থনি হাইটসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন তাহলে মহিলার সাথে কথা বলে আসি। নাকি?'

BanglaBook.org

'ইয়েবা।'

বৃদ্ধার বাড়ির দরজার কড়া নড়তেই দরজা খুলে গেল। বোঝা গেল মহিলা হলে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। দরজা খোলার সাথে সাথে বৃদ্ধা বললেন, আমি লোকটাকে দেখেছি। বাড়ির ভেতরে ঢুকল মাতালের চেহারায়, আর বের হলো এক্কেবারে সাহেব হয়ে।'

অ্যান্থনি তাকাল হাইটসের দিকে। হাইটস বুঝল প্রশ্ন তাকেই করার অর্ডার করা হলো। সে বলল, 'লোকটা কি গাড়িতে করে এসেছিল, মিসেস সিমস?'

'হ্যাঁ। ছোট, সুন্দর একটা নীল-সাদা গাড়ি। গাড়িটা আমাদের এই জায়গায় কারো না তো এই জন্যে রংটা মনে আছে।'

এরপর বৃদ্ধা খুব গর্বিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি জানি আপনারা এবার কী জিজ্ঞাসা করবেন।'

হাইট বলল, 'আপনি গাড়ির লাইসেন্স প্লেইট খেয়াল করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। লিখেও রেখেছি।' বৃদ্ধার গলায় বিজয়োল্লাস।

একটা মুচকি হাসি খেলে গেল অ্যান্থনির ঠোঁটে।

BanglaBook.org

বিকাল ৩টা

মিসাইলের আপার স্টেজ একটা অ্যালুনিয়ামের টাবে বসানো। টাবের কেইজ ম্যাগনিশিয়াম কাস্ট দিয়ে তৈরি। আপার স্টেজ টাব বসানো বিয়ারিংয়ের উপর। বিয়ারিংয়ের উপর বসানোর কারণে ফ্লাইটের সময় এটি ঘুরতে পারে। এর ঘূর্ণন গতি ৫৫০ মিটার। গন্তব্যস্থলে পুরোপুরি নিখুঁতভাবে পৌছানোর জন্যে এই ঘূর্ণনগতির প্রয়োজন আছে।

থার্টি সেভেনথের জিরো স্ট্রিটের একেবারে শেষে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির লোহার গেইট হা করে খোলা। ভেতরে দীর্ঘ লন। লনের তিনপাশে ধূসর পাথরের গোথিক স্টাইলের বিল্ডিং। ছাত্রদের বিল্ডিংয়ের ভেতর যাতায়াত করতে দেখা যাচ্ছে। গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল ল্যুক। তার মনে হচ্ছে, ইস্ এখন যদি কেউ এসে বলত, 'হেই ল্যুক! এদিকে এসো।' তাহলেই যাবতীয় দুঃস্বপ্নের অবসান হতো।

বেশ কয়েকজন ভারিক্কি গোছের মানুষ দেখা যাচ্ছে। সবার পরনে ক্ল্যারিকেল কলার। এই বিশ্ববিদ্যালয় বোধহয় ক্যাথলিক। সবই ছাত্র, ছাত্রী নেই। ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এ রকম কেন? আচ্ছা সে কি ক্যাথলিক?

মূল ফটকের ঠিক সামনে গাড়ি পার্ক করল ল্যুক। মাথার উপর খোদাই করে লেখা 'Healy Hal'। ভেতরে একটা রিসেপশন ডেস্ক দেখা যাচ্ছে। রিসেপশন ডেস্কে এক মহিলা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা প্রথম নারী। রিসেপশনিস্ট ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের অবস্থান জানিয়ে দিলেন। সেই অনুযায়ী হাঁটা শুরু করল ল্যুক। বুকের ভেতর বিচিত্র অনুভূতি। রহস্যের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে কি দাঁড়ানো গেছে?

বলে দেয়া পথ শেষ হলো বিশাল এক ল্যাবরেটরিতে। ল্যাবের মাঝে বেঞ্চ রাখা। দুপাশে দুটো দরজা। ওগুলোর ওপাশে বোধহয় ছোট কোনো অফিস। বেঞ্চে একটা গ্রুপ দেখা যাচ্ছে, এরা কাজ করছে মাইক্রোওয়েভ স্পেকটোগ্রাফের জিনিসপত্র নিয়ে, প্রত্যেকের চোখে আইগ্লাস। চেহারা দেখে বয়স বোঝার চেষ্টা করল ল্যুক। তাতে মনে হচ্ছে প্রফেসর এবং গ্রাজুয়েটের

BanglaBook.org

ছাত্ররা সব একসাথে কাজ করছে। এদের মাঝে কাউকে হয়তো সে চেনে। খুব আশা নিয়ে গ্রুপটার দিকে এগোলো ল্যুক।

গ্রুপের বৃদ্ধ একজন তাকাল ল্যুকের দিকে। বৃদ্ধের চেহারায় কোনো পরিবর্তন নেই। সে ল্যুকের চেনা কেউ হলে চেহারার পরিবর্তন হতো। বৃদ্ধ লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে কি জিওফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট আছে?'

বৃদ্ধ বলল, 'আরে নাহ্! এখানে ফিজিক্সকেই তো মাইনর সাবজেক্ট হিসেবে ধরা হয়।' বাকি সবাই এ কথায় হেসে উঠল।

ল্যুক সবার দিকে একবার করে তাকাল। কেউ যদি চেনে। কিন্তু কার মধ্যে সেরকম কিছু দেখা গেল না। ভুল জায়গায় আসা হয়ে গেছে। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া উচিত ছিল। মরিয়া হয়ে ল্যুক বলল, 'অ্যাস্ট্রোনমি আছে?'

'কেন, হ্যাঁ তা আছে। স্বর্গের বিষয় নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা আছে। আমাদের এখানকার অবজারভেটরি তো বেশ বিখ্যাত।'

আশা মাথাচাড়া দিল ল্যুকের 'কোথায়? একটু বলবেন?'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ল্যাবের পেছনের দরজা দেখিয়ে বললেন, 'এই বিল্ডিংয়ের শেষ মাথায় চলে যান, একটা বেসবল ডায়মন্ড দেখতে পাবেন। এর একেবারে উল্টো দিকের শেষ প্রান্তে গেলেই পাবেন।'

দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো ল্যুক। সামনে দীর্ঘ, লম্বা, প্রায় আঁধার করিডোর। অপরদিক থেকে একজন আসছে। পরনে ক্ল্যারিকেল কলার প্রফেসর, ল্যুক আশা নিয়ে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে, যদি লোকটা তাকে চেনে তাহলেই যাবতীয় জল্পনা কল্পনার অবসান। কিন্তু সেরকম কিছু দেখা গেল না। নার্ভাস একটা চেহারা নিয়ে লোকটা দ্রুত সরে পড়ল।

দ্রুত হাঁটছে ল্যুক। পথে যার সাথে দেখা হচ্ছে তার দিকেই তাকাচ্ছে ল্যুক। আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া গেল না। বিল্ডিং শেষ, সামনে টেনিস কোর্ট। একপাশে পটোম্যাক নদীর কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। কোর্টের পাশে খেলার মাঠ। তার উল্টোপাশে সাদা একটা ডোম।

বিশাল আশা নিয়ে সেদিকেই রওনা দিল ল্যুক। বিল্ডিংটি দোতলা, সাথে বিশাল রিভলভিং অবজারভেটরি। এর ছাদ স্লাইড করে খোলা যায়। বোঝা যায় বেশ টাকা এর পেছনে দেয়া হয়েছে। তার মানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাস্ট্রোনমিকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিল্ডিংয়ে ঢুকে গেল ল্যুক।

একটা বিশাল কেন্দ্রীয় পিলারের চারপাশে রুম, পিলার সুবিশাল ডোম ধরে রেখেছে। একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ল্যুক। লাইব্রেরি রুম, ফাঁকা,

BanglaBook.org

কেউ নেই। আরেকটা দরজা খুলল ল্যাক। চমৎকার চেহারার এক মহিলাকে দেখা গেল। মহিলা টাইপরাইটারে কাজ করছে। ল্যাক বলল, 'গুড মর্নিং, প্রফেসর কি আছেন?'

'আপনি কি ফাদার হেইডেনের কথা বলছেন?'

'অ্যা... হ্যাঁ'

'আপনার পরিচয়?'

আসলে এরপর ল্যাক বেশ দ্বিধায় পড়ে গেল। পুরোটা নাম তো বলা যাচ্ছে না। ওদিকে মহিলার ভ্রু গেছে কুঁচকে। 'আসলে তিনি তো আমাকে চিনবেন না। মানে... মানে, আমাকে চিনবেন, কিন্তু নাম শুনলে চিনবেন না।'

ভদ্রমহিলা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, তাও তো আপনার একটা নাম আছে।'

'ল্যাক, প্রফেসর ল্যাক।'

'কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন?'

'উম্‌ম... নিউইয়র্ক।'

'নিউইয়র্কের ঠিক কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন?'

এই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই ল্যাকের, মাথাতেও কিছু আসছে না। এলে এ জাতীয় পরিস্থিতির সামনে পড়তে হবে তাই ভাবনায় আসেনি। পরিস্থিতি যখন বিরূপ তখন তা তো সামলাতে হবে। একটা কথা আছে, গর্তে পড়লে সেই গর্ত খোঁড়ার চেষ্টা করা বোকামি। লাফিয়ে গর্ত থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। গলার স্বর কঠিন করে ল্যাক বলল, 'আমি এখানে আপনার পুলিশি প্রশ্নের উত্তর দিতে আসিনি। ফাদার হেইডেনকে গিয়ে বলুন রকেটরি ফিজিশিস্ট প্রফেসর ল্যাক এসেছেন। এতেই হবে।'

ভদ্রমহিলাও শক্ত গলায় পাল্টা জবাব দিল, 'সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না'।

রুম থেকে বেরিয়ে গেল ল্যাক। এখানে সময় নষ্ট করা বোকামি। মেজাজটাও গেছে খারাপ হয়ে। ঐ মহিলার উপর মেজাজ যতটা খারাপ হয়েছে তারচেয়ে বেশি হয়েছে নিজের উপর। ল্যাক সিদ্ধান্ত নিল, বাকি রুম গুলোতেও ঢুঁ মারতে হবে। কেউ চিনে ফেললে ভালো, না চিনলে বের হওয়া কোনো সমস্যা না। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল ল্যাক। বিল্ডিং পুরো ফাঁকা, লোকজন কোথায়? আশ্চর্য তো! কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অবজারভেটরিতে ঢুকে গেল ল্যাক। এ জায়গাও ফাঁকা। সামনে বিরাট টেলিস্কোপ। জটিল গঠনের এক যন্ত্র। যন্ত্রের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ল্যাক। ভাবছে সে, এখন কী করা যায়?

BanglaBook.org

সেই ভদ্রমহিলাকে সিঁড়ি ধরে উঠতে দেখা গেল। এবার আর ছাড়া যাবে না। মহিলা যা বলবে তার উত্তর দিতে হবে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, এবার ভদ্রমহিলা শক্ত কোনো কথা বলল না। অদ্ভুত নরম গলায় বলল, 'আপনি বোধহয় কোনো সমস্যায় পড়েছেন, তাই না?'

নরম গলা শুনে ল্যুকের কী যেন হলো। মনে হলো গলার কাছে একটা কিছু আটকে আছে। সে বলল, 'আসলে বিষয়টা খুব বিব্রতকর। আমি আমার স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি। আমি জানি যে আমি একজন রকেটারি সায়েন্টিস্ট। এদিকে এসেছি এই আশায় যে যদি কেউ আমাকে চিনতে পারে।'

ভদ্রমহিলা বলল, 'এখানে এই মুহূর্তে কেউ নেই। ইন্টারন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার উপলক্ষে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটে প্রফেসর লার্কলি একটা লেকচার দেবেন। লেকচারের বিষয় রকেট ফুয়েল। সবাই ওখানেই গেছে।'

আবারও আশায় বুক বাঁধল ল্যুক, একজনের বদলে রুমভর্তি জিওফিজিশিস্ট! ইনস্টিটিউট টা কোথায়?'

'শহরের ভেতরে। টেনাথ স্ট্রিটে। ঠিক মলের ওখানটায় পাবেন।'

সারাদিন ওয়াশিংটনে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি হয়েছে। এখন থেকে জায়গাটা যে বেশি দূরে না তা বুঝতে পারছে ল্যুক। 'লেকচার কটায় শুরু?'

'শুরু হয়েছে তিনটায়।'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল ল্যুক। এখন বাজে সাড়ে তিনটা। গাড়ি জোরে চালালে চারটার মধ্যে জায়গামতো পৌঁছানো যাবে। বিড়বিড় করে ল্যুক বলল। 'স্মিথসোনিয়ান...'

'আসলে লেকচার হচ্ছে এয়ারক্রাফট বিল্ডিংয়ে। ইনস্টিটিউটের পেছন দিকটায়।'

'লেকচারে কজন হবে জানেন কিছু?'

'একশো বিশ-পঁচিশ জন হবে।'

'থ্যাংক ইউ।' বলেই দ্রুত সিঁড়ি ধরে নেমে গেল ল্যুক। একশো বিশজনের কেউ না কেউ তাকে অবশ্যই চিনবে।

BanglaBook.org

বিকাল ৩.৩০

ক্লাস্টারের ভেতর এগারোটা আলাদা আলাদা ছোট রকেট মোটর থাকে। এগুলোর ঘূর্ণনে যে পার্থক্য থাকে তা মোটামুটি এক গড় করে স্থিতাবস্থা তৈরি করে ঘূর্ণনরত সেকেন্ড স্টেজ টাব। এই স্থিতাবস্থা হচ্ছে ফ্লাইটের গতিপথের স্থিতাবস্থা।

সোয়ারবি ফাউন্ডেশন থেকে আসা লোকদের সাথে লেন বসে্র এত গদগদ ভাব একেবারেই পছন্দ হয়নি বিলির। তেল দিয়ে কী হবে? ডিরেক্টর অব রিসার্চ পদটা তো সেরা বিজ্ঞানীর হাতেই যাবার কথা। তেল দিয়ে তো কিছু হবার কথা না। ফাউন্ডেশনের লোকজনের সাথে কথা বলে বিলি গেল চার্লস সিলভারটনের রুমে। চার্লস সিলভারটন একজন অ্যাকাউনটেন্ট। কিন্তু ভদ্রলোক বিজ্ঞানীদের চাহিদাটা বোঝেন। এই হাসপাতাল চলে ট্রাস্টের টাকায়। ট্রাস্টের লক্ষ্য দুটি। প্রথমটি হচ্ছে মানুষের মানসিক সমস্যার কারণ নির্ণয় এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমস্যার চিকিৎসা। চার্লস দেখলেন তার কাজ শুধু হিসাবপত্র করা না। প্রশাসনিক বিষয় এবং অর্থনৈতিক বিষয় যাতে বিজ্ঞানীদের সমস্যার কারণ না হয়, তাদের কাজে বিঘ্ন না ঘটায় সেটাও দেখা তার দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব ভদ্রলোক খুশি মনেই নিয়েছেন। বিলি ভদ্রলোককে বেশ পছন্দ করে।

চার্লস সিলভারটনের অফিস যেখানটায় সেখানটায় আগে ডাইনিং ছিল। ডাইনিংয়ের ফায়ার প্লেস, সিলিং, মোল্ডিং এখনও আছে। ভদ্রলোক বিলিকে বসতে বললেন। 'আজ সকালে সোয়ারবি ফাউন্ডেশনের লোকজনের সাথে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ বললাম, লেন ওনাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল। আমি গিয়ে ওনাদের সাথে যোগ দিলাম। কেন বলুন তো?'

প্রশ্নটার উত্তর দিলেন না চার্লস। বললেন, 'ওদের মেজাজ খারাপ করার মতো কিছু কি বলেছিলেন?'

ভ্রু কুঁচকে গেল বিলির। কথাবার্তার আগামাথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে বলল 'না তো, সেরকম কিছু তো বলিনি। নিউ উইং নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। এইতো।'

BanglaBook.org

'আপনাকে আমি পছন্দ করি। এটা বোধহয় জানেন। 'ডিরেক্টর অব রিসার্চ' পদটি আপনাকে দেয়া হলে আমি খুব খুশি হতাম।'

এককথায় সতর্ক হয়ে গেল বিলি। সে বলল, 'আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন?'

চার্লস বললেন', লেনরস বেশ ভালো বিজ্ঞানী। কিন্তু আপনি তার চেয়ে ভালো, আমি জানি। আসলে শব্দটা ভালো হবে না, শব্দটা হবে আপনি লেনরসের চাইতে উঁচু দরের বিজ্ঞানী। ওর চেয়ে আপনি কাজও করেছেন বেশি। কিন্তু ওর চেয়ে বয়স আপনার দশ বছর কম।

'ফাউন্ডেশান কি লেন রসকে চাকরিটা দিতে বলছেন?' প্রশ্নটাতে বিব্রত বোধ করল চার্লস। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, 'আসলে ওরা রসকে ওই পদে আনার স্বার্থে অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে।'

'কী বলছেন এসব!' স্তম্ভিত হয়ে গেল বিলি।

'ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত কারও সাথে আপনার পরিচয় আছে?'

'আছে, আমার পুরোনো এক বন্ধু ফাউন্ডেশানের ট্রাস্টি। নাম অ্যান্থনি ক্যারল। ও আমার ছেলের গডফাদার।'

'বোর্ডে উনার নাম থাকার কারণ কী? কী করেন ভদ্রলোক?'

'অ্যান্থনি স্টেট ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। ওর মা একজন ধনী মহিলা। বেশ কয়েকটা চ্যারিটিতে মহিলার দান আছে।'

'ভদ্রলোক কি কোনো কারণে আপনার উপর ক্ষিপ্ত? বা ধরুন কোনো ঝগড়া টগড়া টাইপ কিছু?' কিছুক্ষণের জন্য অতীতে ফিরে গেল বিলি।

ল্যুকের হার্ভার্ড ছেড়ে যাবার ঘটনায় অ্যান্থনির উপর খুব রাগ ছিল বিলির। তাদের মধ্যে আর কখনো ডেটও হয়নি। কিন্তু এলসপেথের জন্যে অ্যান্থনি যা করেছে তার জন্য বিলি ক্ষমা করে দিয়েছে অ্যান্থনিকে। ল্যুক চলে যাবার পর এলসপেথ পুরো বদলে গিয়েছিল। ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো ক্যাম্পাসে আসত। ক্লাস করত না ঠিকমতো। রেজাল্ট হয়ে গেল যাচ্ছেতাই। শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল ক্রমাগত। একসময় মনে হতো, ও আসল এলসপেথ না, এলসপেথের ভূত। এই অবস্থা থেকে এলসপেথকে উঠিয়ে এনেছে অ্যান্থনি। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড ভালো এক ধরনের বন্ধুত্ব হলো, এটাকে অবশ্য প্রেম বলা যায় না। অ্যান্থনি না গেলে ও সময়, এলসপেথ মরেই যেত, এ কারণে অ্যান্থনিকে ক্ষমা করেছিল বিলি।

বর্তমানে ফিরে চার্লসকে বিলি বলল, 'অনেক আগে একবার আমাদের ঝগড়া হয়েছিল। সে তো সেই ১৯৪১-এর কথা। এরপর আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

‘হয়তো বোর্ডের বোর্ড রসের কাজের প্রশংসা করেছে।’

‘তা অবশ্য হতে পারে, লেনের কাজের ধারা আর আমার কাজের ধারা পুরো আলাদা। ও মনেপ্রাণে ফ্রয়েডিয়ান, সবকিছুর সাইকো এনালাইটিকাল ব্যাখ্যা খোঁজে। যদি কোনো রোগী হঠাৎ করে পড়ার ক্ষমতা হারায় তাহলে ও বলবে, নিশ্চয়ই এ রোগীর সাহিত্যের প্রতি গুপ্ত কোনো ভয় ছিল। এতদিন ভয়টা অবচেতনে ছিল, এখন বেরিয়ে এসেছে। আর আমি খুঁজব মস্তিষ্কের কোথাও কোনো ড্যামেজ হয়েছে কিনা। সেই ড্যামেজকেই বলব রোগীর সমস্যার কারণ।

‘তাহলে বোর্ডের নিশ্চয়ই একজন পাঁড় ফ্রয়েডিয়ান আছেন এবং সেই লোক অবশ্যই আপনার বিরুদ্ধে।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিলি। ‘তাই হবে। কিন্তু এ কাজটা কি তাদের করা উচিত? জিনিসটা তো খুব অন্যায়।’

চার্লস বলল, ‘বিষয়টা একটু অস্বাভাবিক। ফাউন্ডেশন সাধারণত এ জাতীয় বিষয়ে নাক গলায় না। অবশ্য নাক গলানো যাবে না এমন কোনো নিয়ম নেই।’

‘এত সহজে আমি ছাড়ছি না, ওরা কোনো কারণ কী বলেছে? কেন আমাকে ঐ পোস্টে দেয়া হলো না এ রকম কিছু?’

‘চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এমনি ইনফর্মাল একটা কল পেয়েছি। তিনি বললেন যে, বোর্ডের মনে হচ্ছে লেন কাজটাতে অধিকতর যোগ্য লোক।’

মাথা নাড়ল বিলি, ‘অন্য কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে।’

‘আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করুন না!’

বিলি বলল, ‘হ্যাঁ, তাই করব।’

BanglaBook.org

বিকাল : ৩.৪৫

স্ট্রোবোস্কোপ নামে একটা যন্ত্র আছে। এ জিনিসের কাজ হচ্ছে ঠিক কোন জায়গায় ওজন কত হলে স্পিনিং টবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকবে, তা নির্ণয় করা। এ জিনিস ঠিক না হলে ইনার কেইজ আউটার ফ্রেমের ভিতর কাঁপবে। ফলে পুরো জিনিসটাই মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে যাবে। অস্তিত্বের হুমকি।

জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার আগেই ম্যাপে রাস্তা দেখা শেষ। ইনস্টিটিউটটা হচ্ছে মল নামের একটা পার্কের ভেতর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে k স্ট্রিট ধরে গাড়ি ছোটাল ল্যুক। দশ মিনিটে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটে পৌঁছানোর কথা। ধরা যাক লেকচার থিয়েটার পৌঁছাতে সময় লাগবে আরও পাঁচ মিনিট। লেকচার শেষে থিয়েটারে ঢুকতে হবে। তারপর জানা যাবে পরিচয়।

আত্মপরিচয় বিস্মৃত অবস্থা চলছে প্রায় এগারো ঘন্টা। সকাল পাঁচটার আগের কিছুই মনে নেই তার। সব ফাঁকা।

নাইনথ স্ট্রিট বরাবর ডানে ঘুরল ল্যুক। দক্ষিণে যাচ্ছে সে, বুকে একবার আশা। মুহূর্ত খানেক পর একটা পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। বুকে যেন ধাক্কা খেল ল্যুক।

রিয়ার ভিউ মিররে একটা পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে। পিছনে লেজুড়ের মতো পুড়ে গেছে। বাতি জ্বলছে উপরে। সামনের সিটে দুই পুলিশ বসে আছে। এদের একজন ইশারায় রাস্তার ডানপাশে গাড়ি রাখতে বলছে।

ভয়াবহ হতাশ হলো ল্যুক। কাজ প্রায় শেষের দিকে, আর এখন এই উটকো ঝামেলা।

পুলিশ কী চায় এখন? সে কি কোনো ট্রাফিক আইন ভেঙেছে? টিকিট দেবে ওরা? যদি ঘটনা এখানে শেষ হয় তবে ওরা চাইবে ড্রাইভিং লাইসেন্স। যার নিজের পরিচয়ই জানা নেই, সে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবে কোথায়? ট্রাফিক আইনের কোনো বিষয় না। ওরা বোধহয় চোরাই গাড়ির জন্যে ধরতে আসছে। কিন্তু এর মালিক ফেরার কথা রাতের দিকে। রাত ছাড়া তো গাড়ি চুরির রিপোর্ট যাবার কথা না। কোথাও একটা ঝামেলা হয়েছে। বিরাট কোনো ঝামেলা। এরা গ্রেফতার করতে চাইছে।

গ্রেফতার করতে হলে আগে তো ধরতে হবে।

পালানোর চিন্তাভাবনা শুরু করল ল্যাক। সামনে ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট তাতে লম্বা একটা ট্রাক চলছে। দ্বিতীয়বার কোনো চিন্তাভাবনা না করে গ্যাস পেডাল চাপ দিল ল্যাক। গাড়ি নিয়ে গেল ট্রাকের পাশে। পেছনে লেগেছে পুলিশ। এবার ওরা সাইরেন বাজানো শুরু করেছে। চালিয়ে ল্যাক চলে গেল ট্রাকের সামনে। ল্যাক এখন চিন্তাভাবনা করে কিছু করছে না। পুরো বিষয়টা হয়ে গেছে ইন্দ্রিয়নির্ভর। সে পার্কিং ব্রেকে তীব্র চাপ দিয়ে হুইল ঘোরাল ডানে।

স্কিড করতে করতে বাক খেল ফোর্ড। সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে ট্রাক সরে গেল বামে, পেছনের পেট্রল কারও ট্রাকের জন্যে রাস্তার একেবারে বামপাশে সরে গেছে।

ল্যাক ব্রেক নিউট্রালে নিয়ে এলো। নয়তো গাড়ি থেমে যাবে। গাড়ি এমনভাবে ঘুরেছে যে এখন সে রাস্তার পুরো বিপরীতমুখী অবস্থায় দাঁড়িয়ে। গাড়ি আগে বাড়াল ল্যাক। ট্রাফিকের বিপরীত দিকেই চলছে গাড়ি।

মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াবার জন্য সামনের গাড়িগুলো পাগলের মতো ডানে, বামে সরে যাচ্ছে। দ্রুত ডানে সরে একটা সিটি বাসকে এড়ালো ল্যাক। ডানে সরায় লেগে গেল একটা স্টেশন ওয়াগনের সাথে। বেশি লাগেনি, কেবল একটু ছোঁয়া। তাতেই রাস্তায় বেঁধে গেল কুরুক্ষেত্র। আশেপাশে ভয়াবহ হর্নের শব্দে কান পাতা দায়। পুরোনো একটা লিংকন কার উঠে গেল ফুটপাথে। সোজা গিয়ে ধাক্কা দিল ল্যাম্প পোস্টে। একজন মোটর বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চোখের সামনে থেকে উড়ে গেল। লোকটা বাঁচবে তো? ল্যাক মনে মনে লোকটার জন্য প্রার্থনা করল।

উল্টো দিকে গাড়ি চালিয়ে পরবর্তী ক্রসিংয়ে চলে এলো ল্যাক। ডানে ঘুরেই চওড়া একটা রাস্তায় পড়ল গাড়ি। পুরো দুটো ব্লক দ্রুত চালাল ল্যাক। তারপর একবার মিররে তাকাল সে। নাই, পেছনে পুলিশের কিছু দেখা যাচ্ছে না।

আবারও ঘুরল ল্যাক। মুখ দক্ষিণে। রাস্তা সে হারিয়েছে। কিন্তু জানা আছে মল দক্ষিণে। আশেপাশে পেট্রল কার নেই। এখন একটু সাবধানে চালানো উচিত। এখন ঘড়িতে বাজে চারটা। ইনস্টিটিউট এখনও অনেকটাই দূরে। শ্রোতারা হয়তো চলে গেছে বা যাচ্ছে। আবারও স্পিড বাড়াল ল্যাক।

সর্ব দক্ষিণের রাস্তা মনে হচ্ছে সামনেই শেষ। ডানে মোড় নিতে বাধ্য হলো ল্যাক। গাড়ি চালাতে চালাতেই রাস্তায় নাম দেখার চেষ্টা করছে সে। এখন D স্ট্রিট, মিনিটখানেক পরই সে পৌছাল সেভেনথ স্ট্রিটে। দক্ষিণে মোড় নিল ল্যাক।

BanglaBook.org

সামনে ট্রাফিক সিগন্যাল কিন্তু ভাগ্য ভলো, লাল বাতি জ্বলছে না। সবুজ বাতি জ্বলছে। সিগন্যাল পেরুতেই পাওয়া গেল পার্ক।

পার্ক লনের ঠিক ডানপাশে বিশাল গাঢ় লাল রঙের বিল্ডিং। মনে হচ্ছে রূপকথার কোনো প্রাসাদ এনে বাস্তবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। ম্যাপে ঠিক এ জায়গাতেই মিউজিয়াম বলা হয়েছে। ঘড়ি দেখল ল্যুক। চারটা বেজে পাঁচ। লোকচার শেষ, লোকজনের বেরিয়ে আসার কথা, গাড়ি রেখে দৌড়ানো শুরু করল ল্যুক।

সেক্রেটারি মহিলা বলেছিলেন এয়ারক্রাফট বিল্ডিংয়ের লেকচার। ইনস্টিটিউটের পেছন দিকে। এটা কি সামনের দিক, নাকি পেছন দিক? সামনের দিকই মনে হচ্ছে। বিল্ডিংয়ের পাশে ছোট বাগানের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে। সে দিক দিয়ে গিয়ে একটা টু-ওয়ে অ্যাভিনিউ পাওয়া গেল। এখনও দৌড়াচ্ছে ল্যুক। সামনে লোহার একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। বিরাট দরজা। মিউজিয়ামে ঢোকার পেছনের রাস্তা। তার ডানপাশে একটা লন, লনের পাশের বিল্ডিংয়ের অংশটুকুকে ওল্ড এয়ারক্রাফট হ্যাংগারের মতো মনে হচ্ছে। ভেতরে ঢুকে গেল ল্যুক।

চারপাশে দৃশ্য অদ্ভুত। সিলিং থেকে বিরাট সব প্লেন ঝুলছে। সত্যি সত্যি প্লেন, নকল না। পুরোনো বাইপ্লেন। যুদ্ধকালীন জেট। এমনকি হট এয়ার বেলুনও আছে একটা। মেঝেতে কাচের বাক্সের ভেতর প্লেনের রেপ্লিকা। দেয়ালে কিছু ছবিও দেখা যাচ্ছে। এখানেই ইউনিফর্ম পরা এক গার্ডকে ল্যুক বলল, 'রকেট ফুয়েলের উপর একটা লেকচার হচ্ছে। আমি সেখানে যাব। কীভাবে যাব বলতে পারেন?'

নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লোকটা বলল, 'অনেক দেরি করে ফেলেছেন, এখন বাজে চারটা দশ। লেকচার শেষ।'

'লেকচার হয়েছে কোথায়? এখন গেলে অন্তত স্পিকারের সাথে তো দেখা হবে।'

'স্পিকারও বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছেন।'

লোকটার দিকে ল্যুক শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'প্রশ্নের উত্তর দিন। লেকচার কোথায় হয়েছে?'

ল্যুকের গলা শুনে ভড়কে গেল লোকটা। সে বলল, 'হলের শেষ মাথায়।'

আবারও দৌড় দিল ল্যুক। হলের শেষ মাথায় লেকচার থিয়েটারের মতো একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। একটা ব্ল্যাকবোর্ড, লেকচার ডায়াস, বেশ কিছু চেয়ার সাজানো। শ্রোতারা চলে গেছেন। এখানকার কর্মীরা চেয়ার সাজিয়ে রাখছেন।

BanglaBook.org

রুমের কোনার দিকে আট-নয় জনের একটা দল জটলা পাকিয়ে আছে। মাঝখানে সাদা চুলের এক বুড়ো লোক কথা বলছেন। ইনিই বোধহয় স্পিকার।

ল্যুকের আশা ধপ করে পড়ে গেল। মিনিট কয়েক আগেও রুমে তারই ক্ষেত্রের একশো বিশ-পঁচিশ জন বসা ছিল। আর এখন আছে হাতে গোনা কয়েকজন। এদের কেউই হয়তো ল্যুককে চেনে না। অসম্ভব কিছু না।

পক্বকেশ বৃদ্ধ একবার ল্যুকের দিকে তাকিয়ে অন্যদের দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি ল্যুককে চিনেছেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি বলছেন, 'নাইট্রোমিথেনকে সামলানো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। সেফটি ফ্যাক্টরগুলো তো অস্বীকার করা যাচ্ছে না।'

বৃদ্ধের পাশে দাঁড়ানো ট্যুইড স্যুট পরা এক তরুণ বলল, 'ফুয়েল হিসেবে যদি নাইট্রোমিথেন ভালো হয় তাহলে প্রসিডিওরে সেফটি মেজার নিলেই তো হয়।'

কথাবার্তা ল্যুকের খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। রকেট ফুয়েল নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং চলছে। বর্তমানে যে অ্যালকোহল ও তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় ফুয়েল হিসেবে তার চেয়ে শক্তিশালী অনেক ফুয়েলই আছে। কিন্তু সব ফুয়েলেই মারাত্মক কিছু সমস্যা আছে।

দক্ষিণি উচ্চারণে এক ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা অপ্রতিসম ডাইমিথাইল হাইড্রজিন সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? শুনলাম প্যাসাডেনার জেট প্রোপালকন ল্যাবরেটরিতে এ নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে।'

হঠাৎ করেই ল্যুক বলল, 'ডাইমিথাইল হাইড্রজিন কাজের জিনিস ঠিকই, কিন্তু মারাত্মক বিষ। কঠিন জিনিস।'

সবাই ঘুরে তাকাল ল্যুকের দিকে। উটকো লোকের আচমকা কথায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেশ বিরক্ত হলেন।

বৃদ্ধের পাশে দাঁড়ানো ট্যুইড স্যুট পরা তরুণ বিস্ময় নিয়ে তাকাল ল্যুকের দিকে। হড়বড় করে বলল, 'খোদা! এই ওয়াশিংটনে কী করছেন ল্যুক?'

এ কথায় ল্যুক যে কী স্বস্তি, শান্তি পেল তা বলে বোঝানো যাবে না। তার এ মুহূর্তে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে— আনন্দের কান্না।

BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

বিকাল : ৪.১৫

টাবের ভেতর টেইপ প্রোগ্রামার বলে একটি বস্তু থাকে। এর কাজ হচ্ছে আপার স্টেজের ঘূর্ণন গতি ৪৪৫-৭৫০/মিনিটের মধ্যে রাখা। যদি তা না রাখা হয় তবে রেজোনেথ ভাইব্রেশন হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। রেজোনেথ ভাইব্রেশন হলে মহাশূন্যে মিসাইল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

ল্যুকের মনে হচ্ছে কথা বলার শক্তি তার শরীরে নেই। মুক্তি পাবার আবেগটা এত বেশি তা তার জানা ছিল না। মনে হচ্ছে পুরো গলায় অনেকটা দলা পাকিয়ে আছে। সারাদিন শান্ত থাকতে, চিন্তা করতে বড্ড কষ্ট হয়েছে। এখন আর চাপ সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সারা শরীর ভেঙে পড়বে বালির বাঁধের মতো।

তরুণের কথায় বাকি লোকদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা আবার তাদের কথায় মনোযোগ দিল, শুধু তরুণটিই তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম। সে বলল, 'হেই, আপনি ঠিক আছেন তো? কী হয়েছে?'

নড করল ল্যুক। মুহূর্ত খানেক পর সে বলতে পারল যে 'আপনার সাথে একটু কথা বলা যাবে?'

'অবশ্যই অবশ্যই। রাইট ব্রাদার্স ডিসপ্লের পেছনেই একটা ছোট্ট অফিস আছে। ওখানে গিয়ে কথা বলি। চলুন।'

দুজনে একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে তরুণ গর্বিত কণ্ঠে বলল, 'এই লেকচারের আয়োজন আমার হাতেই করা।'

দুজনে ছোট্ট একটা রুমে ঢুকল। পুরোপুরি চেহারার এক রুম। দুটো চেয়ার, একটা ডেস্ক, ডেস্কের উপর ফোন। ব্যস শেষ। আর কিছু নেই। দুজনেই বসল চেয়ারে। তরুণটি বলল, 'বলুন কী বিষয়?'

'আমি আসলে স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি।'

'মাই গড।'

'এর নাম অটোবায়োগ্রাফিক্যাল অ্যামনেশিয়া। আমার পেশার কথা মনে আছে। ওই লাইন ধরেই এখানে এসেছি। কিন্তু আমার নিজের সম্পর্কে কোনো কিছু মনে নেই।'

BanglaBook.org

রীতিমতো ধাক্কা খেল তরুণ। সে বলল, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

ডানে বায়ে মাথা নাড়ল ল্যুক। 'না রে ভাই। আমি আমার নিজের নামটা পর্যন্ত মনে করতে পারছি না।'

'গুড গুড! এই রকম ঘটনা আমি জীবনেও শুনিনি।'

'আপনি আমার সম্পর্কে যা জানেন তা-ই বলুন আমাকে। বিষয়টা আমার জন্যে খুব জরুরি।'

'তা তো বুঝলাম... কিন্তু কোত্থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না।'

'আপনি আমাকে ডাকলেন ল্যুক বলে।'

'সবাই আপনাকে ল্যুক বলে। আপনি হলেন ড. ক্লদ ল্যুকাস। খুব সম্ভবত ক্লদ শব্দটা আপনার ডাকনাম হিসেবে পছন্দ না। আর আমি হচ্ছি উইল ম্যাকডারমট।'

বিশাল এক স্বস্তিতে চোখ বন্ধ করল ল্যুক। সে এখন নিজের নাম জানে। 'থ্যাংক ইউ, উইল।'

'আমি আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। ঐ বিষয়গুলো আমার জানা নেই। আপনার সাথে আমার দু-তিন বার দেখা হয়েছে। তবে খুব বেশি কথা হয়নি। এই হাই-হ্যালো টাইপ কথা হয়েছে। আমাদের দেখা হয়েছে সায়েন্টিফিক সেমিনারে। তাই পারিবারিক কোনো কথাবার্তা হয়নি।'

'আমি কোথায় থাকি জানেন?'

'আলবামার হান্টসভিলেতে সম্ভবত। আপনি আর্মির ব্যালিস্টিক মিসাইল এজেন্সিতে কাজ করতেন। এই এজেন্সির বেইজ হান্টসভিলের রেডস্টোন আসেনালে। আপনি সিভিলিয়ান ছিলেন। আর্মির কোনো অফিসার না। আপনার বস হলেন ওয়ার্নার ভন ব্রাউন।'

'আপনার প্রতিটি শব্দে যে আমি কী পরিমাণ শান্তি পাচ্ছি তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'আপনাকে এখানে দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মহাশূন্যে স্যাটেলাইট পাঠানোর তোড়জোর শুরু করেছে। এতে আপনার টিম কাজ করছে। স্যাটেলাইট পাঠানো হবে কেইপ ক্যানাভেরাল থেকে। আপনারও ওখানেই থাকার কথা।'

'এ বিষয়ে আজ সকালেই তো বোধহয় পত্রিকায় খবর দেখলাম। ওহ্ খোদা! আমি ওতে কাজ করছিলাম?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। এই প্রজেক্টের নাম দ্যা এক্সপ্লোরার। আমেরিকার স্পেস প্রোগ্রাম ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই লঞ্চ। কিছুদিন আগে রাশিয়া সফলভাবে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। নাম স্পুৎনিক। এরপর আমাদের নেভী চেষ্টা করেছিল। সফল হয়নি। এ কারণে এই লঞ্চের গুরুত্ব অনেক বেশি।'

সময়ের হঠাৎ পরিবর্তনে কিছুটা বিভ্রান্ত ল্যুক। কিছুক্ষণ আগেও সে ছিল মাতাল এক লোক, আর এখন দেখা যাচ্ছে ঘটনা অন্যরকম। সে একজন বৈজ্ঞানিক, যে তার জীবনের স্বর্ণসময় পার করছে। ল্যুক বলল, 'আমার তো লঞ্চের ওখানে থাকার কথা।'

'ঠিক ধরেছেন... ওখান থেকে চলে আসার বিষয়ে একটা কারণ থাকার কথা। কারণটা কী বলতে পারেন?'

মাথা দু পাশে ঝাঁকাল ল্যুক। 'আজ সকালে ইউনিয়ন স্টেশনে ঘুম ভেঙেছে। দেখি আমি পড়ে আছি পুরুষ টয়লেটে। ওখানে কীভাবে গেলাম সে সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা নেই।'

উইল বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে গত রাতে জম্পেশ একটা পার্টিতে গিয়েছিলেন!

'সরাসরি জিজ্ঞেস করি আপনাকে। কিছু মনে করবেন না। আমি কি পার্টিতে খুব গিললাম? মানে, আমার কি গেলার অভ্যাস আছে?'

'এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি আপনাকে দিতে পারব না। আমি আসলে আপনাকে খুব ভালো করে চিনি না। মানে, আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে তথ্য আমার জানা নেই।' এরপর ভ্রু কুঁচকে গেল উইলের। সে বলল, 'আমাদের বিজ্ঞানীদের বিষয়টা জানেনেই তো। আমাদের কাছে পার্টি মানে কয়েকজন একসাথে হয়ে কফি খাওয়া। নিজেদের কাজ নিয়ে কথা বলা। এইসব আর কি।'

পার্টি এ রকমই হওয়া উচিত। ল্যুকের তাই মনে হচ্ছে। মদ গিলে মাতাল হবার মধ্যে কোনো মজা নেই। কিন্তু ইউনিয়ন স্টেশনে পড়ে থাকার পেছনে মাতাল হবার চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা কী হতে পারে? আচ্ছা, পিট নামের লোকটা কে? লোকজন ওকে অনুসরণ করারই বা কারণ কী? আর ইউনিয়ন স্টেশনে যে দুজন ওকে খুঁজছিল ওরা কারা?

ল্যুকের একবার ইচ্ছে হলো উইলকে কথাগুলো বলতে। কিন্তু ও যদি আবার পাগল ভেবে বসে? তাই ও বিষয়ে কিছু বলল না ল্যুক। বলল 'আমি কেইপ ক্যানাভেরালে ফোন করব।'

'ভালো বুদ্ধি।' উইল ডেস্ক থেকে ফোন তুলে জিরো নাম্বারে ডায়াল করল। তারপর বলল, 'আমি উইল ম্যাকডারমট, এই ফোন থেকে লং ডিসটেন্স কল করা যাবে? থ্যাংক ইউ।' ফোনটা ল্যুকের হাতে দিল উইল।

BanglaBook.org

ইনফরমেশন থেকে নাম্বার নিয়ে ডায়াল করল ল্যুক। 'আমি ড. ল্যুকাস বলছি।' নিজের নাম বলতে পারার মধ্যে যে এত তৃপ্তি তা জানত না ল্যুক। তাই প্রথমবারের মতো বিষয়টা টের পেল সে। 'আমি লঞ্চ টিমের কারও সাথে কথা বলতে চাই।'

অপারেটর বলল, 'তারা সবাই তো এখন হ্যাঙ্গার D এবং R এ আছেন। দয়া করে একটু লাইনে থাকুন।'

মুহূর্ত খানেক পর একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আমি সিকিউরিটি কর্নেল হাইন বলছি।'

'আমি ড. ল্যুকাস।'

'ল্যুক! শেষমেশ তোমাকে পাওয়া গেল। তুমি কোথায় বলো তো?'

'আমি ওয়াশিংটনে।'

'ওখানে কী করছো তুমি? আমরা এখানে তোমার খোঁজে অস্থির! আর্মির সিকিউরিটি তোমাকে খুঁজছে। এফবিআই, এমনকি সিআইএ পর্যন্ত তোমাকে খুঁজছে।'

মনে হচ্ছে ইউনিয়ন স্টেশনে দু-এজেন্টের ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। এসব না বলে ল্যুক বলল, 'শুনুন, আমার আসলে স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে। সারা শহরে চক্কর মেরেছি নিজের পরিচয় জানার জন্যে। শেষে একজন ফিজিশিস্ট পাওয়া গেল। সে আমাকে চিনত।'

'কী বলছো এসব? ফর ক্রাইস্ট'স সেইক, এসব হলো কী করে?'

'আমি তো ভাবলাম আপনি আমাকে সব জানাতে পারবেন, কর্নেল।'

'তুমি আমাকে বিল ডাকো ল্যুক। আর তোমার সাথে আমার 'আপনি' সম্পর্ক না। 'তুমি'র সম্পর্ক?'

'ওকে বিল।'

'শোনো, আমি যতটুকু জানি বলছি। সোমবার সকালে তুমি এখান থেকে বেরিয়েছ, বলে গেছো তোমাকে ওয়াশিংটন যেতে হবে। খুব দরকার। তুমি প্লেনে উঠেছো প্যাট্রিক থেকে।'

'প্যাট্রিক?'

প্যাট্রিক এয়ার ফোর্স বেইজ কেইপ ক্যানাভেরালের পাশেই মেরিগোল্ড রিজার্ভেশন করেছে।

'মেরিগোল্ড কে?'

'তোমার হান্টসভিলের সেক্রেটারি। সে কার্লটন হোটেলে তুমি সবসময় যে স্যুটে থাকো সেটাই তোমার নামে বুক করেছিলাম।'

BanglaBook.org

কর্নেল তার কথায় 'সবসময় যে স্যুটে থাকো' শব্দগুলোর উপর জোর দিয়েছেন। এর কারণ কী? বিশেষ কিছু কি ভদ্রলোক বোঝাতে চাইছেন? এ বিষয়ের জরুরি বিষয় এখন জানা দরকার। ল্যাক বলল, আমি ওয়াশিংটন কেন যাচ্ছি তা কি কাউকে বলেছি?

'মেরিগোল্ড পেন্টাগনের জেনারেল শেরউডের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিল তোমার জন্যে। গতকাল সকাল দশটায় ছিল সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তুমি জেনারেলের সাথে দেখা করোনি।'

'জেনারেলের সাথে দেখা করার কারণ কি আমি বলেছিলাম?'

'অবশ্যই না।'

'জেনারেল শেরউড কোন দিকের দায়িত্বে আছেন?'

'আমি সিকিউরিটি– তিনি অবশ্য তোমার একজন পারিবারিক বন্ধু। তাই ঠিক কী কারণে তার সাথে তুমি দেখা করতে চেয়েছো তা ধারণা করতে পারছি না। খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারে, আবার সামাজিক সৌজন্য সাক্ষাৎও হতে পারে।'

ল্যাকের মনে হচ্ছে বিষয়টা অবশ্যই খুব জরুরি কিছু হবে। নয়তো রকেট লঞ্চ করার আগ মুহূর্তে কেইপ ক্যানাভেরাল ছেড়ে তার ওয়াশিংটনে আসার কথা না। 'আজ রাতে কি লঞ্চ হবে?'

'নাহ্। আজ আবহাওয়াতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। লঞ্চ আগামীকাল রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।'

'আচ্ছা, বিল, ওয়াশিংটনে আমার কোনো বন্ধু-বান্ধব আছে?'

'আছে মানে? একজন তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় ফোন করে তোমাকে চাইছে। লোকটির নাম বার্ন রথস্টেন।' এরপর হাইড একটা ফোন নাম্বার বলল।

একটা প্যাডে নাম্বারটা লিখে নিল ল্যাক।

'আমি ওকে এক্ষুনি ফোন করছি।'

'তার আগে তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে কথা বলে নাও।'

জায়গায় জমে গেল ল্যাক। 'শ্বাস আটকে আসছে। স্ত্রী? আমার স্ত্রী আছে? কেমন দেখতে সে?'

'লাইনে আছো, ল্যাক?' প্রশ্ন করল হাইড।

আটকে রাখা শ্বাস ছাড়ল ল্যাক। সে বলল,

'হ্যাঁ আছি। আচ্ছা বিল...'

'বলো।'

'ওর নাম কী?

BanglaBook.org

হাইড বলল, 'এলসপেথ, তোমার স্ত্রীর নাম এলসপেথ, ওর ফোনে লাইন ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। তুমি লাইনে থাকো।'

ল্যাকের পেটে সুড়সুড়ি লাগছে। সুড়সুড়ি লাগছে কেন? এ কী? আরে এ তো নিজেরই বৌ। ভড়কানোর কী আছে?

'এলসপেথ বলছি। ল্যাক?'

মহিলার গলা নিচু কিন্তু উষ্ণতার একটা চমৎকার ছোঁয়া আছে। গলায় কোনো আঞ্চলিকতার টান নেই। এই মহিলা বোধহয় দীর্ঘাঙ্গিণী এবং অবশ্যই আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ। ল্যাক বলল, 'হ্যাঁ, ল্যাক বলছি। আমার স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'তোমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম, ঠিক আছো তো?'

ঠিক আছো তো, এই প্রশ্নে এলসপেথের প্রতি এক ধরনের কৃতজ্ঞতা বোধ করল ল্যাক। তাকে নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা করছে ভাবতেও ভালো লাগছে। ল্যাক বলল, 'এখন ভালো আছি।'

'কী হয়েছিল বলো তো।'

'আমি কিছুই জানি না। আজ সকালে ঘুম ভেঙেছে ইউনিয়ন স্টেশনে পুরুষ টয়লেটের ভেতরে। সারাদিন কেটে গেল আমি কী সেটা বের করতে।'

'সব্বাই তোমাকে খুঁজছে। এখন কোথায় তুমি?'

'স্মিথসোনিয়ানের এয়ারক্রাফট বিল্ডিংয়ে।'

'তোমার সাথে কেউ আছে তো?'

উইলের দিকে তাকিয়ে হাসল ল্যাক। 'হ্যাঁ আছে। আমার পূর্ব পরিচিত একজন বিজ্ঞানী আমার সাথে আছেন। বার্নের নাম্বার পেলাম এইমাত্র। সমস্যা হবে না। আসলে আমার সাথে কারও থাকার দরকার নেই। সবই ঠিক আছে, শুধু স্মৃতি হারিয়েছি আমি। আর কিছু না।'

একটু বিব্রতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল উইল। সে ফিসফিস করে বলল, 'আমি বাইরে আছি। আপনি আরাম করে কথা বলুন।'

নড করল ল্যাক। সে উইলের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করছে। লোকটার জন্যই পুরো দৃশ্যটা বদলে গেছে।

এলসপেথ বলল, 'এত তাড়াহুড়া করে কেন ওয়াশিংটন গেলে তা তোমার মনে নেই?'

'নাহ্। মাথা একেবারে ফাঁকা, তোমাকেও নিশ্চয়ই কিছু বলিনি, তাই না?'

BanglaBook.org

'আমাকে বললে আমি না জানলেই নাকি ভালো হবে। আমি তোমার কথা শুনতে চাইনি। ওয়াশিংটনে আমাদের পুরোনা একটা বন্ধু আছে, অ্যান্থনি ক্যারল। ওকে ফোন করলাম। অ্যান্থনি সিআইএ-তে আছে।'

'ও কি কিছু করেছিল?'

'সোমবার রাতে কার্লটন হোটলে অ্যান্থনি তোমাকে ফোন করেছিল। তুমি বললে ওর সাথে মঙ্গলবার সকালে একসাথে নাস্তা করবে। তারপর তো তোমার আর খবর নেই। অ্যান্থনি সারাদিন খুঁজেছে তোমাকে। ওকে আমি এক্ষুনি ফোন করছি। জানাতে হবে যে তুমি ঠিকই আছ।'

'তার মানে সোমবার রাত আর মঙ্গলবার সকালের মাঝে কিছু একটা হয়েছিল আমার।'

'ডাক্তারের কাছে যাও। পুরো চেক-আপ করে এসো ল্যুক।'

'আমার শরীর ভালোই আছে। কিন্তু অনেক কিছু জানা বাকি, সমস্যা এটাই। আচ্ছা, আমাদের কি বাচ্চাকাচ্চা আছে?'

'না।'

বিচিত্র একটা বেদনা অনুভব করল ল্যুক। মনে হলো পুরোনো কোনো কথায় নতুন করে আঘাত লেগেছে।

এলসপেথ বলল, 'বিয়ের পর থেকে আমরা বাচ্চাকাচ্চার জন্য চেষ্টা করে আসছি। এখনও কিছু হয়নি।'

'ক বছর হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে?'

'চার বছর।'

'চার বছর! অনেক দীর্ঘ সময়, তাই না?'

'হ্যাঁ, অনেক দীর্ঘ সময়। মাঝে মাঝে বোধহয় বাচ্চকাচ্চার জন্য কপালও লাগে। আমাদের বোধহয় সময় হয়নি।'

'কে জানে! আচ্ছা আমার মা-বাবা আছেন?'

'তোমার মা আছেন। মা নিউইয়র্কে থাকেন। বাবা চলে গেছেন পাঁচ বছর হলো।'

আবারও বুকে তীব্র বেদনা অনুভব করল ল্যুক। আচ্ছা ব্যথা কোত্থেকে আসে? এত ব্যথা কেন লাগে? সবকিছুর সাথে বাবার স্মৃতিও হারিয়ে গেছে। বাবা তাকে ছেড়ে চিরদিনের জন্যই গেছেন। স্মৃতিরাও চলে গেছে। বাবার কোনো অস্তিত্বই রইল না তার কাছে। কী কষ্ট!!

এলসপেথ বলল, 'তোমার দুভাই আর এক বোন আছে। সবাই তোমার ছোট। তোমার বোন এমিলি হচ্ছে তোমার সবচেয়ে প্রিয় ও তোমার দশ বছরের ছোট বোন। ও বাল্টিমোরে থাকে।'

BanglaBook.org

‘ওদের ফোন নাম্বার আছে তোমার কাছে?’

‘হ্যাঁ আছে। লাইনে থাকো, দিচ্ছি।’

‘ওদের সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কারণটা অবশ্য বুঝতে পারছি না।’ ওপাশে থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেল ল্যাক। ‘তুমি কি কাঁদছ?’

নাক ঝাড়ল এলসপেথ। ‘না, আমি ঠিক আছি।’ ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে এলসপেথ নাক ঝাড়ছে, দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পেল ল্যাক। ‘তোমাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে ল্যাক।’

‘আমারও বাজে একটা সময় কেটেছে। কষ্ট হয়েছে।’

‘নাম্বারগুলো বলছি, লিখে নাও।’

নাম্বার লিখতে লিখেতে ল্যাক বলল, ‘আচ্ছা এলসপেথ, আমরা কি ধনী?’

‘তোমার বাবা একজন সফল ব্যাংকার ছিলেন। তোমার জন্য প্রচুর টাকা রেখে গেছেন। কেন বলো তো?’

‘বিল হাইড বলল আমি কার্লটনে একটা বিশেষ স্যুটে থাকি।’

‘যুদ্ধের আগে তোমার বাবা রুজভেল্টের প্রশাসনের বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি যখন ওয়াশিংটনে যেতেন তখন পুরো পরিবার নিয়ে যেতেন সাথে করে। তুমি তখন কার্লটনের একেবারে কোনার দিকে একটা স্যুটে থাকতে। এখনও সেই স্যুটেই থাকেন।’

‘তার মানে আর্মি থেকে তুমি আর আমি মিলে যা পাই তার উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় না।’

‘না। তা হবে কেন? তবে হান্টসভিলেতে আমরা বাকিদের মতোই থাকার চেষ্টা করি।’

‘বুঝলে এলসপেথ, সারাদিনও যদি প্রশ্ন করি, আমার প্রশ্ন শেষ হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার জন্যে জরুরি বিষয় হচ্ছে কী হয়েছিল আমার, তা জানা। তুমি আজ রাতে এখানে চলে আসতে পারবে?’

এক মুহূর্ত নীরব এলসপেথ। ‘মাই গড, কেন?’

‘আমার সাথে চলতে থাকা রহস্যের সমাধান করা দরকার। আমার একটু সাহায্য দরকার। মানে, একজন সাথি দরকার।’

‘মাথা থেকে সেসব ঝেড়ে ফেলে তোমার এখন এখানে চলে আসা উচিত।’

কী বলছে এলসপেথ? এ তো অসম্ভব। ল্যাক বলল, ‘মাথা থেকে কিছু ঝেড়ে ফেলতে পারব না। কী হচ্ছে আমাকে নিয়ে তা আমার জানতে হবে। ঝেড়ে ফেলার মতো সহজ কিছু আমার সাথে হয়নি।’

BanglaBook.org

'ল্যাক, এই মুহূর্তে কেইপ ক্যানাভেরাল ছেড়ে আমি বের হতে পারব না। আমরা আমেরিকার প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছি! এই মুহূর্তে টিম ছেড়ে আসা সম্ভব না।'

'আমারও তাই ধারণা।' এলসপেথের বিষয়টা বুঝল ল্যাক, কিন্তু সে মানা করায় কোথায় যেন একটু ব্যথাও লাগল। 'আচ্ছা এলসপেথ, বার্ন রথস্টেন কে?'

'ও নাকি আমাকে খুঁজছিল। হয়তো আমার বিষয়ে ও কিছু বলতে পারবে।'

'পরে আমাকে ফোন করবে তো ল্যাক? আমি রাতে স্টারলাইট মোটেলে থাকব।'

'ওকে।'

'নিজের দিকে খেয়াল রেখো ল্যাক, প্লীজ।' এলসপেথের গলায় অনুনয় ঝরে পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ল্যাক। আবেগে বুকটা ভরে আছে। মনের একটা অংশ চাইছে হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়তে। যা হয় হোকগে। আরেকটা অংশের হচ্ছে মারাত্মক কৌতূহল। কৌতূহলেরই জয় হলো, আবার ফোন তুলে নিল ল্যাক, ডায়াল করল বার্ন রথস্টেনের নাম্বারে।

'আমি ল্যাক লুকাস।'

'ল্যাক, থ্যাংক গড! তোমার হয়েছেটা কী?' বার্নের গলা ভারী। কথায় নিউইয়র্কের টান স্পষ্ট।

'সবারই একই প্রশ্ন। সমস্যা হলো, উত্তরটা আমি জানি না। শুধু জানি আমি স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছি।'

'তোমার স্মৃতি? অতীত ভুলে গেছো?'

'ঠিক বলেছো।'

'ওহ্ শিট! কীভাবে হলো। জানো কিছু?'

'না। ভাবলাম তোমার কাছে কোনো ক্লু পাওয়া যাবে।'

'তোমার জন্যে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। সোমবার ফোন করে বললে তুমি এখানে আসছো। আমার সাথে দেখা করবে। পৌঁছে কার্লটন থেকে ফোন করবে। তারপর তোমার আর খবর নেই।'

'সোমবার রাতে আমার কিছু একটা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। শোনো, তোমার এক জায়গায় ফোন করা উচিত। ড. বিলি জোসেফসনের কাছে ফোন করো। সে মেমোরির বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।'

BanglaBook.org

নামটা শোনামাত্রই মাথায় কোথায় যেন নাড়া খেল। ল্যুক বলল, 'মনে হয় লাইব্রেরিতে ওর বই আমি পড়েছি।'

'বিলি জোসেফসন আমার প্রাক্তন স্ত্রী এবং তোমার পুরনো বন্ধুদের একজন।' বার্ন ল্যুককে বিলির নাম্বার দিল।

'আমি ওকে এক্ষুনি ফোন করছি, বার্ন...'

'তাই করো।'

'আমি স্মৃতি হারালাম। আর দেখা গেল আমারই এক পুরনো বন্ধু স্মৃতির বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত। আশ্চর্য্য কাকতালীয় বিষয় মনে হচ্ছে। তাই না?'

'কী জানি, হবে হয়তো।' উত্তর দিল বার্ন।

BanglaBook.org

বিকাল ৪.৪৫

ফাইনাল স্টেজে থাকে স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইট আশি ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু প্রস্থ মাত্র ছয় ইঞ্চি। ওটা মাত্র ত্রিশ পাউন্ড, দেখতে অনেকটা স্টোভ পাইপের মতন।

একটা রোগীর ইন্টারভিউ নেবার কথা বিলির। রোগীর রোগ কিছুটা বিচিত্র। সে একজন ফুটবল খেলোয়াড়। ফুটবল মাঠে প্রতিপক্ষের সাথে সংঘর্ষে সে মাথায় ব্যথা পেয়েছিল। এরপর ঘটেছে বিচিত্র ঘটনা। খেলা শুরু হবার এক ঘণ্টা আগ পর্যন্ত তার সব মনে আছে এবং সংঘর্ষের পর সাইডলাইনে বসে থাকার ঘটনা মনে আছে। মাঝখানের সময়টুকু উধাও। তার কিছু মনে নেই।

ইন্টারভিউতে বিলি খুব একটা মনোযোগ দিতে পারেনি। সোয়ারবি ফাউন্ডেশান আর অ্যান্থনি ক্যারলের বিষয়টা মাথায় ঘুরছে। ইন্টারভিউ শেষ করে অ্যান্থনিকে বিলি যখন ফোন করল ততক্ষণে সে হতাশাগ্রস্ত এবং অস্থির একজন মানুষ হয়ে গেছে।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই পাওয়া গেল অ্যান্থনিকে। অ্যান্থনি ফোন ধরার সাথে সাথে বিলি বলল, 'অ্যান্থনি, কী হচ্ছে বলো তো?'

'অনেক কিছু।' উত্তর দিলো অ্যান্থনি। 'ইজিপ্ট এবং সিরিয়া একত্র হতে রাজি হয়েছে। স্কার্টের দৈর্ঘ্য ছোট হচ্ছে। রয় ক্যাম্পানেল্লা ঘাড় ভেঙে মরেছে গাড়ি দুর্ঘটনায়। আরও কত কী!'

বিলি চিৎকার করা থেকে বহু কষ্টে নিজেকে বিরত রাখল। সে বলল, 'হসপিটালে ডিরেক্টর অব রিসার্চ পদের জন্যে আমি পাস করলাম, আর চাকরি পেয়েছে লেন রস। তুমি বিষয়টা জানো?'

'হ্যাঁ, জানি?'

'বিষয়টা বুঝলাম না অ্যান্থনি। বাইরের হাইলি কোয়ালিফাইড যেমন সোল ওয়েইনবার্গ যদি আমাকে টপকে যেত তবে বিষয়টা মেনে নিতাম। কিন্তু লেন রস? সবাই জানে আমি ওর চেয়ে ভালো। তাও কেন আমাকে বাদ দিয়ে লেন রস?'

'আসলেই সবাই তাই জানে?'

BanglaBook.org

'অ্যান্থনি, কাম অন! তুমি নিজেও তা জানো। তুমিই তো আমাকে এ লাইনে গবেষণা করার পরামর্শ দিলে। মনে নেই, সেই যে যুদ্ধের শেষে —'

'ওকে, ওকে, মনে পড়ছে।' কথার মাঝখানে কথা বলল অ্যান্থনি। 'বিষয়টা এখনও ক্লাসিফায়েড বিলি।'

অ্যান্থনির কথাটা বিশ্বাস হলো না বিলির। যুদ্ধের সময়কার বিষয় এখনও গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য হবার কোনো কারণ নেই।

'তো আমি কেন চাকরিটা পেলাম না?'

'আমার কি কারণ জানার কথা?'

'ফাউন্ডেশন লেন রসের পক্ষে সাফাই গাইছে।'

'তাদের বোধহয় সে অধিকার আছে।'

'অ্যান্থনি, আমার সাথে কথা বলো।'

'তাই তো বলছি।'

'তুমিও ফাউন্ডেশানের একটা অংশ। এ ধরনের সিদ্ধান্তে ট্রাস্টের নাক গলানোর বিষয়টা খুব অস্বাভাবিক। তারা সিদ্ধান্তের বিষয়টা এক্সপার্টদের হাতে ছেড়ে দেয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণটা তোমার অবশ্যই জানার কথা।'

'আমি সেরকম কিছু জানি না। আর বোধহয় সবকিছু এখনও ঠিক করা হয়নি। হলে একটা মিটিং হবার কথা এবং আমার তা জানার কথা।'

'চার্লস কিছু পরিষ্কার করেই বলেছে আমাকে।'

'ঘটনা তাহলে সত্য, সন্দেহ নেই। আসলে এ ধরনের বিষয়ে খোলামেলা কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি। দেখো গিয়ে ডিরেক্টর আর আরও দু একজন বোর্ড মেম্বার কসমস ক্লাবে গিয়ে গপসপ করতে করতে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তারপর চার্লসকে ডেকে জানিয়ে দিয়েছে। এসব বিষয় সাধারণত এভাবেই হয়। চার্লস যে তোমার সাথে এত ঘনিষ্ঠ তা তো জানতাম না। কী বিষয়?'

'কোনো বিষয় নেই। চার্লস খুবই কষ্ট পেয়েছে মনে। সেও ধরতে পারেনি ট্রাস্ট কেন এ রকম করল। ভাবলাম তুমি ঘটনা জানো। তাই ফোন করেছি।'

'ফালতু কারণ হবে দেখো গিয়ে। রসের পরিবার আছে নাকি?'

'আছে। বউ আর চারটা বাচ্চা।'

'একজন পুরুষ তার পরিবার চালাচ্ছে, আর একজন নারী যার কোনো পরিবার নেই। কার বেশি বেতন দরকার? পুরুষটার, তাই না? ডিরেক্টরও বোধহয় এই ভেবেছে।'

'ফর ক্রাইস্ট'স সেইক! অ্যান্থনি, আমার একটা ছেলে আছে। মায়ের দেখাশোনাও আমাকে করতে হয়। আর তুমি বলছো আমার পরিবার নেই?'

BanglaBook.org

'ডিরেক্টরের ভাবনার কথা বলেছি। আমার কথা তো বলিনি। ডিরেক্টর হয়তো ও রকম ভেবেছে। ভাবনাটা যে যৌক্তিক তা আমি বলছি না। শোনো বিলি, আমার কাজ আছে। একটু যেতে হবে। পরে তোমাকে ফোন করবো।'

'ওকে।' উত্তর দিল বিলি। ফোন রাখার পর অনেকক্ষণ ফোনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মন একটা কথা চিৎকার করে বলতে চাইছে, 'অ্যান্থনি মিথ্যে কথা বলছে।'

BanglaBook.org

বিকাল ৫টা

রকেটে ফোর্থ স্টেজ তৈরি করা হয়েছে টাইটানিয়াম দিয়ে। স্টেইনলেস স্টিলের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে টাইটানিয়াম। টাইটানিয়াম ব্যবহারের কারণ হচ্ছে, এর ভর কম কিন্তু মজবুত স্টিলের চাইতে বেশি। স্টিলের বদলে টাইটানিয়াম ব্যবহারের কারণে ভর যেটুকু কমেছে তাতে অতিরিক্ত দুই পাউন্ড ওজনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসানো গেছে।

অ্যান্থনি ফোন রাখার সাথে সাথে আবার বেজে উঠল। ফোন তোলার সাথে সাথে এলসপেথের গলা পাওয়া গেল। গলায় উত্তেজনার ছাপ। এলসপেথ বলল, 'ফর গড'স সেইক, তোমার ফোনে সমস্যা কী অ্যান্থনি? কম করে হলেও পনেরো মিনিট ধরে ফোন করছি। আর তোমার লাইন এনগেজড। ঘটনা কী?'

'বিলির সাথে কথা বলছিলাম, সে-'

'বাদ দাও। এই মাত্র আমি ল্যুকের সাথে কথা বললাম।'

'কীভাবে সম্ভব?'

'চুপ করে কথা শোনো। ল্যুক স্মিথসোনিয়ান এয়ারক্রাফট বিল্ডিং থেকে ফোন করেছিল। সাথে একজন ফিজিশিস্ট ছিল।'

'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।' ফোন রেখেই ছুটল অ্যান্থনি। অ্যান্থনিকে ছুটতে দেখে পিটও ছুট। কিছু বলতে হলো না। পার্কিং লটে গিয়ে গাড়িতে চড়ে বসল দুজন।

ল্যুক যে এলসপেথের সাথে কথা বলেছে, এ বিষয়টা অ্যান্থনির একেবারে পছন্দ হয়নি। এর মানে হচ্ছে সব পরিকল্পনা মাঠে মারা যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি ল্যুককে ধরা যায়, সব হয়তো ঠিক করে ফেলা যাবে।

অ্যান্থনি ঠিক চার মিনিটে পৌঁছে গেল জায়গামতো। মূল প্রবেশ পথের পাশে একটা পে-ফোন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওখানে ল্যুক নেই।

অ্যান্থনি বলল, 'স্প্লিট আপ। আমি ডানে যাচ্ছি, তুমি বামে যাও। অ্যান্থনি এক্সিবিট রুট ধরে হাঁটা শুরু করল। প্রতিটি লোকের মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে। বিল্ডিংয়ের শেষ মাথায় দেখা হলো পিটের সাথে। সেও কিছু পায়নি।

BanglaBoi.org

একপাশে বেশ কয়েকটা রেস্ট রুম এবং অফিস দেখা যাচ্ছে। পিট ঢুকল রেস্ট রুমগুলোতে আর অ্যান্থনি অফিসে প্রতিটি অফিসে ফোন আছে। এগুলোর কোনো একটা থেকেই হয়তো ফোন করেছিল ল্যুক। এখন তার কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে এলো পিট। 'কিছু নেই, কেউ নেই।'

অ্যান্থনি বলল, 'বিরাট ঝামেলা হয়ে গেল।'

পিট ভ্রু কুঁচকে বলল, 'বিরাট ঝামেলা? আপনি আমকে যতটা বলেছেন, এ লোক তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই না?'

'হ্যাঁ। লোকটা এই মুহূর্তে আমেরিকার জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ।'

'ক্রাইস্ট।'

একেবারে শেষ মাথায় একগাদা চেয়ার আর একটা মুভেবল লেকটার্ন দেখা যাচ্ছে। ওখানে তিনজন দাঁড়িয়ে কথা বলছে। একজন পরনে ট্যুইড স্যুট, বাকি দুজনের পরনে ওভারঅল। এলসপেথ বলছে, ল্যুকের সাথে কয়েকজন ফিজিশিস্ট ছিল। এরাই কি সেই ফিজিশিস্ট! যদি তাই হয় তবে তাদের কাছে ল্যুকের খবর পাওয়া যাবে।

ট্যুইড স্যুট পরা লোকটার দিকে এগিয়ে গেল অ্যান্থনি, বলল, 'এক্সকিউজ মি, এখানে কি কোনো মিটিং হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। প্রফেসার লার্কলি রকেট ফুয়েলের উপর একটা লেকচার দিয়েছেন।' উত্তর দিল তরুণ। 'আমি উইল ম্যাকডারমট। মিটিংটা আমিই আয়োজন করেছি।'

'ড. ক্লদ ল্যুকাস এখানে ছিল?'

'হ্যাঁ। আপনি কি তার বন্ধুস্থানীয় কেউ?'

'হ্যাঁ।'

'বেচারা তার অতীত ভুলে গেছে। জানেন? আমি বলার আগ পর্যন্ত সে তার নামটা পর্যন্ত জানত না।'

অ্যান্থনি বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল। ঠিক এই ভয়টাই সে পেয়েছিল। ল্যুক এখন নিজের পরিচয় জানে।

'ড. ল্যুকাসের সাথে দেখা করতে চাই। বিষয়টা খুব জরুরি।'

'উনি তো এই একটু আগে এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।'

'কোথায় যাচ্ছে বলেছে কিছু?'

'না, তা তো কিছু বলল না। আমি অবশ্য উনাকে ডাক্তারের কাছে যাবার কথা বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন যে তিনি সুস্থ আছেন। তবে বেচারাকে খুব শকড্ লাগছিল।'

BanglaBook.org

‘থ্যাংক ইউ, আসি,’ বলেই ঘুরে হাঁটা শুরু করল অ্যান্থনি। দ্রুত হাঁটছে সে। সবকিছু ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

ইনস্টিটিউটের বাইরেই ইনডিপেনডেন্স অ্যাভিনিউ। তাতে একটা পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে। রাস্তার উল্টোপাশে পার্ক করা একটা গাড়ির পাশে দুজন পুলিশ হাঁটাহাঁটি করছে। গাড়ির কাছে গেল অ্যান্থনি। গাড়ির রং নীল সাদা। একটা ফোর্ড ফেয়ারলাইন। জানালা দিয়ে রোজি বুড়ি এই গাড়িই দেখেছিল।

পেট্রলম্যান পুলিশ দুজনকে নিজের পরিচয় দিল অ্যান্থনি। তারপর বলল, ‘আপনারা কি গাড়িটা এইমাত্র দেখতে পেলেন?’

দুই পুলিশের মধ্যে বেশি বয়সের পুলিশটা বলল, ‘না। আমরা নাইনথ স্ট্রিটে চলতে দেখেছি গাড়িটাকে, ধাওয়া করলাম, পালিয়ে গেল ব্যাটা।’

‘আপনারা পালাতে দিলেন?’ হতাশ সুরে প্রশ্ন করল অ্যান্থনি।

অপেক্ষাকৃত তরুণ পুলিশ বলল, ‘ব্যাটা গাড়ি ঘুরিয়ে ট্রাফিকের উল্টো দিকে চালানো শুরু করল। লোকটা যে-ই হোক, গাড়ি চালায় মারাত্মক!’

‘কয়েক মিনিট পর দেখি গাড়ি এখানে পার্ক করা, চালক উধাও।’

দুই পুলিশের মাথায় মাথায় বাড়ি দিতে ইচ্ছে করছে অ্যান্থনির। করতে পারলে ভালো লাগত। তা তো করা যাচ্ছে না। তাই সে বলল, ‘এই লোক তাহলে আশেপাশের কোথাও থেকে গাড়ি চুরি করে ভেগেছে। এই নিন আমার কার্ড। আশেপাশে কোনো গাড়ি চুরির রিপোর্ট পেলে এই নাম্বারে কষ্ট করে জানিয়ে দেবেন। পারবেন না?’

বয়স্ক পুলিশ কার্ড নিয়ে বলল, ‘অবশ্যই পারব, মি. ক্যারল।’

অ্যান্থনি, পিট দুজনেই নিজেদের হলুদ ক্যার্ডিলাকের কাছে ফিরে এলো। গাড়ি এখনও চালাচ্ছে অ্যান্থনি।

পিট বলল, ‘ব্যাটা এখন কী করবে? আপনার কী মনে হয়?’

‘জানি না। এখন থেকে সোজা এয়ারপোর্টে গিয়ে ফ্লোরিডায় চলে যেতে পারে; পেন্টাগনে গিয়ে হাজির হতে পারে; আবার হোটেলে গিয়েও উঠেতে পারে। ওহ্ খোদা! এই ব্যাটার মাথায় মায়ের কথা ঢুকলে তো শেষ! গিয়ে হাজির হবে নিউইয়র্কে। এবার আমাদের লোকদের ছড়িয়ে দিতে হবে পিট।’

বাকিটা পথ চুপচাপ রইল অ্যান্থনি। অফিসে ঢুকে বলল, ‘দুজনকে পাঠাবে এয়ারপোর্টে, দুজন যাবে ইউনিয়ন স্টেশনে, দুজন বাস স্টেশনে, অফিসে দুজন থাকবে। এই দুজন ল্যুকের সব বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে ফোন করবে। জিজ্ঞাসা করতে হবে তাদের কারও সাথে ল্যুক দেখা করতে আসছে কিনা। আর দুজন যাবে কার্লটন হোটেলে। একটা রুম ভাড়া করে নিচের লবিতে বসে থাকবে ওরা। আমি পরে ওদের সাথে যোগ দেব। যাও।’

BanglaBook.org

পিট বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিল অ্যান্থনি। দিনে প্রথমবারের মতো ভয় লাগছে তার। ল্যুক এখন নিজের পরিচয় জানে। এরপর সে কী বের করে ফেলবে কে জানে! এই প্রজেক্টটা অ্যান্থনির জীবনে সবচেয়ে বড় ও সফল প্রজেক্ট হবার কথা। এখন মনে হচ্ছে এটাই ওর ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেবে।

কে জানে হয়তো প্রাণটাও হারাতে হবে।

কিন্তু ল্যুককে যদি খুঁজে পাওয়া যায় তবে সব ঠিক করে ফেলা যাবে। দ্রুত কাজ করতে হবে। নিতে হবে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা। এখন ল্যুককে শুধু চোখে চোখে রাখলেই হবে না। দরকার হলে সমস্যাটা শেষ করে দিতে হবে। চিরদিনের জন্যে।

এই ভাবনায় হৃদয়ভারাক্রান্ত হলো অ্যান্থনির। প্রেসিডেন্ট আইসোহাওয়ারের ছবিটা অ্যান্থনি দেয়াল থেকে নামিয়ে নিল। ছবির পেছনে একটা সেইফ দেখা যাচ্ছে। কমবিনেশন ঘুরিয়ে দরজা খুলল অ্যান্থনি। বের করে আনল পিস্তল।

পিস্তটি ওয়ালথার পি থার্টি এইট অটোমেটিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনী এই জিনিস ব্যবহার করেছে। উত্তর আফ্রিকায় যাওয়ার আগে পিস্তলটা তাকে ইস্যু করা হয়েছে। একটা সাইলেন্সারও আছে অ্যান্থনির। ওয়ালথার পি থার্টি এইটের সাথে ফিটেড এই সাইলেনসার ও এসএস-এর নিজস্ব ডিজাইন করা।

অ্যান্থনি জীবনে প্রথম মানুষ মেরেছে এই ওয়ালথার দিয়ে।

সেইফ থেকে সাইলেনসার নিয়ে ব্যারেলে ফিট করে পেঁচিয়ে শক্ত করে লাগাল অ্যান্থনি। টপকোট চড়াল গায়ে। তার টপকোট হচ্ছে লং ক্যামেল হেয়ার উইন্টার কোট, সিঙ্গেল ব্রেস্টেড, ডিপ ইনসাইড পকেট। বাট নিচের দিক দিয়ে ডান পকেটে পিস্তল রাখল অ্যান্থনি। সাইলেনসার উপরের দিকে।

সাইলেনসার সহ পিস্তল বেশ বড়সড় হয়ে যায়, শসার মতো হয় দেখতে। সাইলেনসার আর পিস্তল আলাদা করে রাখতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু কে জানে পরে সাইলেনসার লাগিয়ে সময় হয়তো পাওয়া যাবে না। সাইলেনসার লাগিয়ে রাখাই ভালো। পিস্তল বের করে ফায়ারিং পজিশনে এনে রাখল অ্যান্থনি।

কোটের বোতাম লাগিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা : ৬টা

স্যাটেলাইটের মাথার আকৃতি বুলেটের মতো। তত্ত্ব মতে স্যাটেলাইটের মাথা গোলাকার হলে তা অনেক মজবুত হতো, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল রেডিও যোগাযোগের জন্য একটা বাইরে বের হয়ে থাকা অ্যান্টেনা প্রয়োজন। অ্যান্টেনার জায়গা দিতে গিয়ে স্যাটেলাইটের মাথা গোলাকার না হয়ে বুলেটের মতো হয়েছে।

স্মিথসোনিয়ান থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ক্যাবে চড়ে জর্জটাউন মানসিক হাসপাতাল গেল ল্যুক। রিসেপশনে জানাল ড. জোসেফসনের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

বিলির সাথে ফোনে কথা হয়েছে ল্যুকের। কথা বলে ভালো লেগেছে। মেয়েটার ভেতর প্রাণ আছে। বোঝা গেল তার সাথে কথা বলে বিলিরও ভালো লাগছে। স্মৃতি হারানোর কথা শোনামাত্র দেখা করার ব্যাগ্রতা বেড়ে গেল বিলির। ওর কথায় দক্ষিণি একটা টান আছে, আর কথা বলে এমনভাবে যেন গলার ঠিক নিচে হাসির ফোয়ারা বইছে, যেকোনো সময় বেরিয়ে আসবে।

সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামছে মানুষটা। ছোটখাটো একজন মহিলা, গায়ে সাদা ল্যাব কোট। বিশাল বাদামি চোখে-মুখে উত্তেজনার রেশ চিকচিক করছে। মেয়েটাকে দেখেই মুখে হাসি এলো ল্যুকের।

'তোমাকে দেখে খুব ভালো লাগছে ল্যুক।' বলেই বিলি দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ল্যুককে।

প্রথমে বিলির আচরণে সাড়া দিল ল্যুক। সেও জড়িয়ে ধরল। তারপর ভাবল, বেশি হয়ে যাচ্ছে নাকি? তাই দ্রুত বিলিকে ছেড়েও দিল ল্যুক। হেসে ফেলল বিলি। 'আমি কেমন মানুষ নিশ্চয়ই তুমি ভুলে গেছ, রিল্যাক্স ল্যুক, আমি কামড়াব না। চলো তোমাকে আমার অফিস দেখাই।' অফিসে যাওয়ার আগে বেশ লম্বা একটা করিডোর পেরুতে হয়। করিডোরে এক বৃদ্ধা বসা। বৃদ্ধা বলল, 'তোমার বয়ফ্রেন্ডটাকে আমার পছন্দ হয়েছে ডক্টর।'

বিলি হেসে বলল, 'সমস্যা নেই। আমার কাছ থেকে ওকে সোজা **আপনার** কাছে পাঠিয়ে দেব।'

BanglaBook.org

বিলির অফিস রুমটা ছোট। একটা প্লেইন ডেস্ক, স্টিলের ফাইলিং কেবিনেট। সাধারণ রুমটাকে অসাধারণ করা হয়েছে চমৎকার দুটো পেইন্টিং আর ফুল রেখে। ল্যুককে বসিয়ে কফি দিল বিলি। এরপর খুলল একটা কুকিজ-এর প্যাকেট।

এরপর শুরু হলো অ্যামনেশিয়া সম্পর্কিত প্রশ্ন। ল্যুক উত্তর দিচ্ছে, নোট নিচ্ছে বিলি। গত বারো ঘণ্টায় পেটে কিছু পড়েনি। কুকিজ সব খেয়ে ফেলল ল্যুক। বিলি বলল, 'আরেক প্যাকেট দিই?' মাথা ঝাকাল ল্যুক। এরপর বিলি বলল, 'তো, আমাদের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার। তোমার গ্লোবাল অ্যামনেশিয়া হয়েছে, এ ছাড়া তুমি মানসিকভাবে ঠিকঠাকই আছ। তোমার শারীরিক অবস্থার কথা ঠিক বলতে পারছি না। কারণ আমি ঐ দিকের ডাক্তার নই। তবে সে রকম একজনকে দেখিয়ে নিও।'

'এই অ্যামনেশিয়া কি সারে?'

'নাহ্। প্রক্রিয়াটা ইরিভার্সিবল।' একটা ধাক্কা খেল ল্যুক। এতক্ষণ মনে হয়েছে হঠাৎ করে সবকিছু মনে পড়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে সব। আর এখন জানা যাচ্ছে সে রকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। 'ক্রাইস্ট' বিড়বিড় করে বলল ল্যুক। বিলি বলল, 'এত হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যাদের এ সমস্যা হয় তাদের বাকি সবকিছু মোটামুটি ঠিকই থাকে। যা ভুলে গেছ তা জেনে নিতে পারবে। কোনো সমস্যা হবে না।'

বিলি ভয়াবহ সব খবর দিচ্ছে, তারপরও ল্যুক আবিষ্কার করল সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিলির দিকে। কী সুন্দর ঝকঝকে চোখ। সমবেদনায় আর্দ্র। পাতলা সুন্দর ঠোঁট। লাইটের আলো এসে পড়েছে চুলে। সারা জীবন যদি এর সাথে কথা বলে কাটিয়ে দেওয়া যেত! ল্যুক বলল, 'এ জাতীয় অ্যামনেশিয়ার কারণ কী?'

'প্রথম সম্ভাব্য কারণ হিসেবে ব্রেইন ড্যামেজ বলতে পারো। তোমার মাথায় ইনজুরির কোনো লক্ষণ দেখছি না। আবার বললে মাথায় কোনো ব্যথাও নেই?'

'তা নেই। আর কোনো কারণ কি আছে?'

'নানা রকম কারণ থাকতে পারে। যেমন ধরো দীর্ঘ মানসিক টানাপড়েন। হঠাৎ কোনো শক বা ড্রাগ। স্কিৎজোফ্রেনিয়ার যে চিকিৎসা দেয়া হয় তার সাইড অ্যাফেক্ট হিসেবেও এ সমস্যা দেখা দিতে পারে।'

'স্কিৎজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা কী?'

'ইলেকট্রিক শক আর ড্রাগ-এর একটা কম্বিনেশন।'

BanglaBook.org

'আমার সমস্যাটার কারণ তাহলে নিশ্চিতভাবে বলার কোনো উপায় নেই?'

'উঁহু, নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না কিছুই। তুমি বললে, সকালে তোমার হ্যাংওভারের মতো অবস্থা ছিল। যদি মদ না গিলে থাকো তবে হ্যাংওভারটা কোনো ড্রাগের আফটার ইফেক্ট। আসলে কোনো ডাক্তারই নিশ্চিতভাবে তোমাকে কিছু বলতে পারবে না। খুঁজে বের করতে হবে যে, সোমবার রাত আর মঙ্গলবার সকালের মধ্যে তোমার কী হয়েছিল।'

ল্যুক বলল, যাক, তাও তো এখন আমি জানি যে আমি কি খুঁজছি।

'হয় শক, ড্রাগ নয় স্কিৎজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা।'

'তুমি স্কিৎজোফ্রেনিক না, বাস্তব দুনিয়ার সাথে তোমার যোগাযোগ ভালোই আছে। এরপর কোথায় যাবে?'

উঠে দাঁড়াল ল্যুক। এই মেয়েটার কাছ থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এখন আর বসে থাকাও যাচ্ছে না। যতটুকু বলার বলেছে বিলি। ল্যুক বলল, 'এখন যাবো বার্ন রথস্টেনের কাছে। ও হয়তো একটু ধারণা দিতে পারবে আমাকে।

'গাড়ি আছে সাথে?'

'ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে বলেছি।'

'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই।'

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ল্যুকের হাত ধরলো বিলি। ভালোবাসাময় উষ্ণ স্পর্শ। সেই স্পর্শে সচকিত হলো ল্যুক।

ল্যুক বলল, 'বার্নের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়েছে কত বছর?' 'পাঁচ বছর। এখন আমরা আবার বন্ধু হয়ে গেছি।' 'প্রশ্নটা একটু অদ্ভুত, তাও আমাকে প্রশ্নটা করতে হবে। তুমি আর আমি কি কখনো ডেট করেছি?'

'ওহ্ বয়!' লাজুক গলায় বিলি বলল 'তোমার কী যে সব প্রশ্ন!'

BanglaBook.org

১৯৪৩

ইতালি যেদিন আত্মসমর্পণ করল ঠিক সেদিন বিলির সাথে ল্যুকের দেখা হলো। ঘটনাস্থল Q বিল্ডিং-এর লবি।

প্রথমে ল্যুককে চিনতে পারেনি বিলি। শুটকো একটা মানুষ, পরনে বিশাল সাইজের ল্যাগব্যাগে স্যুট।

প্রথমে লোকটার দিকে ঠিকমতো তাকায়নি বিলি। পরে সেই শুটকো লোকটা বলল, 'বিলি, আমাকে চিনতে পারছো না?' কথাটা খুবই পরিচিত। কণ্ঠ শুনেই বিলির খবর হয়ে গেল।

কথাগুলো কে বলল তা দেখতে গিয়েই তার মুখ দিয়ে একটা ছোট্ট চিৎকার বেরিয়ে এলো। লোকটার মুখ কংকালের খুলির মতো। একসময়ের ঝকঝকে চুল এখন মলিন। শার্টের কলার অনেক বড়, জ্যাকেট মনে হচ্ছে পরা হয়নি, হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। চোখ জোড়ায় কোনো জ্যোতি নেই, বৃদ্ধের চোখ।

বিলি বলল, 'ল্যুক! এ কী অবস্থা তোমার?'

'থ্যাংক গড। চিনেছো তাহলে।' ক্লান্ত একটা হাসি দিল ল্যুক।

'আই অ্যাম স্যরি ল্যুক।'

'না না অসুবিধা নেই। স্যরি হওয়ার কিছু নেই। শরীরের অবস্থা খুব খারাপ, আমিও জানি। যেখানে ছিলাম সেখানে খাবার-দাবার খুব একটা পাইনি।'

একবার মনে হলো ল্যুককে জড়িয়ে ধরা দরকার। বিষয়টা ল্যুকের পছন্দ হবে কিনা কে জানে। এসব ভেবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিলি।

ল্যুক বলল, 'এখানে কী করছো?'

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বিলি বলল, 'একটা ট্রেনিং কোর্স করছি। ম্যাপ, রেডিও, অস্ত্রপাতি আনআর্মড কমব্যাট... এসব আর কি।'

ল্যুক একটু হাসলো। 'কই তোমার পরনে তো জুজুৎসুর পোশাক নেই।'

বিলি সবসময়ই ভালো পোশাক পরতে পছন্দ করে।

BanglaBook.org

যুদ্ধকালীন অবস্থাতেও অভ্যাসের পরিবর্তন হয়নি। আজ তার পরনে মিহি হলুদ স্যুট, সাথে শর্ট কেলেরো জ্যাকেট। আর নিচে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট। মাথায় বড় হ্যাট।

আর্মি থেকে যা পায় তাতে হাল ফ্যাশনের জামা কেনা যায় না। একটা সেলাই মেশিন ধার করে জামাকাপড় বিলি নিজেই বানিয়ে নেয়। কাপড় সেলাই-এর কাজটা শিখিয়েছে বাবা। ল্যুকের কথার উত্তরে বিলি বলল, 'তোমার কথাগুলো আমি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নিচ্ছি।

'তা, এতদিন ছিলে কোথায়?'

'তোমার হাতে সময় হবে? একটু কথা বলতাম।'

'অবশ্যই হবে।' বিলির এ সময় ক্রিপটোগ্রাফি ক্লাস থাকে। গোল্লায় যাক ক্লাস।

'চলো বাইরে যাই তাহলে।'

বাইরে চমৎকার রোদ। সেপ্টেম্বরের রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। ল্যুক স্যুটকোট খুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল।

হাঁটতে হাঁটতে ল্যুক বলল, 'তুমি ওএসএস-এ কীভাবে এলে?'

'অ্যান্থনি ঠিক করে দিয়েছে', উত্তর দিলো বিলি। ঐ সময়টায় অফিস অব স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিসে চাকরি পাওয়া খুব ঝক্কির একটা বিষয় ছিল। সবারই চোখ ছিল এদিকে। তাই চাকরি পাওয়াও ছিল শক্ত কাজ।

বিলি বলল, 'অ্যান্থনি ওর পরিবারের প্রভাব খাটিয়ে আমার চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে। ও নিজে এখন জেনারেল বিল ডনোডানের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। জানো নিশ্চয়ই জেনারেল ওএসএস-এর বর্তমান প্রধান। এর আগে ওয়াশিংটনে একটা দোকান চালাচ্ছিলাম প্রায় বছরখানেক। বিরক্তিকর কাজ ছিল। এখনে আসতে পেরে এখন ভালো আছি। বিরক্তি নেই। অ্যান্থনি ওর পুরনো সব হার্ভার্ডের বন্ধুদের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে।

এলসপেথ লন্ডনে, পেগ কায়রোতে, তুমি আর বার্ন বোধহয় এনিমি লাইনের আশেপাশে ছিলে।'

ল্যুক বলল, ফ্রান্সে ছিলাম।' 'কেমন কাটলো সময়?'

একটা সিগারেট ধরালো ল্যুক। এটা ওর নতুন অভ্যাস। হার্ভার্ডে থাকতে এই অভ্যাস ছিল না। আর এখন ল্যুক সিগারেট এমনভাবে টানে যেন এটাই ওর জীবন।

BanglaBook.org

সে বলল, 'আমি প্রথম যে লোকটাকে মেরেছি, ও ছিল ফ্রান্সের।' বিলি পরিষ্কার বুঝতে পারছে মানুষ মারা নিয়ে এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগছে ল্যুক। ওর একটু হালকা হওয়া দরকার।

বিলি বলল, 'কী হয়েছিল বলো আমাকে।'

'লোকটা ছিল পুলিশ। নাম ক্রুদ, আমার নামে নাম। লোকটা হয়তো খারাপ ছিল না, আর দশটা মানুষের মতোই দোষ-গুণে মেলানো ছিল। একদিন একটা ফার্ম হাউসে আমরা মিটিং করছিলাম। টেবিলে ম্যাপ বিছানো, কোনার দিকে গাদা করা অস্ত্র। বার্ন দেখাচ্ছিল কী করে টাইম বোমা ফিট করতে হয়।' এ পর্যন্ত বলে বিচিত্র গলায় হেসে উঠল ল্যুক। যেন ঘটনাটা বলতে সে খুব মজা পাচ্ছে। তারপর সে বলল, 'বেকুবটা ফার্ম হাউসে গিয়ে আমাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করতে চাইল। সে গেছে একা, অ্যারেস্ট করবে বিশ-পঁচিশ জনের একটা দলকে। বোঝ অবস্থা। অ্যারেস্ট করতে না চাইলেও অবশ্য ওকে মরতেই হতো।'

'এরপর তুমি কী করলে?' ফিসফিস করে বলল বিলি।

'ব্যাটাকে ধরে বাইরে নিয়ে গেলাম। মাথার ঠিক পেছনে গুলি করেছিলাম।'

'ওহ্ মাই গড।'

'লোকটা সাথে সাথে মরেনি। গুলি খাবার পর মিনিটখানেক বেঁচে ছিল।'

ল্যুকের হাত মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলো বিলি। ল্যুকও ধরে রইল বিলির হাত। দুজনে পাশাপাশি হাত ধরে অনেকক্ষণ হাঁটল। ক্রমাগত কথা বলল ল্যুক। শোনা গেল এক মহিলা রেজিস্ট্রান্স ফাইটারের কথা। বেচারি ধরা পড়েছিল শত্রু বাহিনীর হাতে। এরপর তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। এগুলো শুনে কেঁদে ফেললো বিলি। গাল বেয়ে নামা অশ্রু রোদ পড়ে হয়ে গেল মুক্তোর মতো চকচকে। কত কথা, গল্প, ঘটনা। কেটে গেল টানা দু ঘণ্টা, দুজনে হাঁটাও চলছে। একপর্যায়ে টলে উঠল ল্যুক। বিলি ধরে সামলে নিল।

ল্যুক বলল, 'জিজাস ক্রাইস্ট। শরীরটা খুব ক্লান্ত বিলি। কাল রাতে যে ঠিকমতো ঘুমাইনি।'

একটা ট্যাক্সিতে করে বিলি ল্যুককে হোটেলে নিয়ে গেল। ল্যুক তাকাচ্ছিল কার্লটন হোটেলে। হোটেলের একেবারে কোনার একটা স্যুট। লিভিংরুমে পিয়ানো, বাথরুমেও ফোনের এক্সটেনশন এসব জিনিস কখনো দেখেনি বিলি। রুম সার্ভিসকে ডেকে চিকেন স্যুপ, ডিমভাজা, হটরোল আর এক পাইট ঠাণ্ডা দুধের অর্ডার দিলো বিলি। ল্যুক বসেছে কাউবে। বসেই আরেকটা গল্প শুরু

BanglaBook.org

করেছে। একটা কোম্পানি জার্মান আর্মির জন্য সসপ্যান বানাত। সেই কোম্পানিতে স্যাবোটাজের গল্প।

'বুঝলে বিলি, দৌড়ে ঢুকলাম ফ্যাক্টরির ভেতর। দেখি ইয়া বিশাল বিশাল সাইজের সব মহিলা কাজ করছে। আর একেকজনের কী স্বাস্থ্য! কেউ ফার্নেস টানছে, কেউ হাতুড়ি নিয়ে পেটাচ্ছে রড।

আমি চিৎকার করে বললাম 'এক্ষুনি এই বিল্ডিং খালি করো। এ জায়গা আমরা উড়িয়ে দেব। কেউ বিশ্বাসই করল না আমার কথা, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করল।'

গল্প শেষ হওয়ার আগেই খাবার এসে গেল। বিলি চেক সাইন করে বেয়ারাকে টিপস দিল। খাবার ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে ফিরে দেখে ল্যুক ঘুম। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বিছানায় নেবার জন্য বিলি ঘুম ভাঙালো ল্যুকের। বিছানায় গিয়ে ল্যুক আবারও ঘুম। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুধু একটা কথাই বলল।

ঘুমানোর পর ল্যুকের জুতো খুলে টাই ঢিলে করে দিল বিলি। খোলা জানালা দিয়ে হালকা বাতাস আসছে। এই বাতাসে কম্বল চাপানোর কোনো প্রয়োজন নেই। বিছানার কোনায় বসে কিছুক্ষণ ল্যুকের দিকে তাকিয়ে রইল বিলি।

কেমব্রিজ থেকে নিউপোর্টের লংড্রাইভটার কথা মনে পড়লো। কদিন আর হবে? বড়জোর দুবছর। এর মধ্যে কত বদলে গেছে ছেলেটা। শরীর ভেঙে একাকার। আঙুল দিয়ে ল্যুকের গালটা একটু ছুঁয়ে দিল বিলি। গভীর ঘুমে অচেতন ল্যুক কিছুই টের পেলো না। হ্যাট আর জুতো খুলে একটু ভাবলো বিলি। এরপর খুলল জ্যাকেট আর স্কার্ট। আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থায় বিলি ঢুকে গেল বিছানায়। ল্যুকের হাড়ময় কাঁধ দুহাতে জড়িয়ে ধরল বিলি। ল্যুকের মুখ গুজে নিল নিজের বুকে।

এরপর ফিসফিস করে বলল, 'যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমাও। যখন জাগবে তখন দেখবে আমি আছি তোমার পাশে।'

রাত নামল, তাপমাত্রা কমে গেল। উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করল বিলি। একটা পাতলা শিট জড়িয়ে শুয়ে পড়ল আবার। মাঝরাতের একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল বিলি। হাত তখনো ল্যুকের কাঁধ জড়িয়ে আছে।

ভোরের দিকে, টানা বারো ঘণ্টা ঘুমানোর পর ঘুম ভাঙল ল্যুকের। ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেল সে। শার্ট-প্যান্ট খুলে আন্ডারওয়্যার পরে আবার ঢুকে গেল বিছানায়। এবার ল্যুক বুকে টেনে নিল বিলিকে। সে বলল 'তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। খুব জরুরি কথা।'

BanglaBook.org

'কী কথা?'

'ফ্রান্সে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত তোমার কথা মনে পড়েছে।'

'তাই?' ফিসফিস করে বলল বিলি। 'সত্যি বলছো?'

উত্তর দিল না ল্যুক। গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে আবারও।

ল্যুকের বাহুর ভেতর শুয়ে রইল বিলি। এই লোকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফ্রান্সে যুদ্ধ করেছে। ভাবতেই হৃদয় ভরে উঠল কানায় কানায়। ভালোবাসায় বুকটা যেন ফেটে যাবে।

সকাল ঠিক আটটায় লিভিং রুমের ফোন থেকে বিল্ডিংয়ে ফোন করল বিলি। জানাল শরীর খারাপ, আজ যাবে না কাজে। গত এক বছরের আর্মির চাকরির এই প্রথম তার কাজ কামাই হচ্ছে। গোসল করে চুল ধুয়ে নিল বিলি। এরপর পোশাক পরে নিল সে।

রুম সার্ভিসে কর্নফ্লেক আর কফির অর্ডার দিল। খাবার চলেও এলো। বিলির ধারণা ছিল কফির গন্ধে ঘুম ভাঙবে ল্যুকের। ধারণা ভুল। ঘুম ভাঙলো না ল্যুকের।

'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকার প্রতিটা পাতা পড়া হয়ে গেল। ডালাসে মায়ের কাছে একটা চিঠিও লেখা হলো। তারপর ঘুম ভাঙল ল্যুকের। বেডরুম থেকে আন্ডারওয়্যার পরেই লিভিংরুমে চলে এলো ল্যুক। ওর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা হাসি দিল বিলি। যাক অবশেষে ঘুম ভেঙেছে এতেই সে খুশি। ঘুম থেকে উঠে বিভ্রান্ত ল্যুক।

সে বলল 'কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, আমি?' ঘড়ি দেখে বিলি বলল, 'প্রায় আঠারো ঘণ্টা।' ল্যুকের মুখ দেখে কিছুই বুঝল না বিলি। লোকটা কি ওকে দেখে খুশি হয়েছে? নাকি বিব্রত? ও কি বলতে চাইছে তুমি চলে যাও?

ল্যুক বলল, 'গড, এক বছরেও বোধহয় এত ঘুমাইনি।' চোখ ঘষতে ঘষতে সে বলল, 'তুমি পুরোটা সময় এখানেই ছিলে? তোমাকে ডেইজি ফুলের মতো ফ্রেশ লাগছে।'

'আমি একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি।'

'সারা রাত ছিলে এখানে?'

'তাই তো করতে বললে।'

ভ্রু কুচকে গেল ল্যুকের। 'কে জানে হবে হয়তো। সারা রাত এত সব দুঃস্বপ্ন দেখলাম। কোত্থেকে যে এসব দুঃস্বপ্ন আসে!'

ফোনের কাছে গেল ল্যুক। 'হ্যালো, রুম সার্ভিস? একটা টি-বোন স্টিক, রেয়ার, সাথে তিনটা ডিম পোচ, অরেঞ্জ জুস, টোস্ট আর কফি।'

BanglaBook.org

বিলির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তুমি কী কী নিবে?' 'আইসড টি।' অর্ডার করে কাউকে এসে বসলো ল্যুক।

'গতকাল অনেক বকবক করেছি না?'

'বকবক কেন করবে? কথা বলেছো।'

'কতক্ষণ বলেছি।'

'ঘন্টা পাঁচেকের মতো।'

'আই অ্যাম স্যরি।'

'স্যরি বলো না প্লিজ। যাই করো, স্যরি বলো না।'

চোখে জল চলে এলো বিলির, 'যতদিন বাঁচবো এ দিনটার কথা কোনোদিন ভুলবো না।'

বিলির হাত তুলে নিল ল্যুক। 'আমাদের যে আবার দেখা হয়েছে, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। বিলি হৃৎপিণ্ড যেন লাফ দিয়ে উঠল।

'আমিও তাই।'

ল্যুকের এই কথাটার জন্য বিলির হৃদয় তৃষিত ছিল। 'তোমাকে খুব চুমু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হলো, গত চব্বিশ ঘণ্টা এই এক কাপড়েই আছি।'

বিলির ভেতরে তরল একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে কোথাও একটা ঝর্ণা এতদিন চাপা ছিল। আজ তার মুখ খুলেছে। নিজেই অবাক হলো বিলি। এ জাতীয় অনুভূতি তার আর কখনো হয়নি। কিন্তু একটু পিছিয়ে গেল বিলি। কী করবে সে সেই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পুরোটা রাত পড়ে ছিল হাতে, চাইলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে একবারও ভাবেনি বিলি। এখন ভয় হচ্ছে। একবার শরীরে ছোঁয়া লাগলেই হয়তো নিয়ন্ত্রণ হারাবে বিলি।

কিন্তু তারপর? যুদ্ধের কারণে ওয়াশিংটনে নতুন এক ধরনের নৈতিক রূপরেখা তৈরি হয়েছে। বিলি অবশ্য সেসবের অংশ না।

সে হাত দুটো কোলে রেখে বলল, কাপড় পরার আগে তোমাকে চুমু খাওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

ল্যুক বলল, 'তুমি কি ভয় পাচ্ছ?'

বিলি শক্ত গলায় বলল, 'এ কথার অর্থ কী?' শ্রাগ করল ল্যুক। আমরা তো একসাথেই রাত কাটালাম।' এ কথায় খুব লাগল বিলির।

'আমি এখানে থেকেছি, কারণ তুমি আমাকে থাকার জন্য অনুনয় করেছিলে।'

BanglaBook.org

বিলির গলা চড়ছে। 'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। রাগ করছো কেন?'

এ কথায় আরও রাগ হচ্ছে বিলির।

সে বলল, 'ক্লান্তিতে তুমি পড়ে যাচ্ছিলে। আমি তোমাকে বিছানায় এনে শুইয়ে দিয়েছি। তারপর তুমি বললে ছেড়ে না যেতে, তাই থেকেছি।'

শেষের কথাগুলো হিসহিস করে বলল বিলি।

'আমি তোমার কাজটাকে সম্মান করছি।' **'তাহলে এ কথা বলার চেষ্টা** করো না যে আমি একটা ... বেশ্যা।'

'আমি ও কথা বিলিনি বিলি।'

'অবশ্যই বলেছ। তুমি... ।'

এ সময় দরজায় নক হলো। একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। ল্যুক বলল, 'রুম সার্ভিস মনে হয়।' নিজের সাথে প্রায় নগ্ন মানুষ ওয়েটার দেখে ফেলুক তা চায় না বিলি। সে বলল, 'তুমি বেডরুমে চলে যাও।'

'ওকে।'

'আগে তোমার আংটিটা দিয়ে যাও।' বাম হাতের দিকে তাকাল ল্যুক। কর্ণিকায় একটা স্বর্ণের সিগনেট রিং পরা।

'কেন বলল?' 'আংটি দেখলে ওয়েটার ভাববে আমি বিবাহিতা।' 'কিন্তু এটা তো আমি কখনো খুলি না।'

বিলির রাগ আরও চড়ে গেল। হিসহিস করে বলল 'দূর হ এখান থেকে।' বেডরুমে চলে গেল ল্যুক।

বিলি স্যুটের দরজা খুলল। ওয়েট্রেস রুম সার্ভিস কার্ট নিয়ে এসেছে। 'এই যে খাবার, মিস।' গালে রক্ত জমলো বিলির। মিস শব্দটার মধ্যে একটু অপমান মেশানো আছে। চেকে সাইন করল বিলি। ওয়েট্রেসকে কোনো টিপ দিলো না। এ হচ্ছে মিস বলার শাস্তি।

চলে গেল ওয়েট্রেস। শাওয়ারের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। খুব ক্লান্তি লাগছে বিলির। আবেগময়, ভালো লাগা সময়টা কী করে যেন কেটে গেল। ল্যুককে এখন রোমশ ভালুক মনে হচ্ছে বিলির। সবকিছু কত সহজেই না বদলে যায়। আশ্চর্য। নিজেকে খুব সস্তা মনে হচ্ছে বিলির। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বাইরে বেরুবে ল্যুক। খাওয়া শুরু করবে পাশাপাশি বসে। যেন দুজনে বিবাহিত দম্পতি। কিন্তু আসলে তো তারা বিবাহিত না। খুব অস্বস্তি লাগা শুরু হলো বিলির। নিজেকে প্রশ্ন করল বিলি— ভালো না লাগলে এখনও বসে আছ কেন? বেরিয়ে পড়ো এখান থেকে। মাথায় হ্যাট চড়িয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেল বিলি। যেটুকু আত্মসম্মান আছে সেটুকু অন্তত থাকুক।

BanglaBook.org

* * *

এর পরবর্তী চার সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিন তাদের দেখা হতে লাগল।

প্রথমে দেখা গেল ল্যুক প্রতিদিন বিল্ডিং-এ আসছে ডিব্রিফিং করার জন্য। লাঞ্চে যাওয়ার সময় ডাকত ল্যুক। দুজনে একসাথে হয় ক্যাফেটারিয়ায় লাঞ্চ করতো, নয়তো স্যান্ডউইচ কিনে চলে যেত পার্কে। আবার সেই হাসি। কার্লটনের ঐ ঘটনার আঁচ দুজনের মন থেকেই মুছে যেতে লাগল।

সপ্তাহখানেক পর ল্যুক প্রথম ডেট চাইল বিলির কাছে। শনিবার রাতে তারা সিনেমা দেখল। জেন আইর-এর সিনেমা। রবিবার তারা গেল পটোম্যাক নদীতে, নৌকা ভ্রমণে।

ওয়াশিংটনের বাতাসে তখন দুর্দম এক তারুণ্য। পুরো শহর ভর্তি তরুণ-তরুণীতে। কেউ খুঁজে যাচ্ছে, কেউ এসেছে ছুটিতে। যারা ছুটিতে এসেছে তারা যেন আরও বেশি বন্য। মৃত্যুর থাবা দেখে তারা অভ্যস্ত। জানে যেকোনো দিন যুদ্ধে মারা যেতে হতে পারে। মৃত্যুর খাঁড়া নিয়ে জীবন উপভোগের নেশায় মেতে আছে ওয়াশিংটন। জুয়া, মদ, নাচ, ভালোবাসা পাশাপাশি থাকা উন্মত্ত নেশার সব বস্তু হয়তো জীবনে আর কখনো করার সুযোগ হবে না। হয়তো এই শেষ বার, কে জানে!

এর মাঝে ল্যুকের শরীর ফিরতে শুরু করল। রাতে ঘুম ভালো হয়। ভূতে পাওয়া দৃষ্টিটা উধাও চোখ থেকে। এর মধ্যে বেশকিছু স্টাইলিশ জামা-কাপড়ও কেনা হলো। ক্যাম্পাসের সেই ল্যুক আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা শুরু করল।

সেপ্টেম্বর পেরিয়ে এলো। অক্টোবর। ল্যুকের আবারও পোস্টিং হয়ে গেল।

খবর ল্যুক পেল শুক্রবার দুপুরের দিকে। খবর নিয়ে বিল্ডিং-এর লবিতে বিলির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ল্যুক। একসময় বেরুলো বিলি। ল্যুকের চেহারায় অন্ধকার। চেহারা দেখেই বিলির মনে হলো খারাপ একটা কিছু হয়েছে।

বিলি বলল, 'কী ব্যাপার ল্যুক? কী হয়েছে?'

'আমি আবার ফ্রান্সে যাচ্ছি। পোস্টিং হয়েছে।'

খবরটা বিলির একদম ভালো লাগল না। সে বলল; 'কবে যাচ্ছো?'

'সোমবার সকালে ওয়াশিংটন ছাড়তে হবে। বার্নও যাচ্ছে আমার সাথে।'

'ফর গডস সেইক, যুদ্ধে তোমার দায়িত্ব কি শেষ হয়নি?'

ল্যুক বলল, 'যুদ্ধে মারা যাবো এই ভয় আমার নেই। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

BanglaBook.org

চোখে জল চলে এলো বিলির। চিৎকার করে কাঁদতে পারলে বুকটা হালকা হতো।

ঢোঁক গিলে বিলি বলল, 'দুইদিন মাত্র!'

'সব গোছাতে হবে।'

'তোমাকে সাহায্য করব আমি।'

দুজনেই হোটেলে চলে গেল। হোটেল রুমে ঢোকামাত্র ল্যুকের সোয়েটার ধরে টান দিলো বিলি। টান দিলো নিজের দিকে। ঘাড় একটু বাঁকা করে পেছনে নিয়ে গেল নিজের জিহ্বা দিয়ে প্রথমে শুধু ল্যুকের ঠোঁট ছুঁয়ে গেল বিলি। উপর-নিচ সবখানে। এরপর মুখ খুললো ল্যুক। জিহ্বার মাঝেও যে ভালোবাসা হতে পারে জানা ছিল না ওদের কারও। এই প্রথম ওরা জানল। পরনের কোট খুলে ফেলল বিলি। পুরো শরীরে আগুনের হল্কা বয়ে যাচ্ছে। কোটের নিচে নীল-সাদা স্ট্রাইপের একটা ড্রেস পরা বিলি। কলারটা সাদা।

বিলি বলল, 'আমার বুকে হাত রাখো।'

কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল ল্যুক।

'প্লিজ ল্যুক!'

আলতো ছোঁয়ায় হাত রাখল ল্যুক। বিলির বুক ঢেকে গেছে। চোখ বন্ধ করে স্পর্শানুভূতি নেবার চেষ্টা করছে বিলি। কোনো অনুভূতি বাদ দেওয়া যাবে না। একটু দূরে সরে গেল বিলি। ক্ষুধার্ত চোখে চেয়ে আছে ল্যুকের দিকে। চেহারার প্রতিটি খুঁটিনাটি হৃদয়ে গেঁথে রাখতে হবে।

এই সমুদ্র নীল চোখ, কালো চুলের পাহাড়, চোয়ালের বাঁক। পাতলা ঠোঁট।

বিলি বলল, 'তোমার একটা ছবি দেবে আমাকে? আছে তো তোমার কাছে?'

মুচকি হাসি দিয়ে ল্যুক বলল, 'আমি কি সাথে ছবি নিয়ে ঘুরি নাকি? আমি কি ফ্যাঙ্ক সিনাত্রা?'

'কোথাও না কোথাও তোমার ছবি নিশ্চয়ই আছে।'

'ফ্যামিলি ফটো থাকতে পারে। দাঁড়াও খুঁজে দেখি।' বলে বেডরুমে ঢুকে গেল ল্যুক।

পেছন পেছন গেল বিলি। স্যুটকেসের ভেতর থেকে একটা রুপালি ফ্রেম বের করল ল্যুক।

এই স্যুটকেস গত চার সপ্তাহ একভাবেই পড়ে ছিল রুমে। রুপালি ফ্রেমটা ছোট নোটবুকের মতো খুলে গেল। ভেতরে দুটো ছবি। ফ্রেমের দুপাশে দুটো। একটা ছবি বের করে বিলির হাতে দিলো ল্যুক। তিন-চার বছর আগে তোলা একটা ছবি। ছবিতে ল্যুকের বয়স অনেক কম লাগছে পরনে পোলো শার্ট।

BanglaBook.org

ল্যুকের সাথে বয়স্ক এক দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে, বোধহয় এরাই ল্যুকের বাবা-মা। সাথে যমজ দুই ভাই আর একটা ছোট্ট মেয়ে। সবার পরনে বিচ ড্রেস।

'এটা কী করে নেবো, এটা তো তোমার পরিবারের ছবি।'

'এটাই নাও। এখানেই আমি আছি। পরিবারের অংশ হয়ে। পরিবারের বাইরে তো আমি কেউ নই।'

কথাটা বিলির পছন্দ হলো, সে বলল, 'এই ছবি সাথে নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

ছবিটা ল্যুকের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বোঝাই যায়। এই গুরুত্বের কারণে ছবিটা বিলির কাছেও অতিরিক্ত গুরুত্ব পেল।

'আরেকটা ছবি আছে তোমার হাতে। ওটাও দেখাও।'

'কী?'

'ফ্রেমে তো দুটো ছবি ছিল। বাকিটা দেখাও।'

একটু ইতস্তত করে ছবিটা দেখালো ল্যুক। ছবিটা কেটে নেওয়া। কাটা হয়েছে রেডক্লিফ ইয়ার বুক থেকে। ছবিটা বিলির।

'ফ্রান্সে এই ছবিও নিয়ে গিয়েছিলে?'

ঠিক মতো শ্বাস নিতে পারছে না বিলি। গলার কাছে কী যেন এসে আটকে আছে। কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

'হ্যাঁ।'

কান্নায় ভেঙে পড়লো বিলি। কী অসহ্য সুখ। ব্যথার মতো সুখ। তার ছবি ইয়ারবুক থেকে কেটে নিয়ে গেছে ছবি হারায়নি ল্যুক। রেখেছে পরিবারের ছবির সাথে। শত বিপদ গেছে, ছবি হারায়নি ল্যুক। ছবি সাথে সাথে রেখেছে। ল্যুকের কাছে তার অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। এখন মনে হয় বুঝতে পারছে বিলি।

'কাঁদছো কেন?'

'কারণ তুমি আমাকে ভালোবাসো।'

'তা সত্য কথা। তোমাকে বলতে ভয় পাচ্ছিলাম। ওই পার্ল হারবারের ঘটনার দিন থেকে আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

সমস্ত আবেগ পরিণত হলো রাগে। রাগে ফেটে পড়ল বিলি।

'একথা তুমি কী করে বললে, বাস্টার্ড? তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে।'

'ঐ সময় আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক হলে অ্যান্থনি শেষ হয়ে যেত।'

'জাহান্নামে যাক অ্যান্থনি।'

BanglaBook.org

ল্যুকের বুকে ঘুষি বসালো বিলি। কিন্তু ল্যুক তাতে বিন্দুমাত্র **ব্যথা পেয়েছে বলে** মনে হলো না।

'আমার চেয়ে তোমার কাছে অ্যান্থনি বড় হয়ে গেল?

'বিষয়টা অন্যায় হয়ে যেত।'

'কিন্তু ও সময় তুমি বললে হাতে দুটো বছর সময় পেতাম।' দু চোখ বেয়ে পানি নামলো বিলির। 'আর এখন মাত্র দুদিন, গড ড্যাম ইট।' 'তাহলে কান্না থামাও, আমাকে চুমু দাও।'

এর পরের দুদিন বিলির পৃথিবী হয়ে গেল ল্যুকময়। আর ল্যুকের পৃথিবী বিলির শরীরের চারপাশে। তারা ভালোবাসল উন্মাদের মতো। সোমবার সকালে চলে গেল ল্যুক। এর পরের দুটি দিন বিলি কাটাল কেঁদে কেঁদে। কোথায় যে ছিল এত জল! কে জানে? এর ঠিক আট সপ্তাহ পর বিলি আবিষ্কার করল, সে মা হতে চলেছে।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা ৬.৩০

স্যাটেলাইট মহাশূন্যে যাওয়ার পর তাপমাত্রার বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা কাজ করে। স্যাটেলাইট একবার থাকে সূর্য আর পৃথিবীর মাঝে, তখন সূর্যে তাপ কতটা স্যাটেলাইটের উপর পড়ে তা বিজ্ঞানীদের জানা নেই। আবার পৃথিবী যখন স্যাটেলাইট আর সূর্যের মাঝে থাকে তখন স্যাটেলাইট চলে যায় পৃথিবীর ছায়ার আড়ালে। সে সময় কতটা শীতলতা স্যাটেলাইট অনুভব করে তাও জানা নেই বিজ্ঞানীদের। তারা কেবল গাণিতিক হিসাব কষে ধারণা করতে পারেন। এই অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য সিলিন্ডারকে চকচকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দিয়ে স্ট্রাইপ স্টাইলে ঢেকে দিয়েছে। প্রতিটি স্ট্রাইপ চওড়ায় এক ইঞ্চির প্রতি আট ভাগের এক ভাগ। চকচকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে উষ্ণতা প্রতিরোধ করে। আর শীতলতা রোধ করার জন্য পুরো সিলিন্ডারকে আবৃত করা হয়েছে গ্লাস ফাইবার দিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিলি বলল, 'হ্যাঁ, আমরা ডেট করেছি।'

ল্যুকের মুখ শুকিয়ে মরুভূমি। হাত ধরে মুখোমুখি বসে, ক্যান্ডেল লাইটের আলোর চোখে চোখ। কিংবা রুমের আলো-আঁধারিতে শরীর থেকে শেষ সুতোটাও খসে পড়ছে এই দৃশ্য তাহলে তার পরিচিত। নিজের মধ্যে এক ধরনের অপরাধ বোধ কাজ করছে। তার স্ত্রী আছে কিন্তু স্ত্রীর কথা তার একটুও মনে নেই। বিলি তার পাশে, হাসছে, কথা বলছে প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে, শরীর থেকে হালকা একটা সুবাস ভেসে আসছে। আচ্ছা তার কি কোনো পাপ হচ্ছে?

বিল্ডিং-এর মূল দরজায় এসে দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল। ল্যুক জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি প্রেমে পড়েছিলাম? প্রশ্নটা করে চোখ-মুখ শক্ত করে বিলির দিকে তাকিয়ে রইল ল্যুক। এতক্ষণ মেয়েটার চেহারার অনুভূতি পড়া যাচ্ছিল, কিন্তু এখন ফাঁকা কাগজের মতো হয়ে গেছে।

বিলি হালকা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, পড়েছিলাম তো! আমি তখন জানতাম এই দুনিয়ায় তুমিই একমাত্র পুরুষ।'

BanglaBook.org

এই মেয়েটাকে কীভাবে ছাড়ল ল্যুক? স্মৃতি হারানোয় যতটুকু কষ্ট হয়েছে তারচেয়ে এখন কষ্ট হচ্ছে বেশি, কেন এমন হয়? এর নাম কি মায়া?

'প্রিন্স চার্মিং বলে যে কিছু নেই তা এখন বুঝি। আসলে বোঝার মতো যথেষ্ট বয়স আমার হয়েছে। পুরুষরা সবাই হচ্ছে কম-বেশি থাবাওয়ালা প্রাণী, মাঝে মাঝে থাবা ঢাকার একটা চেষ্টা তারা করে, কিন্তু সেই চেষ্টাতেও দাগ থাকে।'

সব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে ল্যুকের। প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি খুঁটিনাটি, কিছু বাদ যেন না থাকে। কিন্তু নিজের মনেও অনেক প্রশ্ন। ল্যুক বলল, 'তো তুমি বার্নকে বিয়ে করলে।'

'হ্যাঁ।'

'সে কেমন পুরুষ?'

'চালাক, অবশ্য পুরুষ মানুষ আমার স্মার্টই পছন্দ, নইলে বিরক্তি লাগে। আর পছন্দ শক্তিশালী পুরুষ, ততটা শক্তিশালী যতটা হলে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবে। চ্যালেঞ্জটাও আমার পছন্দ।' এরপর প্রাণখোলা একটা হাসি দিলো বিলি। হৃদয় খুব বড় না হলে এ রকম হাসি দেওয়া যায় না। ল্যুক বলল, 'তো সমস্যাটা কোথায় হলো?'

'মূল্যবোধের পার্থক্য, কথাটা বোধহয় বিমূর্ত শোনালো, তাই না? যাকগে, বার্ন জীবনে দু দুটো যুদ্ধ করেছে। স্প্যানিশ সিভিল ওয়ার আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মানুষটার কাছে রাজনীতি সবার আগে— তারপর সবকিছু।'

এবার ল্যুকের মনে একটা প্রশ্ন খোঁচাখুঁচি করছে। কিন্তু প্রশ্নটা বড় সরাসরি হয়ে যায়। কিছুক্ষণ প্রশ্নের জন্য মার্জিত বিকল্প শব্দ খোঁজার চেষ্টা করল ল্যুক। কোনো লাভ হলো না। সে বলল, 'তোমার এখন কেউ আছে?'

'সিওর, ওর নাম হ্যারল্ড ব্রডস্কি।'

'এই ভদ্রলোক কি প্রিন্স চার্মিং?'

'না, ঠিক তায়ন, তবে স্মার্ট আমাকে হাসাতে পারে, আমাকে পছন্দ করে।'

একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা খোঁচা দিলো ল্যুককে। হ্যারল্ড লোকটার কপাল অনেক ভালো, সে বলল, 'ওনার সাথে তোমার নিশ্চয়ই মেলে?'

'হ্যাঁ, ওর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ওর ছেলে, তারপর ওর অ্যাকাডেমিক কাজ, ওর স্ত্রী বেঁচে নেই।'

'কোনো বিষয় ভদ্রলোকের?'

'আয়োডিন কেমিস্ট্রি, ওর কাজে নিয়ে যেমন সিরিয়াস আমি তেমনি আমারটা নিয়ে। মানুষের মনের গহীন রহস্য আমাকে সবসময়ই টানে।'

BanglaBook.org

বিলির কথায় আবার বাস্তবে ফিরে এলো ল্যুক, সমস্যার কথা মনে পড়ল, না মনে পড়লেই ভালো হতো, আবারও পাগল পাগল মনে হচ্ছে। সে বলল, 'আমার মনের রহস্যটাও যদি আমি বের করতে পারতাম!'

ভ্রু কুঁচকে ফেলল বিলি, সাথে নাকও। বিলির চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজের সমস্যার কথা ভুলে গেল ল্যুক, মেয়েটার নাকে যখন ভাঁজ পড়ে তখন খুব সুন্দর লাগত! আশ্চর্য! এই মেয়েটা চিন্তা করলেই কি নাক কোঁচকায়?

বিলি বলল, বিষয়টা অদ্ভুত, চোখে বোঝা যাচ্ছে না এ রকম কোনো ক্রেনিয়াল ইনজুরি তোমার হয়তো হয়েছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তোমার মাথায় ব্যথা থাকার কথা, তুমি বলছো তোমার মাথায় কোনো ব্যথা নেই।'

'নাহ্, মাথায় কোনো ব্যথা নেই।'

'তুমি অ্যালকোহলিক বা ড্রাগ অ্যাডিকটেড নও। যদি হতে তাহলে তোমাকে দেখেই বলে দিতে পারতাম। ভয়াবহ কোনো শক বা খুব বাজে সময়ও তোমার যাচ্ছে না। গেলে। আমি খবর পেতাম। হয় তোমার বন্ধু-বান্ধবরা বলত, বা তুমিই খবর দিতে।

'তার মানে কি আমি...'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিলি বলল, 'নাহ্, তুমি অবশ্যই সিজোফ্রেনিক নও, তাই তোমাকে ড্রাগ-ইলেকট্রিক শকের কম্বিনেশন থেরাপিও দেওয়ার কথা না, সেটা দিলে... ।'

হঠাৎ করেই কথা থামিয়ে দিলো বিলি।

কী যেন ভাবছে সে, ভাবতে ভাবতে তার চোখ বড় হয়ে গেল, চোয়াল গেল ঝুলে।

ল্যুক বলল, 'কী ব্যাপার?'

'এই মাত্র জো ব্লো এর কথা মনে পড়ল।'

'এই লোক আবার কে?'

'জোসেফ বিল্লো, নামটা শুনেই আমার মনে একটা খটকা লেগেছে।'

'কিসের খটকা?'

'গতকাল আমি বাড়ি যাওয়ার পর এই রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। এই লোককে রাতেই ডিসচার্জ করা হয়— এ বিষয়টাই অদ্ভুত, অস্বাভাবিক।'

'কী সমস্যা ছিল লোকটার?'

'লোকটার সিজোফ্রেনিয়ার সমস্যা ছিল...

BanglaBook.org

'ওহ্ শিট।' বিলির চেহারায় একটা বিবর্ণ ভাব চলে এসেছে। বিলির ভাবনাটা মনে হয় পড়তে পারছে ল্যুক। সে বলল, 'তার মনে কি এই রোগীকে 'ওর ফাইলটা চেক করে নিই। দাঁড়াও'

দুজনে রেকর্ড অফিসের দিক ছুটল, আগে বিলি, পেছনে ল্যুক, রেকর্ড অফিসে কেউ নেই, বাতি জ্বালাল বিলি।

চিহ্নিত ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল বের করল বিলি। ফাইলের লেখা জোরে জোরে পড়ছে সে। 'শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, একশ আশি পাউন্ড, বয়স সাঁইত্রিশ বছর। ল্যুকের অনুমান নিশ্চিত করল বিলি। ল্যুক বলল, 'তার মানে তোমার ধারণা আমিই সেই রোগী।'

মাথা ঝাঁকাল বিলি, 'এই রোগীকে যে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে তাতে গ্লোবাল অ্যামনেশিয়া হয়।

'মাই গড।' এক ধরনের অবিশ্বাস নিয়ে বিলির দিকে তাকিয়ে রইল ল্যুক, বিলির কথা সত্যি হলে বলতে হয় তার উপর ইচ্ছে করে অযথা এই শক-ড্রাগ ট্রিটমেন্ট প্রয়োগ করা হয়েছে। লোকজনের পিছু নেওয়ার কারণটা এবার বোঝা যাচ্ছে। সম্ভবত যে তাকে এই ট্রিটমেন্ট দিয়েছে সে নিশ্চিত হতে চেয়েছে, ওষুধে কাজ হয়েছে কিনা।

'কাজটা করে বলতে পারো?'

'ড. লিওনার্দ রস এই রোগীকে ভর্তি করিয়েছে। সে আমারই সহকর্মী সাইকিয়াট্রিস্ট, কিন্তু তার এই চিকিৎসার বিষয়টা আমি জানতে চাই, কোনো চিকিৎসা দেওয়ার আগে রোগীকে কিছুটা সময় অন্তত একটা দিন অবজার্ভেসনে রাখতে হয়, তারপর যদি চিকিৎসা দেওয়া হয় তবে সাথে সাথে ছেড়ে দেওয়ার কোনো নিয়মই নেই। রোগীর আত্মীয়রা চাইলেও তা করা যাবে না। কিন্তু এখানে তাই হয়েছে।'

'মনে হচ্ছে রসের কপালে দুঃখ আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলি বলল, 'যে রকম ভাবছো ঘটনা সে কম না। আমি এখন যদি কোনো অভিযোগ করি তবে লোকজন বলবে আমি ঈর্ষা করছি। বলবে আমি যে চাকরি চেয়েছি সেটা লেন রস পেয়েছে তাই আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'লেন রস কবে পেয়েছে চাকরি?'

'আজ।'

একটু অবাক হলো ল্যুক, 'লেন রসের প্রমোশন আজকে হয়েছে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ। আজ হয়েছে। আর ঘটনার মধ্যে যে কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নেই, তাও বুঝতে পারছি।'

'কাকতালীয়! অসম্ভব। এই কাজের জন্য লেন রসকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে। প্রমোশন, বলা হয়েছে তুমি কাজ করো তোমাকে প্রমোশন দেয়া হবে।'

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, ল্যুক, না,... কষ্ট হচ্ছে না। লেন রসের আসলে মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই।'

'কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, লেন রস কারো হাতের ঘুঁটি। এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উপরের দিকের কেউ এই কাজের সাথে জড়িত।' দুপাশে মাথা ঝাঁকালো বিলি। 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কেউ না, চাকরিটার ফান্ড সোয়ারবি ফাউন্ডেশনের হাতে, ওরাই চাকরিটা লেন রসকে দিতে বলেছে, আমার বস আমাকে তাই বলেছেন। আমি আমার বস কেউই ফাউন্ডেশনে এই বিষয়ে নাক গলানোর কারণটা বুঝতে পারিনি। এখন পারছি।'

'সব মিলে যাচ্ছে কিন্তু আমার বিভ্রান্তিটা তো যাচ্ছে না। 'ফাউন্ডেশনের কেউ চেয়েছে যে আমার স্মৃতি নষ্ট হোক?'

'হ্যাঁ, কে চেয়েছে তাও আমি জানি, তার নাম অ্যান্থনি ক্যারল। বোর্ডে ওর নাম আছে।'

নামটা শুনে খুব পরিচিতি মনে হলো ল্যুকের। আজকেই কোথায় যেন নামটা শোনা হয়েছে। আচ্ছা নামটা বলেছে এলসপেথ, অ্যান্থনি তাহলে সিআইএ'র লোক, ল্যুক বলল, 'তাও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়।'

'থাকুক প্রশ্ন, এবার প্রশ্ন করার মতো একটা লোককে পাওয়া গেছে।'

ফোন ডায়াল শুরু করল বিলি।

ল্যুক তার পুরো চিন্তাভাবনা গোছানোর চেষ্টা করল, একটার পর একটা ধাক্কা আসছে। জানা গেল, পুরনো আর স্মৃতি ফিরে পাওয়া যাবে না। জানা গেল, এক সময় বিলি তারই ছিল, কিন্তু সে এতই বোকা যে মানুষটাকে ধরে রাখতে পারেনি, এরপর জানা গেল যে স্মৃতি হারানোর বিষয়টা কোনো দুর্ঘটনা না। কেউ তার উপর সিজোফ্রেনিয়ার ট্রিটমেন্ট ঝেড়ে দিয়েছে। সেই কেউটা আবার সিআইএ-এর একজন, কাজটা করার কারণ এখনও জানা নেই।

ফোনে কথা বলছে বিলি, 'আমি অ্যান্থনি ক্যারলের সাথে কথা বলতে চাইছি, আমি ড. জোসেফসন, 'বিলির গলায় কাঠিন্যের তীব্রতা মারাত্মক, ওপাশের লোকটা সামনে থাকলে কী হতো কে জানে, ঠিক আছে, ওনাকে বলবেন যে আমি তার সাথে কথা বলতে চাই, কথাটা এবং বিষয়টা জরুরি।

BanglaBook.org

'এরপর হাতঘড়ি দেখে বিলি বলল, 'ঠিক এক ঘণ্টা পর আমার বাড়ির নাম্বারে ফোন করতে বলবেন।' এরপর বিলির মুখ হঠাৎ করেই কালো হয়ে গেল। 'দেখুন আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন না। আমি খুব ভালো করেই জানি যেকোনো জায়গায়, যেকোনো সময় মেসেজটা ওর কাছে আপনি পাঠাতে পারবেন।'

'আবারও মিথ্যে বলে। একদম চুপ। যা বলছি তাই করুন। টেলিফোন আছড়ে ফেলল বিলি।

ল্যুক বলল, এই অ্যান্থনি মানুষটার কথা এলসপেথ আমাকে বলেছে। আমি তো ভাবলাম ও আমার বন্ধু।' বিলির মুখে গাঢ় বিষাদ। সে বলল, 'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবতাম।'

BanglaBook.org

সন্ধ্যা : ৭.৩০

তাপমাত্রা সম্পর্কিত এসব দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের জন্য মহাশূন্যে মানুষ পাঠানোর বিষয়টা অনেক দূরের বাতিঘরের মতো বিষয়, অবশ্যই বিজ্ঞানীদের জন্য। না জেনেশুনে তো আর একটা মানুষের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। যাই হোক এক্সপ্লোরারের অভ্যন্তরীণ অংশ কতটুকু তাপরোধী করা গেছে তা নির্ণয়ের জন্য চারটি থার্মোমিটার বসানো হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি থার্মোমিটার বসেছে আউটার শেলে, এগুলো দিয়ে মাপা হবে স্ক্রিন টেম্পারেচার। আর ইনস্ট্রুমেন্ট কম্পার্টমেন্টের ভেতর একটা থার্মোমিটার দিয়ে ইন্টেরিয়র টেম্পারেচার মাপা যাবে, স্যাটেলাইটের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা চল্লিশ থেকে সত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইট রাখতে হবে, তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো কখনো মানুষ পাঠানো যাবে মহাশূন্যে।

বার্ন থাকে ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিন্যুতে। চারপাশের দৃশ্যাবলি অত্যন্ত মনোরম। একপাশে রকক্রীকের নয়নাভিরাম দৃশ্য। আরেকপাশে বিশাল বিশাল দৃষ্টিনন্দন বাড়ি, বেশিরভাগই হচ্ছে বিদেশি দূতাবাস। এর মধ্যে বার্নের অ্যাপার্টমেন্ট। অ্যাপার্টমেন্টটি সাজানো হয়েছে আইবেরিয়ান ধাঁচে। স্প্যানিশ কলোনিয়াল ফার্নিচার ঘন কালো কাঠে পাকানোর সব আকৃতি। ধবধবে সাদা দেয়ালে বিশাল সব ল্যান্ডস্কেপ, ঝোলানো প্রায় প্রতিটি ল্যান্ডস্কেপ রৌদ্রে ঝলসে যাওয়া দুপুরে বিবিধ জায়গায় ছবি.।

ছবিগুলো দেখে ল্যুকের মনে পড়লো যে বিলি বলেছিল বার্ন স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের একজন যোদ্ধা, বেশিরভাগ ল্যান্ডস্কেপ খুব সম্ভবত স্পেনের।

বার্নকে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, আগের জীবনটায় কঠিন সময় তাকে পার করতে হয়েছে। মাথার কালো চুল পাতলার দিকে, পেটে অল্প মেদ জমেছে, কিন্তু চেহারায় বিচিত্র এক ধরনের কাঠিন্য আছে। কাঠিন্যের ছাপ আছে তার খয়েরি চোখেও, এই লোক কী কাহিনি এখন শোনাবে কে জানে? বিষয়টা নিয়ে ল্যুক চিন্তিত এবং কিঞ্চিৎ উত্তেজিত।

বার্ন ল্যুকের সাথে দেখা হতেই উষ্ণভাবে হ্যান্ডশেক করেছে, হাতে দিয়েছে কড়া এক কাপ কফি, কফি হাতে নিয়ে বার্নের অ্যাপার্টমেন্ট ঘোরা শুরু করল ল্যুক।

BanglaBook.org

গ্রামোফোন বানসোলের উপর রুপালি ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখা একটা ছবি, ছবির লোকটা মধ্যবয়স্ক, পরনে প্রায় ছেঁড়া শার্ট, হাতে রাইফেল।

ছবিটা হাতে নিল ল্যুক, এ লোকটা কি তার পরিচিত?

বার্ন বলল, 'এর নাম লারগো বেনিতো। 'আমার জীবনে দেখা একমাত্র অসাধারণ মানুষ, স্পেনে আমরা পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ করেছি। আমার ছেলের নামও ওর নামে রেখেছি। বিলি অবশ্য লারগো বলে না। বলে ল্যারি।'

বার্নের জীবনে পার করা সেরা সময়টা কি স্পেনের যুদ্ধ? কে জানে! বার্নের হয়তো ধারণা তাই, সবার জীবনেই স্বর্ণসময় বলে একটা সময় থাকে। তার জীবনেও কি আছে? ল্যুক বলল, 'আমার জীবনেও হয়তো স্বর্ণসময় বলে কিছু স্মৃতি ছিল।' এটা খারাপ লাগছে ল্যুকের। স্মৃতির জন্য এই বিষাদ।

বার্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ল্যুকের দিকে তকিয়ে বলল, 'আচ্ছা দোস্ত, ঘটনা কী বলো তো?'

বার্নের পাশে এসে বসল ল্যুক।

হাসপাতালে সে ও বিলি যে ঘটনা আবিষ্কার করেছে তা মনে মনে গুছিয়ে নিল ল্যুক। তারপর বলল, 'আমার সাথে যা হয়েছে বলে আমার ধারণা, তা এখন তোমাকে বলবো, জানি না তুমি বিশ্বাস করবে কিনা। বিশ্বাস না করলেও কথাগুলো আমি তোমাকে বলবো। আমার ধারণা, আমাকে নিয়ে তৈরি হওয়া রহস্যের সমাধানে কিছুটা আলো তুমি দেখাতে পারবে।'

'যা পারবো তা আমি অবশ্যই করব।'

'আমি ওয়াশিংটনে এসেছি সোমবার। ওদিকে রকেট লঞ্চ করার সময় একেবারে কাছে চলে এসেছে। কোনো এক রহস্যময় কারণে একজন আর্মি জেনারেলের সাথে আমি দেখা করতে এসেছি। কারণটা আমি কাউকেই বলিনি। আমার হঠাৎ চলে আসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল আমার স্ত্রী এলসপেথ। সে অ্যান্থনিকে ফোন করে আমার উপর চোখ রাখতে বলে, মঙ্গলবার সকালে ব্রেকফাস্টের ডেট ঠিক করে অ্যান্থনি। তার আগে অবশ্য অ্যান্থনি আমার সাথে আলাপ করে নেবার কথা।'

'অ্যান্থনি তোমার অনেক পুরনো বন্ধু। তোমার সাথে আমার যখন দেখা হয়, তার আগে থেকেই তোমার রুমমেট ছিল।'

'এর পরের ঘটনা আরও চমকপ্রদ। আমার সকালবেলায় অ্যান্থনির সাথে দেখা হয়, আমি তখনও পেন্টাগনে যেতে পারিনি। সে কফির সাথে কিছু একটা মিশিয়ে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে। এরপর নিজের গাড়িতে করে

BanglaBook.org

আমাকে নিয়ে যায় জর্জটাউন মানসিক হাসপাতালে। ওখানে বিলি কাজ করে। তাই সে সম্ভবত বিলির বাড়ি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। এরপর আমাকে ভর্তি করেছে হাসপাতালে, অবশ্য ভুয়া নামে। এরপর অ্যান্থনি ড. লেন রস নামের একজনকে ঘুষ দিয়ে নিজের দলে টেনে নেয়। কী ঘুষ জানো? টাকা-পয়সা না, একেবারে একটা পদ। ঐ হাসপাতালে নতুন একটা পদ হয়েছে। পদের সবকিছুর খরচ দেবে সোয়ারবি ফাউন্ডেশন নামের একটা ফাউন্ডেশন। পদটা হলো ডিরেক্টর অব রিসার্চ। বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ। অ্যান্থনি সোয়ারবি ফাউন্ডেশনের হোমরাচোমরাদের একজন। সে লেন রসকে বলে তার হয়ে কাজ করলে পদটা তাকেই দেওয়া হবে। তারপর লেন রস আমার স্মৃতি নষ্ট করার জন্য সিজোফ্রেনিয়ার ড্রাগ-ইলেকট্রিক শক ট্রিটমেন্ট প্রয়োগ করে।'

একটু থামল ল্যুক। তার ধারণা বার্ন এক্ষুনি বলবে, সব কাজে কথা, বানানো গল্প, অতিমাত্রার কল্পনাপ্রবণতা, কিন্তু এসব কিছুই বলল না বার্ন, ল্যুককে অবাক করে দিয়ে সে বলল, 'ফর গডস সেইক, এসব কাজ ও করেছে কেন?'

বার্নের কথা শুনে ভালো লাগল ল্যুকের। বার্ন কথাগুলো বিশ্বাস করলে কাজে আসবে। ল্যুক বলল, 'কেন করেছে, সেটা চিন্তার বদলে কীভাবে করেছে, সেটা আগে বোঝার চেষ্টা করি, নাকি?'

'ওকে।'

'ট্র্যাক ঢাকার জন্য ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরই আমাকে হসপিটাল থেকে রিলিজ করে নিয়ে যায় অ্যান্থনি। আমি তখনও খুব সম্ভবত অচেতন ছিলাম। ময়লা কাপড় পরিয়ে আমাকে ফেল আসে, ইউনিয়ন স্টেশনে। সাথে একটা সাইডকিকও রেখে আসে। ঐ ব্যাটার কাজ ছিল আমার সাথে থাকা, আমি যে ঐরকম জীবনই কাটিয়েছি আগে তা বিশ্বাস করানো, এবং নিশ্চিত হওয়া যে আমার স্মৃতি পুরোপুরি নষ্ট হয়েছে।'

বার্ন বলল, 'কিন্তু ওর তো জানার কথা, কোনো না কোনো সময় তুমি সত্যি জানতে পারবে।'

'জানতেই পারবো এমন কোনো সম্ভাবনা বোধহয় ছিল না, ধরো ইউনিয়ন স্টেশনে আমি যদি খুব একটা প্রশ্ন না করতাম সেই সাইডকিক ব্যাটাকে তাহলে তো নামটাই জানতাম না, নাম না জানলে আসলে কিছুই বের হতো না। হাসপাতালে যে রেকর্ড ছিল তাও হয়তো বিলি ভুলে যেত। আসলে বিলি সত্যিই ভুলে গিয়েছিল, আমি যাওয়াতে ও আবার রেকর্ড দেখেছে। চিন্তা

BanglaBook.org

করো, কয়েকদিন পর রসকে দিয়ে রেকর্ড সরিয়ে ফেললেই সব ট্র্যাক শেষ। এই ঘটনার সাথে ওর কোনো সম্পৃক্ততাই থাকত না।

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ালো বার্ন। 'প্ল্যানে ঝুঁকি অনেক কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক। এজেন্টরা অবশ্য সাফল্যের সম্ভাবনা থাকলেই কাজ করে, ঝুঁকির বিষয়টা মাথায় রাখে না।'

'বার্ন, তুমি আমার কথাগুলো বিশ্বাস করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'এ গল্প বিশ্বাস করার পেছনে তোমার কারণটা কী?' চাপ দিলো ল্যুক।

'আমরা সবাই এক সময় সিক্রেট ওয়ার্কে ছিলাম। এ ধরনের ঘটনা সিক্রেট ওয়ার্কে অবিশ্বাস্য না।'

বার্ন বোধহয় কিছু লুকাচ্ছে। ওর আরও কিছু বলার আছে। বলছে না। এ মুহূর্তে অনুরোধ করা ছাড়া কিছু করার নেই ল্যুকের। সে বলল, 'বার্ন, তুমি যদি আর কিছু জেনে থাকো তো বলো। ফর গড'স সেইক, আমার সব জানা দরকার।'

বার্নকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটা কষ্ট চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। সে বলল, 'একটা বিষয় আছে কিন্তু সমস্যা হলো বিষয়টা গোপন, সেটা জানিয়ে আমি কাউকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।'

'প্লিজ আমাকে বলো বার্ন, আমার সত্যিই সব জানা দরকার।'

বার্ন শক্ত মুখে তাকাল ল্যুকের দিকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'আমিও বুঝতে পারছি তোমার জানা দরকার। তাহলে শোনো, যুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে ওএসএস-এর একটা বিশেষ প্রজেক্টে অ্যান্থনি আর বিলি কাজ শুরু করে, প্রজেক্টের নাম ট্রুথ ড্রাগ কমিটি।' ঐ সময় তুমি বা আমি কেউই এই প্রজেক্টের কথা জানতাম না, বিলিকে বিয়ের পরে আমি জানতে পারি। ওরা একটা ড্রাগ পাবার চেষ্টা করছিল যেটা বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় কাজে দেবে। মেসকালিন, বার্বিটুরেট, স্কোপোলামিন এবং ক্যানাবিন এইসব নিয়ে ওরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল। তাদের টেস্ট সাবজেক্ট ছিল সৈনিকরা। যেসব সৈনিক কমিউনিস্টপন্থি বলে সন্দেহ করা হতো তাদের বানানো হয় টেস্ট সাবজেক্ট, বিলি এবং অ্যান্থনি দুজনে আটলান্টা মেক্সিস এবং নিউ অরলিন্সের মিলিটারি ক্যাম্প গিয়ে সাবজেক্ট নিয়ে আসত।

হেসে উঠল ল্যুক, 'এ জন্যও নিশ্চয়ই অনেক খরচপাতি করা হয়েছে, তাই না?'

নড করল বার্ন, 'যুদ্ধকালীন অবস্থায় এসব নিয়ে কাজ করা অবশ্য হাস্যকর একটা বিষয়। যুদ্ধের পর বিলি ফিরে যায় কলেজে, মানুষের মানসিক

BanglaBook.org

অবস্থার উপর বিভিন্ন ড্রাগসের প্রভাব সম্পর্কে একটা থিসিসও জমা দেয় সে, শেষে বিলি যখন প্রফেসর হয়ে গেল তখনও এই একই এলাকায় সে কাজ চালিয়ে গেছে। তখন তার বিষয় ছিল ড্রাগস এবং অন্যান্য ফ্যাক্টর কীভাবে মানুষর স্মৃতির উপর প্রভাব ফেলে।'

'তখন তো আর কাজটা সিআইএ-এর জন্য ছিল না।'

'প্রথমে আমার তাই ধারণা ছিল, ল্যুক। কিন্তু ধারণাটা ভুল ছিল।'

'ক্রাইস্ট।'

১৯৫০ সালের কথা, রসকো হিলেনকোটার ছিলেন সিআইএ-এর ডিরেক্টর। এজেন্সি তখন একটি প্রজেক্ট শুরু করে। প্রজেক্টের কোডনেম ব্লুবার্ড। হিলেনকোটার তখন আনভাউচারড ফান্ডের জন্য সম্মতি দেন। যাতে কাগজপত্রের কোনো তথ্য-প্রমাণ না থাকে। ব্লু বার্ড প্রজেক্টটি ছিল মন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটা প্রজেক্ট, তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনসমত বিবিধ রিসার্চ প্রজেক্টে নানা রকম ট্রাস্টের নামে অর্থসাহায্য দিত, যাতে অর্থের মূল উৎস খুঁজে না পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিলির রিসার্চ প্রজেক্টটিও ছিল।'

'এ ব্যাপারে বিলির বক্তব্য কী ছিল?'

'এ নিয়ে অনেক ঝগড়া হয়েছে। আমি বললাম কাজটা ঠিক হচ্ছে না। জনগণের ব্রেইন ওয়াশ করতে চাইছে সিআইএ।' বিলি বলল 'সব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই ভালো ও মন্দ দুদিকেই ব্যবহার করা যায়। সে খুবই মূল্যবান একটা গবেষণা করছে। এখানে অর্থ সাহায্য কোত্থেকে আসছে সেটা বিষয় না।'

'এ জন্য বিলিকে ডিভোর্স করেছো?'

'অনেকটা ওরকমই। আমি তখন একটা রেডিও শো লিখতাম। নাম 'ডিটেকটিভ স্টোরি'। কিন্তু আমি চাইতাম সিনেমায় ঢুকতে, ওখানে টাকা আছে লোকজনও চেনে। ১৯৫২ সালে আমি একটা গল্প লিখি, সরকারি একটি গোপন এজেন্সি সন্দেহভাজন নাগরিকদের ধরে ধরে ব্রেইনওয়াশ করে এই নিয়ে গল্প। জ্যাক ওয়ার্নার গল্পটি কিনে নেয়। এই ঘটনা আমি বিলিকে বলিনি।'

'কেন, বলনি কেন?'

'সিআইএ জানলে ফিল্মটা টানাতেই দিতো না।'

'ওদের পক্ষে সিনেমা বানানো বন্ধ করা সম্ভব?'

'কী বলছো! অবশ্যই সম্ভব। চাইলে ওরা সবই পারে?'

'তারপর কী হলো?'

BanglaBook.org

'১৯৫৩ সালে সিনেমা মুক্তি পেল। ওতে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা অভিনয় করেছিল, তার চরিত্র ছিল একটা নাইটক্লাব সিঙ্গারের, একটা রাজনৈতিক খুনের ঘটনা সে দেখে ফেলে। তাই তাকে ধরে নিয়ে ব্রেইনওয়াশ করে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুরো কাজটা অবশ্যই গোপনে করা হয়। ছবিতে ম্যানেজারের ভূমিকায় ছিল জন ক্রফোর্ড। সিনেমা বিশাল হিট। আমার ভবিষ্যৎ মোটামুটি তৈরি হয়ে গেল, বিরাট বিরাট সব অফার আসা শুরু হলো।'

'আর বিলি?'

'আমি ওকে প্রিমিয়ার শো দেখতে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'খুব রেগে গিয়েছিল না?'

ক্লান্তিময় হাসি দিলো বার্ন। 'শুধু রাগ বলছো? ও তো পুরো উন্মাদ হয়ে গেল। বলল, ওর কাছে থেকে সিআইএ-এর গোপনীয় বিষয় জেনে গল্প ফেঁদেছি। এখন সিআইএ ওর রিসার্চের খরচ বন্ধ করে দেবে। ওর ক্যারিয়ার শেষ করে দিয়েছি, হেন তেন। তখনই আমাদের বিয়ের বারোটা বেজে গেল।'

'বিলি বলেছিল, মূল্যবোধের পার্থক্য, বিষয়টা এখন পরিষ্কার হলো।'

'ঠিক বলেছে। ওর আসলে তোমাকে বিয়ে করা উচিত ছিল— কিন্তু কেন যে করেনি তা কখনো বুঝতে পারলাম না।'

ল্যুকের একটা হার্টবিট বোধ হয় মিস হয়ে গেল। এটা কি বলল বার্ন? কেন বলল ও কথা? এ প্রশ্ন না করে ল্যুক বলল, 'সে যাকগে, সিআইএ নিশ্চয়ই বিলির ফান্ড বন্ধ করেনি।'

বার্ন তিক্ত স্বরে বলল, 'না। তার বদলে আমার ক্যারিয়ার শেষ করে দিয়েছে।'

'কীভাবে?'

'দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হলো আমার বিরুদ্ধে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কম্যুনিস্টপন্থি ছিলাম। তাই আমাকে টার্গেট বানানোটা ছিল খুব সহজ। হলিউডে আমি হয়ে গেলাম ব্ল্যাকলিস্টেড। এমনকি রেডিওর চাকরিটা পর্যন্ত চলে গেল।

'এখানে অ্যান্থনি ভূমিকা কী?'

'বিলির বক্তব্য ছিল, আমাকে বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে অ্যান্থনি, কিন্তু পারেনি। এখন মনে হচ্ছে আমার ধারণাই সত্য, তোমার ঘটনা শোনার পর এখন আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, এর পেছনে সবসময়ই অ্যান্থনি ছিল।'

'চাকরি যাওয়ার পর কী করতে তুমি?'

বছর দুয়েক খুব খারাপ গেছে। এরপর 'দ্য **টেরিবল টুইনস**' লেখা **শুরু করি**।

Banglabook.org

ল্যুকের দুই ভ্রু উপরে উঠে গেল। বার্নের কথা সে বুঝতে পারেনি।

'বাচ্চাদের গল্পের একটা সিরিজ।' বলেই বুক কেইসের দিকে দেখিয়ে দিলো বার্ন। বুক কেইসে চমৎকার ঝকঝকে রঙিন কিছু বই দেখা যাচ্ছে। বার্ন বলল, আমার লেখা তুমিও পড়েছো। বোর্নের বাচ্চাদের কাছে পেয়েছো এই বই।'

বোর্নের বাচ্চাকাচ্চা আছে জেনে ভালো লাগল ল্যুকের, বাচ্চাদের বই পড়ে শোনাতে কেমন লাগে? ভালোই লাগে বোধহয়। নিজের সম্পর্কে এখনও কত কিছু যে জানা বাকি!

অ্যাপার্টমেন্টের চারপাশ দেখিয়ে ল্যুক বলল, 'বইগুলোর নিশ্চয়ই চমৎকার কাটতি।'

নড করলো বার্ন। 'প্রথম গল্পটা ছদ্মনামে লিখেছিলাম। আমার এজেন্ট খুব সাবধানী লোক, সে ছদ্মনামের সব সামলে নিল। বইটা বেস্ট সেলার হয়েছিল। এখন প্রতিবছর দুটি করে বই লিখি।'

ল্যুক সেলফ থেকে একটা তখনি বের করে পাতা উল্টালো। একটাতে লেখা :

কোনটায় বেশি স্বাদ? মধুতে, নাকি গলা চকোলেটে। এ তথ্য জানা খুব জরুরি। জমজ ভাইদের মনে হলো এ তথ্য না জানলে জীবনটাই বৃথা। তারা একটা পরীক্ষা করলো। সেই পরীক্ষা দেখে জমজদের মায়ের মেজাজ গেল সপ্তমে চড়ে। পরীক্ষাটা হচ্ছে এ রকম...।'

লাইনগুলো পড়ে হাসল ল্যুক। এসব কথা বাচ্চারা পছন্দ না করে যাবে কোথায়? বাচ্চাদের কথা মনে আসতেই ল্যুকের মনটা খারাপ হলো। সে বলল, 'আমার আর এলসপেথের কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই।'

বার্ন বলল, 'এর কারণটা জানি না। তুমি কিন্তু সব সময়ই খুব পরিবার পরিবার করতে।'

ল্যুক বই বন্ধ করে বলল, 'আমরা চেষ্টা করেছি অনেক, কিছু হয়নি। আচ্ছা বার্ন, আমার বিবাহিত জীবন কি সুখের ছিল?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বার্ন, 'না বোধ হয়।'

'কেন বলো তো?'

'কোথাও একটা সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু কী সমস্যা সেটা তুমি জানতে না। একবার ফোনে আমার পরামর্শ চেয়েছিলে। আমি কিছু বলতে পারিনি।'

'কিছুক্ষণ আগে বললে, বিলির সাথে আমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। কেন বলো তো?'

'তোমরা দুজন দুজনকে পাগলের মতো ভালোবাসতে, তাই।'

BanglaBook.org

'কিন্তু তারপরও আমরা বিয়ে করিনি, কেন?'

'আমি পরিষ্কার কিছু জানি না। যুদ্ধের পর তোমাদের মারাত্মক ঝগড়া হলো। কী নিয়ে ঝগড়া সেটাও আমি জানি না।'

'বিলিকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

'তাই করো।'

বইটা সেলফে রেখে ল্যুক বলল, 'যাকগে, এখন বুঝলাম তুমি আমার গল্প কেন অবিশ্বাস করোনি।'

বার্ন বলল, 'এ কাজ অ্যান্থনির, আমি নিশ্চিত।'

'কিন্তু কেন অ্যান্থনি এ কাজ করলো বলতে পারো?'

'এর কিছুই তো আমার জানা নেই।'

BanglaBook.org

রাত ৮টা

তাপমাত্রা পার্থক্য যদি আশাতীত ধরনের কিছু হয় তবে জার্মেনিয়াম ট্রানজিসটরের ওভারহিট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাতে মার্কারি ব্যাটারি জমে যাবে, সেক্ষেত্রে স্যাটেলাইট পৃথিবীতে ডেটা পাঠাতে পারবে না।

বিলি ড্রেসিং টেবিলে বসে আছে। মেক-আপ করতে হবে, তার ধারণা তার শরীরের সেরা অংশ হচ্ছে তার চোখ, চোখজোড়া তাই সে খুব যত্ন নিয়ে সাজায়, আইলাইনার, ধূসর আই শ্যাডো এবং অল্প একটু সাসকারা, ব্যস এটুকুই যথেষ্ট। বেডরুমের দরজা খুলেই রেখেছে বিলি। নিচ থেকে গান ফায়ারের শব্দ ভেসে আসছে। ল্যারি আর মা ওয়াগন ট্রেন, সিনেমা দেখছে।

বিলির আজ রাজটাকে ঠিক ডেট মনে হচ্ছে না। আজ দিনের বেলায় যা ঘটেছে তাতে মন হয়ে আছে বিক্ষিপ্ত, চাকরিটা পাওয়া গেল না তাই মনে রাগ আছে, অ্যান্থনির কর্মকাণ্ডে মেজাজ চড়ে আছে সপ্তমে আর ল্যুকের সাথে দেখা হয়ে হৃদয়ের সুপ্ত বাসনাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। অ্যান্থনি, বার্ন, ল্যুক, হ্যারল্ড সবার সাথে তার সম্পর্ক নিয়ে ভাবছে বিলি। জীবনে কি অনেক ভুল করা হয়ে গেল? কে জানে! মানুষ কি এত ভুল করে? সবারই কি তার মতো একই অবস্থা?

এই সময় ফোন বেজে উঠল।

টুল থেকে লাফিয়ে উঠল বিলি। বিছানার পাশেই ফোন। বিলি ফোন তুলতে তুলতেই হলওয়েতে ল্যারি ফোন তুলে ফেলেছে। হলওয়েতে এক্সটেনশন লাইন, অ্যান্থনির গলা শোনা যাচ্ছে।

'সিআইএ থেকে বলছি, গাজরদের একটা বাহিনী ওয়াশিংটন আক্রমণ করতে যাচ্ছে।'

'হেসে কুটাকুটি হলো ল্যারি', বলল', অ্যান্থনি চাচ্চু, তুমি!'

'যদি কোনো গাজরের সাথে দেখা হয় তবে কোনো কথা বলবেন না। আই রিপিট, কোনো কথা বলবেন না।'

'গাজর কথা বলতে পারে না।'

BanglaBook.org

'ওদের সাথে কথা না বলে স্লাইস করে কেটে খেয়ে ফেলবেন। ওটাই ওদের মারার উপায়।'

'কী যে বলো না চাচ্চু! খালি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলো!' আবারও হাসল ল্যারি। বিলি বলল, 'অ্যান্থনি আমি এক্সটেনসনে আছি।'

অ্যান্থনি বলল, 'ল্যারি গাজর কাটার ছুরি রেডি রেখো, ঠিক আছে?'

'ওকে।' ফোন রেখে দিলো ল্যারি। অ্যান্থনির গলার সুর মুহূর্তে বদলে গেল। সে বলল, 'বিলি?'

'বলছি।'

'আর্জেন্ট কল করতে বলেছো, কী না কী কথা আছে। ডিউটি অফিসারকে বকা দিয়েছো নাকি?'

'হ্যাঁ দিয়েছি, অ্যান্থনি তুমি ঠিক কী করছো বলো তো?'

'প্রশ্নটা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ভালো হয়।'

'ফর ক্রাইস্ট'স সেইক, কথা প্যাঁচাবে না অ্যান্থনি। শেষবার তোমার সাথে যখন কথা হলো তখন তুমি প্রতিটি কথা মিথ্যা বলেছো। তখন সত্যি কথাটা আমি জানতাম না। এখন জানি, গত রাতে আমার হসপিটালে তুমি ল্যুককে যা করেছো তা আমি জানি।'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

বিলি বলল, 'আমি এর ব্যাখ্যা চাই অ্যান্থনি। অবশ্যই এর ব্যাখ্যা চাই।'

'ফোনে সব বলা যাবে না। যদি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দেখা হয়, তবে না হয় সবকিছু'—

'ভাষণ বন্ধ করো অ্যান্থনি, এখনই সব শুনতে চাই।' অ্যান্থনিকে একটা মুহূর্ত সময় দেওয়ার ইচ্ছে নেই বিলির।

'সেটা যে সম্ভব না তা তুমি—'

'তোমার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব, অযথা ভান করো না। আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমি ল্যারি না।'

প্রতিবাদ করল অ্যান্থনি— 'তোমার আমাকে বিশ্বাস করা উচিত, গত কুড়িটা বছর ধরে আমরা বন্ধু।'

'হ্যাঁ বন্ধু, এবং প্রথম ডেটেই তুমি আমাকে খুব বিপদে ফেলেছিলে।'

এই কথায় হেসে উঠল অ্যান্থনি।

সে বলল, 'এখনও সেই ঘটনা মনে করে বসে আছো?'

বিলির গলা একটু নরম হলো। সে বলল, 'তা কেন হবে? আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই। তুমি আমার ছেলের গডফাদার।'

BanglaBook.org

'তুমি কি আগামীকাল আমার সাথে দেখা করতে পারবে? তখন আমি তোমাকে সব ব্যাখ্যা করে বলি। নাকি?'

প্রায় রাজি হয়ে যাচ্ছিল বিলি। তারপরই মনে পড়ল অ্যান্থনির কীর্তিকাহিনি।

'গত রাতে তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারোনি, তাই না? আমি চলে আসার পর তুমি গেছ আমারই হাসপাতালে।'

'বললাম তো, আমি সব ব্যাখ্যা–'

'ফাঁকি দেওয়ার আগে আমাকে তোমার সব জানানো উচিত ছিল। তুমি যদি সব এখনই খুলে না বলো তাহলে ফোন রাখার পরই আমি ফোন করব এফবিআইকে। এবার তুমি চিন্তা করে দেখো কী করবে।'

কোনো পুরুষকে থ্রেট করা বিপজ্জনক এ তথ্যটা জানা আছে বিলির। কিন্তু তার এও জানা জানা আছে যে সিআইএ'র কোনো কাজে এফবিআইএ'র নাক গলানোকে কী ভয়াবহ পরিমাণ অপছন্দ করে। একই সাথে ভয়ও পায়। বিশেষত সিআইএ যখন আইনের শেষ সীমায় গিয়ে কাজ করে তখন ভজঘট লাগে আরও বেশি। মজার বিষয় হলো, সিআইএ সব সময়ই আইনের শেষ সীমায় গিয়ে কাজ করে। এফবিআইও সিআইএকে খোঁচাতে ছাড়ে না। বাগে পেলেই বাঁশ দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত, যদি অ্যান্থনির কর্মকাণ্ড বৈধ কিছু হয় তবে বিলির এই ভীতি প্রদর্শনে খুব একটা লাভ হবে না। কিন্তু যদি তা না হয় তবে অবশ্যই অ্যান্থনির ভয় পাবার কথা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অ্যান্থনি বলল, 'ঠিক আছে বলছি। তবে বিশ্বাস করতে তোমার কষ্ট হবে।'

'বলে দেখো।'

'শোনো তবে, ল্যাক একজন স্পাই, বিলি।'

মুহূর্তখানেকের জন্য বজ্রাহত হয়ে রইল বিলি। তারপর বলল, 'বাজে কথা বলো না।'

'ল্যাক একজন কমিউনিস্ট, মস্কোর এজেন্ট।'

'ফর ক্রাইস্ট'স সেইক। তোমার কী ধারণা আমি এইকথা বিশ্বাস করব?'

অ্যান্থনি শক্ত গলায় বলল, 'তোমার বিশ্বাস করা না-করায় আমার কিছু যায় আসে না। গত কয়েক বছর ধরে ল্যাক সোভিয়েতদের রকেট সিক্রেট পাচার করছে। আমাদের স্যাটেলাইট যখন ল্যাব বেঞ্চে শুয়ে আছে এতদিনে ওরা স্পুৎনিক মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমার কী মনে হয় ওরা আমাদের বিজ্ঞানীদের চেয়ে এত এগিয়ে গেছে?

BanglaBook.org

'অসম্ভব, হতেই পারে না। ওরা নিজেদের গবেষণার সাথে সাথে আমাদের কাজের ব্লুপ্রিন্টও পেয়েছে। এ জন্যও ওরা এত এগিয়ে। এ জন্য দায়ী একমাত্র ল্যুক।'

'অ্যান্থনি, আমরা দুজনেই ল্যুককে চিনি কম করে হলেও কুড়ি বছর ধরে, রাজনীতিতে ল্যুকের কোনোকালেই আগ্রহ ছিল না।'

'হ্যাঁ, অনাগ্রহই কভার হিসেবে সেরা কভার।'

ইতস্তত করছে বিলি। এ কি সত্যি হওয়া সম্ভব? সন্দেহ নেই, প্রথম শ্রেণির একজন স্পাই সবসময়ই রাজনীতির ব্যাপারে অনাগ্রহ দেখাবে। কভার হিসেবে বিষয়টা আসলেই আদর্শ। তার পরেও বিলি বলল, 'কিন্তু ল্যুক দেশের সাথে বেইমানি করার কথা না।'

'বেইমানি মানুষই করে। মনে করে দেখো, ফ্রেঞ্চ রেজিস্টেন্সে ওকে কমিউনিস্টদের সাথে কাজ করতে হয়েছে, তখন অবশ্য ওরা আমাদের পক্ষেই ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরও সে অবশ্যই সেই পুরনো সম্পর্ক বজায় রেখেছে, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এ কারণেই ল্যুক তোমাকে বিয়ে করেনি। তোমাকে বিয়ে করলে ওর লাল বাহিনীর পক্ষে কাজ করাটা শক্ত হয়ে যেত।'

'ল্যুক এলসপেথকে বিয়ে করেছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওদের কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই।'

বিলি মাটিতেই বসে পড়লো। বিস্ময়ে হতবাক সে, কী বলছে লোকটা? 'তোমার কাছে কোনো প্রমাণ আছে, অ্যান্থনি?'

'অবশ্যই আছে। টপ সিক্রেট একটা ব্লুপ্রিন্ট ও এক পরিচিত কেজিবি এজেন্টের কাছে পাচার করেছে।'

মাথা পুরো খারাপ হয়ে গেল বিলির। কোনটা বিশ্বাস করা উচিত সে বুঝে উঠতে পারছে না। হচ্ছে কী এই দুনিয়ায়? সে বলল, 'এসব সত্যি হোকগে। তুমি ওর স্মৃতি মুছে দিলে কেন?'

'ওর জীবন বাঁচানোর জন্য।'

আবারও বিস্মিত হলো বিলি। 'বুঝলাম না তোমার কথা, বুঝিয়ে বলো।'

'বিলি ওকে আমরা মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম।'

'কে ল্যুককে মেরে ফেলতে চেয়েছে?'

'আমরা সিআইএ। জানোই তো আমাদের আর্মি প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে, যদি এতে আমরা ব্যর্থ হই তবে রাশিয়ানরা মহাশূন্যে আমাদের শাসন করবে আগামী অনেক অনেক দিন। ব্রিটিশরা যেমন আমাদের দুশ বছর শাসন করেছে, বিষয়টা অনেকটা সে রকম হবে, বোঝার চেষ্টা করো,

BanglaBook.org

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমেরিকার শক্তি ও সম্মানের জন্য সবচেয়ে খারাপ হুমকি, ওর ব্যাপারে জানার ঠিক পর মুহূর্তে ওকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

'ওকে ট্রায়ালে নিলেই তো হতো, নিলে না কেন?'

'তাহলে গোটা দুনিয়া জেনে যেত যে আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম এতটাই দুর্বল যে রাশিয়ানরা আমাদের নাকের ডগা দিয়ে রকেটের ব্লুপ্রিন্ট নিয়ে যায় চুরি করে। তাহলে আমেরিকার ভাবমূর্তির কী অবস্থা হতো ভেবে দেখেছ? অন্তত যে ছোট দেশগুলো মস্কোর পা চাটছে তারা কী ভাবত? এসব কারণেই ট্রায়ালের কথা কেউ চিন্তাই করেনি।'

'তারপর কী হলো?'

'ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করলাম, একেবারে মাথার কাছে চলে গেল খবর। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং এবং সিআইএ চিফ খবর পেয়ে গেলেন। ল্যুক যদি এতে পরিচিত না হতো তাহলে ওকে বাঁচানো যেত, সব গোপন করে ফেলতাম, তা পারিনি, এখনও যদি ও কয়েকটা দিন মাতালের পরিচয় নিয়েই থাকত, তাও ভালো হতো।'

এরপর একটা স্বার্থপরের মতো প্রশ্ন করল বিলি, 'এ জন্য তুমি আমার ক্যারিয়ারটাও নষ্ট করে দিলে?'

'ল্যুকের জীবনের প্রশ্ন এখানে, ওর জীবন বাঁচাতে আমি তোমার ক্যারিয়ার একটু পিছিয়ে দিয়েছি। বেশি ভুল বোধহয় করিনি।'

'সব সময় তো তাই বলো।'

'যাই হোক, ল্যুক আমার পুরো পরিকল্পনাটা নষ্ট করে দিয়েছে। তুমিও তাতে সাহায্য করেছো। ল্যুক কি এখন তোমার সাথে?'

'না।' কোনো কারণ ছাড়াই বিলির ঘাড়ের চুল সব দাঁড়িয়ে গেল।

'আর কোনো সমস্যা করার আগেই ওর সাথে দেখা হওয়া দরকার। এখন কোথায় ল্যুক?'

'জানি না,' ইন্দ্রিয়ের উপর ভরসা করছে বিলি। তার মনে হচ্ছে সত্য বলার কোনো দরকার নেই।

'আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছ না তো, বিলি?'

'জানলে অবশ্যই লুকাতাম, একটু আগেই বলেছ তোমার অর্গানাইজেশন ল্যুককে মারতে চেয়েছে। আমি জানি না ও কোথায়।'

'বিলি, কথা বোঝার চেষ্টা করো, আমি ওর একমাত্র আশা, ওকে বলো আমাকে ফোন করতে, অবশ্য তুমি যদি জীবন বাঁচাতে চাও আর কি!'

'ভেবে দেখি।' উত্তর দিলো বিলি। তার আগেই অ্যান্থনি ফোন রেখে দিয়েছে।

BanglaBook.org

রাত : ৮.৩০

ইনস্ট্রুমেন্ট কম্পার্টমেন্টের কোনো দরজা বা অ্যাকসেস হ্যাচ নেই, কেইপ ক্যানাভেরালে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে ইঞ্জিনিয়াররা যখন কাজ করতেন তখন পুরো কভার সরিয়ে কাজ করতে হতো। বিষয়টা একটু অস্বাভাবিক হলেও এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো কম্পার্টমেন্টের ওজন কমানো, পৃথিবীর আকর্ষণ এড়াতে ওজন কম হওয়া, অনেক সুবিধা দেয়।

ফোন রাখতে গিয়ে ল্যুকের হাত কেঁপে গেল। এরপর সারা শরীরে কাঁপুনি শুরু হলো, বিষয়টা বার্নের চোখ এড়ালনা।

বার্ন বলল, কী ব্যাপার ল্যুক, বিলি কী বলেছে? তোমাকে তো ভূতগ্রস্তের মতো লাগছে।'

ল্যুক বহু কষ্টে বলল, 'অ্যান্থনি বলেছে, আমি নাকি রাশিয়ান এজেন্ট।' বার্নের চোখ সরু হয়ে গেল। বলল, 'আর... ।'

'সিআইএ যখন এ খবর পেয়েছে তখন তারা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, অ্যান্থনি ও ঘটনা আটকে দিয়েছে। তার বক্তব্য ছিল মারার কী দরকার? স্মৃতিটুকু মুছে দিলেই তো হয়।'

বার্ন ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'প্রায় বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প?'

পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেল ল্যুক, 'জিজাস ক্রাইস্ট! এ কি সত্যি?'

'অসম্ভব ল্যুক, অসম্ভব'

'এতটা নিশ্চয়তা তুমি দিতে পারো না।'

'হ্যাঁ, পারি।'

আশা করতে ভয় হচ্ছে, তাও ল্যুক বলল, 'কীভাবে?'

'কারণ আমি সোভিয়েত এজেন্ট ছিলাম।'

ল্যুক বিস্ময় নিয়ে বার্নের দিকে তাকিয়ে রইল।

আজকে আর কী কী শুনতে হবে? সব অসম্ভব বিষয়গুলো কি একদিনেই শুনতে হবে? এ কি বাস্তব পৃথিবী, নাকি কোনো পরাবাস্তব পৃথিবী?

ল্যুক বলল, 'আমরা দুজনেই হয়তো এজেন্ট ছিলাম। কিন্তু একজন আরেকজনের বিষয়টা জানতাম না।'

BanglaBook.org

'মাথা নাড়ালা বার্ন, তুমি নিজে আমার এজেন্ট ক্যারিয়ার শেষ করে দিয়েছিলে।'

'কীভাবে?'

'আরেকটু কফি খাবে?'

'নো, থ্যাংকস, কফি খেলে ঘুম ঘুম লাগে।'

'তোমার চেহারার অবস্থা খুব খারাপ। খেয়েছো কখন আজকে?'

'বিলির ওখানে কয়েকটা কুকিজ খেয়েছি। খাওয়ার কথা বাদ দাও তো। যা জান সব বল আগে, তারপর খাওয়া।

উঠে দাঁড়াল বার্ন, 'দাঁড়াও, আগে তোমাকে কয়েকটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিই। নইলে তুমি কেইন্ট হয়ে যাবে।'

দুজনেই কিচেনের দিকে গেল। স্যান্ডউইচ বানানো শুরু করল বার্ন। খিদে যে এতটা পেয়েছে বুঝতেই পারেনি ল্যুক জিভে জল এসে গেছে। বার্ন কাজ করতে করতে কথা বলছে— 'বুঝলে ল্যুক, ঘটনা যুদ্ধের সময়কার। ফ্রেঞ্চ রেজিস্ট্যান্স দুই ভাগে ভাগ হয়েছিল। গলিস্ট আর কম্যুনিস্ট। যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থান নেবার জন্য দুদলই অবস্থান নিচ্ছিল, রুজভেল্ট ও চার্চিল দুজনেই নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যেন কম্যুনিস্টরা কোনো নির্বাচনে না জেতে, তাই গলিস্টরা সব গোলা বারুদ-পাচ্ছিল।'

'আমার কোনো মন্তব্য ছিল না? আমি কোনো দলে ছিলাম?'

বার্নের হাতে সিদ্ধ গরুর মাংস, সরিষা আর পিয়াজের টুকরা, সব পাউরুটির উপর যত্ন করে সাজাচ্ছে। সে বলল, 'ফরাসি রাজনীতি নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা ছিল না। তোমার লক্ষ্য ছিল নাৎসিদের যুদ্ধে হারিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়া। কিন্তু আমার একটা লক্ষ্য ছিল। আমি চাইতাম শক্তির যেন একটা ভারসাম্য আসে।'

'কীভাবে কাজ করতে তুমি?'

'আমি কম্যুনিস্টদের একবার বলে দিলাম আমাদের গলিস্টদের জন্য কোথাও প্যারাস্যুট ড্রপ করা হচ্ছে। ওরা তখন অ্যামবুশ করে আমাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়ার কথা।'

এরপর বার্ন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কিন্তু ব্যাটারা ভজঘট পাকিয়ে ফেলল।' ওরা আমাদের কাছ থেকে অ্যামবুশ করে নিয়ে আমাদের বেইজে চলে এলো, প্রস্তাব দিলো আপসে অস্ত্র ভাগাভাগি করে নেবার জন্য। তখনই তুমি বুঝলে আমাদের মধ্যে কেউ দু নম্বরি করেছে। নয়তো অস্ত্রের কথা ওদের জানারই কথা না। আমি ছিলাম তোমার সন্দেহের তালিকার প্রথম নাম।'

BanglaBook.org

'আমি কী করেছিলাম?'

'তুমি আমার সাথে একটা চুক্তিতে এলে, আমি যদি ঠিক ঐ সময় থেকে মস্কোর জন্য কাজ করা বন্ধ করি তুমি পুরো ঘটনা চেপে যাবে। আমি রাজি হলাম।'

'তারপর...?'

ত্যাগ করল বার্ন, 'আমরা দুজনেই চুক্তিটি বজায় রেখেছি। কিন্তু তুমি আমাকে ঘটনাটার জন্য কখনো ক্ষমা করতে পারনি, আমার তাই ধারণা। নাই হোক, ঐ ঘটনার পর আমাদের বন্ধুত্ব আর আগের মতো ছিল না।'

ল্যুক বলল, 'আমি যদি কম্যুনিস্ট হতাম, তাহলে ঐ ঘটনায় তোমাকে আমি কভার করতাম।'

'ঠিক বলেছো।'

নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করল ল্যুক, 'কিন্তু যুদ্ধের পরেও তো আমি কম্যুনিস্ট হয়ে যেতে পারি। সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।'

'শোন ল্যুক, কিছু জিনিস আছে যেগুলো যদি মানুষের তরুণ অবস্থায় না হয়, তবে পরে আর কখনো হয় না, রাজনীতির দর্শনটাও অনেকটা সে রকম বিষয়।'

'টাকার জন্যও তো মানুষ রাজনৈতিক দর্শন বদলে ফেলে, তাই না?'

'টাকার সমস্যা তোমার কোনোকালেই ছিল না, তোমার পরিবারের যথেষ্ট টাকা আছে।'

বার্ন সে কথাটা বলল, 'তা সত্যি, এলসপেথও এ রকমই বলেছে, নিজের মনে ভাবল ল্যুক। সে বলল, তাহলে অ্যান্থনির কোথাও ভুল হয়েছে।'

স্যান্ডউইচ টুকরো করতে করতে বার্ন বলল, 'নয়তো ব্যাটা মিথ্যা কথা বলছে, সোডা দেবো?'

'সিওর।'

বার্ন ফ্রিজ থেকে দুবোতল কোক বের করে নিল। একটা প্লেট আর একটা কোক ল্যুকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা নিজে নিল সে। এরপর দুজনেই চলে এলো লিভিং রুমে।

ল্যুক গোগ্রাসে গিললো স্যান্ডউইচ। ওর খাওয়া দেখে বার্ন বলল, 'আমারটা নাও, আমি ডায়েটিংয়ে আছি।'

'নো থ্যাংকস।'

'আরও নাও। ক্ষুধা তো তোমার যায়নি।'

স্যান্ডউইচ নিয়ে আবারও খাওয়া শুরু করল ল্যুক, রাজ্যের ক্ষুধা পেটে।

বার্ন বলল, 'অ্যান্থনি যদি মিথ্যে কথাই বলে তাহলে তোমার স্মৃতি নিয়ে ওর এই ঝামেলায় যাওয়ার কী দরকার ছিল?'

BanglaBook.org

মুখের স্যান্ডউইচ গিলে ল্যুক বলল, 'সোমবারে কেইপ ক্যানাভেরাল ছেড়ে আমার চলে আসার সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে।' মাথা ঝাঁকালো বার্ন, 'নইলে সবকিছুতে খুব বেশি কাকতালীয় বিষয় চলে আসবে।'

'খুব জরুরি একটা কিছু আমার চোখে ধরা পড়েছিল, খুব জরুরি কিছু, নইলে পেন্টাগনে এত তাড়াহুড়া করে আসতাম না।'

ভ্রু কুঁচকে বার্ন বলল, 'ঘটনা যাই হোক, কেইপ ক্যানাভেরালে কাউকে কিছু বলোনি কেন?' বিষয়টা নিয়ে ল্যুকও কিছুক্ষণ ভাবল, 'বোধহয় ওখানেও কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।

'হতে পারে। অসম্ভব কিছু না। তো, তুমি পেন্টাগনে যাওয়ার আগেই অ্যান্থনি তোমার সাথে দেখা করে, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা আমি ওকে বিশ্বাস করে ঘটনাটা বলেছি।'

'তারপর?'

'তার মনে হলো ঘটনাটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই জিনিস আমার স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে হবে, যাতে এই বিষয় কোনোদিন ফাঁস হয়ে না যায়।'

'কী যে এমন বিষয় ছিল, কে জানে।'

'বিষয়টা কী তা যখন আমি জানতে পারব তখন পুরো ঘটনাটাও আমি ধরতে পারব।'

'কোত্থেকে কাজ শুরু করবে?'

'প্রথমে যেতে হবে আমার হোটেল রুমে। ওখানে আমার ব্যাগট্যাগ আছে। সব খুঁজে দেখব।

কোনো ক্লু পাওয়া যেতেও পারে।'

'অ্যান্থনি যদি তোমার মাথার স্মৃতি নিয়ে খেলতে পারে, তাহলে তোমার জিনিসপত্র কী করেছে ভেবে দেখো।'

'কোনো ক্লু থাকলে তা ধ্বংস করেছে। এমন কিছু যেরো যদি থাকে যা ওর কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হয়নি? জানি না। যাই হোক, কাজ শুরু করতে হবে ওখান থেকেই।'

'তারপর কী করবে?'

'আর একটা মাত্র জায়গা আছে খুঁজে দেখার। কেইপ ক্যানাভেরাল, আজ রাতেই ওখানে...' নিজের ঘড়ি দেখল ল্যুক, রাত নটার উপরে বাজে, 'নাহ্ আজ রাতে আর যাওয়া যাবে না। কাল সকালে যেতে হবে।'

বার্ন বলল, 'রাতটা এখানেই থেকে যাও।'

'কেন?'

BanglaBook.org

'জানি না, পুরো রাত তুমি একা থাকবে, বিষয়টা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। কার্লটন যাও। মালসামান নিয়ে সোজা এখানে চলে এসো, সকালে আমিই তোমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবো।'

নড করল ল্যাক, কেমন যেন লাগছে, সে বলল, 'আজ তুমি যা করলে তা বোধহয় খুব ভালো বন্ধু না হলে কেউ করে না।'

শ্রাগ করল বার্ন, 'আমরা তো ভালো বন্ধুই ছিলাম। পুরোটা যুদ্ধে পাশাপাশি রইলাম।' কথাটাতে ল্যাকের ঠিক ভরসা হলো না।

'কিন্তু এইমাত্র তুমি বলল না যে ফ্রান্সের ঘটনার পর আমাদের বন্ধুত্বে শীতলতা তৈরি হয়েছিল।'

BanglaBook.org

রাত : ৯.৩০

টেক অফ হওয়ার ঠিক আগে আগে ইনস্ট্রুমেন্ট কম্পার্টমেন্ট অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে, এর সমাধান করা হয়েছে খুব সহজ একটা উপায়ে, রকেটের বহির্ভাগে ড্রাই আইসের একটি কন্টেইনার ইলেকট্রোম্যাগনেটিকালি লাগানো থাকে। কম্পার্টমেন্টের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে থার্মাস্ট্যাট সুইচের মাধ্যমে একটা ফ্যান চালু হয়ে যায়। টেক অফের ঠিক আগ মুহূর্তে ইলেকট্রোম্যাগনেটি অকেজো হয়ে যায় এবং কুলিং মে খসে পড়ে।

আন্থনির হলুদ কার্ডিলাক এলডোরাজে ফিফটিনথ ও সিক্সটিনথ এর মাঝামাঝি k স্ট্রিটে দাঁড় করানো। গাড়িতে বসে হোটেলের ড্রাইভওয়ে এবং ক্য-রিজ পোর্চের অংশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে অ্যান্থনি, পিট আছে হোটেলে, হোটেলে একটা রুম ভাড়া করা হয়েছে। এজেন্টরা ল্যুকের খোঁজে চারপাশ চষে বেড়াচ্ছে। পিট আছে এজেন্টদের ফোনের অপেক্ষায়।

অ্যান্থনির একবার মনে হচ্ছে এজেন্টরা কেউ ল্যুকের দেখা পাবে না। ব্যাটা ঠিক ঠিক পালিয়েছে। সেক্ষেত্রে জীবনের সবচেয়ে বেদনাময় সিদ্ধান্তটি অ্যান্থনিকে নিতে হবে। আবার মনে হচ্ছে ল্যুক হারামজাদাকে খুঁজে বের করে একটা বোঝাপড়া করে নিতে।

ল্যুক তার পুরনো বন্ধু, চমৎকার মানুষ, বিশ্বস্ত স্বামী এবং অসাধারণ একজন বিজ্ঞানী, এসবকিছুই হয়তো শেষমেশ বিবেচ্য কোনো বিষয় হবে না। যুদ্ধের সময় স্রেফ প্রতিপক্ষ বলে কত ভালো ভালো মানুষকে মেরে ফেলতে হয়েছে। বর্তমান শীতল স্নায়ু যুদ্ধে ল্যুক তার প্রতিপক্ষ, পূর্বের বিষয় চিন্তা করলে সিদ্ধান্ত নিতে দেরিই হবে, আর কোনো লাভ হবে না।

পিটকে হঠাৎই তাড়াহুড়া করে বেরুতে দেখা গেল, দরজার কাচ নামালো অ্যান্থনি, পিট বলল, 'অ্যাকি ফোন করেছে, ল্যুক ম্যাসাচুসেটস অ্যাস্নির বার্ন রথস্টেনের অ্যাপার্টমেন্টে আছে।

অ্যান্থনি বলল, থাক, অবশেষে পাওয়া গেছে, অ্যান্থনি আগেই বুদ্ধি করে বার্ন রথস্টেন আর বিলির বাড়ির চারপাশে এজেন্টদের থাকতে বলেছিল,

BanglaBook.org

ধারণা ছিল ল্যুক হয়তো তার পুরনো বন্ধুদের কাছে সাহায্যের জন্য যাবে। ধারণা সত্যি হওয়ায় ভালো লাগছে তার।

পিট বলল, 'উনি ওখান থেকে বেরুলেই অ্যাকি মোটরসাইকেলে করে ফলো করবে।

'গুড।'

'আপনার কী মনে হয় ভদ্রলোক এখানে আসবেন?'

'আসতে পারে, আমি অপেক্ষা করব।'

লবিতে অতিরিক্ত দুজন এজেন্টকে রেখে দিয়েছে অ্যান্থনি, যদি মূল গেইট দিয়ে না ঢুকে অন্য রাস্তা ব্যবহার করে ল্যুক, তাহলে দুই এজেন্ট অ্যান্থনিকে খবর দেবে। 'এ জায়গায় না এলে আরেকটা সম্ভাব্য যাওয়ার জায়গা হলো এয়ারপোর্ট।'

'ওখানে আমাদের চারজন আছে।'

'ওকে, সব এক্সিট কভার করবে। নিশ্চয়ই?'

নড করল পিট, 'আমি ফোনের কাছে যাচ্ছি।'

ল্যুক আসার পর ঠিক কী কী হতে পারে তা চিন্তা করা শুরু করল অ্যান্থনি, ল্যুকের কিছুটা বিভ্রান্ত এবং অনিশ্চিত আচরণ করার কথা, অ্যান্থনিকে প্রশ্ন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবে। অ্যান্থনি চেষ্টা করবে ল্যুককে একা পেতে, এরপর সাইলেন্সড পিস্তল বের করে গুলি করবে, কয়েক সেকেন্ডের মামলা।

ল্যুক এত সহজে হাল ছাড়বে না। হাল ছাড়ার বিষয়টা ওর চরিত্রেই নেই। সে হয়তো অ্যান্থনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিংবা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়বে বা ঝেড়ে দেবে দৌড়। কিন্তু সে থাকবে শীতল। কোনোভাবেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না। এর আগেও মানুষ মারার অভিজ্ঞতা আছে তাই হাত কাঁপার কোনো কারণ নেই। বুক বরাবর পিস্তল উঠিয়ে কয়েকবার গুলি করতে হবে। গুলি খেয়ে ল্যুক লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। কাছে হেঁটে যাবে সে। পালস দেখবে। যদি না মরে তাহলে একটা গুলি সোজা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেই কাহিনি শেষ।

এরপর কোনো সমস্যা হবে না। ল্যুকের বেইমানির কিছু নাটকীয় প্রমাণ অ্যান্থনির হাতে আছে। প্রমাণ সব কাগজপত্র। সেই কাগজ সব ব্লুপ্রিন্টের। তাতে ল্যুকের হাতের লেখাও আছে, কিন্তু জিনিসগুলো কোন সোভিয়েত এজেন্টের কাছে পাওয়া গেছে তা সরাসরি প্রমাণ করা যাবে না। তাতে কিছু যায় আসে না। সিআইএ'তে অ্যান্থনির কথাই যথেষ্ট।

এরপর লাশটা কোথাও ফেলতে হবে। লাশটা পড়ে পাওয়া যাবে। এ নিয়ে তদন্ত হবে। এক সময় পুলিশ খেয়াল করবে লাশের ব্যাপারে

BanglaBook.org

সিআই'এ আগ্রহী, তারা নানা রকম প্রশ্ন করবে, প্রশ্ন বন্ধ করার উপায় সিআইএ'র জানা আছে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি বললেই পুলিশ চুপ মেরে যাবে, বুঝবে বিষয়টা টপ-সিক্রেট।

এরপর কোনো প্রশ্ন কেউ তুললে তদন্ত কমিটি হবে, এজেন্টরা অনেক দিন ধরে আশেপাশের লোকজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কিন্তু কোনো সমাধান বেরুবে না। একটা সিক্রেট এজেন্সির পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব ভাবতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল অ্যান্থনি।

হোটেলের ড্রাইভওয়েতে একটা ট্যাক্সিক্যাব ঢুকল, বেরিয়ে এলো ল্যুক, পরনে নেভী টপকোট, গ্রে হ্যাট, এগুলো ল্যুক হয় আজ কিনেছে নয় চুরি করেছে, রাস্তার উল্টোপাশে অ্যাকির মোটরসাইকেল এসে থেমেছে গাড়ি থেকে বের হলো অ্যান্থনি, হাঁটা শুরু করল হোটেলের দিকে।

ল্যুককে একটু বিধ্বস্ত লাগছে। কিন্তু মুখে বিচিত্র এক ধরনের দৃঢ় প্রত্যয়, সে ট্যাক্সি ভাড়া দিচ্ছে। একবার অ্যান্থনিকে চোখ তুলে দেখলও কিন্তু চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না। ড্রাইভারকে খুচরো পয়সা রেখে দিতে বলে হোটেলের দিকে হাঁটা শুরু করল ল্যুক। ল্যুকের একটু পেছনেই হাঁটছে অ্যান্থনি।

তাদের দুজনের বয়সই সাঁইত্রিশ। আঠারো বছর বয়সে হার্ভার্ডে প্রথম পরিচয়। জীবনের প্রায় অর্ধেকটা সময় আগের কথা।

দীর্ঘদিনের এত চমৎকার বন্ধুত্ব আজ এভাবে শেষ হবে? আফসোস। তিক্ত একটা স্বাদ অনুভব করল অ্যান্থনি।

* * *

বার্নের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়ার পর থেকেই মোটর সাইকেলে করে ফলো করা হয়েছে, টের পেয়েছে ল্যুক। এরপর থেকে সারা শরীর, মন সতর্ক–পুরোপুরি সতর্ক। কার্লটনের লবি অনেক বড় একটা ড্রইং রুমের মতো, চারপাশে ফ্রেন্ড ফার্নিচারের সমাবেশ। প্রবেশমুখের ঠিক উল্টোদিকে রিস্কেশন ডেসক, বারের দরজায় দুজন পরা মহিলা দাঁড়ানো, সাথে কয়েকজন পুরুষও আছে, সবাই কথা বলছে, হোটেলের চাকুরেরা সব কেতাদুরস্ত পোশাকে এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছেন। সবাই ব্যস্ত। কিন্তু রুমটাতে বিলাসিতাও পাশাপাশি ছড়ানো, ক্লান্ত পথিকের বিশ্রামের আদর্শ জায়গা, অবশ্য পকেটে মালকড়িও ভালোই থাকা লাগে।

পুরো রুম একবার দেখল ল্যুক। দ্রুতই দুজন এজেন্ট পাওয়া গেল, একজন সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে, আরেকজন এলিভেটরের সামনে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। দুজনের কাউকে দেখে মনে হচ্ছে না যে এরা এখানেই আছে। দুজনের পরনেই কাজে যাওয়ার পোশাক। রেইনকোট, বিজনেস স্যুট, শার্টগুলো যা পরে আছে তা লোকজন সাধারণত দিনের বেলায় অফিস করতে যাওয়ার আগে পরে, এ পোশাকে অভিজাত হোটেলে রাতের বেলায় কেউ আসে না।

তক্ষুণি একবার বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করল কিন্তু তার কোনো লাভ কি হবে? রিসিপশন ডেস্কের দিকে এগোলো ল্যুক, নিজের নাম বলে রুমের চাবি নিল, ডেস্ক থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই একজন অচেনা মানুষ কথা বলে উঠল, 'হেই, ল্যুক!' এই লোকটাই পেছনে পেছনে হোটেলে ঢুকেছে, লোকটাকে মোটেই কোনো এজেন্টের মতো লাগছে না। অবশ্য লোকটা তার জামা-কাপড় নিয়ে ভাবে কিনা সন্দেহ, লম্বায় প্রায় সমান, বয়সও একই হবে। কে জানে হয়তো হোমরা-চোমরা কেউ, লোকটার পরনে একটা ক্যামেল হেয়ার টপকোট, কোটটা পুরোনো এবং একটু ভাঁজ খাওয়া। জুতোগুলো কোনোদিন পালিশ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, চুল বড় বড়, ছাঁটা দরকার। ল্যুক বলল, 'আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না, আমার স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে।'

অ্যান্থনি বলল, শেষ পর্যন্ত তোমাকে পেলাম। যাক বাঁচালে।

হাত বাড়িয়ে দিলো অ্যান্থনি, হ্যান্ডশেইক করতে চায়।

টেনশনে পড়ে গেল ল্যুক, অ্যান্থনি বন্ধু না শত্রু তা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যান্ডশেইক করল ল্যুক। বলল, 'আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার ছিল।'

'যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে তৈরি আমি।'

একরাশ টেনশন ঝাঁপিয়ে পড়লো ল্যুকের উপর। সে তাকিয়ে আছে অ্যান্থনির দিকে, কোথা থেকে শুরু করা যায় মাথায় আসছে না। বন্ধুর সাথে বেইমানি করতে পারে, সে রকম লোক মনে হচ্ছে না অ্যান্থনিকে, চওড়া চেহারার মানুষ, মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ পড়েছে, হ্যান্ডসাম না কিন্তু আবেদনময়। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর ল্যুক বলল, 'আপনি আমার সাথে এমন করলেন কেন?'

'আপনি না, তুমি। আমরা বন্ধু। কাজটা আমাকে করতেই হতো, আমার জন্য না, তোমার ভালো লাগায় জন্য। আমি তোমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছি।'

'আমি তো স্পাই নই।'

'বিষয়টা ততটা সহজ না।'

অ্যান্থনি কী ভাবছে তা বোঝার চেষ্টা করছে ল্যুক, মনে হচ্ছে লোকটা উত্তর দেওয়ার জন্য আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কিছু একটা লুকাচ্ছে

BanglaBook.org

তাও পরিষ্কার। 'আমি মস্কোর হয়ে কাজ করেছি সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না।'

'কেউটা কে, কারা?'

'না বার্ন, না বিলি।'

'ওরা সবকিছু জানে না।'

'ওরা আমাকে চেনে।'

'আমিও তোমাকে চিনি।'

'তুমি এমন কী জানো যেটা ওরা জানে না?'

'বলছি, সব বলছি। কিন্তু এখানে তো বলা যাবে না। যা বলবো তা খুবই ক্ল্যাসিফায়েড। আমার অফিসে যাবে? এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।'

ল্যুক এই মুহূর্তে অ্যান্থনির অফিসে যাবে না।

একরাশ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেলে তবে দেখা যাবে। কিন্তু টপ-সিক্রেট আলোচনার জন্য লবিটাকেও ভালো জায়গা মনে হচ্ছে না। ল্যুক বলল, 'আমার স্যুটে চলো।' সুটে গেলে অন্য এজেন্টদের কাছ থেকে দূরে থাকা যাবে। আলোচনাতে অ্যান্থনির একক কর্তৃত্ব থাকবে না। কিন্তু অ্যান্থনির অফিসে গেলে ঘটনা তা হবে না।

একটু ইতস্তত করে অ্যান্থনি রাজি হয়ে গেল। 'চলো, তোমার স্যুটেই যাই।'

লবি পেরিয়ে দুজনেই ঢুকল এলিভেটরে। চাবিতে খোদাই করা রুম নাম্বার ৫৩০, তার মানে পাঁচ তলায়, ল্যুক অপারেটরকে বলল, 'পাঁচ তলা।' অপারেটর এলিভেটরের দরজার পাশেই বসেছে।

উপরে উঠতে উঠতে দুজনের মধ্যে কোনো কথা হলো না। অ্যান্থনির জামাকাপড় খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছে ল্যুক, পুরনো কোট, ভাঁজ খাওয়া স্যুট, দেখা যায় না। এ রকম চাই, অ্যান্থনির জামাকাপড়ে একটা পরিষ্কার, উদাসী ভাব আছে।

হঠাৎ করে ল্যুক আবিষ্কার করল কোটের ডান পকেট বেশ খানিকটা ফুলে আছে, পকেটে বেশ ভারী কিছু একটা আছে।

মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা শীতল স্রোত নেমে গেল, খুব বড় একটা ভুল হয়ে গেছে, একবারও মাথায় আসেনি যে অ্যান্থনির কাছে পিস্তল থাকতে পারে।

মুখটাতে যাতে কোনোকিছুর ছাপ না পড়ে তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে ল্যুক, মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে, অ্যান্থনি কি হোটেলের মধ্যেই গুলি করে দেবে? স্যুটে যাওয়া পর্যন্ত যদি অ্যান্থনি অপেক্ষা করে তাহলে গুলি করলে কারও চোখেও পড়বে না। কিন্তু শব্দটা কী করে ঢাকবে অ্যান্থনি? পিস্তলে নিশ্চয়ই সাইলেনসার লাগানো।

BanglaBook.org

এলিভেটর পাঁচ তলায় নামা মাত্র অ্যান্থনি কোটের বোতাম খুলে দিলো।

দুজনেই বেরিয়ে এলো এলিভেটর থেকে।

এবার কোন দিকে যেতে হবে জানা নেই ল্যুকের। কিন্তু অ্যান্থনি ডানে ঘুরে হাঁটা ধরল। তার মানে সে অবশ্যই রুমে আগে গিয়েছিল।

টপকোটের নিচেই ঘামছে ল্যুক, মনে হচ্ছে এ ধরনের ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে, এবং বহুবার। তখন মনে হচ্ছে সেই পুলিশটার পিস্তলটা রেখে দিলে ভালো হতো। কিন্তু তখন তো বোঝা যায়নি যে পিস্তল ব্যবহার করার মতো কোনো ঘটনা আজই ঘটবে, তখন তো নিজের পরিচয়ই ছিল অজানা।

নিজেকে শান্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে ল্যুক, একজনের বিরুদ্ধে একজন, পরিস্থিতি এ রকমই। অ্যান্থনির কাছে পিস্তল আছে আর ল্যুক জানে অ্যান্থনি কী করতে চাইছে। তাই পরিস্থিতি সমানে সমান।

করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে আশেপাশে কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে ল্যুক, একটা ভারী ফুলদানি, কাচের অ্যাশট্রে কিংবা সলিড ফ্রেমের একটা ছবি হলেই চলবে, অ্যান্থনির মাথায় বাড়ি দেয়া যেত।

কিন্তু সে রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না।

স্যুইটে ঢোকার আগেই একটা কিছু করতে হবে।

অ্যান্থনির কাছ থেকে পিস্তলটা কেড়ে নেওয়া যায় না? হয়তো যাবে কিন্তু তাতে ধস্তাধস্তি হবে। পিস্তলের গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। গুলি বের হওয়ার মুহূর্তে পিস্তলের মুখ কোন দিকে থাকবে তা তো বলা যায় না।

রুমের দরজার কাছে পৌঁছে গেল দুজনই। পকেট থেকে চাবি বের করল ল্যুক, ঘামের সরু একটা ধারা মুখমণ্ডল বেয়ে নামছে। রুমের ভেতরে ঢুকলেই মরতে হবে।

দরজা খুলে মেলে ধরল ল্যুক।

'এসো, ভেতরে এসো।' রুমে না ঢুকে দরজার ধরে দাঁড়িয়ে রইল ল্যুক, যেন আগে মেহমান ভেতরে ঢুকলে কৃতার্থ হয়ে যাবে।

একবার দ্বিধা করল অ্যান্থনি, তারপর ঢোকার জন্যে পা বাড়াল।

অ্যান্থনির ডান পায়ে নিজের পা আটকে পিঠে খুব জোরে ধাক্কা দিলো ল্যুক, উড়ে গেল অ্যান্থনি, সোজা রিজেনসি টেবিলের উপর আছড়ে পড়াল, টেবিলের উপর বিরাট একটা ফুলদানি ছিল, তাতে ড্যাফোডিল রাখা, সেটাও পড়লো অ্যান্থনির উপর, অ্যান্থনি টাল সামলানোর চেষ্টা করেছিল পর্দা ধরে, লাভ হয়নি। পর্দা ছিঁড়ে এসেছে হাতে।

দরজায় আটকে ল্যুক প্রাণপণে ছুটল। এলিভেটর নেমে গেছে, ফায়ার এক্সিট দিয়ে পরের তলায় নামল ল্যুক, ধাক্কা খেল একটা সেইডের সাথে।

BanglaBook.org

সেইডের হাতে ছিল একগাদা তোয়ালে। সব তোয়ালে মাটিতে আর কয়েকটা বাতাসে ভাসল কিছুক্ষণ, নিজেকে সামলে নিয়েই ল্যুক ছুটল আবার, সেইডের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

সেকেন্ড কয়েক পর সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেল ল্যুক, এরপরই সরু একটা করিডোর, এর একপাশে অল্প কয়েকটা সিঁড়ি, একটা সরু আর্চওয়ে, তারপরই লবি দেখা যাচ্ছে।

* * *

রুমে ঢোকার আগেই অ্যান্থনি টের পেয়েছে যে কাজটা ঠিক হয়নি, কিন্তু ল্যুক অন্য কোনো রাস্তাও খোলা রাখেনি। ভাগ্য ভালো খুব বেশি লাগেনি কোথাও, পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ মাথা খেলছিল না অ্যান্থনির। এরপর সে উঠে দাঁড়াল, দরজা খুলে বাইরে এলো। করিডোরের শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে ল্যুককে, পেছনে পেছনে দৌড় শুরু করল অ্যান্থনি, সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ল্যুক, খুব সম্ভবত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে সে।

অ্যান্থনি পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে, সর্বশক্তি দিয়ে। কিন্তু ল্যুককে কি ধরা যাবে? দুজনের শারীরিক ফিটনেস একই রকম। কিছুটা এগিয়ে আছে ল্যুক, লবিতে কার্টিস ছড়ানো আছে, ওরা কি বুদ্ধি করে আটকাবে ল্যুককে?

ঠিক নিচতলায় একটা সেইডের জন্য দেরি হয়ে গেল, পুরো মেঝেজুড়ে মহিলা তোয়ালে ফেলে রেখেছে, বোধহয় ইচ্ছে করে রাখেনি, ল্যুকের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। মহিলাকে অতিক্রম করতেই এলিভেটরের শব্দ পাওয়া গেল, এলিভেটর এসে পৌঁছে, কপাল ভালো মনে হচ্ছে।

এলিভেটর থেকে এক দম্পতি বের হয়ে এলো, কোথাও থেকে ভালো খানাপিনা করে এসেছে বোধহয়, ওরা বেরুতেই এলিভেটরে ঢুকল অ্যান্থনি।

'গ্রাউন্ড ফ্লোর, তাড়াতাড়ি করুন।' অর্ডার করল অ্যান্থনি।

নিচতলায় পৌঁছতেই এলিভেটর থেকে অ্যান্থনি লাফিয়ে বেরিয়ে এলো।

* * *

ল্যুক যেখান দিয়ে বের হলো তার পাশেই এলিভেটরের দরজা, দুই এজেন্ট এখন হোটেলের মেইন গেইটে দাঁড়িয়ে, হতাশ হলো ল্যুক, দুইজনই যাওয়ার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এর মুহূর্তখানেক পরই এলিভেটরের দরজা খুলল। বেরিয়ে এলো অ্যান্থনি।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে— ফ্লাইট অর ফাইট।

দুইজন এজেন্ট আর অ্যান্থনি। মোট তিনজন, তিনজনের সাথে হাতাহাতিতে পারা সম্ভব না, এরপর আবার এজেন্টদের সাথে হোটেলের সিকিউরিটিদেরও যোগ দেওয়ার কথা, অ্যান্থনি সিআইএ-এর আইডেনটিটি কার্ড দেখালেই সবাই তার হয়ে কথা বলবে, ল্যুককে ঢুকতে হবে কাস্টডিতে।

ল্যুক আবারও ঘুরে করিডোর ধরে দৌড়, এবার সে ঢুকছে হোটেলের ভেতর। পেছনে অ্যান্থনির পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দৌড়াচ্ছে অ্যান্থনিও। হোটেলের ব্যাক এন্ট্রান্স থাকার কথা, সব সাপ্লাই মেইন লবির মাঝ দিয়ে হওয়ার কথা না।

সামনে পর্দা। পর্দা সরাতেই দেখা গেল ছোট্ট কোর্ট ইয়ার্ডের মতো জায়গা, আউটডোর ক্যাফে। ছোট একটা ড্যান্স ফ্লোর আছে। তাতে দু-একজনকে নাচতে দেখা যাচ্ছে। টেবিল বিছানো এখানে-ওখানে, টেবিলের ফাঁক দিয়ে একজিট ডোরের দিকে দৌড় দিলো ল্যুক। দরজার পর বামেই একটা সরু করিডোর দেখা গেল। করিডোরের মধ্য দিয়ে দৌড় শুরু করল ল্যুক, মনে হচ্ছে হোটেলের পেছন দিকটায় চলে আসা গেছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সামনে কোনো রাস্তা দেখা যাচ্ছে না।

বাটলারদের প্যান্ট্রি দিয়ে ঢুকে গেল ল্যুক, বেশ কয়েকজন ওয়েটার খাবার গরম করছে। রুমের ঠিক মাঝখানে একটা সিঁড়ি, নেমে গেছে নিচে, ল্যুক হাচড় পাচর করে এগিয়ে গেল সেই সিঁড়ির দিকে। আশপাশ থেকে 'এক্সকিউজ মি স্যার, এখানে কেন এসেছেন' এ টাইপ কথাবার্তা ভেসে আসছে। কে পাত্তা দেয় ওসব? পেছনে অ্যান্থনির পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বেইজমেন্টে মেইন কিচেন, কয়েক ডজন শেফ খাবার রান্নায় ব্যস্ত, ওয়েটাররা চিৎকার করছে, শেফরা চিৎকার করছে, খুব ব্যস্ত জায়গা, কেউ ল্যুকের ব্যাপারটা খেয়াল করছে না। কিচেন শেষে একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে, এদিক দিয়েই বোধহয় ডেলিভারি এনট্রান্স, না হলেই সব শেষ, একেবারে কোণঠাসা হয়ে যাবে ল্যুক, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল ল্যুক। সামনে দরজা দরজার খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো ল্যুক। শীতল রাতের বাতাস মুখে এসে ঝাঁপটা দিলো।

BanglaBook.org

অন্ধকার একটা ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে আছে ল্যুক, খুব হালকা আলো আসছে কোত্থেকে, কে জানে। চারপাশে বাক্স পেটরা, পঞ্চাশ ইয়ার্ড সামনে ডানপাশে উঁচু তারের বেড়া, পাশেই বন্ধ দরজা, তার পেছনেই রাস্তা, মনে হচ্ছে ফিফটিনথ।

দরজার দিকে দৌড় দিলো ল্যুক, পেছনে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল, অ্যান্থনি বেরিয়ে এসেছে বোধহয়। এই ইয়ার্ডে শুধু অ্যান্থনি আর ল্যুক, আর কেউ নেই।

দরজায় পৌঁছে গেছে ল্যুক। দরজায় কঠিন এক তালা ঝুলছে, এ তালা চাবি ছাড়া খুলতে হাত দিয়ে টানাটানি করা লাগবে। ওপাশে কোনো লোক দেখা যাচ্ছে না, কেউ থাকলে অ্যান্থনি হয়তো গুলি করতে ভয় পেত। কোথাও কেউ নেই।

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। তারের বেড়ায় লাফিয়ে উঠল ল্যুক। বেড়ার মাথায় পৌঁছতেই কাশির মতো একটা শব্দ পাওয়া গেল, এ ধরনের শব্দ সাইলেনসার লাগানো পিস্তলে গুলি করলে হয়। শরীরে কোনো ব্যথা অনুভব হয়নি। আধো অন্ধকারে ৫০ গজ দূরের নড়াচড়া করছে এ রকম টার্গেটে গুলি লাগানো শক্ত, তবে অসম্ভব না। বেড়ার মাথা থেকে ওপাশে তাকাল ল্যুক। আবারও কাশির শব্দ পাওয়া গেল, মাটিতে পড়েই একবার গড়ান দিয়ে ল্যুক উঠে দাঁড়াল। তারপর ঝেড়ে দৌড় পূর্বদিকে, আর কোনো কাশির শব্দ পাওয়া গেল না।

রাস্তার কোনায় গিয়ে পেছনে তাকাল ল্যুক, অ্যান্থনিকে দেখা যাচ্ছে না। পালাতে পেরেছে সে।

* * *

অ্যান্থনির হাঁটু কাঁপছে, দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। ঠাণ্ডা দেয়াল ধরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ল্যুক, ইয়ার্ডে পচা শাকসবজির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, মাথাও ঝিমঝিম করছে।

অ্যান্থনির শরীর খারাপ লাগার কারণটা অন্য জায়গা, জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটি একটু আগে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিতে হয়েছে, যুদ্ধে যে হাত মানুষ মারতে একবারও কাঁপেনি সে হাত আজ প্রথমে কাঁপছিল। ট্রিগারে আঙুল ছিল কিন্তু নড়ছিল না।

ভয়াবহ একটা মানসিক ধকল গেছে। তারপর ল্যুক এখনও বেঁচে আছে। তার দিকে গুলি ছোড়া হয়েছে, এবার সে হয়ে যাবে পুরো সতর্ক।

কিচেনের দরজা হাট করে খুলে বেরিয়ে এলো কার্টিস আর গেলনে। অ্যান্থনি ওদের অগোচরে পিস্তল ঢোকাল পকেটে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, বেড়ার ওপাশে পেছনে ধাওয়া করো, অ্যান্থনি খুব ভালো করেই জানে ল্যুককে ওরা ধরতে পারবে না। তাও অর্ডার করল সে, কারণ গুলির খোসাগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

দুজনে বেরিয়ে যেতেই গুলির খোসা কুড়িয়ে পকেটে নিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা দিলো অ্যান্থনি।

BanglaBook.org

রাত : ১০.৩০

V2 নামের একটা বোমার ডিজাইন দিয়ে রকেটের মূল ডিজাইন করা হয়েছে। এই বোমা যুদ্ধে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যবহার করা হয়েছিল। ইঞ্জিনটাও সেই বোমার ইঞ্জিনের মতো দেখতে, V2 বোমা থেকে শুধু অ্যাক্সিলারোমিটার, রিলে এবং জাইরোস এর ডিজাইনটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রোপেলেটের জন্য যে পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে তা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ব্যবহার করে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ক্যাডমিয়াম ক্যাটালিস্টে উপর দিয়ে যায়। এতে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা ঘোরার টারবাইন। এই তত্ত্বটিও এসেছে V2 বোমা থেকে।

হ্যারল্ড ব্রডস্কি চমৎকার মার্টিনি বানিয়েছে, টুনা ফিস ফ্রাইটাও চমৎকার, ডেজার্টে ছিল চেরি পাই আর আইসক্রিম। হ্যারল্ড সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বিলিকে সন্তুষ্ট করতে কিন্তু বিলির মন পড়ে আছে ল্যুক অ্যান্থনি আর অতীতে, সময় ল্যুক আর অ্যান্থনিকে নিয়ে তৈরি করেছে নতুন বাঁধা। হ্যারল্ডের প্রতি পুরো মনোযোগ দেয়া উচিত। তা হচ্ছে না বলে একটু অপরাধবোধ আছে বিলির।

হ্যারল্ড কফি বানাতে গেল। এই ফাঁকে বাড়িতে কবার ফোন করে ল্যারি আর মায়ের খবর নিল বিলি। হ্যারল্ড লিভিং রুমে যেতে বলেছে। একসাথে টিভি দেখতে চায় সে, একটা দামি ফ্রেঞ্চ ব্র্যান্ডির বোতল বের করল হ্যারল্ড। গ্লাসে ঢালল মাপমতো, এখন ব্র্যান্ডির কি প্রয়োজন ছিল? লোকটা কি তার সাহস বাড়াতে চাইছে, নাকি বিলির প্রতিরোধ কমাতে চাইছে? ব্রান্ডি একটু শুঁকলো বিলি, মুখে ঢাললো না।

হ্যারল্ডকে চিন্তিত দেখাচ্ছে, সাধারণত সে সুন্দর করে কথা বলে, হাসায়, নিজে হাসে না বুদ্ধিমান। বিলিও হ্যারল্ডের সাথে থাকলে খুব হাসে। আজ হ্যারল্ড নিজের মনেই কী যেন ভাবছে। টেলিভিশনে একটা থ্রিলার মুভি চলছে। রান, জো, রান! টিভির বানানো রোমান্স আর বিপদ দেখতে বিলির ভালো লাগছে না, অ্যান্থনি কেন ল্যুকের উপর এতো বড় একটা বোঝা চাপিয়ে দিলো তাই নিয়ে ভাবছে বিলি, ওএসএসে থাকতে যত রকম আইন আছে সবই তারা ভেঙেছে, অ্যান্থনি এখনও সেসব নিয়েই আছে। কিন্তু অ্যান্থনি

BanglaBook.org

এখন যে পর্যন্ত গেছে তা মানতে কষ্ট হচ্ছে, শান্তিকালীন অবস্থায় কি যুদ্ধের চেয়ে বেশি খারাপ কাজ করতে হয়? নিয়ম কি তাই? কে জানে?

অ্যান্থনির মোটিভ কী? বার্ন ফোন করেছিল, ল্যুকের সাথে তার কথাবার্তার সবটুকুই জেনেছে বিলি। সে এখন নিশ্চিত, ল্যুক স্পাই নয়। কিন্তু অ্যান্থনি কি এই কথা বিশ্বাস করে?

হ্যারল্ড টিভি বন্ধ করে গ্লাসে আরেকবার ব্র্যান্ডি ঢেলে নিল। সে বলল, 'আমি আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক ভেবেছি।'

হতাশ হলো বিলি, হ্যারল্ড এখনই প্রস্তাব দেবে এই কাজটা যদি সে গতকাল করত তাহলে সাগ্রহে রাজি হতো বিলি। কিন্তু এই মুহূর্তে এসব তার মাথায় ঢুকছে না।

বিলির হাত ধরল হ্যারল্ড। বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদের একসাথে ভালো মানায়, আমাদের ইন্টারেস্টও একই রকম। আমাদের দুজনেরই একটা করে সন্তান— এ জন্য আমাদের ভালো মানায়, সে কথা বলছিল না। আমার ধারণা তুমি যদি হোটেলে ওয়েট্রেসও হতে, চুইংগাম চিবুতে চিবুতে কথা বলতে তাও তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাইতাম।'

হেসে ফেলল বিলি। লোকটা কেমন হড়বড় করে কথা বলছে। এ রকম করছে কেন হ্যারল্ড? কে বলবে এ লোক রীতিমতো ছাত্র পড়ায়?

হ্যারল্ড বলে চলেছে, 'তুমি তোমার মতো– এ জন্য তোমাকে আমার ভালো লাগে, আমার এই অনুভূতিটা সত্যি। আমি জানি, এর আগে আমার এ রকম হয়েছিল কেবল লিজলির সাথে। ও তো আমাকে একা ফেলে চলে গেল। বিশ্বাস করো, ওকে হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভালোবাসতাম। এখন তোমাকে বাসি। আমার কোনো সন্দেহ নেই, আমি তোমাকে ভালোবাসি। বাকিটা জীবন আমি তোমার সাথে কাটাতে চাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলি বলল, 'আমি তোমাকে পছন্দ করি। তোমার সাথে বিছানায় যেতে আমার আপত্তি নেই। ওখানে তুমি ভালোই দেখাবে বলে আমার ধারণা।'

হ্যারল্ডের ভ্রূ উঁচু হলো কিন্তু কিছু বলল না।

বিলি বলল, 'দুজনে যদি দুজনের জীবনের বোঝা ভাগাভাগি করে নিই তাহলে চলতে সুবিধে হওয়ার কথা।'

'ঠিকই বলেছো।'

'গতকালও যদি তুমি আমাকে বলতে, আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে যেতাম, বলতাম, হ্যাঁ, আমিও তোমাকে ভালোবাসি, চলো বিয়ে করে ফেলি।

BanglaBook.org

কিন্তু আজ আমার পুরনো একজনের সাথে দেখা হয়েছে। সে আমার বয়ফ্রেন্ড ছিল, একুশ বছর বয়সের ঘটনা।' হ্যারল্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'ও সময় ভালোবাসার যে অনুভূতিটা ছিল, আমি তোমার জন্য সে রকম অনুভব করছি না।'

হতাশ হলো না হ্যারল্ড, সে বলল, 'কারও একুশ বছর বয়সের অনুভূতি কি এই বয়সে থাকে নাকি!'

'কে জানে? হয়তো তোমার কথাই ঠিক।'

বিলির খুব ইচ্ছে করছে আগের মতো বুনো হয়ে যেতে। কিন্তু এই বয়সে, সাত বছরের একটা ছেলের মা হয়ে কি আর তা হয়? ব্র্যান্ডির গ্লাসটা নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল বিলি। একটু সময় নিচ্ছে সে।

এ সময় বাড়ির কলিং বেল বেজে উঠল।

বিলির হৃৎপিণ্ড যেন বাইরে চলে এসেছে সেই শব্দে, গ্লাসের ব্র্যান্ডি ছলকে উঠল।

বেলের শব্দে হ্যারল্ডের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, সে বলল, 'নিশ্চয়ই সিডান বোম্যান। এই ব্যাটাই সময়ে-অসময়ে আমার কার-জ্যাক চাইতে আসে। যত্তসব।'

বিলি জানে কে এসেছে। হাতের গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়াল সে।

'তুমি উঠছো কেন? তুমি বসো। আমি দেখছি।'

জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল বিলি। দরজায় গেল হ্যারল্ড।

ল্যুকের গলা পাওয়া যাচ্ছে। 'আমার একটু বিলির সাথে কথা বলা দরকার।'

ল্যুকের গলা শুনে খুব ভালো লাগছে বিলির— আচ্ছা, এমনটা কেন হয়? কেন হলো?

হ্যারল্ড বলল, 'এই মুহূর্তে বিলি বোধহয় বিরক্ত করাটা পছন্দ করবে না।'

'বিষয়টা খুব জরুরি।'

'আপনি জানলেন কী করে যে ও এখানে?'

'বিলির মা বলেছে। আমি দুঃখিত হ্যারল্ড। ফালতু যুক্তি-তর্কের সময় আমার হাতে নেই। এরপর একটা থ্যাপ জাতীয় শব্দ পাওয়া গেল। সাথে হ্যারল্ডের চিৎকার। ল্যুক বোধহয় জোর করে ঘরে ঢুকতে চাইছে। দরজার কাছে গেল বিলি। সে বলল, 'একটু শান্ত হও ল্যুক, এটা হ্যারল্ডের বাড়ি। ল্যুকের মাথায় হ্যাট নেই, কোট ছেঁড়া, পুরোপুরি বিধ্বস্ত লাগছে তাকে।

বিলি বলল, 'এখন আবার কী হয়েছে?'

'অ্যান্থনি গুলি করেছিল।'

BanglaBook.org

শক্ত একটা ঝাঁকুনি খেল বিলি। 'অ্যান্থনি? মাই গড, হয়েছে কী ওর? ও তোমাকে গুলি করেছে?'

হ্যারল্ড ভয় পেয়ে গেল। 'এইসব কিসের গোলাগুলির কথা হচ্ছে?'

হ্যারল্ডের কথায় একটুও পাত্তা দিল না লুক। বলল, 'এখন কর্তৃপক্ষের কাউকে বিষয়টা জানানো দরকার। আমি পেন্টাগনে যাচ্ছি। কিন্তু আমার ধারণা, ওরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তুমি কি আমার সাথে বিলি?'

'অবশ্যই' বলেই স্ট্যান্ড ঝোলানো কোট হাতে নিল বিলি। এই কোট পড়ে হ্যারল্ডের এখানে এসেছে বিলি।

হ্যারল্ড বলল, 'বিলি! ফর গড'স সেইক, আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম।'

ল্যুক বলল, 'তোমাকে খুব প্রয়োজন বিলি।'

একটু ইতস্তত করল বিলি। আজকের সময়টা নিয়ে হ্যারল্ডের নিশ্চয়ই অনেক পরিকল্পনা ছিল। আবার ওদিকে ল্যুকের জীবন হুমকির মুখে। সে হ্যারল্ডকে বলল, 'আমি খুব দুঃখিত হ্যারল্ড, আমাকে যেতেই হবে।' চুমু দেওয়ার জন্য মুখটা বাড়িয়ে ধরল বিলি। হ্যারল্ড পিছিয়ে গেল।

বিলি বলল, 'এ রকম করো না। তোমার সাথে আমি কালকে দেখা করব।'

'এক্ষুনি বের হও বাড়ি থেকে। এক্ষুনি।'

বেরিয়ে গেল বিলি। পেছনে ল্যুক। হ্যারল্ড সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

BanglaBook.org

রাত ১১টা

জুপিটার প্রোগ্রামে ১৯৫৬ সালে ব্যয় হয়েছে ৪০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৫৭ সালে ১৪০ মিলিয়ন এবং ১৯৫৮ সালে খরচ ৩০০ মিলিয়ন ছাড়াবে বলে সবার ধারণা।

পিটের ভাড়া করা রুমে ঢুকল অ্যান্থনি। ডেস্ক ড্রয়ারে হোটেল স্টেশনারি থেকে একটা খাম তুলে নিল সে, খামের ভেতর গুলির খোসা ঢুকিয়ে পকেটে রাখল। প্রথম সুযোগেই কোথাও ফেলে দিতে হবে। যেখানে গোলাগুলি হয়েছে সেখানে কোনোকিছুই রাখা যাবে না। এই কাজটা করতে গিয়ে মেজাজ খারাপ হচ্ছে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

রুমে এসে ঢুকল হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। ভদ্রলোককে বিমর্ষ মনে হচ্ছে। ভয়াবহ বিমর্ষ। ছোটখাটো একটা মানুষ। মাথাজুড়ে টাক। পোশাক একেবারে সাজানো-গোছানো। অবশ্য হোটেলের ম্যানেজারদের এ রকমই হতে হয়।

অ্যান্থনি বলল, 'বসুন মি. সুচার্ড।' এরপর নিজের সিআইএ-এর আইডেন্টিটি কার্ড দেখাল সে।

'সিআইএ'র!' মি. সুচার্ড কথাটা একটু জোরেই বলে ফেলল। তার মুখে বিমর্ষ ভাবটা দূর হতে শুরু করেছে।

অ্যান্থনি বিলফোর্ড থেকে কার্ড বের করে বলল, 'কার্ডে ছোট ডিপার্টমেন্ট বলা আছে ঠিকই, কিন্তু এই নাম্বারে সবসময়ই আমাকে পাবেন।'

সুচার্ড এমনভাবে কার্ডটা নিল যেন ওটা কার্ড নয় বোমা; বেতালে নড়াচড়া করলেই ফেটে যাবে। সে মিহি গলায় বলল, 'মি. অ্যান্থনি, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?' ভদ্রলোকের গলায় হালকা সুইস টান আছে।

'প্রথমেই আমি একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।'

মাথা নাড়ল সুচার্ড, সে বোধহয় 'ঠিক আছে' শব্দ দুটো উচ্চারণ করবে না। সে বলল, 'আমাদের সৌভাগ্য, হোটেলের কোনো অতিথির চোখে ঘটনাটা ধরা পড়েনি। শুধু কয়েকজন ওয়েট্রেস আর কিচেনের স্টাফরা দেখেছে।'

'ভেবে খুব ভালো লাগছে যে আপনার হোটেলের সুনামের কোনো ক্ষতি আমরা করিনি। যদিও বিষয়টা ন্যাশনাল সিকিউরিটির বিষয়।' বইয়ের ভাষায়

BanglaBook.org

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে অ্যান্থনির। কিন্তু কিছু করার নেই। হোটেলের লোকটার মনে খুব বেশি সন্দেহ জাগানোর মতো কিছু বলা বা করা যাবে না।

'ন্যাশনাল সিকিউরিটি?' দুই ভ্রু উপরে উঠে গেল সুচার্ডের।

'হ্যাঁ। ন্যাশনাল সিকিউরিটি। সবকিছু আসলে আপনাকে খুলে বলতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

'আচ্ছা।'

'আশা করি আপনার উপর আমি বিশ্বাস রাখতে পারি। তাই না?'

হোটেলের লোকজনের কাছে বিশ্বাস শব্দটার গুরুত্ব অসম্ভব। এই শব্দটা শুনে সুচার্ড বলল, 'অবশ্যই পারেন।'

'মনে হচ্ছে, এ বিষয়টায় ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করার প্রয়োজন নেই।'

'আসলে...'

অ্যান্থনি পকেট থেকে বিলের একটা রোল বের করল। সে বলল, 'আসলে এ জাতীয় ছোটখাটো বিষয়ের জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা ছোট্ট কমপ্সের সেশন ফান্ড আছে।' বিশ ডলারের একটা বিল ছিঁড়ল। সুচার্ড খুব আনন্দের সাথে বিলটা পকেটে ঢোকাল।

সে বলল, 'আর অন্য কোনো স্টাফ যদি কিছু বলে সে ক্ষেত্রে বোধহয়...' অ্যান্থনি সময় নিয়ে ধীরে ধীরে আরও চারটা বিশ ডলারের বিল ছিঁড়ল একশ ডলার ঘুষ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের জন্য একটু বেশি হয়ে গেল। তাও দিল অ্যান্থনি। সুচার্ড বলল, 'থ্যাংক ইউ, স্যার। আশা করি আমরা আপনার প্রয়োজন সামলে নিতে পারব।'

'যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করে তবে 'কিছু দেখিনি' বললে ভালো হয়।'

'অবশ্যই স্যার।' উঠে দাঁড়াল সুচার্ড, 'যদি স্যার আর কোনোকিছু প্রয়োজন---'

'আপনাকে জানাব।'

রুম থেকে বেরিয়ে গেল সুচার্ড।

রুমে ঢুকল পিট। সে বলল, 'কেইপ ক্যানাভেরালে আর্মির সিকিউরিটি চিফ হচ্ছে কর্নেল বিল হাইড। তিনি স্টারলাইট হোটেলে আছেন।' অ্যান্থনির হাতে একটুকরো কাগজ ধরিয়ে দিল পিট। তাতে ফোন নাম্বার লেখা। কাগজটা দিয়েই সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

নম্বরটা ডায়াল করে সোজা হাইডকে পেয়ে গেল অ্যান্থনি, 'আমি অ্যান্থনি ক্যারল, সিআইএ, টেকনিক্যাল ডিভিশন থেকে।'

BanglaBook.org

হাইড বলল, 'বলুন মি. ক্যারল, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি।' তার গলা বেশ গম্ভীর এবং নরম, মনে হচ্ছে গলায় দু পেগ ঢেলে কথা বলছেন।

'আমি ড. ল্যুকাসের বিষয়ে কথা বলতে চাই।'

'তাই নাকি?'

হাইডের গলায় ঠিক বন্ধুত্ব সুলভ সুরটা পাওয়া যাচ্ছে না। অ্যান্থনির মনে হলো এই লোকটার সাথে একটু অন্যভাবে কথা বলতে হবে। সে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, অনেক রাত হয়েছে। এ সময় আপনাকে ফোন করে বিরক্ত করলাম। আসলে আমার আপনার কাছে থেকে একটু পরামর্শ দরকার।'

হাইড বলল, 'অবশ্যই, বলুন কী করতে পারি।' এবার তার গলায় কিঞ্চিৎ উষ্ণতা এসেছে।

আমার মনে হচ্ছে ইদানীং ড. ল্যুকাসের আচরণ একটু উদ্ভট ধরনের হয়ে গেছে। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানী। তার হাতে অনেক টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন থাকে। এ কারণে তার আচরণের ব্যাপারটা উদ্বেগজনক।

'তা তো অবশ্যই।'

অ্যান্থনি হাইডকে চার্জড অবস্থায় চাইছে। সে বলল, 'ড. ল্যুকাসের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আপনার মতামত কী? এ ধরনের প্রশ্ন কাউকে করা হলে সে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এবং যে প্রশ্ন করেছে তাকেও সে গুরুত্ব দেয়। ঠিক এ বিষয়টিই চাইছে অ্যান্থনি।'

'শেষবার যখন ওর সাথে দেখা হয়েছে তখন সবকিছু স্বাভাবিকই মনে হয়েছে। কিন্তু ঘণ্টা কয়েক আগে ড. ল্যুকাস আমাকে ফোন করেছিল। বলল ও নাকি স্মৃতি হারিয়েছে। অতীতের কিছু মনে করতে পারছে না।'

'ঘটনা আরও জটিল কর্নেল। সে একটা গাড়ি চুরি করেছে। একটা বাড়িতে চুরি করে ঢুকেছে। একটা পুলিশ পিটিয়েছে, আরও কত কী!'

'মাই গড, আমি যা ভেবেছি, ঘটনা দেখছি তার চাইতে অনেক খারাপ।'

যাক, হাইড গল্পটা বিশ্বাস করছে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অ্যান্থনি। সে বলল, তার আচরণ আমাদের কাছে খুব একটা যৌক্তিক মনে হচ্ছে না। আপনি ওকে আমাদের চেয়ে বেশি দেখেছেন। এ জন্য আপনার কাছে জানতে চাইছি, কী হয়েছে ওর?

প্রশ্নটা করে দম বন্ধ করে রইল অ্যান্থনি। ঠিক যে উত্তরটা চাইছে সে, সেই উত্তরটা কি দেবে হাইড?

'মনে হয় বেচারা কোনো ধরনের ব্রেক ডাউনের শিকার।' ঠিক এই উত্তরটাই চাইছিল অ্যান্থনি। সে চায় এই কথা হাইড শুধু বলা নয়, বিশ্বাসও করুক। 'দেখুন মি. ক্যারল, আমি সাধারণত মানসিক বিকারগ্রস্ত কাউকে

BanglaBook.org

চাকরি দেই না। আর এ রকম টপ সিক্রেট প্রজেক্টে তো তার প্রশ্নই আসে না। সাধারণ বিচারে ল্যুক আমার-আপনার মতোই পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ, নিশ্চয়ই ওর কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে।' হাইড এখন নিজেই উল্টো অ্যান্থনিকে বোঝানোর চেষ্টা করছে।

'খুব সম্ভবত ওর ধারণা হয়েছে, ওর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। তা হলে ওর ধারণাটাকে আমাদের পাত্তা না দিলেও চলবে।'

'এখন না দিলেও চলবে।'

'তাহলে বিষয়টা নিয়ে বোধহয় মাথা না ঘামানোই উচিত, মানে, বিষয়টা পেন্টাগনে জানানোর মতো তো কিছু হয়নি।'

'না না। তা হবে কেন? আপনাদের কিছু জানাতে হবে না। আমি নিজেই পেন্টাগনে খবর দেব যে ড. ল্যুকাসের সমস্যা হচ্ছে।'

'আপনি যা ভালো বোঝেন কর্নেল।'

ইশারায় পিটকে চুপ করে দাঁড়াতে বলল অ্যান্থনি। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'আসলে, আমি ড. এবং মিসেস ল্যুকাসের অনেক পুরনো একজন বন্ধু, আমি চেষ্টা করছি ল্যুককে বোঝাতে যেন ও সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে আলোচনা করে।

'ভালো করেছেন।'

'তো, থ্যাংক ইউ কর্নেল। আপনার কথা শুনে আমার দুশ্চিন্তা কেটে গেল, আপনি যেভাবে বললেন আমরা সেভাবেই কাজ করব।'

'ইউ আর ওয়েলকাম। কোনোকিছু জানতে চাইলে বা পরামর্শের প্রয়োজন হলে ফোন করবেন। সব সময়ই পাবেন আমাকে।'

'অবশ্যই কর্নেল।' ফোন রাখল অ্যান্থনি।

পিট বলল, 'সাইকিয়াট্রিস্ট?'

চুপচাপ উঠে দাঁড়াল। 'আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরব। এ সময়টাতে তুমি রুমেই থাকবে। লবিতে না। মেলোনে আর কার্টিসকে বলো রুম সার্ভিসকে ঘুষ দিয়ে ল্যুকের স্যুইটের চাবি জোগাড় করতে। মনে হচ্ছে ল্যুক আবারও হোটেলে আসবে।'

BanglaBook.org

'এলে কী করব?

'ওকে ফেরত যেতে দেবে না। যেভাবেই হোক, আটকে রাখবে।'

রাত : ১২টা

জুপিটার সি মিসাইলে ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে হাইডাইন, এই হাই এনার্জি ফুয়েল অ্যালকোহল প্রোপেলেন্টের চাইতে ১২ শতাংশ বেশি শক্তিশালী। হাইডাইন খুব বিষাক্ত ও ক্ষয়কারক পদার্থ, এটি UDMH, বা আনসিমেট্রিক্যাল ডাইমিথাইল হাইড্রোজেন এবং ডাই ইথিলিন ট্রাইঅ্যামিন মিশেনে তৈরি।

বিলির লাল থান্ডারবোল্ট এসে থামলো জর্জটাউন মানসিক হাসপাতালের লোপেজের গাড়ি, তিনি এসেছেন পেন্টাগন থেকে। ল্যুক বলল, 'লোকটা একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। খুব রেগে আছে ল্যুক।'

বিলি বলল, 'ওকে আসলে দোষ দেয়া যায় না। কার্লটন হোটেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বলেছেন, হোটেলে কেউ দৌড়াদৌড়ির ঘটনা দেখেনি, লোডিং ডকে কোনো গুলির খোসাও পাওয়া যায়নি।'

'অ্যান্থনির কাজ।'

'এই তথ্য আমার জানা, কিন্তু কর্নেল লোপেজ তো তা জানে না।'

'থ্যাংকস্ গড, তুমি সাথে না থাকলে যে কী হতো!'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে কর্নেলসহ দুজনে বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে গেল, কর্নেল ভদ্রলোকের বিশাল বিরাট হিসপ্যানিক চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। রিসেপশনিস্টের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা রেকর্ড অফিসে চলে গেল বিলি। পেছনে ল্যুক এবং কর্নেল লোপেজ।

বিলি বলল, আমি আপনাকে জোসেফ বিল্লো নামের এক রোগীর ফাইল দেখাচ্ছি। এই রোগীর শারীরিক যে বর্ণনা ফাইলে আছে তা ল্যুকের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।'

নড করল কর্নেল।

বিলি বলল, 'লোকটাকে ভর্তি করা হয়েছে মঙ্গলবার রাতে, চিকিৎসা দিয়ে ডিসচার্জ করা হয়েছে ভোর চারটায়। সিজোফ্রেনিয়ার কোনো রোগীকে কোনো রকম অবজার্ভেশন করা ছাড়া চিকিৎসা দেওয়া যায় না। কিন্তু এখানে সেই কাজটাই করা হয়েছে। আবার রোগীকে ছাড়পত্র দেয়া

BanglaBook.org

হয়েছে ভোর চারটায়। এটা কি রিলিজ করার সময় হতে পারে? এ রকম ঘটনা আমি অন্তত কখনো শুনিনি।'

'বুঝলাম।' সাথে সাথে উত্তর দিল কর্নেল। ড্রয়ার খুলে বিল্লোর ফাইল বের করল বিলি। ডেস্কে রেখে খুলল ফাইল।

ফাইল ফাঁকা।

'ওহ্ মাই গড।'

চূড়ান্ত বিস্ময় নিয়ে ফাইলের দিকে তাকিয়ে রইল ল্যাক। 'কাগজগুলো আমি নিজের চোখে দেখেছি। খুব বেশি হলে ছয় ঘণ্টা হবে।'

লোপেজ বলল, 'তো, আর কী?'

ল্যাকের মনে হচ্ছে এ পৃথিবী বাস্তব না। পরাবাস্তব পৃথিবী, যেখানে কেউ চাইলেই আরেকজনের স্মৃতি নষ্ট করে দিতে পারে, সে সম্পর্কিত তথ্যাবলি লোপাট করে দিতে পারে, গুলি করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কাজেরই কোনো প্রমাণ থাকে না। গম্ভীর স্বরে ল্যাক বলল, 'বোধহয় আমি আসলেই সিজোফ্রেনিক নই। আমিও তো ফাইলে কাগজ দেখেছি।'

লোপেজ বলল, 'কিন্তু তার তো কোনো প্রমাণ নেই।'

বিলি বলল, 'দাঁড়াও, ডেইলি রেজিস্ট্রারে রোগীর ভর্তির ব্যাপারে তথ্য থাকে। রেজিস্ট্রার রিসিপশন ডেস্কে থাকে।' দড়াম করে ড্রয়ার বন্ধ করল বিলি।

সবাই আবার নিচে নেমে এলো। রিসিপশনিস্টের সাথে কথা বলল বিলি। 'চার্লি, রেজিস্ট্রার খাতাটা দিন তো।'

'দিচ্ছি ড. জোসেফসন।' বলেই সে খাতা খোঁজা শুরু করল। কাউন্টার পুরোটা খুঁজে সে বলল, 'এ খাতাটা গেল কোথায়?'

রিসিপশনিস্টের চেহারা কালো হয়ে গেল। সে খুবই বিব্রত বোধ করছে, 'খাতাটা ঘণ্টা দুয়েক আগেও এখানেই ছিল ম্যাম, এখন পাচ্ছি না।'

বিলিকে বজ্রাহতের মতো লাগল, সে বলল, 'একটা কথা বলুন তো চার্লি, আজ রাতে ড. রস কি এসেছিলেন এখানে?'

'হ্যাঁ ম্যাম। এই তো কয়েক মিনিট আগেই বের হয়ে গেল।'

নড করল বিলি। 'পরেরবার যখন ড. রসের সাথে দেখা হবে, তখন খাতার কথা জিজ্ঞাসা করবেন। উনি জানেন খাতা কোথায়।'

'অবশ্যই ম্যাম।'

ডেস্ক থেকে ঘুরে দাঁড়াল বিলি।

BanglaBook.org

ল্যুক কর্নেলকে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি কর্নেল, আজ রাতে আপনার সাথে দেখা হওয়ার আগে কেউ কি আমার কথা বলেছে আপনাকে?'

একটু ইতস্তত করল লোপেজ। 'হ্যাঁ।'

'কে বলুন তো?'

সাথে সাথে কর্নেল বলল, 'কেইপ ক্যানাভেরাল থেকে কর্নেল হাইড ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন সিআইএ আপনার উপর চোখ রেখেছে। আপনি নাকি ইদানীং উদ্ভট সব আচরণ করছেন।'

ল্যুক বলল, 'আবারও সেই অ্যান্থনি।' ল্যুকের গলায় রাজ্যের বিষণ্নতা।

বিলি লোপেজকে বলল, 'আপনাকে আমাদের কথা বিশ্বাস করানোর জন্য ঠিক কী করা যায় বুঝতে পারছি না। আমাদের কথা যে আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করব বলুন, কোনো প্রমাণ তো আমি দেখাতে পারছি না।'

লোপেজ বলল, 'আমি কিন্তু বলিনি যে আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না।'

বিস্মিত ল্যুক নতুন আশা নিয়ে তাকাল লোপেজের দিকে।

লোপেজ বলল, 'ধরে নিলাম, কার্লটন হোটেলে গোলাগুলির ঘটনা ল্যুকের কল্পনা, ধরে নিলাম এখানে ফাইল থাকার বিষয়টি আপনার অভিনয়, কিন্তু এই রিসিপশনিস্ট ভদ্রলোক মিথ্যে বলছেন তা আমি বিশ্বাস করি না। এখানে অবশ্যই একটা রেজিস্ট্রার খাতা থাকার কথা, এবং সেটা এই মুহূর্তে এখান থেকে উধাও হয়ে গেছে, মনে হয় না খাতাটা আপনি সরিয়েছেন। কেন সরাবেন আপনি? তাহলে তো সমস্যা আপনারই হবে। তাহলে কাজটা অবশ্যই অন্য কারও। কেউ নিশ্চয়ই কিছু একটা লুকাতে চাইছে।'

ল্যুক বলল, 'তাহলে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন?'

'কী বিশ্বাস করব? কী হচ্ছে আপনি তার কিছুই জানেন না। আমিও জানি না। কিন্তু কিছু একটা অবশ্য হচ্ছে। এবং আমি নিশ্চিত এই কিছু যে হচ্ছে সেটা রকেটকে নিয়েই হচ্ছে।'

'আপনি তাহলে কী করবেন?'

'কেইপ ক্যানাভেরালে ফুল সিকিউরিটি অ্যালার্ট ঘোষণা করব। ওখানে গিয়েছিলাম আমি। সবকিছু বেশ ঢিলেঢালা চলছে। কাল সকালে ঘটনা বদলে যাবে।'

'কিন্তু অ্যান্থনির বিষয়টা কী হবে?'

'সিআইএতে আমার একজন বন্ধু আছে। আমি ওকে আপনার কথাগুলো জানাব। এবং এই বলব যে ঘটনার সত্যতা কতটুকু তা আমি জানি না। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে যে আমি চিন্তিত তা বোঝাতে হবে।'

BanglaBook.org

'তাতে তো আমাদের খুব একটা লাভ হচ্ছে না। কী হচ্ছে সেটা জানতে হবে। কেন আমার স্মৃতি নষ্ট করা হলো, সেটা জানতে হবে।' গলা উঁচু করে বলল ল্যাক। যাবতীয় সবকিছুর উপর খুব রাগ হচ্ছে।

লোপেজ বলল, 'আমি আপনার সাথে একমত। কিন্তু এরচেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা আমার হাতে নেই। বাকিটা আপনার নিজেকে করতে হবে।'

'ক্রাইস্ট! আবার সেই একা একা।'

'না, তুমি একা নও। আমিও আছি তোমার সাথে।' পাশ থেকে উত্তর দিল বিলি।

BanglaBook.org

চতুর্থ পর্ব

রাত ১টা

নতুন ফুয়েল তৈরি হয়েছে মূলত একটি নার্ভ গ্যাস দিয়ে। নার্ভ গ্যাসটি বড়ই মারাত্মক। এই নার্ভ গ্যাস কেইপ ক্যানাভেরালে বিশেষ ট্রেনে করে সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে। সেই ট্রেনে যে চেম্বারে গ্যাস ছিল তা মোড়া হয়েছিল নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে কম্বলের মতো করে। যাতে কোনোভাবেই গ্যাসের কোনো অংশ বাইরে বেরুতে না পারে। কারও চামড়ায় যদি একটি মাত্র ফোঁটা পড়ে তা সাথে সাথে মূল রক্ত প্রবাহে আটকে যাবে। ফলাফল অবধারিত মৃত্যু। এ কারণে এই গ্যাসের সাথে সব টেকনিশিয়ান একটি মন্তব্য করেছেন 'যদি আশেপাশে মাছের গন্ধ পান, কোনো চিন্ত াভাবনা নেই, ঝেড়ে দৌড় লাগাবেন, স্রেফ দৌড়।'

বিলি গাড়ি চালাচ্ছে দ্রুত গতিতে, থান্ডার বার্ডের থ্রি স্পিড ম্যানুয়াল গিয়ার সামনে নিচ্ছে আত্মবিশ্বাসের সাথে। এই ঘটনা আবার ল্যাক খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। যতই দেখা হচ্ছে ততই তার মুগ্ধতা বাড়ছে। বিলি এবং ল্যাকের গন্তব্য এখন কার্লটন হোটেল। ল্যাকের এখন নিজেকে অনেক আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে, শত্রুটা কে তা এখন তার জানা। চমৎকার একজন বন্ধু পাশে, যে বন্ধুটা জানে ল্যাকের কখন কী করতে হবে। তার সাথে কী হয়েছে সেই রহস্যে এখনও ল্যাক আপ্লুত কিন্তু রহস্যের সমাধান সে করবেই। সমাধানের জন্য ল্যাকের অস্থিরতা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

বিলি কার্লটন হোটেলের মেইন এন্ট্রান্স থেকে বেশ খানিকটা দূরে রাস্তার কোনার দিকে রাখল গাড়ি, সে বলল, 'আমি আগে যাব। যদি লবিতে সন্দেহজনক কিছু চোখে ধরা পড়ে তবে বেরিয়ে আসব। যদি দেখো লবিতে আমি গা থেকে কোট খুলে ফেলছি তবে বুঝে নেবে সব পরিষ্কার।'

বিলির কথায় ঠিক ভরসা পাচ্ছে না ল্যাক। সে বলল, 'যদি অ্যান্থনি থাকে ভেতরে?'

গাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে বিলি বলল, 'ও আমাকে অন্তত গুলি করবে না।'

এ মুহূর্তে বিলির সাথে তর্ক করার কোনো ইচ্ছে নেই ল্যাকের। বিলি বোধহয় ঠিকই বলছে। অ্যান্থনির ল্যাকের পুরো রুম তন্নতন্ন করে খোঁজার কথা। যে বিষয়টি অ্যান্থনি লুকাতে চাইছে সে সম্পর্কিত কিছু থাকলে তা

BanglaBook.org

সরিয়ে ফেলার কথা। বাকি অংশ অবশ্য ঠিকই রাখবে। নইলে ল্যুক সম্পর্কে যে গল্পগাথা সে লিখে বলেছে তা বিশ্বাসযোগ্য করা শক্ত হবে। তাই ল্যুকের ধারণা তার নিজের জিনিসপত্র বেশিরভাগই ঠিক থাকবে। আর সেসবে যদি কোনো ক্লু থেকে থাকে? তবে? যদি অ্যান্থনির চোখ এড়িয়ে কিছু থেকে যায় তাহলেও তো কিছুটা এগুবে।

দুজনে আলাদা হয়ে হোটেলের দিকে রওনা দিলো, ল্যুক দাঁড়ালো হোটেলের সামনের রাস্তার উল্টো পাশে। আর বিলি হাঁটছে হোটেলের দিকে, পেছন থেকে বিলির হাঁটা দেখতে ভালো লাগছে। সাগরের মৃদু ঢেউয়ের মতো হেঁটে যাচ্ছে বিলি। কাচের মধ্য দিয়ে লবির অংশটুকু দেখা যায়। বিলি ভেতরে ঢুকতেই একটা পোর্টার এলো, বিলিকে কথা বলতে দেখছে ল্যুক। কথা শোনা যাচ্ছে না, তবে সে কী বলবে তা জানে ল্যুক, 'আমি মিসেস ল্যুকাস, আমার স্বামী একটু পরেই আসবেন।' বিলি গায়ের কোট খুলে ফেলল। রাস্তা পেরিয়ে হোটেলে ঢুকল ল্যুক। ল্যুক যখন ভেতরে ঢুকল, পোর্টার তখন বিলির পাশেই দাঁড়িয়ে। পোর্টারকে শুনিয়ে ল্যুক বলল, উপরে ওঠার আগে একটা ফোন করব। একটু ওয়েট করবে, হানি?' রিসিপশন ডেস্কেই একটা ইন্টারনাল ফোন আছে, ইচ্ছে করলে সেখান থেকেই ফোন করা যায়, কিন্তু কথাবার্তা পোর্টারকে শুনতে দেওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই ল্যুকের, তাই সে গেল পে-ফোন বুথে। বুথে আবার বসার ব্যবস্থাও আছে। বুথে ঢুকল ল্যুক, সাথে বিলি। দুজনে খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। বিলির গায়ের সুগন্ধ ভেসে আসছে। কিঞ্চিৎ উত্তেজনা বোধ করছে ল্যুক, স্লটে পয়সা ফেলে ফোনটাকে কাত করে ধরল ল্যুক, যাতে কথা বিলির কানেও পৌঁছায়। ফোনের কাছে মুখ নিয়ে এলো বিলি। ওর শ্বাস ল্যুকের হাতে লাগছে। শরীরের প্রতিটি লোম উত্তেজনায় কাঁপছে বোধহয়।

'শেরাটন কার্লটন গুড মর্নিং।'

'গুড মর্নিং!' সকাল হয়ে গেছে, টানা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা জেগে আছে ল্যুক, কিন্তু ঘুম আসছে না। উত্তেজিত, এ কারণেই কি আসছে না ঘুম? 'রুম ফাইভ ফর্টি প্লিজ।'

অপারেটর একটু ইতস্তত করল, 'স্যার, রাত একটার উপরে বাজে, কোনো জরুরি বিষয় কি?'

'যত রাতই হোক, ড. ল্যুকাস আমাকে ফোন করতে বলেছেন।'

'জি স্যার।'

এরপর অল্প নীরবতা। তারপর আবার ফোন বাজছে, চারটা রিং হয়ে গেছে। ভেতরে বোধহয় কেউ নেই– কথাটা প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিল ল্যুক,

BanglaBook.org

ঠিক সে সময় কেউ ফোন তুলল। এর অর্থ রুমের ভেতর অ্যান্থনি লোক রেখে গেছে। থাক, জানা গেল শত্রু একজন বা একের অধিক রুমের ভেতর আছে।

একটা কণ্ঠ বলল, 'হ্যালো?' কণ্ঠে একধরনের অনিশ্চয়তা, এ অবশ্যই অ্যান্থনির গলা নয়, বোধহয় পিটের গলা। ল্যুক খুব হালকা গলায় বলল, 'আরে রনি, আমি টিন বলতেছি। আমরা সবাই মিয়া তোমার জন্য খাড়ায়া আছি।'

ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি, 'রং নাম্বারে ফোন করেছেন।' এবং সেই কণ্ঠ পাশের কাউকে বলল, 'মাতাল-টাতাল মনে হচ্ছে।'

ল্যুক বলল, 'ওহ জিজাস। আমি খুবই দুঃখিত, আপনারে মনে হয় ডিস্টার্ব দিলাম।' ফোন ছাড়ল ল্যুক।

বিলি বলল, 'কেউ আছে ভেতরে।'

'একজন না, তার বেশি।'

'এদের বের করার উপায় আমি জানি।'

খিকখিক করে শয়তানি হাসি হাসল বিলি। 'যুদ্ধের সময় লিসবনে একবার এ রকম করেছিলাম।'

বুথ থেকে বেরিয়ে উপরে উঠে এলো দুজন। রুম ৫৩০ পেরিয়ে একটা ভাড়া না হওয়া রুমে ঢুকল বিলি। পেছনে ল্যুক, রুমে ঢুকেই ক্লজিট খুলল সে। বলল, 'একেবারে পারফেক্ট। দেখ তো আশেপাশে ফায়ার এলার্ম আছে কিনা?'

ল্যুক আশেপাশে খুঁজে দেখল একটা এলার্ম আছে। এলার্ম কাচ দিয়ে ঢাকা। তার পাশেই একটা হাতুড়ি ঝুলছে। হাতুড়ি দিয়ে কাচ ভেঙে ভেতরের এলার্ম চালু করতে হয়। ল্যুক এলার্ম দেখে বলল, 'হ্যাঁ আছে। ঐ যে ওখানে।' বিলি কোনো কথা বলল না। ক্লজিট থেকে কয়েকটা কম্বল বের করে ফ্লোরে রাখল। তারপর বিছানার চাদর তোয়ালে সব, যতক্ষণ না একটা বেশ বড়সড় স্তূপ হচ্ছে। বিলির বুদ্ধিটা টের পাচ্ছে ল্যুক, ডোর বক্স থেকে ব্রেকফাস্ট অর্ডারের কাগজ নিয়ে তাতে আগুন ধরাল বিলি। সেই আগুন পড়ল কম্বল আর কাপড়ের স্তূপে।

BanglaBook.org

বিলি বলল, 'এ জন্যই বিছানায় সিগারেট খাওয়া উচিত না।'

কাপড়ে আগুন ধরে গেল। আগুনের আলো আর উত্তেজনায় বিলির। মুখ চকচক করছে। ল্যুকের মনে হলো বিলির চেহারায় আগুনের আলো অন্য ধরনের আকর্ষণ তৈরি করছে। কম্বল আর কাপড়ের স্তূপে পুরোপুরি আগুন জ্বলে উঠল। বিলি বলল, 'এবার এলার্ম বাজানোর সময় হয়েছে, কারও যাতে বড়সড় ক্ষতি না হয় তা মনে রাখতে হবে।'

ল্যুক বলল 'ঠিক বলেছো।' এলার্ম বাজিয়ে দিল ল্যুক। একটু পরেই সব জায়গায় তারস্বরে এলার্ম বাজা শুরু হলো। নিশ্চুপ চারপাশ ভরে উঠল শব্দে।

বিলি আর ল্যুক করিডোরে বেরিয়ে এলো, দাঁড়াল এলিভেটর থেকে একটু দূরে। এ জায়গা থেকে ধোঁয়ার মধ্যেও ল্যুকের স্যুটের দরজা দেখা যাচ্ছে।

কাছাকাছিই একটা দরজা খুলে গেল। নাইটড্রেস পরা এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। চোখে-মুখে রাজ্যের আতঙ্ক, ধোঁয়া দেখে মহিলা ঝেড়ে দৌড়। আরেক দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এক ভদ্রলোক, পরনে পাজামা আর গেঞ্জি, হাতে পেন্সিল, বেচারা নিশ্চয়ই কাজ করছিল। এক দরজা খুলে বের হলো একজোড়া মানব-মানবী, তাদের শরীরে বেড কভার পেঁচানো, তারা অসম্ভব জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিল। কিছুক্ষণ পরই করিডোর ভরে গেল লোকজনে। সবাই ধোঁয়ার মধ্যে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে।

রুম ৫৩০-এর দরজা খুলছে ধীরে ধীরে। দীর্ঘকায় একজন পুরুষ বেরিয়ে এলো রুম থেকে, লোকজনের ভিড়ের মাঝেও লোকটার গালে একটা লাল দাগ দেখা যাচ্ছে। জন্মদাগ, এ অবশ্যই পিট। ইউনিয়ন স্টেশনের সাথে এ লোকটাই ছিল। ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করল ল্যুক। চেহারা দেখলে পিটের চিনে ফেলার সম্ভাবনা। একটু ইতস্তত করে বেরিয়ে গেল লোকটা। এরপরই আরও দুজন বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

ল্যুক বলল, 'অল ক্লিয়ার।'

বিলি আর ল্যুক দুজনেই ঢুকল স্যুইটে, দরজা বন্ধ করে দিল ল্যুক। নইলে স্যুইটেও ধোঁয়া ঢুকছে। গা থেকে কোট খুলল ল্যুক। বিলি বলল, 'ওহ্ মাই গড, এ তো সেই একই রুম।'

BanglaBook.org

* * *

চোখ বড় বড় হয়ে গেল বিলির। 'বিশ্বাস হচ্ছে না। এ তো সেই একই জায়গা।' শেষের কথাগুলো বলল বিলি ফিসফিস করে। ল্যুক চুপচাপ বিলির প্রতিক্রিয়া দেখছে। মেয়েটা মনে হচ্ছে শক্ত কোনো আবেগের সামনে দাঁড়িয়ে। শেষমেশ ল্যুক বলল, 'এখানে কী হয়েছিল?'

মাথা নাড়ল বিলি। 'তোমার কিছুই মনে নেই, বিশ্বাস করতে খারাপ লাগছে।' পুরো স্যুইটে হাঁটাহাঁটি শুরু করল বিলি। 'এই কোনাতেই পিয়ানো ছিল। কী বিশাল পিয়ানো! আর বাথরুমে টেলিফোন, যেদিন প্রথম এখানে আসি সেদিনই আমি জীবনে প্রথম এই দৃশ্য দেখেছি, বাথরুমে টেলিফোন থাকে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

অপেক্ষা করছে ল্যাক, পুরো চেহারায় ক্লান্তিকর বিষাদ, কিছুই মনে পড়ছে না তার। অতীত ভুলে যাওয়া এত কষ্টকর কেন? বিলি বলল, 'যুদ্ধের সময় তুমি এই স্যুইটে ছিলে।' তারপর বিলি হড়বড় করে বলল, 'আমরা এখানে একজন আরেকজনকে ভালোবেসেছি।'

বেডরুমের বিছানার দিকে তাকিয়ে ল্যাক বলল, 'ওখানে নিশ্চয়ই?'

হি হি করে হেসে উঠল বিলি, যেন কলেজ জীবনে ফিরে গেছে সে। বলল, 'শুধু কি বিছানায়?' এরপর একটু গম্ভীর বিলি, 'কত কম বয়স ছিল আমাদের!'

এই মেয়েটার সাথে এ রকম তার সম্পর্ক কত গভীর ছিল! তার সাথে বিছানাতেও গেছে। আকাঙ্ক্ষিত এই রমণী এক সময় শয্যাসঙ্গি হয়েছিল ভাবতেই ল্যাকের গলা শুকিয়ে আসছে। 'ও গড, একটু যদি মনে পড়ত ঘটনাগুলো!' তার গলা ভারী, কামনায় জর্জর।

ল্যাককে অবাক করে দিয়ে ক্লাশ করল বিলি।

চারপাশে তাকাল বিলি। তার আবেগ সরে গিয়ে চোখ পড়েছে বাস্তবতায়। 'এই যে তোমার কাপড়।'

বেডরুমে ঢুকল ল্যাক। বিছানার উপর গ্রে ট্যুইড স্পোর্ট কোট, চারকোল ফ্লানেল প্যান্ট। মনে হচ্ছে ড্রাইক্লিনারের কাছ থেকে ঘুরে এসেছে এসব। ফ্লোরে একজোড়া কালো ট্যান করা উইংটিপ স্যু। একটা স্যু এর ভেতর ক্রোকোডাইল বেল্ট সুন্দর করে রাখা।

বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার খুলল ল্যাক, একটা বিল ফোল্ড, চেকবুক আর একটা ফাউন্টেইন পেন দেখা গেল, সাথে একটা ছোট্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরি দেখা যাচ্ছে। ডায়েরির পেছন দিকে কিছু ফোন নম্বর। ডায়েরি ঘাঁটা শুরু করল সে, এই সপ্তাহের পৃষ্ঠা পাওয়া গেল।

Sunday 26th

Call Alice (1928)

Monday 27th

Day Suaim Trunks

8°30 am Apex ntg, Vanguanr Mth

Tuesday, 28th

8 am Brtst w A.C., Hay Adam Coffee Shop.

ল্যাকের পাশে এসে দাঁড়াল বিলি। কী পড়ছে সে তাই দেখার উদ্দেশ্য বিলির, ল্যাকের কাঁধে একটা হাত রাখল বিলি। স্বাভাবিক একটু আচরণ। কিন্তু এই

BanglaBook.org

বিষয়টিই ল্যুকের কাছে লাগানোর উত্তেজনার একটা ভঙ্গি, পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে ল্যুকের, সে বলল, 'অ্যালিসটা আবার কে? তুমি কি চেন?'

'তোমার ছোট বোন।'

'বয়স কত?'

'তোমার সাত বছরের ছোট। তার মানে, অ্যালিসের বয়স এখন বিশ।'

'তার মানে অ্যালিস জন্মেছে ১৯২৮ সালে। মনে হয় ওর জন্মদিনে আমি ফোন করেছিলাম। এখন ওকে ফোন করে জেনে নেওয়া যায় যে ওসময় উল্টাপাল্টা কিছু বলেছিলাম কিনা।'

'ভালো বলেছো।'

ভালো লাগছে ল্যুকের, মনে হচ্ছে নিজের জীবনটাকে নতুন করে নিজের হাতে সাজানো যাচ্ছে। সে বলল, আমি বোধহয় ফ্লোরিডায় স্যুইম স্যুট ছাড়া গিয়েছিলাম।

'পাগল নাকি, এই জানুয়ারিতে কে সাঁতারের কথা ভাবে?

'সোমবার দিন স্যুইম স্যুট কেনার কথা ডায়রিতে লিখেছি। ঐদিন সকাল সাড়ে আটটায় আমি গিয়েছিলাম ভ্যানগার্ড মোটেলে।

'অ্যাপেক্স মিটিংটা কি?

'মিসাইল ফ্লাইটে একটা কার্ড তৈরি হয়। মনে হয় সে সম্পর্কিত কোনো মিটিং, এ জিনিস নিয়ে আমি কাজ করিনি, তবে এর মধ্যে জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা হিসাবের বিষয় আমার মাথায় ছিল। মিসাইলের সেকেন্ড স্টেইজটা ঠিক অ্যাপেক্সে থাকা অবস্থায় ফায়ার করা খুব জরুরি থাকবে। সেই মিটিংয়ে কারা ছিল তা বের করা যাবে। ওদের সাথে কথা বলে দেখো।'

'বলবো।'

'এবং মঙ্গলবার সকালে হে অ্যাডামস এর কফি শপে অ্যান্থনি ক্যারলের সাথে সকালের নাস্তা করেছ।'

'এরপর ডায়েরিতে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।' ডায়েরির পেছন দিক উল্টে ধরলো ল্যুক। ওতে বিলি, বা অ্যান্থনি, মা আর অ্যালিসের নাম্বার, কোনো নাম্বারকেই স্পেশাল কিছু মনে হচ্ছে না তার। সে বিলিকে বলল, 'আচ্ছা এখানে কোন নামে তোমার খটকা লাগছে?'

দুপাশে মাথা নাড়ল বিলি।

নাহ্ কোথাও কোনো সুবিধা হচ্ছে না। পকেটে ডায়েরি রেখে রুমের চারপাশে আবারও চোখ বোলানো শুরু করল ল্যুক। স্ট্যান্ডে কালো লেদার

BanglaBook.org

স্যুটকেইস দেখা যাচ্ছে। স্যুটকেইস খুলল লুক। ভেতর পরিষ্কার কাচা শার্ট, আন্ডারওয়্যার এবং একটা নোটবুক দেখা যাচ্ছে। নোটবুক ভর্তি গাণিতিক সমীকরণ। একটা পেপার ব্যাকও দেখা যাচ্ছে। বইয়ের নাম *The Old Man and the Sea*। এই বইয়ের ১৪৩ নম্বর পৃষ্ঠা উল্টো মোড়ানো। বাথরুমে খোঁজাখুঁজি শুরু করল বিলি। শেভিং গিয়ার টয়লেট্রিজ বাগ, টুথব্রাস এইসব আছে বাথরুমে, বেডরুমে সব কাপবোর্ড, ড্রয়ার। তন্নতন্ন করে খুঁজলো লুক। বিলি ঠিক একটা কাজ করল লিভিং রুমে। ক্লজিটে কালো উলের টপকোট আর কালো হামব্যার্গ পেল ল্যুক। আর কিছু না। সে চিৎকার করে বলল 'কোনো কিছু, তুমি পেলে কিছু? ডেস্কে তোমার ফোন ম্যাসেজ আছে। বার্ন, কর্নেল হাইড আর মেরীগোল্ডের কাছে থেকে এসেছে, আচ্ছা এই মেরীগোল্ডটা কে?'

কিছু না বুঝলেও এই ম্যাসেজ অ্যান্থনি শুনেছে। যখন টের পেয়েছে ম্যাসেজগুলো তেমন জরুরি কিছু না তখন সে এগুলো রেখে দিয়েছে। মোছেনি। মুছে কারও মনে সন্দেহ উদ্রেক করার দরকার কী?

বিলি বলল, 'বললে না তো, এই মেরীগোল্ডটা কে?' একটু চিন্তা করল ল্যুক, এ নামটা আজ দিনেই কোনো এক সময় শোনা হয়েছে। শেষমেশ মনে পড়ল। ল্যুক বলল, মেরীগোল্ড হান্টসভিলে আমার সেক্রেটারি, কর্নেল হাইড বলেছেন, এই মহিলা আমার ফ্লাইট রিজার্ভেশন করেছিল।'

'তোমার সেক্রেটারি! ও তোমার এই হঠাৎ চলে আসা সম্পর্কে কিন্তু জানে না, তাই না?'

'হ্যাঁ কেইপ ক্যানাভেরালে কাউকেই আমি কিছু বলিনি। এই মহিলা তো কেইপ ক্যানাভেরালের কেউ না। নিজের সেক্রেটারিকে বিশ্বাস করে কিছু বলে থাকতেও তো পারে। তাই না?' নড করল ল্যুক। 'পৃথিবীতে সবই সম্ভব। দেখি পরীক্ষা করে। এরচেয়ে ভালো কোনো ক্লু এখনও মাথায় আসেনি। নিজের ডায়েরি খোঁজা শুরু করল ল্যুক। এক সময় বলল, 'এই তো পেয়েছি। মেরীগোল্ড-হোম।' ডেস্কে বসে ফোন ডায়াল করা শুরু করল ল্যুক। আচ্ছা পিট আর অন্য এজেন্টরা কখন আসবে? হাতে কি খুব বেশি সময় আছে? বিলি বোধহয় ল্যুকের মনের কথাটা জানতে পারল। সে ল্যুকের ব্যাগ গোছানো শুরু করল। ফোন ধরল একজন মহিলা। ঘুম জড়ানো কণ্ঠ, কথায় আলাবামা এলাকার টান আছে। মহিলা খুব সম্ভবত কৃষ্ণা, গলা শুনে ল্যুকের তাই মনে হচ্ছে। ল্যুক বলল, এত রাতে ফোন করার জন্য আমি দুঃখিত। আপনি কি মেরীগোল্ড?'

ড. ল্যুকাস! 'শেষ পর্যন্ত আপনি ফোন করেছেন। আপনি আছেন কেমন? 'ভালোই আছি'।

BanglaBook.org

'আপনার কী হয়েছে বলুন তো? কেউ জানে না আপনি কোথায় গেছেন। তারপর শুনলাম আপনি নাকি বলেছেন আপনার মেমোরি নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'এ রকম হলো কী করে?'

'ঠিক জানি না। আশা করি আপনি আমাকে এর কারণটা বের করতে সাহায্য করতে পারবেন।'

'যদি পারি, অবশ্যই করব।'

'সোমবার আমি হঠাৎ করে ওয়াশিংটনে কেন গেছি সেটা আমার জানা দরকার। আমি কি আপনাকে কিছু বলেছিলাম?'

'না তো। কিছু বলেননি। কিন্তু কারণটা জানার জন্য আমার খুব কৌতূহল ছিল।'

এই উত্তরটা শুনতে হবে জানত ল্যুক। তাও হতাশা বোধ হলো। সে বলল, 'আপনাকে আভাস-ইঙ্গিতে কিছু কি বলেছিলাম?'

'না।'

'কী বলেছিলাম?'

'আপনি বললেন যে আপনি হান্টসভিল হয়ে ওয়াশিংটনে যাবেন। এরপর বললেন MATS ফ্লাইটে আমি যেন আপনার জন্য রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করি।'

MATS হচ্ছে মিলিটারি এয়ারলাইন। আর্মির কোনো কাজে তা ব্যবহার করা যায়। বোঝা গেল ল্যুকের কাজটা আর্মি সংক্রান্ত ছিল। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও পরিষ্কার না।

ল্যুক বলল, 'আমি হান্টসভিল ঘুরে তারপর ওয়াশিংটনে এসেছি?'

'হ্যাঁ তাই তো। বললেন হান্টসভিলে আপনি কয়েক ঘণ্টা থাকবেন।

'কেন থাকব বলেছি তা তো বুঝলাম না।

'তারপর আপনি একটা অদ্ভুত কথা বললেন। আপনি বললেন যে আপনি যে হান্টসভিলে এসেছেন তা যেন আমি কাউকে না বলি। গোপন রাখি।'

মনে হচ্ছে ক্লু পাওয়া গেছে। কিন্তু এত গোপনীয়তার কী ছিল? ল্যুক বলাল, 'ও আচ্ছা। তার মানে আমার হান্টসভিলে যাওয়াটা গোপন কোনো ভিজিট ছিল, তাই না?

'হ্যাঁ, আমি কথাটা কাউকে বলিনি। আর্মি সিকিউরিটি, এফবিআই সব জায়গা থেকে সবাই প্রশ্ন করেছে। কাউকে কিছু বলিনি। আপনি বলেছিলেন তাই চেপে গেছি। সবাই যখন বলল, আপনি উধাও হয়ে গেছেন তখন আমি

BanglaBook.org

বুঝতে পারছিলাম না কাজটা আমি ঠিক করছি কিনা। তারপর ভাবলাম আপনার কথাই শুনি। গোপন রাখি কথাটা। ভালো করেছি না?'

'গড, মেরীগোল্ড, আমি জানি না। তবে আপনি যে বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন, তার জন্য আপনার প্রশংসা প্রাপ্য। ফায়ার এলার্ম বাজা বন্ধ হয়ে গেছে। হাতে আর বেশি সময় নেই। সে মেরীগোল্ডকে বলল, 'আমাকে এখন যেতে হবে। ফোন রাখছি। থ্যাংকস ফর ইওর হেল্প।'

'নিজের উপর একটু খেয়াল রাখবেন।'

ফোন রেখে দিল ল্যুক।

বিলি বলল, 'আমি তোমার সবকিছু প্যাক করে নিয়েছি।'

'থ্যাকংস'। এবার ল্যুক তার ব্ল্যাক কোট আর হ্যাট নিয়ে গায়ে চড়াল। তারপর বলল, 'চলো এখান থেকে পালাই। নইলে কখন আবার ব্যাটারা ঢুকে পড়বে, কে জানে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এফবিআই বিল্ডিং-এর কাছে চায়না টাউনের কাছে গেল বিলি আর ল্যুক। চায়না টাউনে একটা রেস্তোরাঁ আছে, নাম অল-নাইট ডিনার, সেখানে ঢুকে কফির অর্ডার দিল বিলি। ল্যুক বলল, এখান থেকে হান্টসভিলেতে প্রথম ফ্লাইট কখন যায় তা তো জানি না।

'একটা অফিসিয়াল এয়ারলাইন গাইড হলেই হতো। সব জানা যেত।' উত্তর দিল বিলি। রেস্তোরাঁর চারপাশে চোখ বোলাল ল্যুক। দুই পুলিশ বসে ডোনাট খাচ্ছে। চার ছাত্র হ্যামবার্গারের অর্ডার দিয়ে বসে আছে। চারজনই ভালোই মদ গিলে এসেছে। এদের সাথে দুজন স্বল্প বসনাকেও দেখা যাচ্ছে। কাপড়-চোপড়েই এদের পেশা বোঝা যাচ্ছে। ল্যুক বলল।'

'এখানকার কাউন্টারে নিশ্চয়ই এ জিনিস পাওয়া যাবে না। তাই না?

'বার্নের কাছে অবশ্যই আছে। এসব জিনিস লেখকদের কাজের জিনিস। এতক্ষণে বার্নও ঘুমিয়ে পড়ার কথা।

উঠে দাঁড়াল বিলি, তারপর বলল, 'তাহলে ওকে ঘুম থেকে উঠাব। তোমার কাছে খুচরা পয়সা হবে?'

'অবশই। ল্যুকের পকেট ভর্তি চুরি করা সেই খুচরা পয়সা রয়ে গেছে। খরচ করার সুযোগ হয়নি। রেস্টরুমের পাশে পে-ফোন বুথ। পয়সা নিয়ে বিলি ঢুকে গেল বুথের ভেতর। ফোন করে আবার চলেও এলো সে, সময় নিল মাত্র দু মিনিট। ফিরে এসে বিলি বলল, 'ও এখানে বইটা নিয়ে আসছে।'

নিজের ঘড়ি দেখল ল্যুক। রাত দুটা বাজে। সে বলল, এখান থেকে বোধহয় সরাসরি এয়ারপোর্টে যেতে হবে। ভোরবেলায় কোনো না কোনো ফ্লাইট থাকার কথা।

BanglaBook.org

বিলি ভ্রু কুঁচকে বলল, কোনো ডেডলাইন কি আছে? এত তাড়াহুড়া কিসের?

'থাকার কথা। বারবার আমি নিজেকে প্রশ্ন করছি, কী এমন বিষয় হয়েছিল যে আমি সব ছেড়ে তাড়াহুড়া করে ওয়াশিংটনে এসেছি? মনে হয় আমার এই আসার সাথে রকেটের একটা সম্পর্ক আছে। যদি তাই হয়, তাহলে সেটা রকেট লঞ্চের উপর কোনো হুমকি ছাড়া আর কী হবে?

'কোনো স্যাবোটেজের কথা বলছো?'

হ্যাঁ, যদি আমার ধারণা সত্যি হয়, তবে আগামীকাল রাত সাড়ে দশটার আগেই সেটা প্রমাণ করতে হবে। আমি কি আসব তোমার সাথে?

'তোমাকে তো ল্যারির দিকটা সামলাতে হবে। ল্যারিকে বার্নের কাছে রেখে যাওয়া যাবে।

মাথা নাড়ল ল্যাক। 'নাহ বলার জন্য ধন্যবাদ। সবসময়ই তুমি এ রকম করো। স্বাধীন থাকতে খুব ভালো লাগে, তাই না?

'আসলে তা না তুমি সাথে থাকলে আমার ভালো লাগবে। সমস্যা হলো এই ভালো লাগার পরিমাণটা অনেক বেশি।

টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল বিলি। ল্যাকের হাত ধরে সে বলল, ইটস ওকে। বিষয়টা কেমন যেন। আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমার কী অনুভূতি, তা আমি জানি না। আচ্ছা, আমার স্ত্রী কেমন, বল তো?

মাথা নাড়ল বিলি। তোমার কাছে এলসপেথকে নিয়ে কিছু বলাটা আমার মানায় না। তুমিই সব আবার নতুন করে আবিষ্কার করবে।

'ঠিকই বলেছো।

ল্যাকের হাতে হালকা করে চুমু খেল বিলি। হাতটা কিছুক্ষণ গালে লাগিয়ে রাখল। ঢোক গিলল ল্যাক। তোমাকে কি সব সময়ই আমি এ রকম পছন্দ করতাম, নাকি বিষয়টা নতুন?

'নতুন কিছু না।'

'তার মানে আমাদের সম্পর্ক ভালোই ছিল।

'নাহ্। আমরা পাগলের মতো ঝগড়া করতাম। অবশ্যই দুজনই দুজনকে খুব পছন্দ করতাম।'

'তুমি বললে এক সময় আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতাম। হোটেল স্যুইটে আমরা–'

'চুপ করো।'

BanglaBook.org

'কেমন ছিল সময়টা?

দুচোখ জলে ভরে এলো বিলির! গলার কাছে ব্যথার মতো একটা দলা আটকে আছে। সে কোনো মতে বলল, 'আমার জীবনে কাটানো সেরা সময়।'

'তাহলে তোমাকে আমি কেন বিয়ে করলাম না?'

এবার আর কান্না আটকে রাখতে পারল না বিলি। কান্নায় শরীর কুকড়ে আসছে। এক সময় সে কান্না সামলে নিল। চোখ মুছে বলল 'কারণ, তোমার সাথে আমার খুব ঝগড়া হয়েছিল। টানা পাঁচ বছর তুমি আমার সাথে কথা বলনি।'

BanglaBook.org

১ ৯ ৪ ৫

ভার্জিনিয়ার কাছে চার্লটসভিলেতে অ্যান্থনিদের একটা ঘোড়ার ফার্ম আছে। ওয়াশিংটন থেকে ওখানে যেতে ঘণ্টা কয়েক লাগে। সেই ফার্ম হাউজ বিশাল, সাদা কাঠের ফ্রেমে বাড়ি। বাড়ির দুপাশে পাখির পাখার মতো বর্ধিত অংশ, সবখানে খালি বেডরুম। বাড়ির মাঝে টেনিস কোর্ট, একটা ঝরনা, ফোয়ারা এসব আছে। আর এলাকাজুড়ে বন, বনে ছোটখাটো কোনো গাছ নেই, বিশাল সব গাছ। অ্যান্থনির মা এইসব সম্পত্তি পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। ভদ্রমহিলা শুধু ফার্ম হাউজ না, সাথে পাঁচ মিলিয়ন ডলারও পেয়েছিলেন। জাপান যুদ্ধে যেদিন আত্মসমর্পণ করে তার ঠিক পরের শুক্রবার ল্যুক পৌঁছল অ্যান্থনিদের ফার্ম হাউজে। অ্যান্থনির মা, মিসেস ক্যারল দরজায় দাঁড়িয়ে স্বাগতম জানিয়েছে ল্যুককে। ভদ্রমহিলা ক্রুড। একসময় সুন্দরী ছিলেন, সেই ছাপ এখনও চেহারায় আছে। অ্যান্থনির মা ল্যুককে চমৎকার একটি বেডরুম দেখিয়ে দিলেন, ঝকঝকে তকতকে একেবারে পরিপাটি। নিচের মেঝে পলিশড বোর্ড, সিলিং উঁচু আর বিছানাও পুরনো দিনের আদলে তৈরি।

ইউনিফর্ম বদলে ল্যুক কালো ক্যাশথেয়ার স্পোর্ট কোট আর গ্রে ফ্লানেল প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিল। টাই বাঁধার সময় রুমে উঁকি দিল অ্যান্থনি। ড্রইংরুমে ককটেইল পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেডি হয়ে চলে এসো। 'এক্ষুনি আসছি। আচ্ছা, বিলির রুম কোনটা?' প্রশ্ন করল ল্যুক।

ল্যুকের কথায় অ্যান্থনির চেহারা কালো হয়ে গেল, সে বলল, 'মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা অন্য পাশে করা হয়েছে। অ্যাডমিরাল এসব ব্যাপারে পুরনো দিনের নিয়মই পছন্দ করেন।'

অ্যাডমিরাল হচ্ছে অ্যান্থনির বাবা। সে তার জীবন কাটিয়েছে নৌবাহিনীতে।

একটা শ্রাগ করে ল্যুক বলল, 'ঠিক আছে, সমস্যা হবে না। গত তিন বছর ইউরোপে রাতের আঁধারে যুদ্ধ করতে হয়েছে। অন্ধকারে শত্রুদের অবস্থান চিহ্নিত করতে হয়েছে। আজ রাতের আঁধারে বের করতে হবে প্রেমিকার থাকার ঘর। সমস্যা হওয়ার কথা না।'

BanglaBook.org

ড্রইংরুমে নামতে নামতে ছটা বেজে গেল। নিচে নামতেই পুরনো সব বন্ধু-বান্ধবীর একসাথে দেখা গেল। অ্যান্থনি, বিলি ছাড়াও আছে এলসপেথ, বার্ন, বার্নের গার্লফ্রেন্ড পেগ। যুদ্ধের সময়টা ল্যাক কাটিয়েছে হয় বার্নের সাথে নয় অ্যান্থনির সাথে, ছুটির সময়টা বিলি ছিল পাশে।

কিন্তু সেই ১৯৪১-এর পর এলসপেথ আর পেগের সাথে এই প্রথম দেখা। অ্যাডমিরাল ল্যাকের হাতে ম্যাটিনির গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে নিজের গ্লাসে চুমুক দিলেন, বিরাট এক চুমুক, উদযাপন করার মতো একটা সময় এখন। জাপান মাত্রই আত্মসমর্পণ করেছে।

যুদ্ধও প্রায় শেষ। এখন উদযাপন হবে না তো হবে কখন? ড্রইং রুমে আলাপ-কথাবার্তা চলছে উচ্চ স্বরে। অ্যান্থনির মা চুপচাপ বসে সব শুনছেন, মুখে প্রচ্ছন্ন প্রসন্নতার ছাপ। আর ওদিকে অ্যাডমিরাল সাহেব, অ্যান্থনির বাবা খুব দ্রুত ককটেইল গিলে চলছেন। ল্যাক সবাইকে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করল। সবাই জীবনের স্বর্ণ সময় পেরিয়ে কতটা বদলেছে দেখা দরকার। এলসপেথ অনেক শুকিয়েছে। তার বুকের বিশাল দুই কবুতরও শুকিয়ে ছোট ঘুঘু পাখি। কত প্রাণোচ্ছল ছিল। এখন ওকে অনেক কাঠখোট্টা লাগছে। বার্ন বুড়িয়ে গেছে। বয়স সাতাশ কিন্তু মনে হয় সাঁইত্রিশ। দুদুটো যুদ্ধে বয়স বেড়েছে। মনের বয়স। বিশাল চেহারায় যুদ্ধের সব বেদনা যেন জমে আটকে আছে। সবার তুলনায় অ্যান্থনি অনেক সতেজ। মাঝে মধ্যে হয়তো ছোটখাটো অ্যাকশনে যেতে হয়েছে, নয়তো বাকি সময়টা তার কেটেছে ওয়াশিংটনে। তার আত্মবিশ্বাস, বাস্তববোধ, রসবোধ সব প্রায় আগের মতোই আছে। বিলিরও পরিবর্তন সামান্য, ছোটবেলাতেই কঠিন পৃথিবী দেখে হয়তো অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তাই যুদ্ধে আর নতুন থাবা বসাতে পারেনি। বিলি লিসবনে টানা দুবছর আন্ডারকভারে ছিল, ওখানে তাকে একটা মানুষও খুন করতে হয়েছে। গুলি করে খুন না, নিপুণ হাতে জবাই করে খুন। সেই লোকটার অপরাধ হচ্ছে সে ছিল ডাবল এজেন্ট, এই তথ্য অবশ্য ল্যাক ছাড়া আর কারও জানা নেই। এই মেয়েটার ভেতর আগের সেই তেজটা এখনও আছে। প্রথমে শীতল মৃদুমন্দ বাতাস, পরমুহূর্তেই তীব্র ঝড়। মেয়েটাকে দেখতে ল্যাক কখনো ক্লান্তিবোধ করে না। সমস্যা কী? ভালোবাসলে কি এমনই হয়? সবাইকে দেখে ল্যাকের ভালো লাগছে। বেশির ভাগ গ্রুপেরই দু-একজন করে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, তাদের গ্রুপটা রয়ে গেছে অক্ষত, মাঝখানে শুধু স্বর্ণসময়টাই নেই।

ল্যাক বলল, 'আমাদের একটা টোস্ট করা দরকার।' নিজের ওয়াইনের গ্লাস উঁচিয়ে ল্যাক বলল। 'যারা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন– এবং যারা বেঁচে আছেন তাদের জন্য।'

BanglaBook.org

সবাই পান করার পর বিলি বলল, 'এবার আমি বলবো, নাৎসি ওয়ার মেশিনের কোমর ভেঙে দেয়া দল রেড আর্মির উদ্দেশ্যে।'

সবাই আবার পান করল। কিন্তু অ্যাডমিরালের বিষয়টা ঠিক পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, 'অনেক চেষ্টা হয়েছে, আর না।'

এরপর ড্রইংরুমে কফি দেয়া হলো। সবার হাতে কাপ পৌঁছে দিল ল্যুক। বিলিকে কফির জন্য চিনি আর ক্রিম অফার করতেই বিলি ফিসফিস করে বলল, 'পূর্ব দিকের অংশ, দ্বিতীয় তলা, বামের শেষ দরজা।'

ক্রিম? দুই ভ্রু উপরে উঠে গেল বিলির। হালকা হেসে সরে গেল ল্যুক। রাত সাড়ে দশটায় সব ছেলে জোর করে নিয়ে গেলেন বিলিয়ার্ড রুমে। সাইডকোর্ডে হার্ড লিক্যুয়ার আর কিউবান সিগার থরে থরে সাজানো। ল্যুকের আর গিলতে ইচ্ছে করছে না। তার তীব্র ইচ্ছা করছে বিলির শরীরের উষ্ণ সান্নিধ্যে যেতে। এক সিল্ক কাপড়ে ঢাকা দুই মানব-মানবী, অন্য পৃথিবী। অন্য রকম সুর, অন্য রকম গান এ নেশার চেয়ে কি ছাই এই সব পানি গেলার নেশা বড়? অসম্ভব। হতেই পারে না। অ্যাডমিরাল বিশাল এক গ্লাসে কার্বন নিয়ে গেলেন বিলিয়ার্ড রুমের অপর প্রান্তে। সেখানে ডিসপ্লে র‍্যাকে বন্দুক সাজানো। ল্যুকের পরিবারে শিকারের নেশা কারও নেই।

তার কাছেও বন্দুক মানে মানুষ মারার কল, জীবজন্তু মারার না। তাই বন্দুক দেখে তার একটুও ভালো লাগল না। তার মনে হচ্ছে মদ আর বন্দুক, দুই জিনিস কম্বিনেশনটা ঠিক জমছে না। নিজের অস্বস্তি ও অসহিষ্ণুতা ঢেকে অ্যাডমিরালকে সঙ্গ দেবার চেষ্টা করছে ল্যুক।

একটা এনফিল্ড রাইফেল হাতে নিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমি তোমার পরিবারকে খুব ভালো করে চিনি এবং সম্মান করি, তোমার বাবা একজন অসাধারণ মানুষ।'

ল্যুক বলল, থ্যাংক ইউ।'

ব্যস আর কোনো শব্দ নেই। এই লোক বোধহয় জানে না যে বাবা যুদ্ধের সময়ে সরকারের প্রাইস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিস চালিয়েছেন নিজ হাতে। তিনি শুধু ব্যাংকার নন্। তিনি তার মতো করে যুদ্ধ করেছেন।

অ্যাডমিরাল বললেন, 'মাই বয়, তুমি যখন তোমার স্ত্রী হিসেবে কাউকে পছন্দ করবে, তখন নিজের পরিবারের বিষয়টাও ভেবে নিও।'

'ইয়েস স্যার। অবশ্যই।'

অ্যাডমিরালের হঠাৎ এই কথায় কিছু বুঝল না ল্যুক। এ বুড়োর মাথায় কী চলছে কে জানে।

BanglaBook.org

'মিসেস ল্যুকাস যেই হোক, তার জন্য আমেরিকার উঁচু তলার সমাজ অপেক্ষা করে আছে উঁচু একটা জায়গা নিয়ে। এমন একটা মেয়ে পছন্দ করার চেষ্টা করো যে ঐ জায়াগার সব সামলে নিতে পারবে।'

অ্যাডমিরালের কথাবার্তার দিকটা এবার ল্যুকের কাছে পরিষ্কার। বিরক্তি লাগছে তার এসব কথাবার্তা।

ল্যুক বলল, 'কথাটা মনে রাখবো অ্যাডমিরাল।' বলেই ঘুরে হাঁটা ধরল ল্যুক। অ্যাডমিরাল কাঁধে হাত দিয়ে থামালেন; বললেন, 'যাই করো, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না'।

ল্যুক তাকিয়ে রইল অ্যাডমিরালের দিকে। লোকটাকে কি তার কথাবার্তা পরিষ্কার করে বলতে বলাটা ঠিক হবে? নাহ্ দরকার কী? যা বলা হচ্ছে তা তো বোঝা যাচ্ছে। থাক তার আসল কথাটা অনুচ্চারিতই থাকুক। বললেই ঝামেলা। কিন্তু অ্যাডমিরালের মনে ছিল অন্য কিছু। তিনি যেন সব কথা বলেই ছাড়বেন।

তিনি বললেন, 'ঐ ছোট্ট ইহুদিটার পেছনে লেগে যেও না– ও তোমার যোগ্য না।'

দাঁতে দাঁত চেপে ল্যুক নিজেকে সামলে নিল। সে বলল, 'মাফ করবেন, বিষয়টা নিয়ে আমি আমার বাবার সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক। অন্য কারও সাথে না।'

'কিন্তু তোমার বাবা তো এই মেয়ে সম্পর্কে সব জানে না, তাই না?'

চমকে উঠল ল্যুক। অ্যাডমিরালের কথা সত্য। ল্যুক এবং বিলি কেউ কার বাবা-মায়ের সাথে এখনও দেখা করেনি। ল্যুকের বিত্তশালী, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পরিবার বিলির মতো সাধারণ ইহুদি পরিবারের কাউকে মেনে নেবে কিনা বলা যাচ্ছে না। তবে ল্যুক নিশ্চিত তার বাবা-মা তার পছন্দকে ফেলবেন না। তারপরও এক ধরনের. অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। অনিশ্চয়তাটুকুই ল্যুককে আরও রাগিয়ে দিল।

সে বলল, আপনার এইসব কথাবার্তা আমার জন্য অপমানজনক। এই বিষয় নিয়ে আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাইছি না।

ল্যুকের কথায় পুরো রুমের সবার কথাবার্তা থেমে গেল। কথাটা শুধু অ্যাডমিরালের কানেই ঢুকল না।

তিনি বললেন, 'আমি তোমার অনুভূতিটা বুঝতে পারছি। কিন্তু বিষয় হচ্ছে তোমার চেয়ে আমার বয়সটা বেশি। দেখেছি তোমার চেয়ে বেশি। আমি কী বলছি তা আমি ভালো করে জানি।'

'মাফ করবেন, পুরোপুরি না জেনে কারও ব্যাপারে কোনো মতামত দেয়া ঠিক না।

BanglaBook.org

'পুরোপুরি না জেনে? কিন্তু আমার ধারণা আমরা যাকে নিয়ে কথা বলছি তার সম্পর্কে আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি'।

অ্যাডমিরালের গলার সুরে একটা সাবধান করে দেওয়ার মতো অংশ ছিল, মাথা খুব গরম হয়ে গেছে, তাই সেটা ল্যুকের কানে ঠেকল না।

সে বলল, 'বেশি কথা বলবেন না।'

অ্যাডমিরাল ল্যুকের কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন। ষড়যন্ত্রীদের মতো করে বললেন, 'শোন ছেলে, আমিও তোমার মতোই পুরুষ। জীবনে মাঝেমধ্যে দু-একটা বেশ্যার সাথে ঘুমানো কোনো বিষয় না, আমরা সবাই'– কথাটা শেষ করতে পারলেন না অ্যাডমিরাল।

তার আগেই ল্যুক অ্যাডমিরালের বুকে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল। অ্যাডমিরালের গ্লাসের কার্বন মাটিতে ছলকে পড়ল। তিনিও আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিলেন। শেষমেশ দেয়ালের ব্যাক ধরে শরীরের তাল সামলে নিলেন। ল্যুক চিৎকার করে বলল, চুপ ব্যাটা। একদম চুপ। নইলে এক ঘুষিতে দাঁত সবকয়টা ফেলে দেব।

অ্যান্থনির চেহারা হয়ে গেল কাগজের মতো সাদা, ল্যুকের হাত ধরে সরিয়ে নিতে নিতে সে বলল, 'কী পাগলের মতো করছো ল্যুক?

বার্ন দুজনের মধ্যে এসে দাঁড়াল। 'আপনারা দুজনেই শান্ত হন।'

'শান্ত? কী করে শান্ত হব? এ কী ধরনের মানুষ বল তো, যে তোমাকে ডেকে এনে তোমারই গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আজে-বাজে কথা বলে? এবার এই বুড়ো গাধাটাকে একটু শিক্ষা দেয়া দরকার।' কথাগুলো চিবিয়ে বলল ল্যুক।

অ্যাডমিরাল চোখ-মুখ লাল করে বললেন, এই মেয়ে একটা বেশ্যা। আমি ভালো করে জানি। এই মেয়ের অ্যাবরশনের টাকা আমি নিজে দিয়েছি।' শেষের কথাগুলো অ্যাডমিরাল বললেন গর্জন করে।

পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেল ল্যুক। অ্যাবরশন?

'হ্যাঁ অ্যাবরশন। অ্যান্থনি ওর পেট বাঁচিয়ে দিয়েছিল। বেজন্মাটার হাত থেকে মুক্তি পেতে আমি এক হাজার ডলার দিয়েছি। অ্যাবরশন করিয়েছি।'

অ্যাডমিরালের মুখে বিজয়ের হাসি। তিনি এবার বললেন, 'বলেছিলাম না, এই মেয়ে সম্পর্কে তোমার চেয়ে আমি বেশি জানি? এবার বিশ্বাস হলো?

'আপনি মিথ্যে বলছেন।'

অ্যান্থনিকে জিজ্ঞেস করো।

মাথা নাড়ল অ্যান্থনি। বাচ্চাটা আমার ছিল না। **টাকার জন্য বাবাকে বলেছি** বাচ্চাটা আমার। বাচ্চাটা তোমার ছিল ল্যুক।

BanglaBook.org

ল্যুকের মাথা পুরো ফাঁকা হয়ে গেল, এই বুড়ো গাধাটা আসলেই তার চেয়ে বেশি জানে। তার ধারণা ছিল সে বিলিকে চেনে। এখন মনে হচ্ছে কথাটা সত্য না। এত বড় একটা কথা চেপে গেছে বিলি। সে একটা সন্তানের বাবা হতে চলেছিল। সেই বাচ্চার অ্যাবরশনও করানো হয়েছে। এই তথ্য সে জানে না, জানে তার বন্ধু আর বন্ধুর বুড়ো গাধা বাবা। নিজেকে প্রচণ্ড প্রতারিত একজন মানুষ মনে হচ্ছে ল্যুকের।

ঝড়ের বেগে রুম থেকে বেরিয়ে গেল ল্যুক। সোজা চলে গেল বিলির রুমে। দরজায় নক না করেই সে ঢুকে গেল ভেতরে। বিছানায় শুয়ে আছে বিলি। গায়ে সুতোটিও নেই। এক হাতে ভর করে শুয়ে একটা বই পড়ছে সে। মাথার কোঁকড়া কালো চুল ঢেউয়ের মতো নেমে এসেছে সামনে। বেডসাইড ল্যাম্প থেকে আলো এসে পড়ছে শরীরে। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে আলো-আঁধারের আড়ালে আশ্চর্য স্বপ্নময়তা। এই সৌন্দর্য উল্টো আরও রাগ বাড়াল ল্যুকের। বিছানাতে শুয়েই চমৎকার সুখী একটা হাসি দিল বিলি। কিন্তু ল্যুকের চেহারায় কালো ছায়া দেখে বিলির হাসি নিভে গেল।

ল্যুক চিৎকার করল, 'তুমি আমার সাথে কখনো প্রতারণা করেছো?

বিছানায় উঠে বসল বিলি। তার ভয় লাগছে।

বিলি বলল, 'না, কক্ষনো না।'

'চুতিয়া অ্যাডমিরালটা বলেছে ও নাকি তোমার অ্যাবরশনের টাকা দিয়েছে।'

বিলির চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

ল্যুক চিৎকার করে বলল, 'কথাটা কি সত্যি? জবাব দাও।'

নড করল বিলি। প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে। দু হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে শুরু করল বিলি।

'তাহলে তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বিলি বলল, 'আমি দুঃখিত। তোমার বাচ্চাকে আমি রাখতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করো। কিন্তু আমি তোমার সাথে কোনো কথাই বলতে পারিনি, তুমি ছিলে ফ্রান্সে। আর তুমি কখনো ফিরবে কিনা তাও আমি জানি না। সব সিদ্ধান্ত আমাকে একা একা নিতে হয়েছে। আমার জীবনে সবচেয়ে কষ্টকর দিনগুলো গেছে তখন।' শেষের দিকে বিলির গলা চড়ে গেল।

কেমন যেন লাগছে ল্যুকের, সে বলল, আমি একটা সন্তানের বাবা হতে যাচ্ছিলাম!

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই বিলির গলার সুর বদলে গেল, হিসহিস করে সে বলল, 'এখন মডলিন সেজোনা, আমার সাথে যখন শুয়েছো তখন তো নিজের স্পার্ম নিয়ে কোনো চিন্তা ছিল না। এখন ও বিষয় নিয়ে এত আবেগ দেখাচ্ছ কেন? আবেগ দেখানোর সময় এখন না। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'এ কথা তোমার আমাকে বলা উচিত ছিল। তখন আমাকে পাওনি, ভালো কথা, তারপর তোমার সাথে আমার যখন দেখা হয়েছে, তখন একথা জানানো উচিত ছিল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিলি। হ্যাঁ, তা আমি জানি। কিন্তু অ্যান্থনি বলল ঘটনাটা আমি যাতে কাউকে না বলি। এ ধরনের ঘটনা মেয়েদের পক্ষে চেপে যাওয়া কোনো বিষয় না। নিজে না বললে কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। আসলেই তাই হচ্ছিল। ঐ অ্যাডমিরাল হারামজাদাটা না থাকলেই হতো।

বিলির নিরুত্তাপ স্বরে আরও রাগ বাড়লো ল্যুকের। এই মেয়েটার **কাছে** কাজটা গুরুত্বপূর্ণ না, সেটা লুকাতে না পারাটা গুরুত্বপূর্ণ।

সে বলল, 'এই নিয়ে আমি জীবন কাটাতে পারবো না।'

চুপ করে গেল বিলি। বলল, 'কী বলতে চাইছ?'

'এভাবে আমার সাথে প্রতারণা করলে– তাও এ রকম **গুরুত্বপূর্ণ একটা** বিষয়ে– তোমাকে আমি আরও বিশ্বাস করব?'

চমকে গেল বিলি। 'তুমি বলতে চাইছো সব শেষ।'

কোনো উত্তর দিল না ল্যুক।

বিলি বলেই চলে, 'তোমাকে আমি ভালো করে চিনি ল্যুক। ঠিক বলেছি আমি, তাই না?'

'হ্যাঁ'।

দুচোখ বেয়ে জল নামা শুরু হলো বিলির। চোখ ভরা জল নিয়েই সে বলল, ইউ ইডিয়ট, যুদ্ধে করেছো ঠিকই কিন্তু জীবনের কিছু দেখোনি?

'যুদ্ধে আমাকে আর কিছু শেখাক বা না শেখাক অন্তত এটুকু শিখিয়েছে যে বিশ্বস্ততা মানবজীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।'

'বুলশিট। তুমি একটা জিনিস এখনো জানো না। যখন মানুষ খুব চাপে থাকে তখনই সে মিথ্যে বলে।'

'ভালোবাসার মানুষের কাছেও মিথ্যে বলতে হয়?

'ভালোবাসার মানুষের কাছে আমরা মিথ্যে বেশি বলি। কারণ তাদের ভালো থাকার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা চিন্তা করি। সত্যের বদলে মিথ্যা বললে যদি তারা ভালো থাকে তবে আমরা মিথ্যাই বলি। আচ্ছা বলো তো, অচেনা

BanglaBook.org

লোকজন, চার্চের ফাদারের কাছে আমরা সত্য কেন বলি? কারণ ওরা কি ভাবলো না ভাবলো তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। তাদের আরও ভালোবাসি না।

ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছে বিলি। যুক্তি দিয়ে সে ল্যককে বোঝানোর চেষ্টা করছে। এসব কথাবার্তা ল্যকের কাছে মনে হচ্ছে অর্থহীন।

সে বলল, 'আমার জীবন দর্শন তোমার মতো না।'

তিক্ত স্বরে বিলি বলল, 'তা তো হবেই? এসেছো ধনী পরিবার থেকে, উপেক্ষা কাকে বলে জানো না, সাথে সবসময় বন্ধু-বান্ধবীরা থাকত ঝাঁকে ঝাঁকে। যুদ্ধে করেছ, কিন্তু কখনো জখম হওনি, ধরা পড়নি শত্রুদের হাতে। নির্যাতন কাকে বলে জান না। কাপুরুষতা কী তাও কল্পনা করতে পারো না। জীবনে খুব খারাপ কিছু ঘটেনি। তুমি কেন মিথ্যে কথা বলবে? তোমার তো মিথ্যে বলার প্রয়োজন নেই। আমাকে নিয়ে তোমার এ রকম ধারণা হলে তো এই সম্পর্ক চুকে গেলে তুমি খুশিই হবে।'

'না, খুশি হব না।'

আবারও জল এলো বিলির চোখে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি আর কোনো পুরুষকে ভালোবাসিনি। তোমাকে কথাগুলো না বলার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার কোনো দোষ ছিল না। পরিস্থিতি আমাকে এমন করতে বাধ্য করেছে।'

কোনো কথা শুনতে চাইছে না ল্যক। এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। এইসব বন্ধুবান্ধব, এই অভিশপ্ত ফার্ম হাউজ যেন অস্তিত্বের ভেতর আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মনের ভেতর কে একজন যেন বলছে— ভুল হচ্ছে। কাজটা বিরাট ভুল হচ্ছে। কিন্তু এ মুহূর্তে এ ধরনের কথা শোনার মতো অবস্থা নেই ল্যকের। দরজার কাছে চলে গেল ল্যক্।

'যেও না ল্যক্'। অনুরোধ করল বিলি।

'গো টু হেল্'। বলেই বেরিয়ে গেল ল্যক।

BanglaBook.org

রাত ২:৩০

রকেটে নতুন ফুয়েলের পাশাপাশি ফুয়েল ট্যাংকও নতুন এবং বড় করে বানানো হয়েছে। বড় ফুয়েল ট্যাংকে ফুয়েল বেশি ধরে। নতুন এবং পরিমাণে বেশি এই ফুয়েল জুপিটারকে প্রায় ৮৩০০ পাউন্ড পরিমাণ ধাক্কা প্রযুক্ত করে। এবং ফুয়েল বার্নিং টাইম হয়েছে আগের চেয়ে ৩৪ সেকেন্ড বেশি। ১২১ সেকেন্ড থেকে সেটি গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৫ সেকেন্ডে।

বিলি বলল, 'অ্যান্থনি ও সময় আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিল। আমার মাথা প্রায় নষ্ট হওয়ার জোগাড়। এত টাকা কোথায় পাই? এক হাজার ডলার তো আর কম কিছু না। অ্যান্থনি এ টাকার পুরোটা এনে দিল ওর বাবার কাছ থেকে এবং পুরো বিষয়টার দায় নিল নিজের কাঁধে, অ্যান্থনি আমার জন্য ঈশ্বর হয়ে এলো। এ কারণেই ওর এখনকার কাজ কিছু বুঝতে পারছি না।

ল্যুক বলল, 'তোমাকে ছেড়ে চলে গেছি একথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি কিসের মধ্য দিয়ে গিয়েছো তা আমি একবারও বুঝতে চাইলাম না? আসলে পুরোটাই দোষ তোমার ছিল। ঘটনা তেমন না। ঐ সময় ভাবতাম হ্যাঁ পুরো দোষটাই তোমার, নিজের কোনো দোষ দেখতে পেতাম না। এখন বুঝতে পারছি তাতে আমারও হাত ছিল।' এরপর দুজনই দীর্ঘ সময় চুপ। অনুতাপের শীতলতায়, তিক্ততায় কেটে যাচ্ছে নীরব সময়। ল্যুকের মনে হচ্ছে বার্নের আসতে কেন এত সময় লাগছে? জর্জটাউন থেকে এখানে আসতে তো সময় লাগার কথা না।

ল্যুক বার্নেরও চিন্তা থেকে আবার ফিরে গেল বিলির কথায়, সে বলল 'যতটুকু শুনছি তাতে আমার নিজেরই নিজেকে তেমন পছন্দ হচ্ছে না। স্রেফ মাথা গরম করে তুমি আর বার্ন দুদুটো বন্ধু আমি হারিয়েছি?'

বিলি একটু ইতস্তত করে বলল, 'এ রকম শব্দ কেন ব্যবহার করছো? আরও সহজে কথাটা বলা যেত। যাই বলে থাকো, ঘটনা সে রকমই।'

'এবং তাই তুমি বার্নকে বিয়ে করলে।' হেসে ফেললো বিলি।

'কী যে বলো ল্যুক! তুমি ছেড়ে গেছো বলে আমি বার্নকে বিয়ে করিনি। আমি ওকে বিয়ে করেছি, কারণ ও হচ্ছে পৃথিবীর সেরা মানুষদের একজন। স্মার্ট, দয়ালু

BanglaBook.org

এবং বিছানাতেও বার্ন অনেক ভালো। তোমার ধাক্কা সামলে নিতে আমার সময় লেগেছে অনেক। কিন্তু সামলে নেবার পরই আমি বার্নের প্রেমে পড়লাম।'

'তারপর তুমি আর আমি কি আবার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম?'

'সময় লেগেছে। তুমি যে এত ঘাড়ত্যাড়া একটা ছেলে ছিলে তাও আমরা সবাই তোমাকে ভালোবাসতাম, পছন্দ করতাম। ল্যারির জন্মের সময় আমি তোমাকে চিঠি দিয়েছি। তুমি এসেছিলে দেখতে। এবার অ্যান্থনি নিজের ত্রিশতম জন্মদিন ধুমধামের সাথে পালন করল। তুমি এলে। তুমি হার্ভার্ডে গিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলে। ওখান থেকেই ডক্টরেট করলে। আমরা সবাই থাকতাম ওয়াশিংটনে। অ্যান্থনি আর এলসপেথ চাকরি নিল সিআইএতে। আমি জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ শুরু করলাম, বার্ন রেডিও স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু করল। তুমি বছরে দু-একবার শহরে আসতে, আমরা তখন একটা গেট টুগেদারের মতো করতাম।'

'এলসপেথকে কবে বিয়ে করেছি?'

'উনিশশো চুয়ান্নতে। ও বছরই বার্নের সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।'

'ওকে আমি কেন বিয়ে করেছি জানো?' ইতস্তত করছে বিলি।

'ইতস্তত করার কি আছে? সরাসরি বললেই তো হয় তুমি এলসপেথকে ভালোবাসতে তাই বিয়ে করেছ।'

এসব কিছুই বলল না বিলি। শেষমেশ সে বলল, 'আসলে এ উত্তরটা দেওয়ার জন্য আমি সঠিক মানুষ নই।'

'ঠিক আছে, এলসপেথকে জিজ্ঞেস করব'।

'সেটাই ভালো হবে।'

এ সময় একটা সাদা লিংকন কন্টিনেন্টাল এসে থামল রেস্তোরাঁর বাইরে। গাড়ি থেকে বের হলো বার্ন। সে সোজা রেস্তোরাঁয় ঢুকে গেল। ল্যুক বলল, 'এত রাতে তোমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে আনার জন্য দুঃখিত।' বার্ন বলল, 'রাখ তো এসব। তোমার কথা বিলিকে বিশ্বাস করতে পারবে? ও রাতে নিজে জেগে থাকলে কাউকে ঘুমাতে দেয় না। তোমার যদি মেমোরি নষ্ট না হতো তাহলে তুমিও জানতে। এই যে তোমার গাইড।' টেবিলের উপরে মোটাসোটা একটা বই রাখল বার্ন। বই এর কভারে লেখা, OFFICIAL AIRLINE GULDE – Published monthly বইটা হাতে নিল ল্যুক। ঠিকমতো পৃষ্ঠা উল্টে ল্যুক বলল, 'সকাল ছটা পঞ্চান্ন মিনিটে একটা বিমান ছাড়বে। হাতে আছে মাত্র চার ঘণ্টা।'

আরও মনোযোগ দিয়ে বইটা পড়ে ল্যুক বলল 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই প্লেন প্রতিটা ছোট টাউনে থামে। হান্টসভিলেতে পৌঁছতে বাজবে স্থানীয় সময় দুপুর দুটো তেইশ।'

BanglaBook.org

বার্ন চশমা পরে ল্যুকের কাঠের উপর দিয়ে বইতে চোখ রাখল।

'এর পরের বিমান সকাল নটার আগে নেই। কিন্তু ঐ বিমান সব জায়গায় থামবে না। তুমি হান্টসভিলে দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবে। তাহলে পরের বিমানেই যাবে। কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমি এই ওয়াশিংটনে বেশিক্ষণ থাকতে চাইছি না।'

বার্ন বলল, 'বিমান ছাড়াও তোমার আরও দুটো সমস্যা আছে। নম্বার ওয়ান, আমার ধারণা এয়ারপোর্টে অ্যান্থনি লোক রেখে দিয়েছে।'

ল্যুক ভ্রু কুঁচকে বলল, 'তাহলে আমি এই এয়ারপোর্ট থেকে না উঠে এ লাইনের অন্য কোনো জায়গা থেকে উঠব। সেক্ষেত্রে একটা গাড়ি লাগবে।

বার্ন বলল, 'গাড়ি কোনো সমস্যা না।'

ল্যুক আবারও টাইম টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সকালের ফ্লাইটটা নিউপোর্ট নিউজে প্রথম থামে। জায়গাটা কোথায়?'

বিলি বলল, 'ভার্জিনিয়ায়, নরফোকের কাছে। ওখানে ফ্লাইট থামে আটটা দুই-এ।'

'ওখানে কি সময় মতো পৌঁছানো যাবে?'

বিলি বলল, 'যেতে হবে দুশ মাইল। ধরো গাড়িতে যেতে লাগবে চার ঘণ্টা। তাও তোমার হাতে ঘণ্টাখানেকের মতো সময় থাকবে।' বার্ন বলল, 'আমার গাড়ি যদি নাও তাহলে সময় আরও বেশি পাবে। আমরটার টপ স্পিড ঘণ্টায় একশ পনেরো মাইল।' নড করল ল্যুক। 'থ্যাংকস।'

বার্ন বলল, 'দু নম্বর সমস্যাটা তো শুনলেই না।'

'কী সমস্যা?'

'এখানে আসার সময় আমাকে ফলো করা হয়েছে'।

BanglaBook.org

রাত ৩টা

ফুয়েল ট্যাংকের ভেতর থাকে ব্যাফেল। ব্যাফেল ট্যাংকের ভেতর ফুয়েলের নড়াচড়া প্রতিরোধ করে। ব্যাফেল না থাকলে ট্যাংক ফুয়েলের নড়াচড়ার গতি এত বেশি হয় যে তা মিসাইলের যাত্রাপথেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিতে পারে। টেস্ট মিসাইল জুপিটার। ৫ এর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। উড্ডয়নের ৯৩ সেকেন্ড পর ঐ মিসাইল মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হয়।

রেস্তোরাঁর ব্লকখানেক পরই অ্যান্থনি তার গাড়িতে বসে আছে। তার হলুদ ক্যাডিলাক পার্ক করা হয়েছে একটা ট্রাকের আড়ালে। রেস্তারাঁ থেকে তার গাড়ি দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু গাড়িতে বসেই অ্যান্থনি হোটেলের দরজা দেখতে পাচ্ছে। রেঁস্তোরার সামনে বিলির লাল বিস্ফোরণবার্ড আর বার্নের সাদা কন্টিনেন্টাল পার্ক করে রাখা। তার পাশেই পুলিশের দুটো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুলিশরা বোধহয় রেস্তোরাঁর ভেতরে। বার্নের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে অ্যাকি কে রাখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল সারাক্ষণ যাতে ওখানেই বসে থাকে। অন্তত ল্যাকের দেখা যত। যতক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই, মাঝরাতে বার্ন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুবার পর অ্যাকি কোনো অর্ডার টর্ডারে মানেনি। বার্নের পিছু নিয়ে হাজির হয়েছে রেস্তোরাঁর সামনে। তারপর সে ৪ বিল্ডিংয়ে অ্যান্থনিকে ঘটনাটা জানায়। কাজটা ছোকরা ভালোই করেছে। এই মুহূর্তে অ্যাকি বেরিয়ে আসছে রেস্তোরাঁ থেকে। তার এক হাতে কফির কাপ, আরেক হাতে ক্যান্ডি বার। বেরিয়েই সে সোজা চলে এলো অ্যান্থনির গাড়ির কাছে।

সে বলল, 'ল্যুক ভেতরে আছে।'

'জানতাম' বলল অ্যান্থনি। গলায় স্পষ্ট পরিতৃপ্তি। কিন্তু উনি কাপড় বদলেছেন। এখন পরনে একটা কালো কোট আর কালো হ্যাট। ও অন্য হ্যাটটা কর্লটনে ফেলে এসেছে। রথস্টেন আর সেই মহিলা আছে তার সাথে।'

'আর কারা আছে ভেতরে?'

'চারটা পুলিশ, ঠাট্টা তামাশা করছে। এক ভদ্রলোক ওয়াশিংটন পোস্টের আর্লি এডিশন পড়ছে। আর কুক।

BanglaBook.org

নড করল অ্যান্থনি, 'পুলিশেরা থাকা অবস্থায় কিছু করা যাবে না।' সে বলল, 'ল্যুক বের হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করব। বেরুলেই আমরা ওর পিছু নেবো। এবার আর ওকে হারানো চলবে না।

'অবশ্যই।'

অ্যাকি তার মোটরসাইকেলের দিকে হাঁটা ধরল। অ্যান্থনির মাথায় চলছে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে পরিকল্পনা। নির্জন কোনো রাস্তায় ধরতে হবে ল্যুককে। জোর করে নিয়ে যেতে হবে চায়না টাউনের সিআইএ সেইফ হাউজে। সেখানে থেকে অ্যাকিকে আগে সরিয়ে ফেলতে হবে। তারপর মারা যাবে ল্যুককে। ঠাণ্ডা মাথায়। ল্যুককে মারার ব্যাপারে অ্যান্থনির মনে আর কোনো দ্বিধা নেই। কার্লটনে হঠাৎ আবেগ এসে কাজে সমস্যা করছে। এরপর নিজেকে শক্ত করেছে অ্যান্থনি। সব কাজ শেষ করে তারপর আবেগ নিয়ে বসা যাবে, কাজের আগে আবেগ বলে কিছু মাথায় রাখা যাবে না। ডিনারের দরজা খুলে গেল। প্রথম বোধহয় এলো বিলি। বাতি জ্বলছে উল্টো দিকে। তাই বিলির চেহারা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু হাঁটা শরীরের আকৃতি এসব দেখে বোঝা যায় ওটা বিলি। এবার কালো হ্যাট আর কালো কোট পরা একজন। ল্যুক। দুজনেই গেল লাল থান্ডারবার্ডের দিকে। এরপর বের হলো ট্রেঞ্চ কোট পরা একজন, বার্ন এগুলো সাদা লিংকনের দিকে। অ্যান্থনি গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো। থান্ডারবার্ড চলা শুরু করেছে, পেছনে লিংকন কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল অ্যান্থনি। অ্যাকি এরই মধ্যে মোটরসাইকেল স্টার্ট দিয়েছে, বিলি যাচ্ছে সোজা পশ্চিমে, গাড়ির বহরও সেদিকেই যাচ্ছে। অ্যান্থনি ওদের দেড় ব্লক পেছনে। পুরো রাস্তা ফাঁকা তাই অনুসরণের বিষয়টা বিলিদের জানার কথা না। অ্যান্থনির তাতে কিছু যায় আসে না। টের পেলে পাবে, এখন আর অত লুকোছাপার কিছু নেই। এখন শো-ডাউনের সময়। সবাই এর মধ্যে ফোর্টিনথ স্ট্রিটে চলে এসেছে। রাস্তার ট্রাফিকের লাল বাতি দেখে থামল সবাই। বিলির গাড়ি লাইনে সবার আগে। তার পেছনে বার্নের গাড়ি। তারপর অ্যান্থনির। সব একই লাইনে পরপর দাঁড়িয়েছে। লালবাতি সবুজ হতেই হঠাৎ ছোটা শুরু করল বিলির গাড়ি। এদিকে বার্নের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নড়াচড়া নামগন্ধ নেই। গালিগালাজ করে গাড়িটা একটু পিছিয়ে নিল অ্যান্থনি। এরপর সোজা বিলির গাড়ির পেছনে। অ্যান্থনি গ্যাস পেডালে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কোনোভাবেই হারানো যাবে না ল্যুককে। বিলি উন্মাদের মতো গাড়ি চালানো শুরু করল, এই রাস্তা, ঐ রাস্তার কোনো নিয়মকানুন মানার বালাই নেই। অ্যান্থনিও ঠিক তাই করল। সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বিলির পেছনে লেগে থাকতে, কিন্তু সমস্যা হলো থান্ডারবার্ড ছোট গাড়ি, তা নিয়ন্ত্রণ বেশ সহজ কাজ। ক্যাডিলাকের ক্ষেত্রে ঘটনা তেমন না। অ্যান্থনিকে ফেলে এগিয়ে গেল

BanglaBook.org

বিলি। পেছনে লেগে গেছে অ্যাকি। বিলির পরিকল্পনা বুঝতে পারছে অ্যান্থনি। ক্যাডিলাককে কোনোভাবে হটিয়ে সে যাবে ফ্রিওয়েতে।

বিলির গাড়ির টপস্পিড ১২৫ মাইল, আর অ্যাকির মোটর সাইকেলের তার চেয়ে অনেক কম। ফ্রি ওয়েতে গেলে পুরো কাহিনি শেষ। অ্যাকিও কিছু করতে পারছে না। হঠাৎ করেই কপাল খুলে গেল অ্যান্থনির। রাস্তার এক বাঁক পেরুতেই বিলির গাড়ি গিয়ে পড়ল পানিতে। রাস্তায় পানি উঠে এসেছে পাশের ড্রেন উপচে। পানি প্রায় দুতিন ইঞ্চি জমে গেছে। পানিতে পড়তেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারাল বিলি। প্রায় অর্ধবৃত্তাকার হয়ে ঘুরে গেল গাড়ি। অ্যাকিও একই অবস্থায়। তার মোটরসাইকেল হাত থেকে ফসকে গেছে। সোজা পানিতে পড়ল অ্যাকি। মোটরসাইকেল কিছুদূর হেঁচড়ে গেল। কিন্তু পানিতে পড়ার প্রায় সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল অ্যাকি। আর এদিকে অ্যান্থনি তার ক্যাডিলাক দিয়ে রাস্তার মুখ পুরো আটকে দাঁড়াল।

বিলির গাড়ি রাস্তার মাঝামাঝি আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে একপাশে ড্রেন, অন্যপাশে উঁচু আইল্যান্ড। আরেকপাশে অ্যাকি। রাস্তা পুরো বন্ধ। অ্যাকি এরই মধ্যে বিলির গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। সে গেছে ড্রাইভারের দরজার দিকে। আর অ্যান্থনি গেল প্যাসেঞ্জারের দরজার দিকে।

সে চিৎকার করে বলল, 'গাড়ি থেকে বের হও।'

হাতে উঠে এসেছে পিস্তল। দরজা খুলল। ভেতর থেকে কালো হ্যাট আর কোট পরা মূর্তি বোধহয় এলো।

অ্যান্থনি দেখল লোকটা ল্যুক নয়, বার্ন। রাস্তার পেছনে তাকাল সে। সাদা লিংকনের কোনো ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। তীব্র রাগে সারা শরীর জ্বলে গেল। অ্যান্থনি পারলে এক্ষুনি বার্নকে গুলি করে। 'কী যে করলে তা তুমি বুঝবে না।'

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল অ্যান্থনি। অসম্ভব শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বার্ন। সে শীতল গলায় বলল, 'তাহলে আমাকে বোঝো অ্যান্থনি। কী করেছি আমি?' পিছিয়ে গেল অ্যান্থনি। পিস্তল চালান করে দিয়েছে কোটের পকেটে। বার্ন বলল, 'একটু দাঁড়াও অ্যান্থনি। তোমাকে কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা দিতে হবে। তুমি ল্যুকের সাথে যা করেছো তা অন্যায়।'

'তোমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা দিতে আমি বাধ্য নই।' বিষ ঝাড়ল অ্যান্থনি। 'ল্যুক স্পাই না।'

'কীভাবে জানলে?

'জানি।'

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না'। তীব্র চোখে বার্ন তাকাল অ্যান্থনির দিকে। সে বলল, 'অবশ্যই করো। ল্যুক যে সোভিয়েত এজেন্ট না তা তুমি খুব ভালো করেই জানো।'

BanglaBook.org

'প্রশ্নটা হচ্ছে তুমি তাহলে এই সব কেন করছো?'

'গো টু হেল'। চলে গেল অ্যান্থনি।

বিলির বাড়ি আর্লিংটনে। ভার্জিনিয়ার পটোম্যাক নদীর তীরে গাছপালা বেষ্টিত এলাকা এই আর্লিংটন। বাড়ির সামনে দিয়ে একবার চক্কর দিল অ্যান্থনি। বিলির বাড়ির সামনের রাস্তার ঠিক উল্টোপাশে একটা কালো শেভ্রোলে সেডান দাঁড়ানো। সিআরএ গাড়ি। রাস্তার কোনার দিকে গাড়ি পার্ক করল অ্যান্থনি। বিলি ঘন্টা কয়েকের মধ্যে বাড়িতে ফিরবে। সে জানে ল্যুক কোথায় গেছে। কিন্তু তথ্যটা সে অ্যান্থনিকে দেবে না।

অ্যান্থনি বিলির বিশ্বাস হারিয়েছে। এখন বিলি ল্যুকের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করবে। এই বিশ্বস্ততা কীভাবে ভাঙা যায়? অসম্ভব কোনো চাপ কি বিলির উপর দেয়া যাবে? তাহলে কি বিলি কথা বলবে অ্যান্থনির সাথে? হ্যাঁ বলবে। তথ্য বের করার রাস্তাটা অ্যান্থনিয় মাথায় চলে এসেছে। আচ্ছা সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

মাথার ভেতর কোমল একটা কণ্ঠ বারবার প্রশ্ন করছে, কেন এত সব? কী হবে এসব করে? কিন্তু এসব প্রশ্ন পাত্তা দিচ্ছে না অ্যান্থনি। ভবিষ্যতের রাস্তা অনেক আগেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এখন পিছিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। পরাজিত হওয়ারও কোনো রাস্তা নেই। জিততেই হবে। যেভাবেই হোক।

গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির ট্রাংক খুললো অ্যান্থনি। কালো একটা লেদার কেইস বের করে আনল সে, সাথে একটা পেন্সিল ফ্ল্যাশলাইট'।

লেদার কেইসের সাইজ একটা বই এর মতো। দুটো নিয়ে অ্যান্থনি চলে গেল শেভ্রালে গাড়িতে। গাড়িতে বসে আছে পিট। বিলির বাড়ির অন্ধকার জানালায় খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে সে। পিটের পাশে এস বসলো অ্যান্থনি।

পিটের দিকে তাকিয়ে অ্যান্থনি বলল, 'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো?' একটু বিস্মিত হলো পিট। সে বলল, 'এ কেমন ধারার প্রশ্ন? অবশ্যই আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।'

সিআইএতে রিক্রুট হওয়া নতুন সব এজেন্টই অ্যান্থনিকে দেবতা জ্ঞানে সম্মান করে। সবাই যে কারণে অ্যান্থনিকে দেবতা জ্ঞানে সম্মান করে তার চেয়ে পিটের একটা কারণ বেশি। সিআইএতে ঢোকার আগে একটা ফরম পূরণ করতে হয়। সেই ফরমে একটা প্রশ্ন থাকে যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে পুলিশের কোনো নালিশ আছে কিনা। পিটও এই ফরম পূরণ করেছে। এবং পুলিশি নালিসের জায়গায় সে লিখেছিল তার বিরুদ্ধে পুলিশের কোনো নালিশ নেই। কিন্তু মূল কাহিনি অন্যরকম। পিটের বিরুদ্ধে যৌনকর্মী নির্যাতনের অভিযোগ ছিল পুলিশের কাছে। এ তথ্য আবিষ্কার পরে করে অ্যান্থনি। কিন্তু

BanglaBook.org

আবিষ্কারের পর সে তথ্যটা চেপে যায়। এ কারণে পিট অ্যান্থনিকে সবার চেয়ে বেশি সম্মান করে।

অ্যান্থনি পিটকে বলল, আমি যদি এমন কোনো কাজ করি যেটা তোমার কাছে ন্যায় মনে হবে না, তাও কি তুমি আমাকে সাপোর্ট দেবে?

একটু ইতস্তত করল পিট। এক ধরনের আবেগে তার গলা বন্ধ হয়ে আসছে। অ্যান্থনির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাল পিট। তারপর বলল, 'একটা কথা বলি। আপনি আমার কাছে বাবার মতো একজন মানুষ, দ্যাটস অল।'

'তোমার পছন্দ নাও হতে পারে এ রকম একটা কাজ এখন আমি করব। কাজটা যে এই মুহূর্তের জন্য সঠিক এই বিশ্বাসটা তোমার আমার উপর রাখতে হবে।'

'অবশ্যই'।

অ্যান্থনি বলল, 'আমি ভেতরে যাচ্ছি। কেউ এসে পড়লে হর্ন বাজাবে।' ড্রাইভওয়ে ধরে হালকা পায়ে এগোলো অ্যান্থনি। গ্যারেজ পেরিয়ে চলে গেল পেছনের দরজায়। কিচেনের জানালা দিয়ে পেন্সিল ফ্ল্যাশ লাইটের আলো ফেলল সে। ভেতরে পরিচিত সব আসাবাবপত্র। কিচেন ডোর একটা ছোট প্রোব দিয়ে খুলে ফেলল অ্যান্থনি। পুরো বাড়িটা তার পরিচিত। অ্যান্থনি প্রথমে গেল লিভিং রুমে। ফাঁকা, বিলির বেড রুমও ফাঁকা। বেকি-মা তার বিছানায় ঘুমুচ্ছে। ভদ্রমহিলা দ্রুত ঘুমায়। তার বিছানার পাশের টেবিলে হিয়ারিং এইড খুলে রাখা আছে। সবশেষে অ্যান্থনি গেল ল্যারির রুমে। ফ্ল্যাশ লাইটের আলো পড়ল ল্যারির মুখে। কী নিষ্পাপ মুখ! প্রতারণা আর গোয়েন্দার জীবন শেষমেশ কোথায় এনে নামাল। তীব্র বেদনা কণ্ঠে আক্রান্ত হলো অ্যান্থনি। ল্যারির বিছানার পাশে বসে পড়ল সে। বুকের কোথায় যেন ব্যথা হচ্ছে।

সব ঝেড়ে মাথা উঁচু করে লাইট জ্বালাল অ্যান্থনি 'হেই ল্যারি, ওঠ। ওয়েক আপ ম্যান।' ছোট ছেলের চোখ খুলে গেল। প্রথম এক মুহূর্ত সে কিছুই বুঝল না। তারপর দেবসুলভ হাসি। 'অ্যান্থনি চায়!'

অ্যান্থনি বলল, 'ওঠো, সময় হয়ে গেছে।'

'কটা বাজে এখন?'

'কী দরকার কটা বাজে জেনে?

'কী করব এখন?'

'সারপ্রাইজ!' উত্তর দিল অ্যান্থনি।

BanglaBook.org

ভোর ৪.৩০

রকেট ইঞ্জিনের কমবাস্টন চেম্বারে ফুয়েল প্রতি সেকেন্ডে ১০০ ফিট গতিতে ঢোকে। ফুয়েল ঢোকার সাথে সাথে শুরু হয় দহন। দহনের শিখা ফুয়েলকে বাষ্পে রূপান্তরিত করে। তৈরি হয় চাপ। চাপ এক সময় প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কয়েকশো পাউন্ডে পৌঁছায়, আর তাপমাত্রা পৌঁছায় ৫০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি।

বার্ন বিলিকে বলল 'তুমি ল্যককে ভালোবাসতে, তাই না?' দুজনে বার্নের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর বাইরে গাড়িতে বসে কথা বলছে। বিলির ভেতরে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই। ল্যারি আর মার কাছে ফিরে যেতে মনটা আঁকুপাঁকু করছে।

'ভালোবাসা? তাই কি?' হালকা গলায় উত্তর দিল বিলি। প্রাক্তন স্বামীকে কতটা বলা ঠিক হবে বুঝতে পারছে না বিলি। তারা বন্ধু ঠিকই তবে ঘনি বন্ধু না।

'বিষয়টা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। তোমার আসলে ল্যককেই বিয়ে করা উচিত ছিল। ওকে ভালোবাসাটা কখনো থামাতে পারোনি তুমি। আমাকেও ভালোবাসতে। কিন্তু এই ভালোবাসার মাত্রাটা ছিল অন্যরকম। ঘটনা সত্য, বার্নের প্রতি বিলির ভালোবাসা ছিল শান্ত শীতল বাতাসের মতো। ল্যকের সাথে থাকলে আবেগ যেমন সমুদ্রের ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে যেত তেমনটা বার্নের বেলায় হতো না। হ্যারল্ডের বেলাতেও কথাটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে একই রকম।

বিলি বলল, 'ল্যুক একটা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে।' এরপর এক মুহূর্ত ভাবল বিলি। 'এলসপেথ কি সেক্সি?' হঠাৎ করেই প্রশ্নটা করল বিলি। ভ্রু কুঁচকে গেল বার্নের।

'বলা শক্ত। কে জানে হয়তো ঠিকঠিক পুরুষের বেলায় এলসপেথ সেক্সি। আমার কাছে ওকে মনে হতো শীতল। কারও দিকে চোখ তুলে তাকাত না, কেবল ল্যকের দিকেই চোখ আটকে থাকত।'

'সেটা কোনো বিষয় না, ল্যুক বিশ্বাসী ধরনের পুরুষ। এলসপেথ আইসবার্গের মতো শীতল হলেও ল্যক ওর সাথেই থাকবে। থাকবে কর্তব্যবোধের কারণে।' একটু থামল বিলি। তারপর বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি হেসে উঠল বার্ন।

BanglaBook.org

'আবারও ঝগড়া শুরু করবে নাকি? আমি বাবা ঝগড়া জিনিসটা খুব ভয় পাই।' মাথা দুপাশে নাড়ল বিলি, 'তুমি একবার বলেছিলে, আমার গবেষণার ফলাফল মানুষের ব্রেইন ওয়াশের কাজে ব্যবহার হবে। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে ঠিকই কিন্তু একটা ভুলও আমি করেছি। কাজটা তোমার জন্য জরুরি বিষয় ছিল। আমাদের আসলেই মানব মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। জ্ঞান মানুষ দুষ্ট কাজে ব্যবহার করতেই পারে। সে জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা যদি আমরা থামিয়ে দিই, তাহলে তো হবে না। গবেষণা না করলে যে পথচলার আলোটাই থাকবে না। যাকগে সেসব। অ্যান্থনি আসলে কী চাইছে তুমি বুঝতে পারছো?'

'আমার মনে হচ্ছে ল্যুক কেইপ ক্যানাভেরালে একটা স্পাই ধরেছে। এই কথা পেন্টাগনকে জানাতে সে এসেছিল ওয়াশিংটনে, কিন্তু ওই স্পাইটা আসলে ডাবল এজেন্ট, আমাদের জন্যও কাজ করছে। অ্যান্থনি সেই স্পাইকে বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে।'

মাথা নাড়ল বার্ন, 'নাহ তোমার থিওরি অনেক দুর্বল। ল্যুককে অ্যান্থনি বলে দিলেই হতো যে স্পাইটা ডাবল এজেন্ট। এজন্য একেবারে মেমোরি নিয়ে নাড়াচাড়া করার দরকার দেখি না।'

'ঠিকই বলেছো। ঘণ্টাকয়েক আগে অ্যান্থনি ল্যুককে গুলি পর্যন্ত করেছে। সিক্রেট এজেন্টকে বাঁচাতে সিআইএ হয়তো একজন মানুষ মারতে পারে কিন্তু কোনো ডাবল এজেন্টকে বাঁচাতে দেশের বিজ্ঞানী মেরে ফেলবে সিআইএ ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য না।'

বার্ন বলল, 'অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এখানকার ঘটনার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য না। অ্যান্থনি ল্যুক দুজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করলেই ল্যাঠা চুকে যেত।'

'তোমার কোনো থিওরি আছে?'

'না।' শ্রাগ করল বিলি। 'কোনো ব্যাপারেই আমি আর নিশ্চিত হতে পারছি না। অ্যান্থনি নিজের বন্ধুদের ধোঁকা দিয়েছে বন্ধুদের সাথে মিথ্যে কথা বলছে। আমি জানি না কী কারণে ও এসব করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এটুকু জানি আমরা একজন বন্ধু হারিয়েছি। খুব ভালো বন্ধু ছিল অ্যান্থনি।' ''শালার জীবন' বলে বিলির গালে চুমু খেল বার্ন। নেমে গেল গাড়ি থেকে। বেরিয়ে গিয়ে বলল, 'আগামীকাল ল্যুকের কাছ থেকে কোনো খবর পেলে জানিও। 'ওকে।'

গাড়ি ছেড়ে দিল বিলি। বাড়িতে পৌছাতে মিনিট দশেকের মতো লাগল। বাড়িতে ঢুকে সোজা উপরে উঠে গেল বিলি। জামা-কাপড় ছেড়ে চলে গেল ল্যারির রুমে। বিছানা খালি। চিৎকার করে উঠল বিলি। বাথরুমে দেখা হলো,

BanglaBook.org

বেকি-মার রুমও দেখা হলো। কোথাও নেই ল্যারি। 'ল্যারি' গলার সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করল বিলি। আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থাতেই বাড়ির গ্যারেজ, ইয়ার্ড সব দেখা হয়ে গেল। আবার বাড়িতে ঢুকে প্রতিটা রুম, ক্লজিট দেখা হলো। কোথাও নেই ল্যারি। বিছ না থেকে উঠে এলো বেকি-মা চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ পড়েছে 'কী হয়েছে?' গলা কাঁপছে বেকি-মায়ের।

'ল্যারি কোথায়?' চিৎকার করলো বিলি।

'বিছানাতেই তো যাওয়ার কথা', এবারও গলা কেঁপে গেল বেকি-মার।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বিলি। নিজেকে শান্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা সে করছে। আতঙ্কটা দূর করা না গেলে কিছু ভাবা যাবে না। ল্যারির রুমে গিয়ে চারপাশ মনোযোগ দিয়ে দেখল বিলি। রুম গোছানো। কোথাও জোরাজুরির কোনোকিছু দেখা যাচ্ছে না। ক্লজিট খুলতেই দেখা গেল রাতে পরা পাজামা শেলফে সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা। পাশেই রাখা টেডি বিয়ার। সকালে স্কুলে পরে যাওয়ার পোশাকটা নেই। ঘটনা যাই হোক, বের হওয়ার আগে জামাকাপড় পরে বেরিয়েছে ল্যারি। এর অর্থ ল্যারি এমন একজনের সাথে বেরিয়েছে যাকে সে পছন্দ করে। বিশ্বাস করে। অ্যান্থনি।

প্রথমে কিছুটা নির্ভার লাগল বিলির। অ্যান্থনি ল্যারির কোনো ক্ষতি করবে না। এরপর মনে হলো, আসলেই কি তাই? অ্যান্থনির তো ল্যুকের দিকে গুলি ছোড়ার কথা। তা তো সে করেছে। এই মুহূর্তে অ্যান্থনি ঠিক কী করবে তা বলা যাচ্ছে না। আচ্ছা, ল্যারি কি ভয় পেয়েছিল? এত সকালে ঘুম থেকে উঠে মাকে না দেখে আরেকজনের সাথে রেডি হয়ে বেরিয়ে যাওয়া, ঘটনাটার মধ্যে তো এক ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে। ল্যারি কি সেটা টের পেয়েছে? এক্ষুনি অ্যান্থনির সাথে কথা বলতে হবে। অ্যান্থনিকে ফোন করার জন্য নিচে নামল বিলি। নিচে পৌঁছাতেই ফোন বেজে উঠল। ফোন তুলে বিলি বলল, 'ইয়েস? অ্যান্থনি বলছি।'

'কাজটা তুমি কীভাবে করলে? এত নিচে তুমি নামলে কী করে অ্যান্থনি?' চিৎকার করল বিলি। অ্যান্থনি শীতল গলায় বলল, 'ল্যুক কোথায় গেছে তা আমার জানা দরকার। ভয়ংকর দরকার।' 'ল্যুক চলে গেছে-' চুপ করে গেল বিলি। এখনই বলে দিলে হাতে কোনো অস্ত্রই থাকবে না।'

'কোথায় গেছে?' বড় একটা শ্বাস নিল বিলি। 'ল্যারি কোথায়?'

'আমার সাথেই আছে। ভালো আছে, চিন্তা করো না।' রেগে গেল বিলি। 'ছেলে আমার। আমি চিন্তা করব না তো তুমি করবে?' 'আমার যা জানা দরকার তার উত্তর দাও তাহলেই সব ঠিকঠাক থাকবে।' অ্যান্থনিকে খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। এখনই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ল্যারিকে বাড়ি নিয়ে

BanglaBook.org

আসতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখল বিলি। সে বলল, 'লিসেন টু মি। আমার ছেলেকে যখন দেখবো, তখন বলবো ল্যুক কোথায়।' 'আমার কথা বিশ্বাস করো না?'

'কৌতুক শোনাচ্ছ নাকি?'

হাই তুলে অ্যান্থনি বলল, 'ঠিক আছে, আমার সাথে জেফারসন মেমোরিয়ালে দেখা করো'।

ছোট ধরনের বিজয় অনুভব করল বিলি। সে বলল, কখন?

'সাতটায়' নিজের ঘড়ি দেখল বিলি। ছটার একটু বেশি বাজে। এক্ষুনি বের হতে হবে।

'বিলি'

'কী?'

'একা আসবে?

'হ্যাঁ, একাই আসবো।' ফোন রাখল বিলি। পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেকি-মা। বৃদ্ধা মনে হচ্ছে পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। সে বলল, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?' বিলি হেসে বেকি-মাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল 'ল্যারি অ্যান্থনির সাথে আছে। তুমি যখন ঘুমিয়ে তখন অ্যান্থনি এসে ওকে নিয়ে গেছে। আমি ওকে আনতে যাচ্ছি। ভয় পেও না।

উপরে উঠে গায়ে কাপড় চড়ার বিলি। এরপর সে ড্রেসিং টেবিলের চেয়ার টেনে নিয়ে এলো ওয়ার্ডরোবের সামনে। চেয়ারে দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডরোবের উপর থেকে একটা ছোট স্যুটকেইস নামাল। কেইস বিছানায় রেখে খুলল সে।

একটা কাপড়ের পৌটলা খুলে বিলি বের করল ৪৫ কোল্ট অটোমেটিক। যুদ্ধের সময় সবার নামেই কোল্ট ইস্যু করা হয়েছিল। বিলি স্যুভেনির হিসেবে রেখে দিয়েছে কোল্ট। তবে কেন কে জানে এতে নিয়মিত তেল দিয়ে পরিষ্কার করে রাখে বিলি। অস্ত্রের এই এক মজার বিষয়। একবার ব্যবহার করা হলে তা থেকে মুক্তি পাওয়া কষ্ট।

কেইস থেকে সাতটা বুলেট নিয়ে ম্যাগাজিনে ভরল বিলি। প্রতিটি বুলেট অনুভবের চেষ্টা করেছে সে। পিস্তল ঠিকঠাক করে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই বেকি-মাকে দেখা গেল দরজায়। মায়ের দিকে এক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইল বিলি। মা তাকিয়ে পিস্তলের দিকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ল বিলি।

BanglaBook.org

সকাল : ৬.৩০

ফার্স্ট স্টেইজে থাকে প্রায় ২৫০০০ কিলোগ্রাম ফুয়েল। এই ফুয়েল পুড়ে শেষ হতে সময় লাগবে ঠিক দুই মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড।

বার্নের লিংকন কন্টিনেন্টাল চালাতে বেশ মজা। লম্বা ধরনের গাড়ি ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে চালাতে কোনো সমস্যা হয়নি। রাস্তাও ফাঁকা ছিল। ওয়াশিংটন থেকে যত দূরে আসা হচ্ছিল ল্যুকের ততই মনে হয়েছে দুঃস্বপ্নেরা সরে যাচ্ছে।

নিউপোর্ট নিউজ ল্যুক যখন পৌঁছাল তখন রাতের অন্ধকার কাটেনি। এয়ারপোর্ট বিল্ডিংটা ছোট, তারই পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করল ল্যুক। বিল্ডিং-এর ভেতরেও টিকঠাক আলো জ্বলছে না। শুধু ফোন বুথের ভেতর আলো জ্বলছে। ইঞ্জিন বন্ধ করে প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলে লুক। নৈশব্দ মাঝে মাঝে মানুষের জন্য খুব প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। রাতের আকাশে আলো ফুটছে। দূর থেকে রানওয়েতে থেমে থাকা প্লেনগুলোকে মনে হচ্ছে ডানা মেলা ঘুমন্ত পাখি। টানা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জেগে আছে ল্যুক। শরীরে বিচিত্র একটা ক্লান্তি আছে ঠিকই, মনে সেই ক্লান্তিটা নেই। মাথা চলছে ঝড়ের বেগে। সে বুঝতে পারছে যে সে একদিনেই বিলিরে প্রেমে পড়ে গেছে। মানুষটা এখন প্রায় দুশ মাইল দূরে। বিলির জন্য কেমন যেন লাগছে। এর মানে কী? সে কি সবসময়ই বিলিকে ভালোবাসত? নাকি এটা এক দিনের মোহ? নাকি সেই ১৯৪১-এর অনুভূতিরা ফিরে এসেছে? তাহলে এলসপেথ? কেন সে এই এলসপেথ নামের মহিলাকে বিয়ে করল? এই প্রশ্নটা বিলিকে করা হয়েছিল। কোনো উত্তর দেয়নি বিলি। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিল ল্যুক। হাতে এক ঘণ্টার উপরে সময় আছে। অনেক সময়। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ফোন বুথের দিকে হাঁটা ধরল ল্যুক, এলসপেথ খুব দ্রুত ফোন ধরল। যেন সে ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিল। প্রথমে কিছুক্ষণ কথা খুঁজে পেল না ল্যুক।

সে বলল, 'গুড মর্নিং।'

BanglaBook.org

এলসপেথ বলল, 'তোমার গলা শুনে খুব ভালো লাগছে ল্যুক। সারা রাত দুশ্চিন্তায় দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কী হয়েছে বলো তো?'

'কোথা থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না।'

'কেমন আছো এখন?'

'হ্যাঁ, এখন ভালোই আছি। আসলে অ্যান্থনির কারণে আমার মেমোরি লস হয়েছে। ও আমাকে ইলেকট্রিক শক আর ড্রাগের একটা কম্বিনেশন থেরাপি দিয়েছিল।'

'গুড গড। ও এ কাজ করল কেন?'

'অ্যান্থনির বক্তব্য হচ্ছে আমি নাকি সোভিয়েত স্পাই'।

'অ্যাবসার্ড। অসম্ভব।'

'বিলিও তাই বলল।'

'বিলি সাথে ছিলে নাকি?'

এলসপেথের গলায় বিচিত্র একটা ঈর্ষার সুর পেল ল্যুক। সে বলল। 'মেয়েটা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।' বিষয় বদলে ফেলল এলসপেথ। 'কোথায় তুমি? কোথা থেকে ফোন করেছো?

একটু ইতস্তত করল ল্যুক। শত্রুপক্ষ এলসপেথের ফোন টেপ করতে পারে। কোথায় সে তা বলা কি ঠিক হবে? সে বলল, 'আমি কোথায় সেটা বলতে চাইছি না। কেউ শুনে ফেললে সমস্যা।'

'বুঝেছি বলা লাগবে না। এখন কী করবে তুমি?'

অ্যান্থনি ঠিক কোনো জিনিসটা আমার স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে তা আমাকে জানতে হবে।'

'কী করে জানবে?'

'ফোনে এসব বলা ঠিক হবে না'।

একটু হতাশ হলো এলসপেথ, সে বলল, 'তুমি তো দেখি কিছুই বলতে পারছে না।'

'আমি আসলে ফোন করেছি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার জন্য।

'করো। প্রশ্ন করো।'

'আমাদের বাচ্চাকাচ্চা নেই কেন?'

'এর উত্তর আমাদের জানা নেই। গত বছর তুমি ফার্টিলিটি স্পেশালিস্টের কাছে গিয়েছিলে। তোমার কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আটলান্টায় একজন গায়নোকোলজিস্ট দেখিয়েছি। সেখানকার রিপোর্ট এখনও আমরা পাইনি। রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করেছি।'

BanglaBook.org

'আমরা কীভাবে বিয়ে করলাম, বলতে পারো?'

'আমি তোমাকে পটিয়ে পটিয়ে বিয়ে করেছি।'

'কী কারণে আমি তোমাকে প্রোপোজ করেছিলাম বলবে?'

'তোমার সাথে অনেকদিন আমার দেখা হয়নি। তারপর আমাদের দেখা হয় ১৯৫৮ সালে ওয়াশিংটনে। তুমি তখন প্যাসোডেনার জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরিতে কাজ শুরু করেছো। আমি চাকরি করতাম সিআইএতে। আমাদের দেখা হয় পেগ-এর বিয়ের অনুষ্ঠানে। ব্রেকফাস্টে দুজন একসাথে খেতে বসেছিলাম। আমরা কথা বলা শুরু করলাম। শুধু কথা আর কথা। শেষই হয় না কথা। যেন আমরা ফিরে গেছি সেই কলেজের জীবনে। সামনে পুরোটা জীবন পড়ে আছে। মাঝখানে তেরো বছর পার হয়নি। ঐ সময় আমি সিক্সটিনথ স্ট্রার্টের ইউথ অর্কেস্ট্রার কনডাকটর ছিলাম। আমার রিহার্সেল ছিল সেদিন। পেগের বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে আমাকে দ্রুত বেরুতে হলো। তুমিও গেলে আমার সাথে।'

BanglaBook.org

১ ৯ ৫ ৪

অর্কেস্ট্রার সব বাচ্চা এসেছে দরিদ্র পরিবার থেকে প্রায় সবাই কৃষ্ণাঙ্গ। এরা রিহার্সেল করে বস্তির পাশের চার্চ হলে। এদের সব বাদ্যযন্ত্র হয় ধার করা, নয়তো কুড়িয়ে পাওয়া। দু-একটা সস্তার দোকান থেকে চাঁদার টাকায় কেনা। মোজার্টের 'দ্য ম্যারেজ অব বিগারো' এর একটা সুর এরা কয়েকদিন ধরে রিহার্সেল দিচ্ছে। এত সমস্যা নিয়েও বাচ্চারা বাজায় চমৎকার। এর প্রায় পুরো অবদানটাই এলসপেথের। শিক্ষিকা হিসেবে সে অসম্ভব ধৈর্যশীল একজন, সবাইকে খুব যত্ন করে শেখায় কার কোথায় ভুল হলো। কোনো অংশ চড়াই, কোথায় উৎরাই তা ঠিকমতো দেখিয়ে দেয়। দীর্ঘ শরীরে হলুদ জামা, দীর্ঘ হাত নেড়ে সে বাচ্চাদের ভেতরের সুর নিয়ে আসছে পৃথিবীতে। রিহার্সেল হলো দুঘণ্টা। পুরোটা সময় মুগ্ধতা নিয়ে বসে বসে দেখেছে ল্যুক। তার মনে হচ্ছে রিহার্সেলের দলের প্রতিটা বাচ্চা ছেলে এলসপেথের প্রেমে পড়ে গেছে। আর দলের মেয়েরা সবাই চায় এলসপেথের মতো হতে।

রিহার্সেল শেষে গাড়িতে উঠে এলসপেথ বলল, 'স্টেইনওয়ের সবচেয়ে ধনী বাচ্চাদের যে সুর জ্ঞান তারচে এদের সুরজ্ঞান অনেক ভালো। কিন্তু এ কাজ করে আমার অনেক সমস্যা হচ্ছে।'

'কেন? কিসের সমস্যা?'

এলসপেথ বলল, 'আমাকে গোপনে বলা হয় নিগার লাভার। এ কারণে সিআইএতে আমার ক্যারিয়ার প্রায় শেষ।'

'বুঝলাম না। বুঝিয়ে বলো।'

'কেউ যদি নিগ্রোদের মানুষ ভাবে তাহলে তাকে কম্যুনিস্ট বলে সন্দেহ করা হয়। আর কম্যুনিস্ট বলে সন্দেহ করা হলে সিআইএতে ক্যারিয়ার কী করে থাকে বলো? আমার দৌড় ঐ সেক্রেটারি পর্যন্ত। অবশ্য তাতে যে খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে ঘটনা তেমন না। সিআইএতে মহিলাদের এর চেয়ে বেশি যেতে দেয়া হয় না।'

এলসপেথ ল্যুককে তার থাকার জায়গায় নিয়ে গেল। ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট, কোনাবহুল আধুনিক সব ফার্নিচার দিয়ে সাজানো ঘর।

BanglaBook.org

অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ল্যুক বানাল মার্টিনি। এলসপেথ তার ছোট কিচেনে স্প্যাগেত্তি রান্না করল।

এক ধরনের উচ্ছল সুরে এলসপেথ বলল, 'তোমার অবস্থা শুনে খুব খুশি হয়েছি ল্যুক। মহাকাশ, মহাশূন্য নিয়ে স্বপ্ন তোমার সবসময়ই ছিল। হার্ভার্ডে যখন আমরা ডেট করতাম তখনও এসব নিয়ে প্রচুর কথা বলতে তুমি।'

হেসে ফেলল ল্যুক; 'ভেবে দেখো ঐ সময় লোকজন শুধু ভাবত বিষয়টা সায়েন্স-ফিকশন লেখকদের কল্পনা, বাস্তব কিছু না।'

'বিষয়টা নিয়ে আমরা তো এখনও কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারি না।' ল্যুক সিরিয়াস গলায় বলল, 'হ্যাঁ পারি। এক্ষেত্রে যেটা বিশাল সমস্যা ছিল তা জার্মান বিজ্ঞানীরা যুদ্ধের সময় সমাধান করেছে। জার্মানরা এমন কিছু রকেট তৈরি করেছিল, যেগুলো হল্যান্ড থেকে ফায়ার করলে লন্ডনে এসে পড়বে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ছিলাম। মনে পড়েছে। ঐ বোমাগুলোকে আমরা বলতাম বাজ বস্ত। হঠাৎ করে কেঁপে উঠল এলসপেথ।

তারপর বলল, 'একটা আমাকে আরেকটু হলে মেরেই ফেলেছিল। একটা এয়ার রেইডের মধ্যে আমাকে অফিসে হেঁটে যেতে হয়েছিল। এক এজেন্টকে আমার ব্রিফ করার কথা, সেই এজেন্ট আবার রওনা দেবে বেলজিয়াম। হাতে সময় ছিল না। হাঁটছি, এ সময় শুনলাম একটা বোমা আমার পেছন দিয়েই উড়ে গেল। তারপর বিশাল ভাঙচুর চিৎকার। আমি পেছনে তাকাইনি, তাকালে আমার হাঁটার ক্ষমতা থাকত না। সোজা হেঁটে চলে গেলাম।'

ল্যুকের মনে হলো যুদ্ধের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। জনশূন্য রাস্তায় একা মাথা উঁচু করে হেঁটে যাচ্ছে এক তরুণী পেছনে বোমায় চুরমার সব। তরুণীর তাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তাকে কাজে যেতে হবে। বাকি দুনিয়ার কোনো অর্থ তার কাছে নেই। ল্যুক ফিসফিস করে বলল, 'সাহসী মেয়ে।'

শ্রাগ করল এলসপেথ, 'সাহসী না। আমি তখন আসলে খুব ভয় পাচ্ছিলাম।'

'কী ভাবছিলে তখন?'

'আন্দাজ কর তো'

হার্ভার্ডে এলসপেথের একটা অভ্যাস ছিল। কখনো কাজ না থাকলে বা একা রুমে থাকলে বসে বসে সংখ্যার বিষয়ে চিন্তা করত সে। গণিত তার প্রিয় বিষয় ছিল। একটু চিন্তা করে করে ল্যুক বলল, 'প্রাইম নাম্বার?'

হেসে উঠল এলসপেথ। 'হলো না। ফিবোনাক্কি রাশিমালার কথা ভাবছিলাম।' অফিসে পৌছাতে পৌছাতে এই সিরিজের চল্লিশ সংখ্যা পর্যন্ত বের করে ফেলেছিলাম।'

BanglaBook.org

'সংখ্যাটা মনে আছে?'

'অবশ্যই। বলবো?'

'না না, বিশ্বাস করলাম।'

'তো, ল্যুক আমাদের মিসাইল মূলত জার্মান বাজ বম্ব এর নকশা দিয়ে তৈরি হয়েছে। তাই না?'

'ঠিক করে বলতে গেলে ওদের রকেটের ডিজাইন নিয়েছি আমরা।' এইসব কথাবার্তা আসলে বলার কথা না ল্যুকের। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই মানুষটা এলসপেথ, অন্য কেউ না। তারচেয়ে বড় কথা, এর সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স সম্ভবত ল্যুকের চাইতে বেশি।

ল্যুক বলল,' 'আমরা এমন এক রকেট তৈরির চেষ্টা করছি যেটা অ্যারিজোনা থেকে ছুড়লে মস্কোতে গিয়ে ফাটবে। যদি আমরা এ কাজে সফল হই তাহলে আমরা চাঁদেও যেতে পারব।'

একই জিনিস কিন্তু বড়মাপের কাজ সেটা, তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো। আমাদের আরও বড় ইঞ্জিন লাগবে আর ফুয়েল লাগবে আরও কার্যকর কিছু। গাইডেস সিস্টেমটা প্রয়োজন অনেক উন্নত। এই সমস্যাগুলোর সমাধান অসম্ভব না। তাছাড়া ঐসব জার্মান বিজ্ঞানী এখন আমাদের হয়ে কাজ করছেন।'

'ঐ রকম শুনেছিলাম। যাকগে, জীবন কেমন কাটছে। কারো সাথে ডেট করছো নাকি?' প্রসঙ্গ বদলে ফেলল এলসপেথ।

'ঠিক ও রকম কেউ নেই। তোমার খবর কী? পেগ তো বিয়ে করল, বিলি এর মধ্যেই ডিভোর্স নিয়ে নিয়েছে। এবার তোমার কিছু করা উচিত।' উত্তর দিল ল্যুক, 'ওহ, তুমি সরকারি মেয়ে কর্মচারীদের বিষয়টা শোনোনি?'

এ সময় পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে। ওয়াশিংটনে সরকারি চাকরি করা মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদেব তুলনায় পাঁচগুণ বেশি। পত্রিকায় আরও বলা হয়েছে, এসব মেয়েরা নাকি সেক্চুয়ালি হতাশাগ্রস্ত, পুরুষদের ডেট পাবার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। এলসপেথের ক্ষেত্রে ও কথাটা সত্যি বলে মানে না ল্যুক। সে চাইলেই তার পেছনে পুরুষদের লাইন পড়ে থাকার যাওয়ার কথা। কথাটা বলেই গোসলে ঢুকে গেল এলসপেথ। গোসলে যাওয়ার আগে সে ল্যুককে বলে গেল স্টোভের দিকে খেয়াল রাখতে। স্টোভে একটা বড় প্যানে ফুটছে স্প্যাগেত্তি আর ছোট প্যাজন টমেটো সস। প্যাকেট খুলে কাঠের চামচ দিয়ে সস নাড়াচাড়া শুরু করল ল্যুক। মাটিনি খেয়ে মেজাজটা খোশ হয়ে আছে।

BanglaBook.org

খাবারের চমৎকার গন্ধ আসছে। চমৎকার একটা মেয়ের আশেপাশে আছে এটা ভাবতেও ভালো লাগছে ল্যুকের। নিজেকে সুখী সুখী লাগছে। হঠাৎই এলসপেথের ডাক এলো। তার গলায় বিচিত্র একটা অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। এলসপেথ বলল, 'ল্যুক, একটু এ দিকে আসবে?'

বাথরুমে ঢুকল ল্যুক। এলসপেথের জামা ঝুলছে দরজার উল্টো পাশে, তার পরনে স্ট্র্যাপলেস পাঁচ রঙ্গা ব্রেসিয়ার, সাথে ম্যাচ করা হাফ স্লিপিং, স্টকিং এবং স্যু। বিচে থাকলে মেয়েরা এরচেয়ে অল্প পোশাকে ঘোরাফেরা করে। তারপরও এ পোশাকে খুব সেকসি লাগছে এলসপেথকে। তার হাত চলে গেছে মুখে।

সে বলল, 'চোখে সাবানের ফেনা ঢুকেছে। ড্যাম ইট। একটু ধুয়ে দেবে?'

ওয়াশবেসিনে ঠাণ্ডা পানির কল ছাড়ল ল্যুক, 'বেসিনের কাছে মুখ নামাও।' সে নিজে পিঠের মাঝে হাত দিয়ে এলসপেথকে বাঁকানোর চেষ্টা করছে। পিঠের ধবধবে সাদা চামড়ার উষ্ণতা উঠে আসছে ল্যুকের হাতে, এক হাত দিয়ে পানি নিয়ে এলসপেথের চোখে ছিটিয়ে দিল ল্যুক।

'কাজ হচ্ছে', বলল এলসপেথ।

এলসপেথ দিতে মানা করা পর্যন্ত পানি ছিটাল ল্যুক। তারপর এলসপেথকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। এবার তোয়ালে দিয়ে এলসপেথের মুখ মুছে দিল সে, 'চোখ লাল হয়ে গেছে। ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়।'

'খুব খারাপ দেখাচ্ছে, তাই না?'

'না তো,' মানোযোগ দিয়ে এলসপেথের দিকে তাকাল ল্যুক। চোখ লাল হয়ে আছে মেয়েটার। চেহারার একপাশে ভেজা চুল চকচক করছে। কী অদ্ভুত সুন্দর! সেই প্রথম দিন দেখেও এই একই অনুভূতি হয়েছিল ল্যুকের. কতদিন আগের কথা? দশ বছর? হবে হয়তো।

ল্যুক বলল, 'তুমি এখনও সুন্দর। অসম্ভব সুন্দর।' ঘাড় বাঁকা হয়ে আছে এলসপেথের। ল্যুকের মুখ মুছে দেয়া শেষ। ঠোঁট জোড়া একটু খোলা। খোলা অংশে হাসি আটকে আছে। এই ঠোঁটে চুমু না দেয়া রীতিমতো পাপ, পাপ করল না ল্যুক।

এলসপেথও চুমু খেলো, প্রথমে একটু নারীসুলভ দ্বিধা, পরে আবেগ এলো বানের জলের মতো। এলসপেথের ব্রা লেগে আছে ল্যুকের বুকে। পুরো বিষয়টার মধ্যে এক ধরনের আবেদন তৈরি হওয়ার কথা কিন্তু তা হলো না। ব্রেসিয়ারের ওয়্যারিং এত শক্ত যে সূতী খোঁচা দিয়েছিল ল্যুকের বুকে। মুহূর্ত খানেক পর ল্যুক ঠেলে সরিয়ে দিলো এলসপেথকে। বোকা হয়ে গেল এলসপেথ।

BanglaBook.org

নিজের অজান্তেই প্রশ্ন বেরিয়ে এলো, 'কী ব্যাপার?'

হালকা হাতে এলেসপেথের ব্রেসিয়ার ছুঁয়ে দিল ল্যাক। মুচকি হেসে বলল, 'ব্যথা লাগে।'

'ব্যথা লাগে? আহারে বেচারা!'

এলসপেথের গলায় দুঃখের সুর। পেছনে হাত দিয়ে দ্রুত ব্রা খুলে ফেলল এলসপেথ। গা বেয়ে সে জিনিস চলে গেল মাটিতে। এর আগে এলসপেথের বুকে হাত রেখেছে ল্যাক। সেও অনেক অনেক দিন আগের কথা। ছোঁয়া হয়েছে কিন্তু দেখা এই প্রথম, ধবধবে শঙ্খের মতো সাদা গোল গোল স্তন। নিপল উত্তেজনায় শক্ত। ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে ল্যাককে নিজের দিকে টানল এলসপেথ। নিজের নরম, উষ্ণ স্তনযুগল লেপ্টে গেল ল্যাকের সাথে।

এলসপেথ বলল, 'ওগুলো ব্যথা দেওয়ার জিনিস না। বুঝেছো এবার?' একটু পরেই এলসপেথকে কোলে তুলে নিয়ে বেডরুমে চলে গেল ল্যাক। এলসপেথকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। কী অদ্ভুত সৃষ্টি বিধাতার! কী সুন্দর! এলসপেথ পায়ের জুতো খুলে ছুড়ে ফেলল দূরে। হাফ স্লিপের ওয়েস্ট ব্যাড হাত দিয়ে ল্যাক বলল 'খুলবো?'

হেসে ফেলল এলসপেথ। 'ওহ্ ল্যাক! তুমি যে কী!'

একটু লজ্জা পেল ল্যাক। জানে প্রশ্ন ঠিক হয়নি কিন্তু ও সময় কী বলা উচিত তা ও সে ঠিকঠাক জানে না। এরপর আর কোনো কথা হয়নি ওদের মধ্যে। ভালোবাসাবাসির পরই ঘুমিয়ে পড়ল এলসপেথ।

জেগে রইল ল্যাক। নিজের জীবন নিয়ে ভাবছে সে। জীবনে তার একটাই চাওয়া, পরিবার! তার কাছে সুখ মানে বড়, ঘরভর্তি লোকজন। লোকজন হচ্ছে বাচ্চাকাচ্চা, বন্ধু-বান্ধব আর পোষ্যরা। অথচ সে এখন কোথায় দাঁড়িয়ে? বয়স হয়ে গেছে তেত্রিশ, একাই কাটছে জীবন, বয়স বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। যুদ্ধের পর ক্যারিয়ার ছাড়া আর কিছুতে মনোযোগ দেয়া হয়নি। কলেজে গিয়ে আবারও পড়াশোনা, পড়াশোনা আর পড়াশোনা। কিন্তু বিয়ে না করে একা থাকার এই কি আসল কারণ? বোধ হয় না। জীবনে দুই নারী হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। একজন বিলি, আরেকজন এলসপেথ। এদের মধ্যে একজন তার সাথে প্রতারণা করেছে, ঠকিয়েছে। আর একজন এই মুহূর্তে তার পাশেই শুয়ে আছে। ঘুমে মগ্ন। নিশ্চিন্ত ঘুম তার চেহারায় কী চমৎকার খেলে যাচ্ছে। বাইরের আলো জানালা দিয়ে ঢুকে ঠিকরে যাচ্ছে এলসপেথের শরীরে। বিশেষ বাঁকগুলোতে আলো যেন পিছলে যাচ্ছে না, আটকে গেছে। এই আলোর বাইরে পৃথিবীতে আর আলো আছে কি? কে জনে? আছে হয়তো। এই

BanglaBook.org

সাহসী, স্মার্ট, অসাধারণ সুন্দরী নারীটির বাকিটা জীবন কি কাটিয়ে দেয়া যায় না? যাওয়ার তো কথা।

বিছানা ছেড়ে উঠল ল্যুক। জানালার ওপারে গোধূলি, এপারে ভালোবাসার কনে দেখা আলো। জানালা থেকে সরে গিয়ে কফি বানিয়ে নিয়ে এলো ল্যুক। এর মধ্যে এলসপেথের ঘুম ভেঙেছে, বিছানায় উঠে বসেছে সে, চোখে-মুখে ঘুমের মায়াময় ছাপ। ল্যুককে দেখেই আশ্চর্য ঝকমকে একটা হাসি দিল এলসপেথ।

বিছানার কোনায় বসল ল্যুক। সে চিন্তিত মুখে বলল, 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করব।' এটুকু বলে এলসপেথের হাত ধরল ল্যুক। বলল, 'আমাকে বিয়ে করবে?'

মুহূর্তে মুখের হাসি উধাও হয়ে গেলে এলসপেথের। পুরোপুরি বিভ্রান্ত সে। দুঃখের সাথে বলল, 'ওহ্ মাই গড, একটু চিন্তা করার সময় দেয়া যাবে?'

BanglaBook.org

সকাল ৭টা

এক্সহস্ট গ্যাস রকেটের নজেল দিয়ে বাইরে বের হয়।

অ্যান্থনি ল্যারিকে নিয়ে চলে গেল জেফারসন মেমোরিয়ালের কাছে। চারপাশে আলো ফোটেনি। লোকজনও নেই। অ্যান্থনি গাড়িটা এমনভাবে রাখল যেন কোনো গাড়ি এলে আগে থেকেই দেখা যায়।

মেমোরিয়ালে একটা ভাস্কর্য আছে। মূল ভাস্কর্যটি পিলার দিয়ে ছাদ বসানো একটি আচ্ছাদনের আড়ালে রাখা অ্যান্থনি ল্যারিকে বলল, 'মূর্তিটি হচ্ছে উনিশ ফুট উঁচু, ওজন দশ হাজার পাউন্ড। বোঝো এবার কী এলাহি কারবার! মূর্তি বানানো হয়েছে ব্রোঞ্জ দিয়ে।'

'কোথায় মূর্তি?'

'এখানে থেকে দেখা যায় না। দেখতে হলে ঐ পিলারগুলোর ভেতরে যেতে হবে।'

'তাহলে তো দিনের বেলায় এলেই ভালো হতো।'

এর আগেও ল্যারিকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে অ্যান্থনি, হোয়াইট হাউস, চিড়িয়াখানা, স্মিথসোনিয়ান এসব জায়গায় গিয়েছিল অ্যান্থনি আর ল্যারি। ল্যারি তো ছোট মানুষ, তাই মাঝেমধ্যে ঘাড়ে চড়িয়েও অ্যান্থনিকে ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। সারা দিন ঘুরে দুপুরে হটডগ, আইসক্রিম; বিকেলে আরেক দফা আইসক্রিম; সন্ধ্যায় নতুন একটা খেলনা কিনে ল্যারিকে বাড়ি দিয়ে আসত অ্যান্থনি। ল্যারিরও অ্যান্থনি আংকেলকে খুবই পছন্দ। মায়ের সাথে বেরুলে তো আর দু দুবার বিশাল বিশাল আইসক্রিম পাওয়া যায় না, আর খেলনাও সব সময় কপালে থাকে না। ল্যারির তাই অ্যান্থনি আংকেলের সাথে বেড়াতে যেতে ভালো লাগে। অ্যান্থনিও তার এই গডসনকে অসম্ভব পছন্দ করে। কিন্তু সমস্যা হলো, ল্যারির আজ মনে হচ্ছে কোথাও একটা ঝামেলা আছে। গাড়ির ভেতর পিট আর অ্যান্থনির আচরণে এক রকম জড়তা ছিল। সেই জড়তা ছোট ল্যারির অনুভূতিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। অ্যান্থনি গাড়ির দরজা খুলল।

সে বলল, 'ল্যারি, তুমি একটু বসো। আমি পিটের সাথে একটু কথা বলে নিই, কেমন?' পিটও বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। দুজনের মুখ থেকেই বাষ্প বেরুচ্ছে। তীব্র শীত চারপাশে।

অ্যান্থনি পিটকে বলল, 'আমি এখানে অপেক্ষা করব, তুমি বাচ্চাটাকে নিয়ে মনুমেন্ট দেখতে যাবে। এ পাশেই থেকো, যাতে ওর মা এলে তোমাদের দেখতে পায়।

'ঠিক আছে, 'শীতল গলায় উত্তর দিল পিট।

কাজটা করতে আমর ঘেন্না লাগছে।' বলল অ্যান্থনি।

ঘটনা সত্য। বাচ্চাকে মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করার বিষয়টা তার আসলেই পছন্দ হচ্ছে না। ল্যারি তার গডসন। ছেলেটার মনেও কিঞ্চিত সন্দেহ তৈরি হয়েছে। বিলি ফোনেই উন্মাদ হয়ে গেছে। এরপর এদের সাথে আর সম্পর্কটা কোনোদিন স্বাভাবিক, আগের মতো হবে বলে মনে হয় না, যাইহোক এসব আবেগের সময় এখন না। এখন কাজের সময়। সে বলল, 'আমরা এই বাচ্চার বা বাচ্চার মায়ের কোনো ক্ষতি করব না। পিটকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে অ্যান্থনি।' এই বাচ্চার মা আমাদের বলবে যে ল্যাক কোথায় গেছে।'

'তারপর আমরা বাচ্চাটা ফেরত দেবো।'

'না। দেব না!'

'কেন, দেব না কেন?' পিটের মুখ অন্ধকার। বিষয়টা তার অপছন্দের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'এই মহিলার কাছ থেকে পরবর্তীতে আমাদের আরও তথ্য প্রয়োজন হতে পারে।'

আর কোনো কথা না বলে গাড়ির দরজা খুললো অ্যান্থনি, 'এসো ল্যারি।' অনেক বিনয়ী গলায় সে বলল, 'দেখার পর আমাকে বাড়িতে দিয়ে এসো আংকেল। ছোট ছেলেটার সাহস দেখে খুব অবাক লাগল অ্যান্থনির। বাচ্চাটা টের পেয়েছে যে কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে। তাও সে সাহস হারায়নি। নিজের কথাটা ঠিকই বলেছে।

সে বলল, 'তোমার মা এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। এখন যাও। মূর্তি দেখে এসো।'

ল্যারি পিটের হাত ধরে সামনে এগিয়ে গেল। মনুমেন্টে ওঠার রাস্তা পেছন দিকে। সেদিক দিয়ে উঠে সামনের দিকে চলে এলো পিট আর ল্যারি। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় তাদের দেখা যাচ্ছে। হাতঘড়ির দিকে তাকাল অ্যান্থনি। রকেট লঞ্চ হতে বাকি মাত্র ষোল ঘণ্টা। এর মধ্যেই যা হওয়ার হবে। ষোল

BanglaBook.org

ঘন্টা বড্ড দীর্ঘ সময়। এ সময়ের মাঝে ল্যুক অফুরন্ত ঝামেলা পাকিয়ে ফেলতে পারে। তা তো হতে দেয়া যাবে না। যা করার দ্রুত করতে হবে। হাতে সময় নেই। এতক্ষণে বিলির চলে আসার কথা। বিলির গলায় বোঝা গেছে সে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে। পুলিশ ডাকার মতো সাহস বোধহয় তার নেই। ঠিকই ধারণা অ্যান্থনির। কিছুক্ষণ পরই আরেকটা গাড়িকে আসতে দেখা গেল। গাড়ির রং বোঝা যাচ্ছে না তবে তা যে থান্ডারবার্ড গাড়ি তা আকার-আকৃতিতে বোঝা যচ্ছে। অ্যান্থনির ক্যাডিলারের। ঠিক পেছনেই থামল বিলির থান্ডারবার্ড। ইঞ্জিন চালু রেখেই নেমে এলো বিলি।

অ্যান্থনি বলল, 'হ্যালো বিলি।

অ্যান্থনির দিক থেকে বিলির চোখ চলে গেল মনুমেন্টের দিকে। প্ল্যাটফর্মে ল্যারি আর পিটকে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তাদের পেছনের অংশ। জায়গাতেই জমে গেল বিলি। অ্যান্থনি বিলির দিকে হেঁটে গেল।

সে বলল, 'নাটকীয় কিছু করার চেষ্টা করো না। ল্যারির ক্ষতি হতে পারে।'

'ল্যারির ক্ষতির কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না। ইউ সন অব অ্যা বিচ।'

'গলা কাঁপছে বিলির। একটু পরেই কান্না চলে আসার সম্ভাবনা আছে। 'কাজটা আমাকে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে।'

'কেউ এ রকম কাজ বাধ্য হয়ে করে না।'

বিলির গলায় ক্রোধ আছে। ক্রোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিলি কথা বলছে চিন্তাভাবনা করে। বিষয়টা অ্যান্থনির কানে লাগল। সে বলল, 'মনুমেন্টের ভেতর থমাস জেফারসনের একটা বাণী খোদাই করে লেখা আছে। মেঝের ঠিক দু ফিট উপরে কী লেখা জানো? লেখা হচ্ছে 'ও যধাব ংড়িৎহ ঁঢ়ড়হ ঃযব ধষঃধৎ ড়ভ এড়ফ বঃবৎহধষ যড়ংঃরষরঃু ধমধরহংঃ বাবৎু ভড়ৎস ড়ভ ঃুৎধহহু ড়াবৎ ঃযব সরহফ ড়ভ সধহ' বুঝেছো নিশ্চয়ই কথাটা? এ কারণে আজ আমাকে এসব করতে হচ্ছে।'

'তোমার উদ্দেশ্য জাহান্নামে থাক। এক সময় যেসব আদর্শ তোমার ছিল তার আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। যে রকম ঠগবাজি তুমি করছো, তাতে ভালো কিছু থাকতে পারে না।'

অ্যান্থনির মনে হলো এখন তর্ক করে সময় নষ্ট করা অর্থহীন। সে বলল, 'ল্যুক কোথায়?' এরপর দীর্ঘ নীরবতা। শেষমেশ বিলি বলল, 'ল্যুক প্লেনে করে হান্টসভিলে রওনা দিয়েছে।'

তৃপ্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যান্থনি। যা জানা দরকার ছিল তা জানা হয়েছে। তবে উত্তর শুনে একটু অবাকও হয়েছে অ্যান্থনি। সে বলল, 'হান্টসভিলে কেন?'

BanglaBook.org

‘ওখানেই আর্মির রকেট ডিজাইন করা হয়।’

‘এ তথ্য আমি জানি, কিন্তু ল্যুক আজ ওখানে যাচ্ছে কেন? ঘটনা যা হওয়ার তা তো হচ্ছে ফ্লোরিডায়।’

‘কারণটা আমার জানা নেই।’

অ্যান্থনি বিলির মুখের ভাব পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মুখের ভাব পড়া যাচ্ছে না। আলো নেই। সে বলল, ‘মনে হচ্ছে, তুমি কিছু লুকাচ্ছ।’

‘তোমার কী মনে হচ্ছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি আমার ছেলেকে নিতে এসেছি। নিয়ে চলে যাবো। ব্যস।’

‘না, যাবে না। ল্যারি আরও কিছুক্ষণ থাকবে আমাদের কাছে।’

বিলি তীব্র বেদনায় কেঁদে ফেলল ‘কেন? যা জানতে চেয়েছ তা তো বলেছি আমি।’

‘হয়তো অন্য কোনোভাবে তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।’ ‘অন্যায় করছো অ্যান্থনি। খুব অন্যায়!

‘কোনো অন্যায় করিনি। তোমাদের বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। ইচ্ছে করলেই মেরে ফেলতে পারতাম।’ বলেই ঘুরে দাঁড়াল অ্যান্থনি। এখানেই ভুলটা করল অ্যান্থনি। বিলি ঠিক এই সময়টার অপেক্ষাতেই ছিল। অ্যান্থনি গাড়ির দিকে হাঁটা ধরতেই ধাক্কা দিল বিলি। ধাক্কা দিল ডান কাঁধ দিয়ে অ্যান্থনির পিট বরাবর। বিলির ওজন মাত্র ১২০ পাউন্ড, অ্যান্থনির তার চেয়ে কম করে হলেও ৫০ পাউন্ড বেশি ওজন। তাতে কোনো সমস্যা হলো না। সামনের দিকে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল অ্যান্থনি।

আবারও ধাক্কা দিল বিলি। এবার অ্যান্থনি চিৎ হয়ে পড়ল। পুরো ঘটনাটা ঘটল দু সেকেন্ডের মধ্যে। অ্যান্থনি কিছু করার কোনো সুযোগই পেল না। সে বিস্মিত। চিৎ হয়ে পড়তেই অ্যান্থনির মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। নিজের কোল্ট সোজা ঢুকিয়ে দিল অ্যান্থনির মুখে। ব্যারেল ভেতরে ঢুকতে একটা দাঁতও ভাঙল। জমে গেল অ্যান্থনি। বিলি খুব দ্রুত সেফটি ক্যাচ ফায়ারিং পজিশনে নিয়ে গেল। অ্যান্থনির চোখে-মুখে পরিষ্কার ভীতি। কোনো পিস্তল আশা করেনি সে। চিবুকের কাছে এক ফোঁটা রক্ত দেখা যাচ্ছে। উপরে তাকাল বিলি। ল্যারি আর সাথের লোকটা এখনও মনুমেন্ট দেখছে। পেছনের ধস্তাধস্তির কোনো শব্দ তাদের কানে পৌঁছায়নি।

আবারও অ্যান্থনির দিকে মনোযোগ দিল বিলি। হাঁপাচ্ছে সে, বলল, ‘তোমার মুখের ভেতর থেকে পিস্তল বের করে নিচ্ছি। যদি কোনো রকম নড়াচড়া করো তাহলে গুলি করব। তোমার কালিগকে যা বলতে বলবো তাই

BanglaBook.org

বলবে। পিস্তল মুখ থেকে বের করে অ্যান্থনির বাম চোখে ঠেকালো বিলি। বলল, 'ওকে ডাকো। এক্ষুনি।'

একটু ইতস্তত করছে অ্যান্থনি। পিস্তল চোখে চেপে ধরল বিলি। 'পিট', চিৎকার করল অ্যান্থনি। ঘুরে দাঁড়াল পিট। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে চুপচাপ, কিছু বলল না।

শেষমেশ বিভ্রান্ত গলায় বলল, 'আপনি কোথায়?' অ্যান্থনি এবং বিলি দুজনেই আসলে হেডলাইটের আড়ালে। তাই দেখতে পাচ্ছে না পিট। বিলি বলল, 'ও যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়াতে বলো।'

কিছুই বলল না অ্যান্থনি। বিলি আবারও চেপে ধরল পিস্তল অ্যান্থনি চিৎকার করে বলল, 'যেখানে আছ ওখানেই দাঁড়াও।' পিট চোখের সামনে হাত দিয়ে হেডলাইটের আলো আড়াল করার চেষ্টা করল।

সে বলল, কী হয়েছে? আপনি কোথায়? বিলি চিৎকার করে বলল, 'ল্যারি, আমি এসে গেছি। গাড়িতে এসে বসো!' ল্যারির হাত ধরে ফেলল পিট!

'এই লোকটা ধরে রেখেছে মা', চিৎকার করল ল্যারি। 'ভয় পেও না। অ্যান্থনি আংকেল বললেই উনি তোমাকে ছেড়ে দেবেন।' গলা যথেষ্ট শান্ত রেখে কথাগুলো বলার চেষ্টা করল বিলি। কিন্তু চিৎকারের সময় গলা ঠিকই কেঁপে গেল। বিলি আবারও পিস্তল চেপে ধরল।

'পিট, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও।' চিৎকার করল অ্যান্থনি। পিট বলল, 'ছেড়ে দেবো?'

'ফর ক্রাইস্টস সেইক, যা বলছি তা করো। এই মহিলা আমার দিকে পিস্তল তাক করে আছে।'

'ওকে!' পিট ল্যারিকে ছেড়ে দিল। প্রথমে ল্যারি ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর হেডলাইটের আলোয় ওকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। সে সোজা মায়ের দিকেই আসছে।

'এদিকে না, গাড়ির দিকে যাও। তাড়াতাড়ি।'

গলা যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল বিলি। ল্যারি দৌড়ে থান্ডারবার্ডের ভেতরে ঢুকে গেল। বিলি খুব দ্রুত অ্যান্থনির মুখের দুপাশে পিস্তল দিয়ে আঘাত করল। চিৎকার করে উঠল অ্যান্থনি। চিৎকারের সময়েই মুখে আবার পিস্তল ঢোকাল বিলি। গোঙাচ্ছে অ্যান্থনি। হাত উপরে উঠানোর সাহস সে পাচ্ছে না। হিসহিস করে বিলি বলল, 'কোনো বাচ্চাকে কিডন্যাপ করার আগে আজকের ঘটনা মনে রাখিস! পিস্তল বের করে উঠে দাঁড়াল বিলি।

BanglaBook.org

'নড়বি না, চুপ করে শুয়ে থাক' পিস্তল তাক করে পেছন দিকে হাঁটছে বিলি। একবার পিটকেও সে দেখে নিল। ও ব্যাটাও নড়েনি। গাড়িতে উঠে গেল বিলি।

ল্যারি বলল, 'তোমার পিস্তল আছে?'

এর আগেই কোটের পকেটে পিস্তল চালান করে দিয়েছে বিলি। সে ল্যারির প্রশ্নের ধারেকাছ দিয়েও গেল না। সে বলল, 'তুই ঠিক আছিস?' কান্না শুরু করল ল্যারি। দ্রুত গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করল বিলি। পালানো দরকার।

BanglaBook.org

সকাল ৮টা

ছোট রকেটগুলো খুব খুব সময়েই উচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে, এই ক্ষেত্রে সেই রকেটগুলো ব্যবহার করে T17-E2 নামক একটি জ্বালনি। যা পলিসালফাইড এবং অ্যামোনিয়াম পার ক্লোরেটকে অক্সিডাইজার হিসেবে ব্যবহার করে। প্রতিটি রকেট এক হাজার ছয়শ পাউন্ড শক্তি উৎপন্ন করে মহাশূন্যে

বিলি রান্নাঘরে ল্যারির জন্য ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানাচ্ছে। আর বার্ন কর্নফ্লেক্সের উপর গরম দুধ। দুজনই তাদের ছেলের জন্য বিশেষ কিছু করার চেষ্টা করছে। যাতে সকালের ঘটনা তার শিশুমনের উপর কোনো দাগ না ফেলে। বিলির নিজের মনেও অস্থিরতা কাজ করছে। তারও স্বস্তি দরকার। কিন্তু সেটি দেওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। পৃথিবীটা এমন কেন? বড় হতে হতেই কেন কাছের মানুষ কমতে থাকে? বার্ন কিছুক্ষণ পরপর বিড়বিড় করছে, রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে।

চিৎকার করা যাচ্ছে না ল্যারির জন্য, ছোটদের সামনে গালাগালি করা ঠিক না। সে বারবার বিড়বিড় করে বলছে, 'অ্যান্থনি হারামজাদাটাকে আমি খুন করব। চুতিয়াটাকে আমি ছাড়ব না। খুন করে কাবাব বানাব।'

বিলির অবশ্য রাগ নেই। সে অ্যান্থনিকে নিজের হাতে পিটিয়ে এসেছে, তাই রাগ নেই। তবে তার ভয় হচ্ছে। ভয়ের একটা অংশ ল্যুকের জন্য, একটা অংশ ল্যারির জন্য।

সে বলল, 'আমার মনে হয় অ্যান্থনি ল্যুককে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে।'

বার্ন এসেছে রান্নাঘরে। সে রান্নায় সাহায্য করছে। বার্ন বলল, 'ল্যুককে মারা এত সহজ হবে না।' বার্ন এখন ডিম ভাজছে।

আর কিচেনের এ মাথা ও মাথা হাঁটছে বিলি। ঠোঁট কামড়ে ধরা। সে বলল, 'কিন্তু ল্যুক জানে না যে, সে কোথায় যাচ্ছে তা আমি অ্যান্থনিকে বলে দিয়েছি। অ্যান্থনি এর মাঝেই হয়তো হান্টসভিলে রওনা দিয়ে দিয়েছে। ল্যুক যে প্লেনে আছে তা পৌঁছবে বেশ দেরিতে। আর অ্যান্থনি MATS ফ্লাইটে চড়ে হান্টসভিলেতে অনেক দ্রুত পৌঁছাতে পারবে। ল্যুককে সতর্ক করার একটা রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে। যেভাবেই হোক জানাতে হবে ল্যুককে।

BanglaBook.org

'এয়ারপোর্টে মেসেজ পাঠিয়ে দাও'

'বিশ্বাসী লোকজন তো নেই কোথাও। কাকে বিশ্বাস করব, বলো? আমাকেই যেতে হবে। একটা ডিসকাউন্ট ছাড়ে বোধহয় নটায়, তাই না? আচ্ছা, তোমার ঐ এয়ারলাইন গাইডটা কোথায়?'

'টেবিলের উপরেই আছে'। বইটা হাতে নিল বিলি। ঠিক নটার সময় ফ্লাইট 271 ওয়াশিংটন ছেড়ে যায়। থামে মাত্র দু জায়গায় আর হান্টসভিলে পৌঁছে বারোটা বাজার ঠিক চার মিনিট আগে। ল্যুকের ফ্লাইট দুপুর দুটো তেইশের আগে পৌঁছাবে না। এয়ারপোর্টে অপেক্ষায় থাকা যাবে। সমস্যা হবে না। বিলি বলল, 'হ্যাঁ আছে। ওটাতেই যেতে হবে।'

'সম্ভব হলে তোমার যাওয়া উচিত।'

একটু ইতস্তত করছে বিলি। ল্যারির কথা ভাবছে সে, কিন্তু অস্তিত্বের একটা অংশ চাইছে ল্যুকের কাছে যেতে। বিলি বুঝতে পারল মনের কথা। সে বলল, 'তুমি যাও। ল্যারির কোনো সমস্যা হবে না।। আমি তো আছিই।'

এর কিছুক্ষণ পরই বেরিয়ে গেল বিলি। ল্যুককে তার বাঁচাতেই হবে। কেন তার এই আকুলতা তা সে জানে না। কিন্তু জানে এই আকুলতাটা তীব্র।

BanglaBook.org

পঞ্চম পর্ব

সকাল : ১০.৪৫

মিসাইল লঞ্চ হওয়ার পর প্রথম উঠে যাবে খাড়াভাবে। এরপর এটি দিগন্তের সাথে চল্লিশ ডিগ্রি কোণে বাঁক খাবে। এ সময় ফার্স্ট স্টেইজটিকে গাইড করবে এরোডিনামিক টেইল সারফেস এবং ইঞ্জিন এক্সস্ট জেটের মুভেবল কার্বন ভেইন।

প্লেনের ভেতর সিটবেল্ট বাঁধার প্রায় সাথে সাথে ঘুমে তলিয়ে গেল ল্যুক। নিউপোর্ট নিউজ থেকে প্লেন কখন মাটি ছাড়লো তা আর তার জানা হয়নি। প্লেন যখন আকাশে তখনও ল্যুক ঘুমে। তবে মাঝে মাঝে এয়ারবাম্পের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙেছে। প্রতিবার ঘুম ভাঙতেই তীব্র উদ্বিগ্নতা আর আতঙ্কে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েছে ল্যুক। রকেট লঞ্চ হতে আর কত সময় বাকি, তাই দেখেছে সে। ল্যুকের প্লেন অনেকটা টাউন সার্ভিস বাসের মতো। বিভিন্ন স্টেশনে থামবে, যাত্রী উঠবে, নামবে। প্লেন রিফুয়েল করার জন্য উইনস্টন-সালেমে থামাল। যাত্রীরা কেউ কেউ নিচে নামল হাত-পায়ের জড়তা ভাঙার জন্য। কেউ একেবারেই নেমে গেল, কেউ উঠল। ল্যুকও একটু নিচে নামল। নেমেই টার্মিনাল থেকে সে ফোন করলো রেডস্টোন আর্সেনাল। ফোনে সেক্রেটারি মেরীগোল্ডকে পাওয়া গেল।

মেরীগোল্ড বলল, 'ড. লুকাস! আপনি ঠিক আছেন তো, নাকি?'

'ভালো আছি।' হাতে সময় বেশি নেই। আচ্ছা, আজ রাতেই কি লঞ্চ হচ্ছে?

'হ্যাঁ। সাড়ে দশটায়।'

'আমি হান্টসভিলে আসছি। প্লেন ল্যান্ড করবে ঠিক দুপুর দুটো তেইশ মিনিটে। সোমবার ওখানে কেন গিয়েছিলাম তা জানার চেষ্টা করছি।'

'আপনার মেমোরি এখনো ঠিক হয়নি?'

'নাহ্। তো, আপনি জানেন না আমি কেন ওখানে গিয়েছিলাম, তাই না?'

'আপনি আমাকে কিছু বলে যাননি।'

'ওখানে আমি কী করেছিলাম?'

'আপনাকে পুরো ঘটনা বলি। আপনার সাথে আমার দেখা হয় এয়ারপোর্টে, একটা আর্মি কারের ভেতর। তাতে চড়ে আপনি এই বেইজে

BanglaBook.org

চলে আসেন। বেইজে এসে আপনি সোজা ঢুকে যান কমপিউটেশন ল্যাবে। ওখান থেকে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যান দক্ষিণ প্রান্তে।'

'এই দক্ষিণ প্রান্তে কী আছে?'

'স্ট্যাটিক টেস্ট প্যাড আছে। আমার ধারণা ওখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিংয়ে গিয়েছিলেন আপনি। মাঝে মাঝে ওখানে আপনি কাজ করতে যেতেন। তবে বিষয়টায় আমি কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত না। আমি তো আপনার সাথে ছিলাম না।'

'তারপর কী হলো?'

'আপনি বললেন আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিতে।'

এটুকু বলে একটু সময় নিল মেরীগোল্ড। তারপর বলল, 'বাড়িতে আপনি মিনিট দুয়েকের মতো ছিলেন। তারপর এসে আবার গাড়িতে বসলেন। এরপর আপনাকে আমি এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছি।'

'এটুকুই?'

'আমি এটুকুই জানি'।

হতাশ হলো ল্যুক। তার ধারণা ছিল মেরীগোল্ড হয়তো কোনো সূত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। মরিয়া হয়ে এবার অন্য ধারায় প্রশ্ন শুরু করল ল্যুক, 'আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল তখন?'

'একটু অন্যনমস্ক ছিলেন আপনি, মনে হচ্ছিল কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুব কষ্টে আছেন। এ রকম ঘটনা আপনাদের সায়েন্টিস্টদের বেলায় নতুন কিছু না। তাই বিষয়টিকে আমি তেমন পাত্তা দিইনি'।

'সব সময় যেমন পরি সে রকম জামাকাপড়ই কি পরনে ছিল?

'আপনার সুন্দর কয়েকটা ট্যুইড জ্যাকেট আছে। ওগুলোর **একটাই** পরনে ছিল।'

'সাথে ছিল কিছু?

'একটা ছোট স্যুটকেইস ছিল। ও আচ্ছা, আর একটা ফাইল।'

ল্যুকের মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাবে। ঢোক গিলে সে বলল, 'ফাইল?'

এই সময় একটা স্টুয়ার্ডেস কথায় বাগড়া দিল 'প্লেনে ওঠার সময় হয়েছে, ড. ল্যুকাস'। মাউথপিসে হাতচাপা দিয়ে ল্যুক বলল, 'এক মিনিট প্লিজ।' এরপর সে মেরীগোল্ডকে বলল, 'ফাইলটা কি কোনো বিশেষ ধরনের ছিল?'

'স্ট্যান্ডার্ড আর্মি ফাইল ফোল্ডার। পাতলা বার্ডবোর্ডের তৈরি, সবুজ রঙের বিজনেস লেটার আটে, ততটাই বড়।'

'ভেতরে কি ছিল? কিছু বলতে পারেন না?'

BanglaBook.org

'কাগজপত্রই ছিল। তাই তো মনে হলো।'

ল্যুক স্বাভাবিক হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে, সে বলল, 'কয়টা কাগজ ছিল ভেতরে? একটা, দশটা নাকি কয়েকটা?

'পনেরো-বিশটা হবে'।

'কাগজে কী লেখা তা কি দেখেছিলেন?'

'না, স্যার, ফোল্ডার থেকে কাগজ বের করেননি।'

'যখন আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে গেলেন, তখন কি ফোল্ডার আমার সাথেই ছিল?'

ও প্রান্তে কিছুক্ষণের নীরবতা। আবারও ফিরে এলো স্টুয়ার্ডেস। সে বলল, 'ড. ল্যুকাস আপনি না এলে আপনাকে রেখে যেতে বাধ্য হব।' 'আসছি, আসছি,' ফোনে আবারও প্রশ্ন করল ল্যুক। 'আমার হাতে ফোল্ডারটা কী ছিল?'

'শুনেছি স্যার। মনে করার চেষ্টা করছি।'

'চেষ্টা করুন প্লিজ।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে ল্যুক।

'ফাইলটা আপনি বাড়ি পর্যন্ত নিয়েছিলেন কিনা, বলতে পারছি না।'

'এয়ারপোর্টে নিয়েছিলাম?'

'মনে হয় না তখন আপনার সাথে ছিল।'

'আপনি নিশ্চিত?

'হ্যাঁ এখন পুরোপুরি মনে পড়েছে। ফাইলটা আপনি কোথাও রেখে গিয়েছিলেন। হয় বাড়িতে, নয় বেইজে। এয়ারপোর্টে নেননি।'

ল্যুকের মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। হান্টসভিলে যাওয়ার উদ্দেশ্য তাহলে এই ফাইল। এতে এমন একটা কিছু আছে যেটা ল্যুকের মাথা থেকে অ্যান্থনি সরাতে চাইছে প্রাণপণে। কে জানে ফাইল ফোল্ডারে হয়তো মূল কপির জেরক্স কপি ছিল। নিরাপদে রাখার জন্য কপি করে সে কোথাও লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এ জন্যই বোধহয় মেরীগোল্ডকে হান্টসভিলে আসার কথা গোপন রাখেতে বলেছিল সে, পুরো বিষয়টা সাবধানতার সর্বোচ্চ সব নিয়মকানুন দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ম নিশ্চয়ই যুদ্ধে শেখা। এখন ফাইলটা খুঁজে পেলেই সব রহস্য জানা যাবে। স্টুয়ার্ডস দৌড় দিয়েছে। প্লেনের প্রপেলার ঘোরা শুরু করেছে।

ল্যুক মেরীগোল্ডকে বলল, 'মনে হচ্ছে ফাইলটাতে খুব জরুরি কিছু আছে। আপনি একটু আশেপাশে খুঁজে দেখবেন ফাইলটা পান কিনা?

BanglaBook.org

‘ওহ খোদা! ড. লুকাস, এটা আর্মি বেইজ! এখানে সবুজ রঙের আর্মি ফাইল ফোল্ডার কয়েক মিলিয়ন আছে। এর মধ্যে কোনটা আপনার সেই ফাইল তা কেমন করে জানাবো?

‘কষ্ট করে একটু খুঁজে দেখুন। দেখুন থাকার কথা না এমন কোনো জায়গায় কোনো ফাইল পান কিনা। হান্টসভিলে পৌঁছানো মাত্র আমি বাড়ি যাবো। ওখানে কিছু না পেলে সোজা বেইজে যাবো।’ ফোন রেখে দিলো ল্যুক। প্লেনের দিকে দৌড় দিল সে।

BanglaBook.org

সকাল : ১১টা

রকেটের ফ্লাইট প্ল্যান আগে থেকেই প্রোগ্রাম করে রাখা। ফ্লাইট চলাকালে রকেটকে ঠিকঠাকমতো কোর্সে রাখার জন্য কম্পিউটারের মাধ্যমে গাইডেন্স সিস্টেম অ্যাকটিভেট করা হয়।

হান্টসভিলের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া MATS ফ্লাইট ভর্তি সব জেনারেল। এই ফ্লাইট যাচ্ছে রেডস্টোন আর্সেনালে স্পেস রকেট ডিজাইন করা ছাড়াও এ জায়গায় অন্যান্য কাজও করা হয়। সেসব কাজ সশস্ত্র বিষয়ক। তাই ওখানকার কাজের ফিরিস্তি দেয়া সম্ভব নয়। MATS ফ্লাইটে চড়ে বসেছে অ্যান্থনি। তার পরনে বেশ বড়সড় সানগ্লাস। বিলির মারে চোখের নিচে কালশিটে পড়েছে। সেটা ঢাকার জন্য সানগ্লাস। ঠোঁটের রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। ভাঙা দাঁতটাও কথা না বললে বোঝা যায় না। শরীরে ব্যথা আছে। তবে কোনো ব্যথাই ঠিক গায়ে লাগছে না অ্যান্থনির। ল্যুক হাতের মুঠোয় এসে গেছে এই আনন্দেই সে বিভোর। প্রথম সুযোগেই কি ল্যুককে মারা উচিত? কাজটা খুবই সহজ হবে। কিন্তু সমস্যা হলো ল্যুক ঠিক কোন জিনিসের খোঁজে এখানে এসেছে তা জানা থাকবে না। জানতে পারলে ভালো হতো। যাই হোক, এসব ভাবতে ভাবতে প্লেনে ঘুমিয়ে পড়ল অ্যান্থনি। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা টানা ঘুম হয়নি। গভীর একটা ঘুম তার প্রাপ্য। পিটের ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভাঙল অ্যান্থনির। হান্টসভিলে দুটি এয়ারস্ট্রিপ আছে। একটা সিভিলিয়ান, আরেকটা মিলিটারি এয়ারস্ট্রিপ। মিলিটারি এয়ারস্ট্রিপ রেডস্টোন, আর্সেনালের ভেতর। MATS ফ্লাইট সোজা রেডস্টোন আর্সেনালের এয়ারস্ট্রিপে নেমে এসেছে। প্লেন থেকে নামতে নামতে কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে নিল অ্যান্থনি। মাথা পরিষ্কার রাখা দরকার, ঘুমিয়ে মাথা ব্যথা হয়ে গেছে। তার হাতে একটা ছোট ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর পিস্তল, একটা ভুয়া পাসপোর্ট আর ক্যাশ পাঁচ হাজার ডলার। ছোট এই ব্যাগ হচ্ছে অ্যান্থনির এমারজেন্সি বিট। এই জিনিস ছাড়া অ্যান্থনি কখনো প্লেনে চড়ে না।

শরীরে রক্তের উত্তেজনা টগবগ করে ফুটছে। আগামী ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে একটা মানুষ খুন কার হবে। যুদ্ধের পর এই প্রথম। খুনটা কোথায় করা যায়? হান্টসভিল এয়ারপোর্ট হচ্ছে এ কাজ শুরু করার প্রথম অ্যাকশন। ওখান থেকে

BanglaBook.org

ল্যককে ফলো করে রাস্তার কোথাও মেরে হান্টসভিলে ফেললেই ঝামেলা শেষ। কিন্তু ল্যককে ফলো করার মধ্যেও ঝামেলা আছে। ব্যাটার পিছু নিলেই সে কী করে যেন টের পেয়ে যায়। খুব সাবধান থাকতে হবে। এয়ারপোর্ট থেকে ফলো করা ছাড়াও আরেকটা রাস্তা আছে। ল্যক কোথায় যাবে, সেটা জানা গেলে ওর আগেই জায়গামতো গিয়ে বসে থেকে পরে অ্যামবুশ করা যায়।

অ্যান্থনি পিটকে বলল, 'আমি বেইজে একটু খোঁজখবর করে আসি। তুমি এয়ার পোর্টে চলে যাবে। ল্যক এসে পৌঁছালে বা অন্য কিছু হলে আমাকে এখানে খবর দিও।'

এয়ারস্ট্রিপের শেষ মাথায় এক তরুণ লেফটেনেন্টকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার হাতে একটা কার্ড ধরা।

তাতে লেখা 'মি. ক্যারল, ছোট ডিপার্টমেন্ট।'

লেফটেনেন্টের সাথে হ্যান্ডশেক করল অ্যান্থনি।

তরুণ বলল, কর্নেল হিকহ্যামের শুভেচ্ছা নেবেন স্যার, স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনুরোধ সাপেক্ষে আমরা আপনাকে একটা গাড়ি দিচ্ছি, স্যার।' তরুণ এরপর আঙুল দিয়ে গাড়ি দেখিয়ে দিল। গাড়িটা জলপাই রঙের কোর্ড। অ্যান্থনি বলল, 'হ্যাঁ ওতেই চলবে, থ্যাংকস।'

প্লেনে চরার আগেই বেইজে ফোন করেছিল অ্যান্থনি। সিআইএ ডিরেক্টরও এলেন। ডিউলসের নাম ভাঙিয়ে একটা গাড়ির আব্দার করেছিল সে, তার আব্দার মানা হয়েছে। তরুণ লেফটেনেন্টও দেখা যাচ্ছে অ্যান্থনিকে খুশি করার জন্য ব্যস্ত। যাওয়ার সময় আপনি স্যার কষ্ট করে কর্নেল হিকহ্যাম স্যারের সাথে একটু দেখা করে যাবেন। স্যার তাহলে খুশি হবেন। স্যার।'

তরুণ অ্যান্থনির হাতে একটা ম্যাপ ধরিয়ে দিল বেইজের ম্যাপ। বেইজের জায়গা বিশাল। দক্ষিণ দিকে বেশ কয়েক মাইল এলাকা নিয়ে একেবারে টেনেসি নদী পর্যন্ত এর বিস্তৃতি।

তরুণ লেফটেন্যান্ট আবার বলল, 'ম্যাপ হেডকোয়ার্টার আলাদাভাবে চিহ্নিত করা। আর স্যার আপনার জন্য একটা মেসেজ আছে। আপনাকে কার্ল হোবার্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।'

থ্যাংক ইউ। লেফটেনেন্ট। ড. ক্লদ ল্যকাসের অফিস কোনো দিকে?

ম্যাপে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল তরুণ। সে অতি বিনয়ী গলায় বলল, কমপিউটেশন ল্যাবে হওয়ার কথা, স্যার। কিন্তু স্যার, এই সপ্তাহে সবারই তো কেইপ ক্যানাভেরালে থাকার কথা।'

'ড. ল্যকাসের কি কোনো সেক্রেটারি আছে?'

'ইয়েস স্যার। মিসেস মেরীগোল্ড ক্লার্ক।'

BanglaBook.org

'গুড। লেফটেন্যান্ট ইনি হচ্ছেন আমার সহকর্মী পিট ম্যাক্সওয়েল। একে একটু সিভিলিয়ান এয়ারপোর্টে যেতে হবে।'

'আমি ওনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবো, স্যার'।

'অনেক ধন্যবাদ। যদি পিট আমার সাথে এখানে যোগাযোগ করতে চায়, তাহলে কী উপায়ে সেটি সম্ভব?'

তরুণ পিটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনি যেকোনো সময় কর্নেল হিকহ্যামের অফিসে মেসেজ দিয়ে দেবেন। সেই মেসেজ আমি মি. ক্যারলের কাছে পৌঁছে দেবো।'

'হুমম্ ভালো ব্যবস্থা– চলুন যাওয়া যাক।'

অ্যান্থনি সোজা ফোর্ডে উঠে গেল ম্যাপ দেখে গাড়ি চালানো শুরু করল সে। জায়গাটা একেবারে টিপিক্যাল আর্মি বেইজের মতো ধনুকের মতো সোজা সব রাস্তা, প্রতিটা বিল্ডিং-এর ছাদ সোজা রং ইটের মতো। প্রতিটি বিল্ডিং-এ এর কাজ সম্পর্কে বড় সাইনবোর্ড ঝোলানো।

খুব সহজেই কমপিটেশন ল্যাবরেটরি খুঁজে পাওয়া গেল। ল্যাবটা একটা শেইপ বিল্ডিং দোতলা। পুরো দোতলা বিল্ডিং হিসাবপত্রের জন্য কি দরকার? হিসাবের জন্য এত জায়গা খরচ করা অর্থহীন না। অর্থহীন না। বোধ হয় ভেতরে সুপার কম্পিউটার জাতের কিছু আছে। এসব ভাবতে ভাবতে বিল্ডিং-এর বাইরে গাড়ি পার্ক করল অ্যান্থনি। তার ছোট একটা প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। হান্টসভিলে ল্যুক কোথায় যেতে পারে?

মেরীগোল্ড কি এ প্রশ্নের উত্তর জানে? জানতেও পারে। কিন্তু সে কি একটা উটকো লোকের প্রশ্নের উত্তর দেবে? তার উপর মুখে কালশিটে পড়ে আছে। দেখা যাক, কী করা যায়, এখানকার সব্বাই যখন কেইপ ক্যানাভেরালে তখন এই মহিলা এখানে একা বসে আছে। নিশ্চয়ই বেচারি খুব একাকীত্ব অনুভব করছে, বিরক্তিও থাকার কথা।

বিল্ডিং-এর ভেতর ঢুকে গেল অ্যান্থনি। অফিসে তিনটা ছোট ডেস্ক। প্রতিটিতে একটা করে টাইপ রাইটার। দুটো ডেস্ক ফাঁকা। একটাতে মাঝবয়সী কৃষ্ণাঙ্গ এক ভদ্রমহিলা বসে আছে। মহিলার চোখে চশমা। পরনে ডেইজি ছাপানো কাপড়ের জামা।

অ্যান্থনি বলল, 'গুড আফটারনুন।' মাথা উঁচু করে তাকাল মহিলা। চোখ থেকে সানগ্লাস নামাল অ্যান্থনি।

বিস্ময়ে মহিলার চোখ বড় হয়ে গেল।

'হ্যাল্লো! হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?'

BanglaBook.org

অ্যান্থনি এক ধরনের গাম্ভীর্যের সাথে বলল, 'ম্যাম, জামাইকে পেটায় না এ রকম একটা মেয়ে খুঁজছি আমি। বিয়ে করব।'

ভদ্র মহিলা ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল। গলায় বেশ তেজ আছে তার।

অ্যান্থনি চেয়ার সরিয়ে ডেস্কের কোনায় বসল। 'আমি কর্নেল হিকহ্যামের অফিস থেকে এসেছি। মেরীগোল্ড ক্লার্কের খোঁজ করছি। ওনাকে চেনেন?' 'আমিই মেরীগোল্ড।'

'ওহ্ নো। আমি তো একজন বয়স্ক মহিলা খুঁজছিলাম। আপনি তো বাচ্চা মেয়ে। নাহ্ আপনাকে তো বিয়ে করা যাবে না।'

'ধ্যাত, কী যে বলেন!'

কথাগুলো মেরীগোল্ড বলল ঠিকই কিন্তু তার হাসি ছড়িয়ে আছে এখান থেকে ওখান পর্যন্ত। 'ড. ল্যুকাস এখানে আসছেন—জানেন বোধ হয়?'

'আজ সকালে ডক্টর আমাকে ফোন করেছিলেন।

'কখন আসবে, জানেন?'

'ওনার প্লেন ল্যান্ড করবে দুপুর দুটো তেইশ মিনিটে।' 'তার মানে তিনটার দিকে এখানে আসবেন ড. ল্যুকাস। তাই না? অ্যান্থনির বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে। প্রথমে তো এখানে আসবেন না।'

'আহ্, কেন আসবে না? কেন?' ঠিক যে তথ্যটা মনে মনে চাইছিল অ্যান্থনি, তা-ই বলল মেরীগোল্ড, 'তিনি প্রথমে যাবেন বাড়িতে, তারপর এখানে আসবেন।'

একেবারে নিখুঁত যোগাযোগ। নিজের কপালকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে অ্যান্থনির। ল্যুক এয়ারপোর্ট থেকে সোজা বাড়ি যাবে। ওখানে গিয়ে অ্যান্থনি বসে থাকলেই হতো। ল্যুক ঘরে ঢুকবে। ব্যস তখনই একটা গুলি। কোনো সাক্ষী নেই, প্রত্যক্ষদর্শী নেই। কেউ কোনো শব্দও পাবে না। পিস্তলে সাইলেনসার লাগানো। ল্যুকের ডেডবডি ওখানে ফেলে এলেই চলবে। কেউ টের পাবে না, এলসপেথ আছে এখন ফ্লোরিডায়, আগামী বেশ কিছুদিন তার ওখানেই থাকার কথা।

অ্যান্থনি মেরীগোল্ডকে বলল, 'থ্যাংক ইউ। আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগল।'

আর কোনো কথা না বলে গটগট করে বের হয় গেল সে, মেরীগোল্ড অ্যান্থনির নামটা জানারও সুযোগ পেল না। এরপর অ্যান্থনি সোজা চলে গেল কর্নেল হিকহ্যামের অফিসে। কর্নেল অফিসে নেই। একজন সার্জেন্ট অ্যান্থনিকে ফাঁকা একটা রুমে টেলিফোনের কাছে নিয়ে গেল। তার ফোন করা প্রয়োজন, বিল্ডিং-এ ফোন করল অ্যান্থনি।

BanglaBook.org

বস কার্ল হোবার্টকে ফোন না করে সে ফোন করল জর্জ কুপারম্যানকে, সে বলল, 'কী ব্যাপার জর্জ?' কুপারম্যান বললেন, 'তুমি গত রাতে গোলাগুলি করেছো?' ভদ্রলোকের গলা যথারীতি খসখসে, 'কে বলল এসব কথা?'

নিজের গলা শান্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে অ্যান্থনি, এত দ্রুত এই খবর চাউর হবে তা সে আশা করেনি। 'পেন্টাগন থেকে কোনো এক কর্নেল ডিরেক্টরের অফিসের টম ইলিকে ফোন করেছিল। ইলি বলেছে কার্ল হোবার্টকে।'

'কোনো প্রমাণ নেই। সব খোসা তুলে এনেছি।'

'কর্নেল দেয়ালে নয় মিলিমিটারের একটা গর্ত পেয়েছে। বাকিটা সে করেছে অনুমানে? গুলি কার গায়ে লেগেছিল'?

'না আমার দুর্ভাগ্য যে লাগেনি? তুমি এখন হান্টসভিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখানে এক্ষুনি চলে এসো।'

'ধরে নিন, আপনার সাথে আমার কোনো কথা হয়নি। আপনি আমাকে কোনো অর্ডার করেননি।'

'একটা কথা শোন অ্যান্থনি। তোমাকে আমি সব সময় সাহায্য করেছি। কারণ আমি জানতাম যেকোনো কাজে শেষমেশ একটা ফল তুমি বের করবেই। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার জন্য আর কিছু করতে পারছি না। তুমি এখন তোমার পাছা বাঁচাবে। ওকে?'

'গুড লাক।'

ফোন রেখে অ্যান্থনি তাকিয়ে রইল ফোনের দিকে। হাতে সময় নেই একেবারে। সব তাড়াতাড়ি গুটিয়ে নিতে হবে। সে এলসপেথকে ফোন করল। অ্যান্থনি বলল, 'তোমার সাথে ল্যুকের কথা হয়েছে?'

'আজ সকাল সাড়ে ছটায় ল্যুক ফোন করেছিল।' গলা কেঁপে উঠছে এলসপেথের। কেন কাঁপছে তা তার জানা নেই।

'কোথা থেকে করেছে?'

'কোত্থেকে করেছে, কোথায় যাচ্ছে, কিছুই বলেনি আমাকে। ওর ধারণা আমার ফোন ট্যাপ করা হতে পারে, তাই বলেনি। তবে একটা কথা বলেছে— তুমি নাকি ওর মেমোরি নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী'।

'ল্যুক হান্টসভিলে আসছে। আমি এখন আছি রেডস্টোন আর্সেনালে। আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করব, বাড়ির ভেতর কি ঢোকা যাবে?'

প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করল এলসপেথ, 'তুমি কি এখন ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করছো?'

BanglaBook.org

'অবশ্যই।'

'ও কি ঠিক হয়ে যাবে?'

'আমি আমার সেরাটা দিয়েই চেষ্টা করছি।'

একটু সময় নিল এলসপেথ। এ সময় সে বসে রইল চুপ করে। তারপর বলল, 'ব্যাক ইয়ার্ডের বোগেন ভিলিয়ার টবের নিচে চাবি আছে।'

'থ্যাংকস।'

'ল্যুকের দিকে খেয়াল রেখো, প্লিজ!'

'বললাম তো আমি সেরাটা দিয়েই।'

'অ্যান্থনি, আমার সাথে এভাবে কথা বলার চেষ্টা করবে না।' রেগে উঠল এলসপেথ। 'খেয়াল রাখবো'। ফোন রেখে দিল অ্যান্থনি। ফোন রেখে উঠে দাঁড়াতেই ফোনটা বেজে উঠল। ফোন ধরাটা কী ঠিক হবে?

হোবার্ট হতে পারে। কিন্তু হোবার্ট তো জানে না যে সে কর্নেল হিকহ্যামের অফিসে। এ ঘটনা শুধু পিট জানে। ফোন তুলল অ্যান্থনি। 'ড. জোসেফসন এখানে এসেছেন।' পিটের গলা পাওয়া গেল। সে উত্তেজিত অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে। 'শিট!' এতক্ষণ মনে হয়েছে দৃশ্যপট থেকে বিলি নেই হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে তা না। বিলি এখনও আছে।

অ্যান্থনি বলল, 'সে কি মাত্র প্লেন থেকে নেমেছে?' 'হ্যাঁ, টার্মিনাল বিল্ডিং-এ বসে আছে। মনে হচ্ছে কারও জন্য অপেক্ষা করছে।' 'নিশ্চয়ই ল্যুকের জন্য অপেক্ষা করছে।' এই মহিলা ল্যুককে বলতে এসেছে যে আমরাও হান্টসভিলে এসেছি। 'তুমি ওকে টার্মিনাল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।'

'কীভাবে?'

'জানি না কীভাবে। জাস্ট সরিয়ে নিয়ে যাও!'

BanglaBook.org

দুপুর : ১২টা

এক্সপ্লোরারের অরবিট ইকুয়েটরের সাথে চৌত্রিশ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত, যা ভূকেন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত। এটা প্রথমে যাবে আটলান্টিক মহাগরের দিকে তারপর ভারত মহাসাগর এবং ইন্দোনেশিয়া যেখানে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত।

হান্টসভিলের এয়ারপোর্ট ছোট্ট কিন্তু যথেষ্ট ব্যস্ত। একটা মাত্র টার্মিনাল বিল্ডিং। তাতে একটাই ডেস্ক, কয়েকটা ভেডিং মেশিন আর এক সারি ফোন বুথ আছে। টার্মিনালে পৌঁছা মাত্র বিলি দেখল ল্যুকের ফ্লাইট নির্ধারিত সময়েরও এক ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছাবে। ল্যুক পৌঁছাতে পৌঁছাতে বাজবে সোয়া তিনটা। হাতে তিন ঘণ্টা। কাজ না থাকলে তিন ঘণ্টা যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ভেডিং মেশিন থেকে একটা ক্যান্ডি বার আর ড. পিপার নিয়ে বসলো বিলি। পাশে মাটিতে রাখা ছোট এটাচি কেস। এটাচি কেসে তার কোল্ট, ভদ্রলোকের মতো চুপচাপ শুয়ে আছে। পুরো দৃশ্যটা নিয়ে ভাবছে বিলি। কী করা যায়? দেখা হওয়া মাত্রই কি অ্যান্থনির ব্যাপারে সাবধান করা যাবে? যাবে হয়তো। সোমবার কী কারণে এখানে এসেছিল ল্যুক তাই বের করার চেষ্টা করবে সে। তাই আশেপাশে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে। নিতে হবে ঝুঁকি। ঝুঁকির হাত থেকে কি ল্যুককে বাঁচানো যাবে? এসব আকাশ-পাতাল চিন্তায় বিলি যখন বিভোর ঠিক তখনই একটা মেয়ে এলো তার কাছে।

মেয়ের পরনে ক্যাপিটাল এয়ার লাইনসের ইউনিফর্ম মেয়েটা বলল, 'আপনি কি ড. জোসেফসন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার জন্য একটা ফোন মেসেজ আছে।' বলেই মেয়েটা বিলির হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিলো। ভ্রু কুঁচকে গেল বিলির। সে যে এখানে এসেছে তা কে জানে? কেউ তো জানে না, তাহলে এই মেসেজ কার পাঠানো?

BanglaBook.org

সে বলল, 'থ্যাংকস। ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম। যদি কোনো সাহায্যও প্রয়োজন হয় প্লিজ আমাদের জানাবেন। আমরা আপনাকে সাহায্যের ব্যাপারে সদা প্রস্তুত।' একগাল হাসল মেয়েটা।

'অবশ্যই। অব্যশই। অবশ্যই।' খাম খুলল বিলি।

খামে লেখা 'ড. লুকাসকে হান্টসভিল এর TE6-4231 নাম্বারে ফোন করুন।' পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেল বিলি। ল্যুক এর মধ্যেই এখানে পৌঁছে গেছে? কী করে পৌঁছল? আর ল্যুক জানল কী করে যে বিলি এখানে? সব প্রশ্নের সমাধান একটাই– খামে লেখা নাম্বারে ফোন করা। একটা ফোন বুথে ঢুকে গেল বিলি। ফোনে রিং হওয়ামাত্র অপরপ্রান্ত থেকে ফোন ধরল একজন। 'কম্পেনেন্টস টেস্ট ল্যাব।'

লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে ল্যুক এর মধ্যেই রেডস্টোন আর্সেনালে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ল্যুক এত দ্রুত এখানে পৌঁছাল কী করে? বিলি বলল, ড. ক্রুদ, ল্যুকাসকে দিন প্লিজ।'

'একটু হোল্ড করুন।' একটু নীরবতা। এরপর অপরপ্রান্তের লোকটা বলল, 'ড. ল্যুকাস এইমাত্র বাইরে গেছেন। তাকে কি কিছু বলতে হবে? আপনি কে বলছেন?'

'আমি ড. বিল্লাহ জোসেফসন, ড. ল্যুকাসকে এই নাম্বারে ফোন করার জন্য একটা মেসেজ পেয়েছি আমি।'

ও প্রান্তে লোকটার গলা মুহূর্তে বদলে গেল। 'ওহ্, ড. জোসেফসন। শেষমেশ আপনাকে পাওয়া গেল! ড. ল্যুকাস আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য উতলা হয়ে আছেন।'

'ড. ল্যুকাস কী করছে ওখানে? আমি ভাবলাম উনি বোধহয় এখনও প্লেনে আছেন। ভার্জিনিয়ার নরফোকে ড. ল্যুকাসকে সাধারণ যাত্রীবাহী প্লেন থেকে আর্মি সিকিউরিটি স্পেশাল ফ্লাইটে উঠিয়ে দিয়েছেন, ড. ল্যুকাস এখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছেছেন। থাক ল্যুক তাহলে বিপদমুক্ত।' নির্ভার লাগছে বিলির। একটু বিভ্রান্তও সে।

সে বলল, 'কী করছে ড. ল্যুকাস?'

'কী করছে, তা তো আপনার জানার কথা।'

'তা অবশ্যই জানি, কেমন চলছে কাজ?'

'চমৎকার। অবশ্য কাজের ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলতে পারছি না। টপ সিক্রেট। দুঃখিত, আপনি কি এখানে একবার আসতে পারবেন?'

BanglaBook.org

‘কোথায়?’

‘চাগনুগ রোড ধরে ঘণ্টাখানেক গেলেই ল্যাব। আমি অবশ্য আপনার জন্য একটা আর্মি কার পাঠাতে পারি। তাতে দেরি হবে। আপনি বরং একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে আসুন।’

বিলি পকেট থেকে নোটবুক বের করে বলল, ‘রাস্তার ডিরেকশনটা বলুন।’

BanglaBook.org

দুপুর : ১টা

ফার্স্ট স্টেইজের ইঞ্জিন খুব দ্রুত বন্ধ করতে হয় এবং ইঞ্জিনের সুইচ বন্ধ করার পরপরই একে আলাদা করে ফেলতে হয়, নয়তো এর গ্রাজুয়াল থ্রাস্ট ডিকের কারণে এটি সেকেন্ড স্টেইজের সাথে আটকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সেকেন্ড স্টেইজ পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থকে। ফুয়েল লাইনের চাপ কমার সাথে সাথে ভাল্ব বন্ধ হয়ে যায় এবং এর পাঁচ সেকেন্ড পর স্প্রিং লোডেড এক্সপ্লোসিড বোল্ট ডিটোনেটেড হয় এবং এর মাধ্যমে আলাদা হয়ে যায় ফাস্ট ইজ। স্প্রিং সেকেন্ড স্টেইজের গতি বাড়িয়ে দেয় প্রতি সেকেন্ড ২.৬ ফুট হারে। এতে সেকেন্ড স্টেইজ ফার্স্ট স্টেইজ থেকে সহজে অবমুক্ত হয়।

ল্যুকের বাসা খুব ভালো করে চেনে অ্যান্থনি। প্যাসাডেনা থেকে এখানে যখন ল্যুক আর এলসপেথ প্রথম এসে থাকতে শুরু করে তখন বেশ কয়েকবার ছুটিতে এসে থেকেছে অ্যান্থনি। ল্যুকের বাসায় পৌছাতে ঠিক পনেরো মিনিট লাগল। মূল শহর থেকে একটু বাইরে ইকোল হিলসে ল্যুকের বাসা। অ্যান্থনি ল্যুকের বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাড়ি পার্ক করে রাখল, যাতে ল্যুক আগে থেকে কিছু টের না পায়। দৃঢ় পায়ে বাড়ির পেছনে চলে গেল অ্যান্থনি। নিজেকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে। সবকিছুই এখন তার পক্ষে। সময় সময়, বিস্ময়ের ধাক্কা, এবং পিস্তল। আগেও বিষয়গুলো তার পক্ষেই ছিল কিন্তু তাও ফাঁকি দিয়েছিল ল্যুক। ভাবতেই গা জ্বলে যাচ্ছে। আচ্ছা ল্যুক কেইপ ক্যানাভেরালে না গিয়ে হান্টসভিলে কেন আসছে? উত্তরটা অ্যান্থনির জানা নেই। জানতে হবে কী সেই বিষয়? বিষয়টা কি তার জন্য বিস্ময়ের হবে? কে জানে? ল্যুকের বাসা বিশাল, বেশ ঝকঝকে সাদা চুনকাম করা। পিলারে গড়া বারান্দা আছে। আর্মিতে চাকরি করে এ রকম বাড়িতে থাকা যায় না। নিজেরও কিছু থাকতে হয়। অ্যান্থনি বাড়ির গেইট খুলে ভেতরে ঢুকল। গেইট আর বাড়ির মাঝে একটা উঠানের মতো জায়গা। এখানে চাবি ছাড়াই ঢোকা

BanglaBook.org

যেত। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কিচেন ডোরের পাশে একটা টেরাকোটার টবে বোগেরডিলিয়ার চারা। টবের নিচেই বিশাল একটা চাবি পাওয়া গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকল অ্যান্থনি। বাড়ির বাইরের টুকু পুরনো ধাঁচের হলেও ভেতরে সব আধুনিক। কিচেনে এলসপেথ আধুনিক সব যন্ত্রপাতি এনে রেখেছে। বাড়ির অন্যান্য অংশেও তাই। বাড়ির মধ্যে বেশ বড় একটা হলরুম। হলরুমের দেয়ালে উজ্জ্বল প্যাস্টেল রং। লিভিং রুমে একটা কনসোল টিভি। ডাইনিং রুমে আধুনিক ডিজাইনের চেয়ার আর সাইডবোর্ড। অ্যান্থনির নিজের পছন্দ সব ট্রেডিশনাল ডিজাইন। তবে এলসপেথের বাছাই করা ডিজাইনও তার ভালো লাগছে।

অ্যান্থনি সিদ্ধান্ত নিল পুরো বাড়ি একবার সার্চ করতে হবে। শুরু হলো খোঁজা। কী খুঁজছে জানে না অ্যান্থনি। শুধু জানে সন্দেহজনক কিছু একটা খুঁজছে সে। কিচেন থেকে একজোড়া রাবার গ্লাভস পরে খুঁজছে অ্যান্থনি। আজ এখানে একটা খুন হবে, পরে এ জন্য তদন্ত হবে। তদন্তের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ফিংগারপ্রিন্ট রেখে যাওয়ার ইচ্ছে তার নেই।

অ্যান্থনি কাজ শুরু করল স্টাডি থেকে। স্টাডি রুমটা ছোট কিন্তু দেয়ালের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বইপত্রে ঠাসা। সব বৈজ্ঞানিকের বইপত্র। স্টাডিতে একটাই ডেস্ক। অবশ্যই ল্যুকের ডেস্কের সব ড্রয়ার খুলে ঘেঁটে দেখল অ্যান্থনি। পরবর্তী দু ঘণ্টা ধরে সারা বাড়ির প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি সার্চ করল অ্যান্থনি, কোনো লাভ হলো না। পাওয়া গেল না কিছুই।

ল্যুকের ক্লজিট ভর্তি স্যুট। প্রতিটি স্যুটের পকেট খুঁজেছে অ্যান্থনি। স্টাডি রুমের প্রতিটি বই খুলে দেখা হয়েছে, যদি পাতার ভাঁজে কোনো কাগজ লুকানো থাকে এই ছিল আশা। বিশাল ডাবল-ডোর রেফ্রিজারেটরের টাপারওয়ার পর্যন্ত খোলা হয়েছে। কিছু নেই। ল্যুকের গ্যারেজে চমৎকার কালো ক্রাইসলার 300c পড়ে ঝিমুচ্ছে। এই গাড়ি বর্তমান বাজারে সবচে জোরে ছুটতে পারা গাড়ি। এই গাড়িরও প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করা শেষ। পুরো বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে কিছু গোপন তথ্য পেল অ্যান্থনি। তা হচ্ছে, এলসপেথ তার চুলে রং করে ঘুমের ওষুধ খায় এবং তার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে। এ জন্য ডাক্তারের কাছেও গিয়েছে এলসপেথ। আর ল্যুক ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু ব্যবহার করে এবং প্রতি মাসে প্লেবয় ম্যাগাজিন কেনে।

হলরুমের টেবিলের উপর চিঠিপত্রের একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। বোধহয় বাড়ির কাজের লোক টাইপের কেউ এনে রেখেছে। চিঠিপত্র সব নেড়েচেড়ে

দেখল অ্যান্থনি। জরুরি কিছু পাওয়া গেল না। পুরো সার্চের পরিশ্রমটাই মাটি। কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। তাহলে ল্যুক কী জন্য আসছে বাড়িতে? অ্যান্থনি লিভিং রুমে গিয়ে বসল কাউকে এখান থেকে ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড দিয়ে বাড়ির সামনে অংশ দেখা যায়। এবং খোলা দরজা দিয়ে হলরুমের উপরেও চোখ রাখা যায়। পকেট থেকে পিস্তল বের করল অ্যান্থনি। ফুল লোডেড, সাইলেনসারও ঠিকঠাক মতো লাগানো আছে। এখন শুধু ল্যুকের জন্য অপেক্ষা।

BanglaBook.org

দুপুর : ৩টা

ইনসট্রুমেন্ট কম্পার্টমেন্টের লেজের দিকে কমপ্রেসড এয়ার নজেল-এর যন্ত্রপাতি পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে। এই অংশ মহাশূন্যে স্যাটেলাইটের নোজ সেকশন ঠিকঠাক মতো রাখে।

বিলি পথ হারিয়ে ফেলেছে। এই বিষয়টা গত আধঘণ্টা ধরে সে টের পাচ্ছে। একটা বাজার মিনিট কয়েক আগে রওনা দিয়েছে বিলি। এয়ারপোর্ট থেকে একটা ফোর্ড ভাড়া করতে হয়েছে। তারপর হান্টসভিলের একেবারে কেন্দ্রে গিয়ে হাইওয়ে ৫৯ ধরে চাত্তানুগার দিকে রওনা দিল বিলি। একবার তার মনে হয়েছে যে টেস্টিং ল্যাবরেটরি কেন বেইজ থেকে এক ঘণ্টা দূরের পথ? সেফটির জন্য হতে পারে। হয়তো দেখা গেল টেস্টিং ল্যাবে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়েছে। সেটা থেকে বেইজটাকে তো বাঁচাতে হবে। এজন্য বোধহয় দূরত্বটা একটু বেশিই রাখা হয়েছে। যে লোকটা পথ নির্দেশনা দিয়েছে, সে বলেছে হান্টসভিল থেকে ঠিক পঁয়ত্রিশ মাইল হাইওয়ে ধরে যেতে হবে। হান্টসভিলের মেইন স্টিটে ট্রিপ মিটার জিরোতে নিয়ে রওনা দিয়েছে বিলি। মিটারে পঁয়ত্রিশ মাইল পার হয়েছে। এরপর ডান দিকে একটা রাস্তা থাকার কথা। সেদিকেই মোড় নেবার কথা তার। কিন্তু ডানে কোনো রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। ভেতরে একটু অস্বস্তি বোধ করছে বিলি। তাও সে আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। লোকটা যা বলেছে তা নোটবুকে ঠিকমতোই লিখেছিল বিলি। তখন কথা শুনে মনে হয়েছে লোকটা রাস্তার পুরো নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে বিষয় আসলে সে রকম না। রাস্তার সাথে তার বর্ণনার মিল পাওয়া যাচ্ছে না। লোকটাকে এতটা বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। এরচে ল্যুকের সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করলেই ভালো হতো। রাস্তার চারপাশে দৃশ্য ক্রমশ বুনো হয়ে উঠছে। ভাঙা ফার্ম হাউস বেড়া, রাস্তাও খারাপ। এখানে ওখানে গর্ত। লোকটার উপর তীব্র মেজাজ খারাপ হচ্ছে বিলির। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পথ ধরল বিলি। সেই একই দৃশ্য। চলতে চলতে একপাশে গাড়ি দাঁড় করাল বিলি। রাস্তার পাশে একজন কৃষক দেখা যাচ্ছে। কৃষককে বিলি বলল, 'আমি

BanglaBook.org

কম্পোনেন্টস টেস্টিং ল্যাবটা খুঁজছি। কোন দিকে বলতে পারবেন?' কৃষক লোকটা একটু অবাক হলো। সে বলল, 'আর্মি বেইজ? সে তো সেই হান্টসভিল পেরিয়ে যেতে হবে। শহরের আরেক পাশে। আপনি তো পুরো উল্টো দিকে চলে এসেছেন'। এ রাস্তা ধরে তো ওদের কোনো অংশ আছে বলে শুনেছি। দেখিনি তো কখনো কী অদ্ভুত কথা।' কী করা উচিত বিলির? ল্যাবে ফোন করে আবার পথের নির্দেশনা ঠিকমতো নিয়ে নেওয়া যায়। বিলি কৃষককে বলল, 'আপনার ফার্মে কোনো ফোন আছে?

'নাহ্ ফোন ব্যবহার করি না।

'তাহলে ধারে কাছে ফোন বুথ আছে কিনা এই প্রশ্নটা করতে চাইল বিলি। কিন্তু কী অবাক বিষয়, কৃষক ভদ্রলোক ভয় পাচ্ছেন। সমস্যা কী? ভয় পাবার কী আছে? বিশাল ধূ ধূ মাঠ, মাঝে শ্বেতাঙ্গ এক মহিলা গাড়ি থামিয়ে কী সব প্রশ্ন করছে। তাই কি এই কৃষক ভয় পাচ্ছে? হতে পারে। আর কোনো প্রশ্ন না করে গাড়ি ছেড়ে দিল বিলি। কয়েক মাইল যাওয়ার পর একটা খাবার দোকান পাওয়া গেল ঠিক রাস্তার উপরেই। তাই বাইরে একটা পে-ফোন দেখা যাচ্ছে। সেদিকেই গাড়ি ঘোরাল বিলি। মেসেজের কাগজ থেকে নাম্বার দেখে ডায়াল করল সে, ফোনের ও প্রান্ত থেকে সাথে সাথেই কেউ ফোন ধরল। তরুণ একটা কণ্ঠ বলল, হ্যালো।

'আমি কি ড. ক্লদ লুকাসের সাথে কথা বলতে পারি?

'ভুল নাম্বারে ফোন করেছেন আপনি।

'এটা কি হান্টসভিল TE6-4231 না?'

এ পাশে একটু নীরবতা। 'হ্যাঁ, ডায়ালে তো তাই লেখা দেখছি।' মেসেজের কাগজে নাম্বারটা আবার দেখে নিল বিলি। কই, সে তো ভুল নাম্বার চাপেনি। বিলি বলল, 'আমি কম্পোনেন্টস টেস্টিং ল্যাবে ফোন করতে চাইছিলাম।'

'আপনার ফোন এসেছে হান্টসভিল এয়ারপোর্টের পে-ফোন বুথে।'

'পে-ফোন?

'ইয়েস, ম্যাম?'

বিলি সাথে সাথে বুঝল তাকে বোকা বানানো হয়েছে। ও পাশের তরুণ বলে চলেছে, 'আমি মাকে ফোন করার জন্য বুথে ঢুকেছিলাম। ঢোকা মাত্র ফোন বেজে উঠল। ধরলাম ফোন। আপনি বললেন আপনি ক্লদ নামের একজনকে খুঁজছেন। এই হলো ঘটনা।'

'শিট!' ফোন আছড়ে ফেলল বিলি। খুব চিন্তাভাবনা করে তাকে বোকা বানানো হয়েছে।

BanglaBook.org

ল্যুক নরফোকে আর্মি ফ্লাইটে চড়েনি এবং কম্পোনেন্টস টেস্টিং ল্যাবে পৌছায়নি। পুরো গল্পটা ফাঁদা হয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে তাকে সরানোর জন্য। গল্প ফাঁদার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। হাতঘড়ির দিকে তাকাল বিলি। এতক্ষণে ল্যুক ল্যান্ড করেছে। অ্যান্থনি অপেক্ষা করছে ল্যুকের জন্য। এখানে এসে কোনো লাভই হলো না বিলির। বিচিত্র এক ধরনের হতাশায় আক্রান্ত হলো বিলি। আচ্ছা, ল্যুক কি এখনও বেঁচে আছে? যদি বেঁচে থাকে তবে হয়তো এখনও ল্যুককে সতর্ক করে দেয়া যাবে। এয়ারপোর্টে মেসেজ পাঠানো এখন অর্থহীন। কিন্তু কাউকে তো মেসেজ পাঠানো যায়। কাকে পাঠানো যায়? নিজের মনেই ঝড়ের বেগে চিন্তা শুরু করল বিলি। বেইজ লুকের একজন সেক্রেটারি আছে মনে পড়ল বিলির। কী যেন নাম ভদ্রমহিলার? একটা ফুলের নামে নাম কিন্তু নামটা কী?

মেরীগোল্ড। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে নাম। বিলি রেডস্টোন আর্সেনালে ফোন করে ড. লুকাস এর সেক্রেটারিকে চাইল। কিছুক্ষণ পর লাইন পাওয়া গেল। ভদ্র মহিলা তার গলায় আলাবামারও উচ্চারণের হালকা ছোঁয়া আছে। 'কমপিউটেশন ল্যাবরেটরি থেকে বলছি। বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আপনি কি মেরীগোল্ড?

'হ্যাঁ।'

'আমি ড. জোসেফসন। ড. ল্যুকাসের বন্ধু আচ্ছা।' মেরীগোল্ডের গলায় অবিশ্বাস কিন্তু এই মহিলার বিশ্বাস খুব জরুরি। বিলি সে বলল, আপনার সাথে আমার আগে কথা হয়েছে। আমার ডাক নাম বিলি।'

'ও আপনি বিলি? হ্যাঁ চিনেছি। কেমন আছেন?

'দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি, ল্যুকের কাছে একটা মেসেজ পৌছানো প্রয়োজন খুব জরুরি, ল্যুক কি আপনার আশেপাশে আছে?

'নো ম্যাম, তিনি বাড়িতে গিয়েছেন।'

'বাড়িতে কেন?'

'একটা ফাইল ফোল্ডার খুঁজতে গেছে।'

'ফাইল? শব্দটার গুরুত্ব হঠাৎ করেই বিলির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ফাইলটা কি ল্যুক সোমবার বাড়িতে রেখে এসেছিল?'

'এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না ম্যাম।'

বিলি বুঝল যে এ মহিলা জানলেও কিছু বলবে না। ল্যুকের নির্দেশ সে রকমই ছিল। এ মুহূর্তে এসব নিয়ে চিন্তা করাটা অর্থহীন। সে বলল, ল্যুকের

BanglaBook.org

সাথে যদি দেখা হয় বা সে যদি আপনাকে ফোন করে তবে তাকে একটা মেসেজ দিতে হবে। পারবেন দিতে?

'অবশ্যই পারবো ম্যাম।'

'বলবেন যে অ্যান্থনি এ শহরে এসেছে'

'আর কিছু না?

'এতেই বুঝবে ল্যুক। মেরীগোল্ড ঠিক কি করে যে কথাটা বলবো, বুঝতে পারছি না। কথাটা শুনলে হয়তো আমাকে পাগল ভাববেন। তারপরও মনে হয় কথাটা বলা দরকার। আমার ধারণা ল্যুকের সামনে খুব বিপদ।'

'বিপদের কারণ কী অ্যান্থনি?'

'হ্যাঁ। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন?'

অবিশ্বাস করার কিছু নেই। মাঝে মাঝে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। ওনার স্মৃতি নষ্ট হওয়ার বিষয়ের সাথে কি এসব জড়িত?

হ্যাঁ, আপনি যদি মেসেজটা ল্যুকের কাছে পৌছাতে পারেন তবে ল্যুক হয়তো জানে বেঁচে যাবে। আই মিন ইট।

'সর্বোচ্চ চেষ্টা করব, ডক্টর। থ্যাংকস্।

ফোন রেখে দিল বিলি। ল্যুকের কি কারও সাথে ফোনে কথা বলার সম্ভাবনা আছে? হ্যাঁ আছে। মানুষটা হলো এলসপেথ। আবার ফোন তুলল বিলি। এবার অপারেটরকে কেইপ ক্যানাভেরালের কথা বলল।

BanglaBook.org

বিকাল : ৩.৪৫

সে বার্নট আউট ফার্স্ট স্টেইজ খসে যাওয়ার পর মিসাইল একটি ভ্যাকুয়াম ট্র্যাজেক্টরি দিয়ে যাত্রা করে। এ সময় স্প্যাচিয়াল-অ্যালটিচ্যুড-কন্ট্রোল সিস্টেম পৃথিবীর ভূমিতলের ঠিক সমান্তরালে মিসাইলটিকে পথ চলতে সাহায্য করে।

কেইপ ক্যানাভেরালের সবার মাথা গরম এবং মেজাজ খারাপ। পেন্টাগন থেকে সিকিউরিটি এলার্ট জারি করা হয়েছে। আজ সকালে প্রতিটি স্টাফকে গেইটে দাঁড়িয়ে চেকিং-এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। সবাই যেখানে কাজ করার জন্য ব্যগ্র সেখানে খোলা সূর্য মাথায় নিয়ে কার বা দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে? সূর্যের যে তাপ তাতে গাড়ির গ্যাস ট্যাংক শুকিয়ে গেছে, রেডিয়েটরের জল ফুটেছে অনেক আগেই, এয়ারকনডিশন কাজ করছে কিনা গাড়ির ভেতর বসেও বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিটি গাড়িসুদ্ধ সার্চ হচ্ছে। হুড খুলে দেখা হয়েছে, ট্রাঙ্কের ভেতর কিছু আছে কিনা দেখেছে লোকজন। স্পেয়ার চাকাসুদ্ধ খোলানো হয়েছে। প্রত্যেকের ব্রিফকেইস এমনকি লাঞ্চ প্যাকও খোলা হয়েছে। প্রত্যেক মহিলার ব্যাগ খোলা হয়েছে। এমনকি মহিলাদের যে ন্যাপকিন তাও খোলা হয়েছে। ঘটনা এখানেই শেষ না। লোকজন তাদের নিজস্ব কাজ করার জায়গায় পৌঁছানোর পর আর্মির বিশেষ দল গিয়ে সার্চ করেছে। প্রতিটি ড্রয়ার, ফাইলিং কেবিনেট, এমনকি ইন্সপেকশন প্লেট তাও বাদ পড়েনি। সবার মুখে কথা একটাই, আরে বাবা আমাদের সার্চ করার দরকার কী? আমরা রকেট উড়াতে এসেছি নাকি? কার কথা কে শোনে। সার্চ ঠিকই চলেছে। এত সবের মাঝেও রাত সাড়ে দশটাতেই রকেট লঞ্চের সময় রাখা হয়েছে। চারদিকে এই বিশৃঙ্খলার জন্য খুশি হয়েছে এলসপেথ। সে কাজে একটু দেরি করছে আজ, তা কারো চোখে পড়ছে না, এ জন্য শে খুশি। এলসপেথের কাজে দেরি হওয়ার কারণ ল্যুক। তার জন্য অসম্ভব দুশ্চিন্তা হচ্ছে এলসপেথের। আর অ্যান্থনিকেও খুব একটা বিশ্বাস করা যায় কিনা ভাবছে সে। চারটা বাজার মিনিট কয়েক আগে তার ডেস্কে ফোন বেজে উঠল। ফোনের শব্দে এলসপেথের মনে হলো হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে। খপ করে ফোন তুলল সে।

'কে বলছেন?'

BanglaBook.org

'বিলি। বিল্লাহ জোসেফসন।'

'বিলি? কোথেকে বলছো? কোথায় তুমি?' খুব অবাক হলো এলসপেথ। 'আমি হান্টসভিলে, ল্যুকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।' 'ও সোমবার নাকি এখানে একটা ফাইল ফেলে গেছে। তাই খুঁজতে এসেছে।' চোয়াল ঝুলে গেল এলসপেথের। সোমবার ল্যুক হান্টসভিলে গিয়েছিল? এ কথা তো জানতাম না। 'এ ঘটনা মেরীগোল্ড ছাড়া কেউ জানত না। 'এলসপেথ, তুমি কি বুঝতে পারছো কিছু? কী হচ্ছে এসব?'

হাসল এলসপেথ। হাসিতে কোনো প্রাণ নেই। সে বলল; 'মনে হচ্ছিল বুঝতে পারছি। এখন আর তা মনে হচ্ছে না।'

'আমার ধারণা, ল্যুকের খুব বিপদ। ওর বাঁচা মরার প্রশ্ন।'

একথা বললে কেন বিলি?

'অ্যান্থনি ওয়াশিংটনে ল্যুককে গুলি করেছিল। গত রাতের ঘটনা, এলসপেথ। তবে গুলি লাগেনি ল্যুকের গায়ে।'

জায়গাতেই জমে গেল এলসপেথ, 'ও মাই গড।'

'এখন আসলে সব ব্যাখ্যা করার সময় নেই। যদি ল্যুক তোমাকে ফোন করে তাহলে ওকে একটু বলো যে অ্যান্থনি হান্টসভিলে চলে এসেছে। পারবে না?'

ধাক্কাটা সামলানোর চেষ্টা করছে এলসপেথ। সে বলল, 'আহ হ্যাঁ হ্যাঁ। অবশ্যই।'

'এতে ওর জীবনটা বেঁচে যেতে পারে।'

'বুঝেছি। বিলি, একটা কথা বলি।'

'বলো'।

'ল্যুকের দিকে একটু খেয়াল রেখো। কেমন?'

একটু ভাবল বিলি। এলসপেথের বক্তব্য পরিষ্কার না। সে বলল, 'কী বলতে চাইছো। বলো তো? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সিনেমার ডায়লগ শুনছি। কেউ মরে টরে যাওয়ার আগে এভাবে কথা বলে।' কোনো উত্তর দিল না এলসপেথ, শুধু ট্রাঙ্কের ফোনের লাইনটা কেটে দিল। তীব্র একটা বেদনা গলার কাছে চলে এসেছে। শরীর নিংড়ে কান্না উঠে আসছে। কান্নাটা দমন করা দরকার। কান্নায় কোনো লাভ হবে না। চোখের জলে কোনোদিন কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি, হবেও না। নিজেকে শান্ত করে হান্টসভিলের বাড়িতে ফোন করল এলসপেথ।

BanglaBook.org

বিকাল ৪টা

এক্সপ্লোরারের উপবৃত্তীয় কক্ষপথ প্রথম এক্সপ্লোরারকে নিয়ে যাবে পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে প্রায় ১৮০০ মাইল। এরপর সে আবার ফিরে আসবে পৃথিবীপৃষ্ঠের ১৮৭ মাইলের মধ্যে। এক্সপ্লোরার-এর অরবিটিং স্পিড হবে প্রতি ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল।

একটা গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল। সামনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অ্যান্থনি। বাড়ির সামনে একটা হান্টসভিল ট্যাক্সিক্যাব থামতে দেখা যাচ্ছে। পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অন করল অ্যান্থনি। উত্তেজনায় তার মুখ শুকিয়ে গেছে। ঠিক এ সময় ফোন বেজে উঠল।

বাঁকানো কাউচের এক প্রান্তে একটা ত্রিভুজাকৃতির টেবিলের উপর ফোন রাখা। তীব্র আতঙ্কে ফোনের দিকে তাকাল অ্যান্থনি। দ্বিতীয়বার ফোন বেজে উঠল। সিদ্ধান্তহীনতায় শরীর অবশ হয়ে গেল অ্যান্থনির। জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছে। ক্যাব থেকে বেরিয়ে এসেছে ল্যুক। ফোনটা হয়তো রং নাম্বার। আবার হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফোন। অ্যান্থনির ভেতর আতঙ্ক টগবগ করে ফুটছে। ফোনে কথা বলতে বলতে কাউকে গুলি করা সম্ভব না। তৃতীয়বার ফোন বাজল অনেকটা আতঙ্কেই ফোন তুলল অ্যান্থনি।

'ইয়েস? এলসপেথ বলছি। কী বলবে বলো। তাড়াতাড়ি।' খুব নিচু এবং খড়খড়ে গলায় এলসপেথ বলল সোমবার হান্টসভিলে রেখে যাওয়া একটা ফাইল খুঁজছে ল্যুক।' পুরো ঘটনা মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল অ্যান্থনির কাছে। রবিবার ল্যুক ব্লুপ্রিন্টের যে কপি পেয়েছে তার দুটো জেরক্স কপি করেছে সে, একটা ল্যুক নিয়ে যাচ্ছিল পেন্টাগনে, সেটা মাঝপথে আটকেছে অ্যান্থনি, একই জিনিসের যে দ্বিতীয় আরেকটা কপি ল্যুক নিরাপত্তার খাতিরে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারে তা কল্পনাও করেনি অ্যান্থনি। এত হালকাভাবে বিষয়টা ভাবা ঠিক হয়নি। ল্যুকও এককালে যুদ্ধ করেছে। তার ভেতরেও নিরাপত্তার বিষয়টা ভালোই থাকার কথা। ভুল হয়ে গেছে অ্যান্থনির। বিশাল ভুল।

'এ ঘটনা আর কে জানে?

BanglaBook.org

'ওর সেক্রেটারি, মেরীগোল্ড আর বিলি। বিল্লাহ জোসেফসন, আসলে বিলিই আমাকে ফাইলের ব্যাপারে খবর দিয়েছে। আর কারও জানাটাও অস্বাভাবিক না।

ল্যুক ড্রাইভারকে ভাড়া দিচ্ছে। অ্যান্থনির হাতের সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। সে এলসপেথকে বলল, 'ঐ ফাইলটা আমাকে পেতে হবে।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'ফাইল এখানে নেই। পুরোটা বাড়ি আগা থেকে গোড়া সার্চ করেছি। কিন্তু পাইনি।'

'তাহলে ফাইল অবশ্যই বেইজে আছে। ল্যুকের পিছু নিতে হবে আবারও। দেখতে হবে ও কোথায় যায়।'

ল্যুক দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। অ্যান্থনি বলল, 'এখন সময় নেই।' ফোন রেখে দিল সে।

দরজায় তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অ্যান্থনি হলঘর দিয়ে কিচেনে চলে গেল। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আস্তে করে দরজা আটকে দিল। দরজার তালায় এখনও চাবি ঝুলছে। তালা থেকে চাবি খুলে টবের নিচে রেখে দিল। এরপর মাটিতে শুয়ে পড়ল। ক্রল করে চলে গেল বাড়ির সামনের দিকে। এ জায়গা থেকে রাস্তা পর্যন্ত কোনো কভার নেই, এখন কপালের উপর ভরসা।

ল্যুক যখন ব্যাগ রেখে, কোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝোলাতে থাকবে তখন দৌড়ে বের হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। একটু অপেক্ষা করল অ্যান্থনি।

দাঁতে দাঁত চেপে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করল অ্যান্থনি।

অ্যান্থনি, দ্রুত হেঁটে গেটের কাছে পৌছে গেল সে। পেছনে ফিরে দেখার তীব্র ইচ্ছে হচ্ছে, ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখল প্রতিটি সেকেন্ডের অনেক দাম, যেকোনো সেকেন্ড পেছন থেকে ল্যুক হয়তো চিৎকার করে বলবে 'হেই স্টপ!' নয়তো গুলি করব!'

সে রকম কিছু হলো না।

রাস্তায় এবং শেষমেশ গাড়ির কাছে পৌছে গেল অ্যান্থনি।

BanglaBook.org

বিকাল ৪.৩০

স্যাটেলাইটের ভেতর দুটো ছোট্ট রেডিও ট্রান্সমিটার আছে। এর পাওয়ার সাপ্লাই যায় দুটো ছোট্ট মার্কারি ব্যাটারি থেকে। ব্যাটরিগুলো আকারে ফ্ল্যাশ লাইটের ব্যাটারির সমান। প্রতিটি ট্রান্সমিটারে চারটি টেলিমেট্রি চ্যানেল আছে। চ্যানেলগুলো একই সাথে কাজ করতে সক্ষম।

লিভিং রুমে টিভি বাঁশের উপর বাঁকর একটা ফ্রেম পাশে এর সাথে ম্যাচ করা বাঁশের তৈরি ল্যাম্প। ফ্রেমে একটা রঙিন ছবি আছে। ছবিতে অসাধারণ সুন্দরী এক নারীকে দেখা যাচ্ছে। সেই নারীর পরনে দুধসাদা বিয়ের পোশাক। নারীর পাশে ধূসর রঙের কোট পরা এক পুরুষ দাঁড়িয়ে। দুজনের মুখেই হাসি। পুরুষটি ল্যুক। এলসপেথের ছবির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ল্যুক। এই মেয়ে ইচ্ছে করলেই সিনেমায় নামতে পারত। লাম্বা গড়ন, অভিজাত চেহারা আর শরীরের ভাঁজগুলো শ্বাসরুদ্ধকর। নিজেকেই ঈর্ষা হচ্ছে ল্যুকের। সবকিছু একেবারে নিখুঁত। এত নিখুঁত কেন সবকিছু? বাড়ি তো আর জাদুঘর না যে সব সাজানো-গোছানো থাকবে। শেলফের দুচারটা বই মাটিতে গড়াগড়ি খাবে, হলওয়েরের উপর আধখাওয়া কফির কাপ, ছোট ছোট পুতুল, বল এখানে ওখানে চিৎপাটাং হয়ে থাকবে, তবে না হলো বাসা। কিন্তু এ বাড়িতে এসব হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বাচ্চকাচ্চা নেই, নেই কোনো পোষা প্রাণীও। টেলিভিশন নাটক বা মহিলাদের ম্যাগাজিনে যে রকম সাজানো গোছানো বাড়ি ঘর থাকে, সে রকম একটা জায়গার বাস্তব উদাহরণ ল্যুকের সামনে। চারপাশে খোঁজা শুরু করল ল্যুক। সবুজ রঙের একটা আর্মি ফাইল ফোল্ডার খুব সহজেই চোখে পড়ার কথা, অবশ্য যদি ভেতরের কাগজ আলাদা করে ফোল্ডার ফেলে দেয়া হয় তবেই ঝামেলা। স্টাডিতে ডেস্কে বসল ল্যুক, এটা তার নিজের বাড়ি ভাবতে ভালো লাগছে। প্রতিটা ড্রয়ার খুঁজে দেখল সে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া গেল না। উপরে উঠে গেল ল্যুক। বিশাল ডাবল বেডের দিকে তাকিয়ে রইল ল্যুক। বিছানার উপর হলুদ-নীলের কাজ। চমৎকার চাদর বিছিয়েছে এলসপেথ। এখানে সে ঐ অসাধারণ দেহবল্লরীর মানুষটার সাথে রাত কাটায় ভাবতেই ল্যুকের গা কেমন যেন করে উঠল।

BanglaBook.org

ক্লজিট খুলে ল্যুক এক ধরনের বিস্ময়ে আক্রান্ত হলো। সারি সারি স্যুট, স্পাস্টাকোট ঝোলানো। র‍্যাবের মধ্যে চমৎকার সব জুতো। তার পরনে চুরি করা স্যুট, তাও সে পরে আছে টানা চব্বিশ ঘণ্টার মতো। ইচ্ছে করছে পাঁচ মিনিটের একটা শাওয়ার নিয়ে ফ্রেশ হতে, ইচ্ছেটা সজোরে দমন করল ল্যুক। শাওয়ারের পেছনে খরচ করার মতো সময় হাতে নেই।

পুরো বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে নিজেকে আর এলসপেথকে নতুন করে আবিষ্কার করা শুরু করল ল্যুক। তারা দুজনেই গ্লেন মিলার আর ফ্রাঙ্ক সিনাত্রাকে পছন্দ করে। হেমিংওয়ে আর স্কট ফিটজেরাল্ডে লেখা তাদের পছন্দ। ডিউয়ার'স স্কচ তাদের পছন্দের পানীয়। টুথপেস্ট পছন্দ কোলগেট। এলসপেথের ক্লজিট খুলে দেখা গেল সে দামি আন্ডারগার্মেন্ট পছন্দ করে। এবং কোমর যথেষ্টই সরু। ফ্রিজে প্রচুর আইসক্রিম। এ জিনিস নিশ্চয়ই ল্যুকের পছন্দও। এলসপেথ যদি আইসক্রিম পছন্দ করত তবে তার কোমর চিকন থাকার কথা না।

হাল ছেড়ে দিল ল্যুক। কিচেনের ড্রয়ারে গ্যারেজের ক্রাইসলারের চাবি পাওয়া গেল। ওতে করে এবার বেইজে যেতে হবে। ফাইল খুঁজতে হবে বেইজে। বেরুবার আগে হলরুমে পড়ে থাকা মেইলগুলো তুলে নিল সে, প্রতিটা খাম খুলে পাওয়া যায়। একটা চিঠি এসেছে আটলান্টার ডাক্তারের কাছ থেকে। তাতে বলা হচ্ছে :

প্রিয় মিসেস লুক্যাস,

আপনার রুটিন চেক আপের জন্য যে রক্ত নেওয়া হয়েছিল, তার রিপোর্ট এসেছে ল্যাব থেকে। সবকিছু স্বাভাবিক।

যাই হোক...

পড়া বন্ধ করল ল্যুক। অন্যের চিঠি পড়া ঠিক না, তার ভেতর কে যেন বারবার এই কথা ভাঙা রেকর্ডের মতো আওড়ে যাচ্ছে। এ তো অন্যের চিঠি না, তার স্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠি। আর যাই হোক, শব্দটা কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে। পরবর্তীটুকু তো অবশ্যই পড়তে হবে। পরের প্যারাগ্রাফটা পড়ল ল্যুক—

'যা হোক, আপনি আন্ডারওয়েট, নিদ্রাহীনতায় ভুগছেন। আপনার সাথে যখন দেখা হয় আমার, তখন আপনি কাঁদছিলেন, জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিলেন যে, কোনো সমস্যা হয়নি। এসব হচ্ছে বিষণ্নতার চিহ্ন।'

ভ্রু কুঁচকে গেল ল্যুকের। কথাটা খুব অস্বস্তিকর! এলসপেথ বিষণ্নতায় ভুগছে কেন? সে তাহলে কী ধরনের স্বামী?

BanglaBook.org

বিষণ্নতা কখনো শারীরিক কোনো রাসায়িনক পরিবর্তনের কারণেও হতে পারে। এই ধরনের শারীরিক রাসায়নিক পরিবর্তন সাধারণত বৈবাহিক জীবনের কোনো জটিলতা বা তীব্র কোনো মানসিক আঘাত (যেমন ছোটবেলায় বাবা-মা হারানোর মতো ঘটনা) এর কারণে হতে পারে। এর চিকিৎসায় অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট জাতীয় ঔষধ বা সাইকিয়াট্রিস্টের পরামর্শ কার্যকর।

কী ভয়াবহ কথা লেখা! কী সর্বনাশ! এলসপেথ মানসিকভাবে অসুস্থ?

আপনার ক্ষেত্রে এই শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের কারণ ১৯৫৪ সালে আপনার করা টিউবাল লাইগেশন। এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

টিউবাল লাইগেশন কী জিনিস? ল্যুক স্টাডিতে গিয়ে সেলফ থেকে Family Health Encyclopedia বই হাতে নিল। শব্দটা খুঁজে যা পেল তাতে স্ত ম্ভিত হয়ে গেল ল্যুক। টিউবাল লাইগেশন হচ্ছে মহিলাদের জন্য স্থায়ী জন্মনিরোধক পদ্ধতি। যারা বাচ্চকাচ্চা চায় না তারই এ কাজ করে। চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল ল্যুক। এনসাইক্লোপেডিয়াতে লাইগেশন সম্পর্কে লেখা প্রায় পুরো অংশ পড়ল সে। সকালে এলসপেথের সাথে কথা হয়েছে ল্যুকের। তখন সে বাচ্চাকাচ্চার ব্যাপারেও প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে এলসপেথ বলেছিল, 'ঠিক জানি না। গেল বছর আমরা ফার্টিলিটি স্পেশালিস্টের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি কোনো সমস্যা ধরতে পারেননি। গত সপ্তাহে আটলান্টায় একজন মহিলা ডাক্তারকে দেখিয়েছি। তিনি কয়েকটা টেস্ট দিয়েছেন। রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।'

পুরো কথা মিথ্যা। এলসপেথ খুব ভালো করে জানে কেন তাদের কোনো বাচ্চাকাচ্চা হচ্ছে না। সে আন্টলান্টায় ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল এটি সত্যি, কিন্তু সে আসলে ফার্টিলিটি টেস্টিং-এর জন্য যায়নি, গিয়েছিল রুটিন চেক-আপের জন্য। ল্যুকের অসম্ভব অসুস্থ বোধ হচ্ছে। কী ভয়ংকর প্রতারণা। এই মেয়েটা মিথ্যে কথা বলেছে কেন? কেন? অস্থির লাগছে ল্যুকের। পরের প্যারাটা পড়া শুরু করল সে।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেলে জীবদ্দশার যেকোনো সময়েই বিষণ্নতা আক্রমণ করতে পারে। আপনি আপনার বিয়ের মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে এ প্রক্রিয়া...

ল্যুকের চোয়াল ঝুলে গেল। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। এলসপেথের প্রতারণা তাহলে বিয়ের অল্প কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। কাজটা এলসপেথ করল কী করে? পুরো ঘটনার কিছুই মনে নেই ল্যুকের। কিন্তু সে

BanglaBook.org

অনুমান করতে পারছে হয়তো এলসপেথ বলেছে, 'ছোট্ট একটা অপারেশন কিংবা হয়তো স্রেফ 'মেয়েলি ব্যাপার' বলে এড়িয়ে গেছে প্রসঙ্গ।

এর পর পুরোটা প্যারা পড়ল ল্যুক—

'এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেলে জীবদ্দশার যেকোনো সময় বিষণ্নতা আক্রমণ করতে পারে। আপনি আপনার বিয়ের মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। বিষয়টা কিছুটা হলেও আশ্চর্যজনক। আপনার নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত ছিল।'

ল্যুকের রাগ হঠাৎ করেই কমে গেল। এলসপেথ নিজেও অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আছে। ডাক্তারের ভাষ্যমতে সে আন্ডারওয়েট এবং নিদ্রাহীনতার রোগী। কী ভয়াবহ মানসিক অস্থিরতা এলসপেথের তৈরি হয়েছে! মেয়েটা এ কাজ কেন করল? কী দরকার ছিল এসবের? করুণা হচ্ছে এলসপেথের জন্য। সেই সাথে ল্যুক এও বুঝতে পারল একটা মিথ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে বিয়ের মাধ্যমে, কোনো প্রয়োজন ছিল না এ সম্পর্কের, এ বিয়ের কারণেই কি বাড়িতে ভালো লাগছে না তার?

চারপাশে কী সুন্দর গোছানো, ঝকঝকে। তাও কী যেন নেই। এই শূন্যতা কি সন্তানের? এলসপেথ টানা চারটা বছর ধরে শুধু মিথ্যে কথাই বলে এসেছে? কী করে সম্ভব? ধাক্কাটা যেন ল্যুককে পুরো অবশ করে দিল। ডেস্কে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, বাইরে সন্ধ্যা নামছে মন্দ ময়ূরে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত সূর্যের আলো। জীবনটাতে এত ভুল কী করে হলো? অতীত সম্পর্কে বিলি বলল, বার্ন বলল এবং বলল এলসপেথ। প্রতিটি বাঁকে বাঁকে মনে হচ্ছে শুধু ভুল আর ভুল। জীবনের পাতায় পাতায় কি শুধুই ভুল কিছু নেই? সে কি একজন দুর্বল মানুষ, নাকি তার ভাগ্যটাই এ রকম? সব দোষতো ভাগ্যের হতে পারে না। সে নিশ্চয়ই মানুষ চিনতে ভুল করেছে। অ্যান্থনিকে সে ভাবত প্রাণের বন্ধু, এখন সেই বন্ধু তার দিকে গুলি ছোড়ে। বার্নের সাথে সম্পর্ক নেই। সেই বার্নকেই দেখা গেল বিশ্বস্ত বন্ধুর ভূমিকায়। বিলির সাথে ঝগড়া করে বিয়ে হলো এলসপেথের সাথে। সেই বিলি সব ফেলে এখন সাহায্য করছে ল্যুককে, আর এলসপেথ? খালি মিথ্যে কথা বলে গেল। কি অদ্ভুত! এ সময় জানালার বন্ধ কাচে একটা পোকা এসে ধাক্কা খেল। সেই শব্দে বাস্তবে ফিরে এলো ল্যুক।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল সে, ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘর পেরিয়ে গেছে। জীবনের সমস্ত রহস্য সমাধান করতে হলে ফাইলটা পেতে হবে।

BanglaBook.org

এখানে নেই ফাইল। তাহলে সেটা অবশ্যই রেডস্টোন আর্সেনালে আছে। সময় চলে যাচ্ছে। রাত সাড়ে দশটায় রকেট লঞ্চ হবে। হাতে সময় মাত্র তিন ঘণ্টা। এর মধ্যেই জানতে হবে ওতে স্যাকেটশ করার কোনো পরিকল্পনা চলছে কিনা। বাড়ি ঠিকঠাক মতো বন্ধ করে বেরুতে হবে। গ্যারেজে গাড়ি আছে। ওতে করেই যেতে হবে বেইজে। এত সব ভেবেও ল্যুক ডেস্কে কিছুক্ষণ বসে রইল। তাকে দেখাচ্ছে রণক্লান্ত বিধ্বস্ত এক সৈনিকের মতো।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা ৭.৩০

রেডিও ট্রান্সমিটারের একটা বেশ শক্তিশালী কিন্তু স্বল্পায়ু বিশিষ্ট। দু'সপ্তাহের মধ্যে এর আয়ু শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়টি ততটা শক্তিশালী না। কিন্তু এর দুর্বল রেডিও সিগন্যাল একটানা দু মাস কাজ করবে।

লুকের বাড়িতে কোনো আলো জ্বলছে না। এর অর্থ কী? চিন্তা করছে বিলি। এর অর্থ তিনটা। প্রথম সম্ভাবনা হলো, বাড়িতে কেউ নেই। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে পুরো বাড়ি অন্ধকার করে ভেতরে অ্যান্থনি অপেক্ষায় বসে আছে। তৃতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে ল্যুক হয়তো এক পুকুর রক্তের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কোনো সম্ভাবনাটা সত্যি তা জানার উপায় নেই। অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে ভালো লাগছে না বিলির। মনে হচ্ছে বিচিত্র আতঙ্কে সে পাগল হয়ে যাবে। পুরো পরিস্থিতিটা কি চমৎকারভাবে গুবলেট করে ফেলেছে বিলি। ঘন্টাকয়েক আগেও ল্যুককে সতর্ক করে দেওয়ার সুযোগ ছিল তার হাতে। এরপর কেউ একজন তাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল। সেই ভুল সংশোধনে কেটে গেছে কয়েক ঘন্টা। এখন সে হান্টসভিলে ল্যুকের বাড়ি খুঁজে বের করেছে। ল্যুকের কাছে ঠিকমতো মেসেজ পৌঁছছে কিনা তাও জানে না বিলি। তার বোকার মতো একটা কাজে কি শেষ পর্যন্ত ল্যুকের জীবন দিতে হলো? গাড়ি নিয়ে ল্যুকের বাড়ির সামনে যে রাস্তা তার শেষ প্রান্তে চলে গেল বিলি। বড় করে শ্বাস নেওয়া শুরু করল সে। নিজেকে শান্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে। বাড়ির ভেতর কেউ আছে কিনা জানতে হবে। কিন্তু অ্যান্থনি থাকলে কী হবে? হঠাৎ ঢুকে ভড়কে দেয়া যায় অ্যান্থনিকে। কিন্তু কাজটাতে যথেষ্ট বিপদ আছে। পিস্তল হাতে নিয়ে অপেক্ষারত কাউকে ভড়কানো ঠিক না। একেবারে সোজাসাপ্টা সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে বেল বাজানো যায়। অনাকাঙ্ক্ষিত আগমনের জন্য কি অ্যান্থনি গুলি করে দেবে? দিতে পারে। ওর কোনো বুক-পিঠ নেই। এই মুহূর্তে নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে পারে না বিলি। ঘরে একটা বাচ্চা আছে। বিলির পাশের সিটে একটা ছোট এটাচি বেইজ। বেইস খুলে কোল্টটা

BanglaBook.org

হাতে নিল বিলি। ইস্পাতের শীতল পার্শে ভালো লাগছে তার কাছে পিস্তল বন্দুক এসবের অর্থ হচ্ছে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতাও জিনিস দিয়ে হেঁটে চলে বেড়ানো মানুষকে মুহূর্তেই থামিয়ে দেয়া যায়। শরীরের চামড়ায় একটা শিরশিরানি অনুভব করল বিলি। কোলের উপর পিস্তল রেখে গাড়ি ঘুরিয়ে বিলি ল্যুকের বাড়ির সামনে চলে এলো। গাড়ির দরজা খোলা রেখে বাড়ির দিকে দৌড় দিল বিলি। হাতে পিস্তল, মাথা নিচু। এ অবস্থতেই সে চলে এলো বাড়ির দেয়ালের কাছে। ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ঘুরে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল বিলি। কিচেনের বাইরের দিকের দরজার কাচ ভেঙে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সে দরজা খুলল। যেকোনো সময় গুলি এসে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে। দুরু দুরু বুকে ভেতরে ঢুকল বিলি। সারা বাড়ি খুব সাবধানে সার্চও করা হলো। কোথাও কেউ নেই।

ল্যুক কি তাহলে বাড়িতে আসেনি? নাকি অ্যান্থনি ওকে মেরে লাশ উঠিয়ে নিয়ে গেছে? নাকি অ্যান্থনি ওকে মারতেই পারেনি? ল্যুক কি শেষ পর্যন্ত বিলির মেসেজ পেয়েছিল? এত সব প্রশ্ন। কে পারে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে? একটাই মানুষ আছে, মেরীগোল্ড। ল্যুকের স্টাডিতে ফিরে গেল বিলি। লাইট জ্বালাতেই ডেস্কের উপর একটা মেডিকেল এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ে থাকতে দেখা গেল। সেই এনসাইক্লোপিডিয়ার ফিমেল স্টেরিলাইজেশন অংশ খোলা। কী ব্যাপার? এত সব বিষয় থাকতে ঠিক ফিমেল স্টেরিলাইজেশন পাতা খোলা কেন? ঘটনা কী? মনের ভেতরটা কৌতূহলে ফেটে যাচ্ছে। এখন কৌতূহলের সময় না। নিজেকে এই সান্ত্বনা দিয়ে স্টাডি থেকে ফোন করল বিলি। ইনফরমেশন থেকে মেরীগোল্ডের নাম্বার চাইল সে। ও প্রান্ত থেকে মেরীগোল্ডের বাড়ির নাম্বার দেয়া হলো।

বিলির প্রশ্নের উত্তরে ওপাশ থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'ও তো গান শেখাতে গেছে।'

বিলির মনে হচ্ছে পুরুষটা মেরীগোল্ডের স্বামী। 'মিসেস ল্যুকাস তো এখন ফ্লোরিডায় আছেন, সে জন্য মেরীগোল্ড গেছেন গান শেখাতে। মিসেস ল্যুকাস না আসা পর্যন্ত কাজটা ওকেই করতে হবে।'

বিলির মনে পড়ল যে, এলসপেথ বেডক্লিফ কোরাল সোসাইটির মূল সংগঠকদের একজন। ওয়াশিংটনে থাকতেও কালো বাচ্চাদের গান শেখাত এলসপেথ। এই রেডক্লিফে বোধহয় মেরীগোল্ডকে ডেপুটি হিসেবে পেয়েছে এলসপেথ।

BanglaBook.org

বিলি বলল, 'আমার আসলে মেরীগোল্ডের সাথে কথা বলা খুবই প্রয়োজন। ওর গানের ওখানে গিয়ে দু-এক মিনিট কথা বললে কি কোনো সমস্যা হবে?'

নাহ্, সমস্যা হওয়ার কথা না, মিল স্ট্রিটের ক্যালভারি গসপেল চার্চে আছে ও। থ্যাংক ইউ।' বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসল বিলি। হার্টজ ম্যাপে মিল স্ট্রিট দেখানো আছে। বিলি গাড়ি চালিয়ে জায়গামতো পৌঁছে গেল। দরিদ্র এলাকার ভেতর চমৎকার ইটের একটা বিল্ডিং নিয়ে চার্চ। চার্চের বাইরে গাড়ি রাখতেই কোরাসের আওয়াজ পাওয়া গেল। চার্চের ভেতর ঢুকতেই মাথার উপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল কোরাসের শব্দ। চার্চ হলের শেষ মাথায় সবাই গান করছে। সংখ্যায় জনা ত্রিশেক হবে। কিন্তু শব্দে মনে হচ্ছে কয়েকশো। গানের কথা আছে Everybody's gorra have a wonderful time up there- oh! Glory hallelyah! গানের সাথে সাথে চমৎকার পিয়ানো বাজাচ্ছে। বিশাল এক কালো মহিলা পুরো কোরাস নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি বিলির দিকে পেছন ফিরে আছেন। হলের ভেতর কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার সারি সারি সাজানো। একেবারে শেষ প্রান্তে বসল বিলি। তীব্র টেনশনের মধ্যেও কোরাসের সুর তার প্রাণ ছুঁয়ে গেল। জন্ম টেক্সাসে তাই গান সুর এসবের প্রতি অদ্ভুত মমতা আছে বিলির। মেরীগোল্ডকে প্রশ্ন করার জন্য বিলির প্রাণ আইঢাই করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে কোরাস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। মাঝখান থেকে গিয়ে কথা বলাটা ঠিক হবে না। গান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা শুরু করল বিলি। গান বেশ উঁচু তারে গিয়ে শেষ হলো। যে মহিলা কোরাস নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় ছিলেন, তিনি গান শেষ হওয়া মাত্র ঘুরে তাকালেন।

বিলিকে দেখে তিনি বাচ্চা শিক্ষার্থীদের বললেন, 'আমরা একটু বিরতি নিচ্ছি।' মহিলার দিকে বিলি এগিয়ে গেল। 'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনি কি মেরীগোল্ড ক্লার্ক?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না?'

'ফোনে আপনার সাথে আমার কথা হয়েছে। আমি বিলি জোসেফসন।'

'ওহ, হাই, ড. জোসেফসন।'

দুজনেই বাচ্চাদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেল। বিলি বলল, 'আপনার কি ল্যুকের সাথে কথা হয়েছে?'

'সকালের পর আর কথা হয়নি। ভেবেছিলাম বিকেলের দিকে তিনি বেইজে আসবেন। কিন্তু আসেননি। উনি ভালো আছেন তো?'

BanglaBook.org

'জানি না। আমি ল্যুকের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। বাড়ি পুরো ফাঁকা। কেউ নেই। ওর খুন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

পাগলের মতো মাথা নাড়ল মেরীগোল্ড, 'আমি আর্মিতে বিশ বছর হলো চাকরি করছি। এ রকম ঘটনা কখনো দেখিনি, শুনিওনি।'

'যদি ল্যুক বেঁচেও থাকে, তাহলে খুব বিপদের মধ্যে আছে।' মেরীগোল্ডের চোখের দিকে তাকাল বিলি।

'আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

বেশ কিছুটা সময় ইতস্তত করল মেরীগোল্ড। অবশেষে বলল, 'হ্যাঁ ম্যাডাম, করছি।'

'তাহলে আপনার আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।' শক্ত গলায় বলল বিলি।

BanglaBook.org

রাত : ৯.৩০

রেডিও সিগন্যাল যা পাঠানো হয় খুব শক্তিশালী ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে যা গ্রহণ করা যায় সারা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে। দুর্বল সিগন্যালগুলো কিছু সেকেন্ডের মধ্যে গ্রহণ করতে বিশেষ যন্ত্রসম্বলিত স্টেশন।

অ্যান্থনি এই মুহূর্তে রেডস্টোন আর্সেনালে নিজের আর্মি ফোর্ড গাড়িতে চুপ করে বসে আছে। গাড়ি পার্ক করা হয়েছে হেড কোয়ার্টারের পার্কিং লটে। এখান থেকেই কমপিউটেশন ল্যাবের দরজায় চোখ রাখা যায়। ল্যুক ল্যাবের ভেতর ঢুকেছে। এখানেও সে ফাইল খুঁজতে এসেছে। তবে অ্যান্থনি জানে ল্যুক তার ফাইল এখানেও পাবে না। কারণ ল্যুক আসার আগেই ল্যাব সার্চ করা শেষ অ্যান্থনির। সে এখন ল্যুকের জন্য অপেক্ষা করছে। এভাবে ল্যুককে ঘুরতে দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না। তবে এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই। এখান থেকে ল্যুক কোথায় যায় সেটা দেখতে হবে। ব্যাটার পেছনে লাগতে হবে আবারও। সময় এখন অ্যান্থনির পক্ষে চলে আসছে। যত সময় যাচ্ছে ল্যুকের ক্ষতি করার ক্ষমতা ততই কমছে। আর ঘণ্টাখানের মধ্যেই লঞ্চ করা হবে রকেট। এই এক ঘণ্টায় ল্যুকের পক্ষে কি সব ভেস্তে দেয়া সম্ভব? কে জানে হয়তো সম্ভব। এই পুরোনা বন্ধু গত দুদিনে বারবার প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তাকে দুর্বল প্রতিপক্ষ ভাবা ঠিক হবে না। অ্যান্থনির এসব ভাবনার মধ্যেই ল্যাব থেকে বেরিয়ে এলো ল্যুক। বেরিয়েই কালো আইসলারে চড়ে বসল। হাত যথারীতি খালি কোনো ফাইল ফোল্ডার ছিল না। গাড়িতে উঠেই ল্যুক স্টার্ট দিল।

হার্টবিট বেড়ে গেছে অ্যান্থনির। ইঞ্জিন চালু করে সে ল্যুকের পিছু নিল। রাস্তা একেবারে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। মাইলখানেক যাওয়ার পর একটা লম্বা একতলা বিল্ডিং-এর পার্কিং লটে ঢুকল ল্যুক। অ্যান্থনি গাড়ি নিয়ে চলে গেল আরও সামনে। কিছু দূর গিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে বিল্ডিং-এর কাছে এলো সে, ল্যুকের গাড়ি থেমে আছে। কিন্তু ভেতরে ল্যুক নেই। পার্কিং লটে গাড়ি ঢুকিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল অ্যান্থনি।

BanglaBook.org

ল্যুক প্রায় নিশ্চিত ছিল যে ফাইলটি কমপিউটেশন ল্যাবের অফিসে পাওয়া যাবে। এজন্য ওখানে খোঁজাখুঁজিতে সে ব্যয় করেছে দীর্ঘসময়। রুমের প্রতিটি ফাইল খুলে দেখা হয়েছে। এরপর সেক্রেটারিদের বসার জায়গায় ফাইলটা থাকার সম্ভাবনা আছে। কোথাও পাওয়া যায়নি। আরেকটা জায়গায় ফাইলটা থাকার সম্ভাবনা আছে। মেরীগোল্ড বলেছে সোমবার ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং-এ ও গিয়েছিল। ওখানে থাকার একটা কারণ নিশ্চয়ই ছিল। যদি ফাইল এখানেও না পাওয়া যায় তবে আর কোথায় তা থাকতে পারে সে সম্পর্কে ল্যুকের কোনো ধারণা নেই। হাতে সময়ও নেই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রকেট লঞ্চ হবে। হয় মহাশূন্যে পৌঁছাবে স্যাটেলাইট, না হয় মাঝপথে স্যাবোটাজের শিকার হবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং আর কমপিউটেশন ল্যাবের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। ল্যাব ঝকঝকে তকতকে একটা বিল্ডিং-এর কারণ হচ্ছে এর মধ্যে থাকা বিশাল কমপিউটার। আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিল্ডিং সে তুলনায় ময়লা। তেল রাবারের গন্ধ নাকে এসে ধক্কা দিচ্ছে। করিডোরে দ্রুত হাঁটা শুরু করল ল্যুক। দেয়ালের দিকে গাঢ় সবুজ রং করা, উপরের দিকে হালকা সবুজ। বেশিরভাগ দরজায় নেমপ্লেট আছে। কোনো নেমেপ্লেটে নিজের নাম খুঁজে পেল না ল্যুক। তার বোধহয় কোনো দ্বিতীয় অফিস নেই। হয়তো এখানে ছোট্ট একটা ডেস্ক আছে তার নামে। করিডোরের শেষ মাথায় বিশাল খোলা একটা রুম, রুমে হাফ ডজন স্টিলের টেবিল। রুমের অপর প্রান্তে একটা খোলা দরজা। দরজার উপাশে একটা ল্যাবরেটরি দেখা যাচ্ছে। ল্যাবরেটরির বেঞ্চগুলো গ্রানাইটের। এর উপর সবুজ কিছু ধাতব ড্রয়ার দেখা যাচ্ছে। বেঞ্চের ঠিক পেছনেই একটা বড় ডাবল ডোর। মনে হচ্ছে এ দরজা দিয়ে লোডিং এরিয়ায় যাওয়া যায়।

ল্যুকের ঠিক বাম পাশেই দেয়াল বরাবর এক সারি লকার চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটির উপরে নেমপ্লেট। এর মধ্যে একটাতে তার নিজের নাম লেখা। হয়তো ফাইলটা এখানেই ঢুকিয়ে রেখেছিল ল্যুক। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল ল্যুক। একটা চাবি দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করল সে, তালা খুলে গেল। লকারের দরজা খুলতেই উপরের তাকে শক্ত হ্যাট দেখা গেল। এর ঠিক নিচে একসেট নীল ওভারঅল ঝুলছে। নিচে একজোড়া কালো রাবার বুট। বুটের ঠিক পাশেই একটা সবুজ আর্মি ফাইল ফোল্ডার। এই জিনিসই বোধহয় খুঁজছে সে, ফোল্ডারে বেশকিছু কাগজ আছে। সেগুলো বের করতেই বোঝা গেল, রকেটের কোনো অংশের ব্লুপ্রিন্ট তার হাতে। ল্যুকের বুকে

BanglaBook.org

ধুকপুকানি শুরু হলো, তাড়াতাড়ি একটা টেবিলে সব কাগজ ছড়িয়ে বসল ল্যুক। খুব দ্রুত কাগজে চোখ বুলিয়ে ল্যুক বুঝতে পারল ওতে জুপিটার সি রকেটের সেল্ফ ডেসট্রাক্ট মেকানিজমের ড্রইংসহ বর্ণনা দেয়া আছে। আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ল্যুকের।

প্রতিটি রকেটেই একটি সেল্ফ ডেসট্রাক্ট মেকানিজম থাকে। রকেট তার যাত্রা পথে যদি কোর্সের বাইরে চলে গিয়ে মানুষের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তবে কাজে লাগে এই মেকানিজম। এর মাধ্যমে আকাশেই রকেটের বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। জুপিটার রকেটের মেইন স্টেজে একটা প্রাইমকার্ড ইগনিটির রোপ পুরো এ মাথা থেকে ও মাথায় ছড়ানো, এই রোপের অপর প্রান্তে একটা ফায়ারিং ক্যাম্প যুক্ত এবং ভেতরে থেকে দুদুটো তার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। দুই তারের কোথাও যদি ভোল্টেজ দেয়া হয় তাহলে ক্যাপ প্রাইমকার্ডকে ইগনিট করবে। এর ফলে ট্যাঙ্ক প্রায় ছিঁড়ে যাবে এবং ফুয়েল পোড়া শুরু করে তা ছড়িয়ে পড়বে রকেটে। রকেট মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফোরিত হবে। ড্রইং দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছে ল্যুক।

এই বিস্ফোরণ একটি বিশেষ কোডেড রেডিও সিগন্যাল মাধ্যমে ট্রিগার করা যায়। ব্লুপ্রিন্টে যমজ প্লাগ দেখা যাচ্ছে। এর একটি মাটিতে থাকা ট্রান্সমিটারের, অপরটি স্যাটেলাইটের রিসিভারের। ট্রান্সমিটারের রেডিও সিগন্যালকে জটিল কোডে পরিণত করে এবং রিসিভার তা রিসিভ করে। কেউ যদি সঠিক হয় তবে সেই একজোড়া তারের মধ্যে ভোল্টেজ প্রবাহিত হয়। দুটো আলাদা ডায়াগ্রামে কীভাবে প্লাগে তার লাগানো হয়েছে তা দেখানো আছে। ডায়াগ্রামগুলো ঠিক ব্লুপ্রিন্ট না। হাতে আঁকা। তবে কাজ চলবে। এ ডায়াগ্রাম হাতে থাকলে খুব সহজেই সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব। কী চমৎকার বুদ্ধি! যারা স্যাকেটাও করতে চাইছে তাদের কোনো বিস্ফোরক বা টাইমিং ডিজাইনের প্রয়োজন নেই, তারা রকেটের ডেসট্রাক্ট মেকানিজম দিয়েই নিজেদের কাজ সারতে চাইছে।

BanglaBook.org

রকেটের আশেপাশে থাকার প্রয়োজন নেই। শুধু কোডটা থাকলেই হবে। মাইল মাইল দূরে থেকেও রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে নিজেদের ইচ্ছে তারা পূর্ণ করতে পারবে। কাগজপত্রের মধ্যে একেবারে শেষ পৃষ্ঠাটা দেখা গেল একটা খামের ফটোকপি। খামে জনৈক থিও প্যাকমেনের ঠিকানা। ঠিকানা তাও দেয়া হয়েছে ভানগার মোটেলের নামে। এই কাগজপত্রের মূল কপি কি পাঠানো হয়েছে? নাকি তা আটকাতে পেরেছিল ল্যুক? নিশ্চিত হওয়ার কোনো উপায়

নেই। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের জন্য আদর্শ একটা কাজ হচ্ছে স্পাই নেটওয়ার্ককে ঠিক জায়গামতো রেখে দেয়া। এবং সেই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভুল তথ্য পাঠানো। এক্ষেত্রে কি তা করা হয়েছে? মূল কপিটা যদি ল্যুক আটকাতে সমর্থ হয়ে থাকে তবে প্রেরক নিশ্চয়ই আরেকটা কপি জায়গামতো পাঠিয়ে দিয়েছে। থিও প্যাকমেন তাহলে নিশ্চয়ই এখন কোকোয়া সকেত চুপ করে বসে আছে, সামনে রেখেছে একটা রেডিও ট্রান্সমিটার। রকেট আকাশে ওড়ার সেকেন্ড দশেকের মধ্যেই সে বিস্ফোরণ ঘটবে। এ ঘটনা কি এখন আটকানো সম্ভব? দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল ল্যুক। রাত দশটা পনেরো। কেইপ ক্যানাভেরালে ফোন করে রকেট লঞ্চ এখনও বাতিল করা যাবে। এক বুক আশা নিয়ে ডেস্কের ফোন তুললো ল্যুক।

শীতল একটা কণ্ঠ বলল, 'ফোনটা নামিয়ে রাখো ল্যুক।'

ধীরে ধীরে পেছনে ঘুরলো ল্যুক। হাতে তখনও ফোন রয়ে গেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্থনি। তার দুচোখে কালসিটে, ঠোঁট ফোলা। পরনে সেই ক্যামেল হেয়ার কোট। হাতে বেঢপ সাইজের পিস্তল। তাতে লাগানো সাইলেন্সার। পিস্তল সোজা তাক করা ল্যুকের দিকে। পিস্তল দেখে ধীরে ধীরে ফোনটা রেখে দিল ল্যুক।

'আমার পেছনে গাড়িতে তাহলে তুমিই ছিলে?'

ল্যুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অ্যান্থনির দিকে। এ লোকটা যে বেইমান তা সে তার দীর্ঘ জীবনে বুঝতে পারেনি। না বুঝতে পারার খেসারত এখন তাকে দিতে হচ্ছে।

ল্যুক বলল, 'কতদিন ধরে মস্কোর হয়ে কাজ করছো? যুদ্ধের পর থেকেই?

'তারও আগে থেকে। সেই হার্ভার্ডে থাকতেই।'

'কেন?'

বিচিত্র একটুকরো হাসি দেখা গেল অ্যান্থনির ঠোঁটে। 'একটা ভালো দুনিয়া চাই, সে জন্য।'

ল্যুক জানে, একটা সময় ছিল যখন অনেক মানুষই রাশিয়ার রাজনৈতিক দর্শন বিশ্বাস করত। তাদের সেই বিশ্বাস স্ট্যালিনের আমলেই কতটা অবহেলিত হয়েছে তাও জানে ল্যুক। তাই একটু নাটুকে স্বরে ল্যুক বলল, 'তুমি ওসব গালভরা কথা এখনও বিশ্বাস করো?'

'অনেকটা তাই। ওদের কম্যুনিজমই এখন পর্যন্ত মানব সমাজের জন্য আশার বাণী।'

BanglaBook.org

‘কে জানে, হবে হয়তো।’

অ্যান্থনির কথা কতটা সত্য তা বোঝা বা বিচার করার কোনো উপায়ই নেই ল্যুকের। তার কাছে বড় বিষয় হচ্ছে অ্যান্থনির ব্যক্তিগত প্রতারণা। সে বলল, ‘আমাদের বন্ধুত্ব প্রায় কুড়ি বছরের আর তুমি কিনা আমাকে গত রাতে গুলি করলে।’

‘হ্যাঁ, করেছি।’ ‘স্রেফ বিশ্বাসের জন্য এত পুরনো বন্ধুকে তুমি মেরে ফেলতে চাইলে?

‘হ্যাঁ, আমার জায়গায় তুমি থাকলেও তাই করতে। যুদ্ধে আমরা সবাই জীবন নিয়ে ঝুঁকি নিয়েছি। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি তো নিয়েছিই, অন্য লোকের জীবন নিয়েও জুয়া খেলেছি, কারণ আমাদের কাছে তখন সেটাই ছিল সত্য ন্যায়।’

‘কিন্তু আমরা তো একে অপরের কাছে মিথ্যে বলিনি, নিজেদেরও মধ্যে গোল-গুলি করিনি।’

‘প্রয়োজন হলে তাই করতাম।’

‘আমার তা মনে হয় না’।

‘শোন। এখন তুমি আমাকে আটকাবে, না?’

‘আমাকে তো তোমার পালাতে দেয়ার কথা, না? তাই না?’ হঠাৎ এই প্রশ্নেরই হারিয়ে ফেলল ল্যুক। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় এবং চিন্তাভাবনা, দুটোই প্রয়োজন। রাগের মাথায় চিন্তা করার ধার কাছ দিয়েও গেল না ল্যুক। সে সত্যি অনুভূতিটাই বলে দিলো, ‘হ্যাঁ তোমাকে আমি পালাতে দেব না।’

‘ধরা পড়লে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে নিশ্চিত এটা জানার পরেও আমাকে পালাতে দেবে না?’

‘না, দেব না।’

‘তাহলে তুমিও তো তোমার পুরনো বন্ধুকে মেরে ফেলতে চাইছো?’

নিজেকে আগের প্রশ্নই সামলে নিয়েছে ল্যুক। অ্যান্থনির সাথে তার তুলনা চলে না। সে বলল, ‘আমি তোমাকে আইনের হাতে ছেড়ে দিতাম, খুন করতাম না। বিচার খুন হতে পারে না।’

‘যাই করো, শেষ পর্যন্ত তো আমাকে মরতেই হতো, তাই না?’

হালকা করে মাথা নাড়ল ল্যুক। ‘হ্যাঁ। আমারও তাই ধারণা।’

অ্যান্থনি দৃঢ় হাতে ল্যুকের বুক বরাবর পিস্তল তুলে ধরল, তার হাত এতটুকুও কাঁপছে না। ধপ করে বসে পড়ল ল্যুক। সাইলেন্সারের একটা কাশি

BanglaBook.org

শোনা গেল। গুলি ধাক্কা খেল টেবিলের উপর বিছানো স্টিলে। স্টিলগুলো পাতলা ধরনের, তবে গুলি ফেরানোর জন্য যথেষ্ট। সোজা টেবিলে এসে ধাক্কা খেল গুলি। ল্যুক টেবিলের একটু ভেতরে ঢুকে গেল। অ্যান্থনি এখন নিশ্চয়ই রুমের এ পাশে এসে আরেকটা গুলি করবে। এখন বসে থাকা যায় না। টেবিলের দু পায়া ধরে উঠিয়ে একটা ঢালের মতো বানিয়ে ল্যুক এবার সে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে টেবিল তাই অ্যান্থনিকে দেখা যাচ্ছে না। ঐ টেবিলে ধরা অবস্থায় অ্যান্থনির দিকে দৌড় দিল ল্যুক। অ্যান্থনিকে টেবিলে দিয়ে একটা চাপা দেওয়ার ইচ্ছা তার। দৌড়ে ল্যুক টেবিলসহ সোজা দেয়ালে ধাক্কা খেল। ধাক্কা খেয়ে সে আর ভারসাম্য রাখতে পারল না। হাত থেকে টেবিল ছুটে গেছে। ল্যুক পড়ে গেল মাটিতে। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসতেই সামনে অ্যান্থনিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সে ল্যুককে ফাঁকি দিয়ে সরে গেছে। ল্যুক এখন বসে থাকা একটা খোলা টার্গেট। জীবন-মৃত্যুর মাঝে এখন স্রেফ একটা ট্রিগারের চাপ। হঠাৎ একটা গলার স্বর পাওয়া গেল,

'অ্যান্থনি! থামো!

গলাটা বিলির। জায়গাতেই জমে গেল অ্যান্থনি। পিস্তল এখনও ল্যুকের দিকে তাক করা। আস্তে করে মাথা ঘোরাল ল্যুক। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বিলি! পরনে লাল সোয়েটার। ঠোঁট দুটো একটা আরেকটার সাথে চেপে বসেছে। সেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তার হাতেও একটা অটোমেটিক পিস্তল। সেটা অ্যান্থনির দিকে তাক করা। বিলির পেছনে মধ্যবয়স্ক একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা দাঁড়ানো। মহিলার চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক ও বিস্ময়।

'ড্রপ দ্যা গান!' চিৎকার করল বিলি।

এই চিৎকারে কাজ হবে বলে মনে হলো না ল্যুকের। অ্যান্থনি যদি সত্যি সত্যি কমুনিস্ট হয়ে থাকে তবে নিজের জীবনের বিষয়টা তার মাথায় থাকার কথা না। সে হয়তো ল্যুককে মারতে পারবে কিন্তু সেই ফাঁকে তাকেও একটা গুলি খেয়ে মরতে হবে। ল্যুক মরলেও ব্লুপ্রিন্ট থেকে যাবে বিলির কাছে। তাই যা ঘটার তা ঘটবেই। তার মৃত্যু হয়ে যাবে অর্থহীন। ধীরে ধীরে অ্যান্থনি তার হাত নামিয়ে নিল। হাত নামাল ঠিকই কিন্তু পিস্তল ছাড়ল না সে। 'ড্রপ ইট, নয়তো গুলি করব!'

অ্যান্থনি বলল, 'না, তুমি গুলি করবে না।'

এ কথাগুলো বলার সময় ল্যাবরেটরির অন্যপ্রান্তের দরজার দিকে পেছানো শুরু করল অ্যান্থনি। ও দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া যায়। 'স্টপ!' বিলি আবারও

BanglaBook.org

চিৎকার করল। কথায় পাত্তাই দিল না অ্যান্থনি। দরজা থেকে সে মাত্র দু কদম দূরে। 'অ্যান্থনি! ডোই টেস্ট মি!' 'আবারও চিৎকার করল বিলি। ল্যুক তাকিয়ে আছে বিলির দিকে। এ মেয়ে কি আসলেই গুলি করতে পারবে? হঠাৎ করে অ্যান্থনি উল্টো ঘুরে ডার্টের মতো দরজার ওপাশে চলে গেল। বিলি গুলি করল না। ল্যুক উঠে দাঁড়াল। তার দিকে এগিয়ে এলো বিলি। ল্যুক দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল। হাতে আর মাত্র কয়েক মিনিট। এখন বিলির সাথে কথা বললে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। ল্যুক দৌড়ে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল।

BanglaBook.org

রাত : ১০.২৯

স্যাটেলাইটের ভেতর যেসব যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে তা সাধারণ অভিকর্ষের চাইতে একশো গুণ বেশি অভিকর্ষবল সহ্য সক্ষম।

ব্লকহাউজে একজন ফোন তোলা মাত্র ল্যুক বলল, 'আমি ল্যুক বলছি। লঞ্চ কনডাক্টরকে দিন' উনি এখন।'

'জানি উনি এখন কী করছেন। তাড়াতাড়ি দিন ওনাকে' ওপ্রান্তে একটু সময়ে জন্য নীরবতা নেমে এলো। কাউন্টডাউনের সময় শুনতে পাচ্ছে ল্যুক। টুয়েন্টি নাইনটি, এইটটিন লাইনে নতুন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। এ কণ্ঠ অস্থির এবং কিছুটা চিন্তিত। 'উইলি বলছি টু দ্যা হেল ইজ ইট?

'একজনের কাছে সেল্ফ ডেস্ট্রাক্ট কোড আছে।' 'শিট! কার কাছে?

'সে লোক স্পাই, আমি নিশ্চিত। ওরা মাঝপথে রকেট উড়িয়ে দেয়ার পরিল্পনা করছে। এ লঞ্চ আপনাকে বন্ধ করতে হবে। পেছনে আবার– শব্দ পাওয়া গেল। এলেভেন, টেন– কাউন্টডাউনের 'আপনি কীভাবে খবর পেয়েছেন? 'প্রশ্ন করল উইলি।

'থিও প্যাকমেন নামের একজনের কাছে একটা খাম পাঠানো হয়েছে। তার একটা কপি আমি পেয়েছি। খামের ভেতর কোডেড প্লাগ অয়ারিং ডায়াগ্রাম ছিল।' 'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। এ রকম উটকো কথায় আমি লঞ্চ বন্ধ করতে পারব না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যুক। হতাশ লাগছে। মরিয়া হয়ে আবার চেষ্টা করল সে। ওহ ক্রাইস্ট! আমি আপনাকে কী করে বোঝাব? আমি যা জানি তা আপনাকে জানিয়েছি। এবার সিদ্ধান্ত আপনার।'

'ফাইভ, ফোর 'হেল! কাউন্টডাউন স্টপ! চিৎকার করে উঠল উইলি। দপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ল্যুক। কাজটা শেষ পর্যন্ত পেরেছে সে। মুখ তুলতেই বিলির উদ্বিগ্ন মুখ দেখা গেল।

ল্যুক বলল, 'ওরা লঞ্চ করা বন্ধ করেছে।' বিলি স্যুয়েটার তুলে পিস্তলটা কোমরে গুজে রাখল।

Banglabook.org

মেরীগোল্ডের মুখে কোনো শব্দ নেই। অনেক চেষ্টা করে সে বলল, 'আচ্ছা, এসব কী হচ্ছে? ফোনে ব্রুকহাউজের বিক্ষিপ্ত ও উত্তপ্ত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

নতুন একটা কণ্ঠ ফোনে বলল, 'ল্যুক' আমি কর্নেল হাইড। হচ্ছে কী বল তো?'

'সোমবার কেন আমি এত তাড়াহুড়া করে ওয়াশিংটনে গিয়েছেলাম তা জেনে গেছি। থিও প্যাকমেনকে চেনো নাকি?'

'হ্যাঁ, চিনি তো। ও ব্যাটা ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। এখন মিসাইল লঞ্চিং প্রোগ্রাম কভার করছে। ইউরোপের কয়েকটা নিউজপেপারে লেখালেখি করে। ওর ঠিকনায় একটা খাম পাঠানো হয়েছিল। তাতে এক্সপ্লোরারের সে ডেস্ট্রাক্ট সিস্টেমের ব্লুপ্রিন্ট ছিল। কোডেড প্লাগের ওয়ারিং ডায়াগ্রাম ছিল।'

'জিজাস! ও জিনিস থাকলে তো যে কার পক্ষে রকেট ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব। এ জন্যই আমি উইলিকে লঞ্চ বন্ধ করতে বলেছি।'

'থ্যাংকস গড।'

'শোন, এক্ষুনি ও ব্যাটার খোঁজ লাগাও। খামের উপরে ভানগার্ড মোটেলের ঠিকানা ছিল। ওখানেই ওকে পাবার কথা।'

'গট ইট।'

'প্যাকমেন সিআইএ একজনের সাথে মিলে কাজ করছে। সিআইএ'র ঐ লোক ডাবল এজেন্ট, নাম অ্যান্থনি ক্যারল। আমি পেন্টাগনে ইনফর্মেশন দিতে ওয়াশিংটনে গিয়েছিলাম। মাঝেমাঝে অ্যান্থনিই বাগড়া দিয়েছিল।'

'ওর সাথে তো আমার কথা হয়েছে।' কর্নেলের গলায় অবিশ্বাসের সুর। 'অ্যান্থনির ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'ওকে। আমি সিআইএতে ফোন করব।'

'গুড।' ফোন রেখে দিল ল্যুক। তার পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল তার সবই করেছে সে, শরীর অনেক হালকা লাগছে।

বিলি বলল, 'এবার কী করবে?'

'কেইপ ক্যানাভেরালে যাব। কাল রাত ঠিক এই সময় মিসাইলে লঞ্চ হওয়ার কথা। সে সময় ওখানে থাকার ইচ্ছে আছে।'

'আমিও যাব।'

ল্যুক সুখী মানুষের মতো চমৎকার একটা হাসি দিল, 'অবশ্যই যাবে। এটা তোমার প্রাপ্য। রকেটটাকে তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ। উঠে দাঁড়িয়ে বিলিকে জড়িয়ে ধরল ল্যুক। 'আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছি গর্দভ, রকেট জাহান্নামে

BanglaBook.org

যাক।' গাঢ় এক চুমু খেল বিলি। কেশে উঠল মেরীগোল্ড, 'হান্টসভিল এয়ারপোর্টের শেষ বিমানটাও আপনি এই মাত্র মিস করেছেন।'

মেরীগোল্ডের কথা দুজনের মনেই ছিল না। তার গলা শোনামাত্র দুজন দুদিকে ছিটকে গেল। 'এরপর একটা MATS ফ্লাইট পাওয়া যেতে পারে। এ ফ্লাইট ছাড়বে সকাল সাড়ে পাঁচটায়। সাউদার্ন রেলওয়ে সিস্টেমের ট্রেনও ধরতে পারেন। ট্রেন সিনসিনাটি থেকে যায় জ্যাকসনভিলেতে এবং রাত একটার দিকে চাত্তানুগাতে থামে। আপনার নতুন গাড়িতে চাত্তানুগাতে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

বিলি বলল, 'ট্রেন জার্নিটাই ভালো মনে হচ্ছে।' নড করল ল্যুক। তারপর সে উল্টো টেবিল দেখিয়ে বলল, 'বুলেটের গর্তের বিষয়ে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আর্মি সিকিউরিটির সাথে কথা বলবে।'

'বিষয়টা সকালে আমি সামলে নিতে পারব। অযথা প্রশ্নোত্তরের জন্য সময় নষ্ট না করে আপনি চলে যান।' উত্তর দিল মেরীগোল্ড।

ল্যাব থেকে বেরিয়ে ল্যুক আর বিলি উঠল ল্যুকের ক্রাইসলারে। আশেপাশে অ্যান্থনির গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি হাইওয়েতে ওঠার পর বিলি বলল, 'একটা বিষয়ে আমার প্রশ্ন আছে, ল্যুক।'

'জানি কোনো বিষয়। নিশ্চয়ই বলবে ঐ ব্লুপ্রিন্ট কে থিও প্যাকমেনের কাছে পাঠিয়েছে, তাই না?'

'কাজটা কেইপ ক্যানাভেরালের ভেতরের কেউ করেছে। খুব সম্ভবত মানুষটা সায়েন্টিফিক টিমের একজন।'

'ঠিকই ধরেছো'।

'কে হতে পারে, কোনো ধারণা আছে তোমার?'

মাথা নাড়লো ল্যুক। 'হ্যাঁ'

'তাহলে কর্নেল হাইডকে বলোনি কেন?'

'কারণ আমার হাতে ভেতরের সেই লোকের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই, পুরোটাই আমার ধারণা। ধারণা হলেও বিষয়টাতে আমি নিশ্চিত।'

'কে বল তো?'

গলায় গাঢ় বিষাদ নিয়ে ল্যুক বলল, 'এলসপেথ।'

BanglaBook.org

রাত ১১টা

টেলিমেট্রি এনকোডারে হিস্টেরিসিস লুপ কোর ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়। এই বিশেষ দ্রব্য ব্যবহৃত হয় স্যাটেলাইটের যন্ত্রপাতি থেকে আগত ডেটা কালেকশানের জন্য।

এলসপেথের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। ইগনিশন মাত্র সেকেন্ড কয়েক আগে লঞ্চ স্থগিত করা হয়েছে। এ কেমন করে হলো? বিজয় এত কাছে এসে গিয়েছিল! সারা জীবনের অর্জন এসে পড়েছিল একেবারে হাতের মুঠোয়। আঙ্গুল গলে বেরিয়ে গেল।

এলসপেথ ব্লকহাউজের ভেতরে যেতে পারেনি। যে ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর সমতল ছাদের উপর। সাথে আরও অন্যান্য সেক্রেটারি আর ক্লার্ক গোছের লোকজনও ছিল। সবার হাতেই ছিল বায়নোকুলার। চোখ ছিল লঞ্চিং প্যাডের দিকে।

নির্দিষ্ট সময় পেরুবার পর সবাই বুঝে গেছে লঞ্চিং স্থগিত হয়ে গেছে। সবারই হতাশা বোধ হচ্ছে। কিন্তু এলসপেথের হতাশা অনুভব হচ্ছে সবচাইতে বেশি। কোথায় হলো সমস্যা?

চুপচাপ হ্যাঙ্গার R-এ। নিজের অফিসে চলে গেল এলসপেথ। অফিসে পৌঁছাতেই ফোন বেজে উঠল। সাথে সাথে ফোন তুলল সে, 'ইয়েস?'

'কী হলো বল তো?' গলাটা অ্যান্থনির।

'লঞ্চ স্থগিত করা হয়েছে। কেন হয়েছে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। তুমি কিছু জানো?'

'ল্যুক কাগজপত্র খুঁজে পেয়েছে। ও নিশ্চিয়ই ফোন করেছিল।'

'ওকে আটকাতে পারলে না?'

'বাগে পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু মাঝখান থেকে বিলি ঢুকে গেল। বিলির হাতে পিস্তল ছিল।'

অ্যান্থনির কথায় এলসপেথ টের পেল যে সে নিজেও ল্যুকের দিকে পিস্তল তাক করে ছিল। ভাবনাটা আসতেই তার সারা শরীর গুলিয়ে উঠল। তার চেয়ে বড় বিবমিষার বিষয় হলো, এর মধ্যে বিলিও যুক্ত হয়েছে। সে বলল, 'ল্যুক ঠিক আছে তো?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমিও ভালো আছি। কাগজপত্রের উপর থিও-এর নাম ছিল, মনে আছে? 'ওহ, হেল।'

'ওর নিশ্চয়ই থিওকে গ্রেফতারের জন্য রওনা দিয়ে দিয়েছে। তুমি ওকে আগে খুঁজে বের করো।'

'একটু ভাবতে দাও... থিও বিচে থাকার কথা... আমি বিচে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছাতে পারব। ওর গাড়িটা আমি চিনি। গাড়িটা হচ্ছে হাডসন হরনেট।

'তাহলে এক্ষুনি রওনা দাও।'

'ইয়েস।' ফোনটা আছড়ে ফেলল এলসপেথ। বিল্ডিং থেকে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে গেল সে। এলসপেথের গাড়ি কনভার্টিবল হোয়াইট বেল। তবে মশার কারণে এলসপেথ গাড়ির ছাদ আর জানালা সব সময়ই বেশ শক্ত করে বন্ধ করে রাখে।

গাড়ি নিয়ে বেরুতে কোনো সমস্যা হলো না। ঢোকার সময় সিকিউরিটির বাড়াবাড়ি আছে। বেরুতে কোনো সমস্যা নেই। হাইওয়ে থেকে বিচে যেতে কোনো তৈরি রাস্তা নেই। হাইওয়ে থেকে নেমে গেলেই হলো। হাইওয়ে থেকে গাড়ি নিয়ে নিচে নেমে এলসপেথের মনে হলো সোজা দক্ষিণ দিকে যাওয়া দরকার। ওদিকে গেলে থিওর গাড়ি চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। হঠাৎ করেই গাড়ির একটা বাঁক। আসতে দেখা গেল একটার পর একটা। সবই আসছে বিচ থেকে। সবাই এর মধ্যেই জেনে গেছে যে লঞ্চ স্থগিত করা হয়েছে। তাই সবাই বাড়ি ফিরছে। গাড়ি নিয়ে দ্রুত যাওয়া দরকার। কর্নেল হাইড আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা এর মধ্যেই ভ্যানগার্ড মোটেলে পৌঁছে গেছে কিনা কে জানে। ওরা হয়তো প্রথমে এফবিআই বা পুলিশে খবর দিয়েছে। আর তাছাড়া গ্রেফতারের সময় একটা ওয়ারেন্টও প্রয়োজন হবে। অবশ্য ওয়ারেন্ট খুব জরুরি কোনো বিষয় না। আইনের লোকজন চাইলে দিনকে রাত বানিয়ে ফেলতে পারে। আর এ তো সামান্য ওয়ারেন্ট। পুরো ঘটনা যাই হোক, কর্নেল হাইড কয়েক মিনিটে সব গুছিয়ে ফেরতে পারার কথা। এখন তাদের ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা একটাই, এলসপেথকে দ্রুত যেতে হবে। খুব দ্রুত। হাইওয়ের একেবারে পাশে ছোট্ট একটা মোটেল ভ্যানগার্ড। পাশেই একটা গ্যাস স্টেশন আছে। মোটেলের সামনে বিশাল পার্কিং লট। পার্কিং লটে কোনো আর্মি বা পুলিশের গাড়ি দেখা যাচ্ছে না। তার মানে সময় মতোই আসতে পেরেছে এলসপেথ। পার্কিং লটে থিওর গাড়িও দেখা যাচ্ছে না। এখনও ফেরেনি সে। মোটেল অফিসের পাশেই এলসপেথ গাড়ি পার্ক

BanglaBook.org

করল। কেউ মোটেলে ঢুকলে বা বেরুলে এ জায়গা থেকে দেখা যাবে। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল এলসপেথ। বেশক্ষিণ অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটা হলুদ-খয়েরি হার্ডসন হরনেট মোটেলে ঢুকল। পার্কিং লটের একেবারে শেষ মাথায় গাড়ি ঢোকাল থিও। গাড়ি থামিয়ে বেরিয়ে এলো সে। ছোটখাটো একজন মানুষ থিও, মাথায় চুল পাতলা হয়ে এসেছে। পরনে চায়নোরন এবং বিচ শার্ট। এলসপেথ গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। চিৎকার করার জন্য মুখ খুলল এলসপেথ। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশের দুটো গাড়ি এসে ঢুকল লটে। জায়গাতেই জমে গেল এলসপেথ। গাড়িগুলো কোকোয়া কাউন্টি শেরিয়েরের। গাড়ি দুটো খুব দ্রুত লটে ঢুকেছে। ফ্ল্যাশিং লাইট বন্ধ, সাইরেনও বাজছে না। এর পেছনে ঢুকেছে দুটো সাধারণ গাড়ি। পরের দুটো গাড়ি এন্ট্রির মুখে এমনভাবে রাখা হয়েছে যাতে কোনো গাড়ি বেরুতে পারে। ওদিকে থিও কোনো খেয়ালই করল না। সে সোজা হাঁটা দিয়েছে মোটেল অফিসের দিকে। তাই মুহূর্তে ঠিক যা করতে হবে তা ঠিক করে ফেলল এলসপেথ। কিন্তু কাজটা করতে খুব শক্ত নার্ভের প্রয়োজন হবে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল এলসপেথ। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সে হাঁটা শুরু করল থিওর দিকে। কাছে আসতেই এলসপেথ চিনতে পারল থিওকে।

সে বেশ জোরের সাথেই বলল, 'কী হচ্ছে বলুন তো? লঞ্চিং কি স্থগিত নাকি?'

শীতল এবং নিচু গলায় এলসপেথ বলল, 'আপনার গাড়ির চাবিটা দিন।' বলতে বলতেই সামনে হাত বাড়িয়ে দিল।

'কেন'?

'পেছনে তাকান'।

ঘাড়ের উপর দিয়ে পেছনে তাকাতেই পুলিশের গাড়ি চোখে পড়ল থিওর। 'ফাক আপ! ওরা কী চায় এখানে?' আতঙ্কে থিওর গলা কাঁপছে।

'শুনুন। শান্ত থাকুন। আপনার গাড়ির চাবিটা দিন।'

এলসপেথের বাড়ানো হাতে চাবি ধরিয়ে দিল থিও। 'আমার গাড়ির ট্রাঙ্ক খোলাই আছে। ট্রাঙ্কেও ভেতর ঢুকে পড়ুন।'

'ট্রাঙ্কে ঢুকবো?'

'হ্যাঁ।'

হেঁটে সামনে চলে গেল এলসপেথ।

কর্নেল হাইডকে দূর থেকেই চিনতে পারছে এলসপেথ। তার সাথে কেইপ ক্যানাভেরালেরই আরেকজন আছেন। নামটা মনে আসছে না। তাদের সাথে

BanglaBook.org

চারজন স্থানীয় পুলিশকে দেখা যাচ্ছে। আর আছে বেশ লম্বা, ধারালো চেহারার দুজন পুরুষ। এদের, এফবিআই এজেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এদের কেউই এলসপেথের দিকে তাকিয়ে নেই। সবাই কর্নেল হাইডের নির্দেশ শুনছে খুব মনোযোগ দিয়ে। দূর থেকেই কর্নেল হাইডের কথা কানে এলো, 'গাড়ি বেরুবার সময় দুজন লোক গেইটে দাঁড়াবেন। তাদের কাজ হলো গাড়ির নম্বার প্লেট পড়া।'

থিওর গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল এলসপেথ। গাড়ির ট্রাঙ্কে চামড়ার স্যুটকেসের ভেতর একটা রেডিও ট্রান্সমিটার আছে। এই রেডিও বেশ শক্তিশালী এবং ওজনদার। জিনিসটা তোলা যাবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বেশ টেনেহিঁচড়ে ব্যাগটা বের করল এলসপেথ। এরপর দ্রুত বন্ধ করে দিল গাড়ির ট্রাঙ্ক। আশেপাশে তাকাল। তার নিজের গাড়ির ট্রাঙ্ক আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেল। পার্কিং লটের দু মাথায় দুজন। একজন থিও, গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢুকল আরেক মাথায় রেডিও নিয়ে দাঁড়িয়ে এলসপেথ। মাঝখানে কর্নেল হাইড। গাড়ির ট্রাঙ্ক বন্ধ হতেই অর্ধেক দুশ্চিন্তা কমে গেল এলসপেথের। ভেতরে ঢুকে পড়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে স্যুটকেসের হাতল ধরে উপরে টান দিল এলসপেথ। রেডিও তো না যেন এক বাক্স সিসা।

স্যুটকেস হাতে নিয়ে বেশ কয়েক ইয়ার্ড হেঁটে এলো এলসপেথ। ব্যথায় সারা হাত অবশ হয়ে যেতে চাইছে। এক সময় ব্যাগ মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। এবার ব্যাগ উঠাল বাম হাতে। অনেকক্ষণ ডান হাতে ছিল। এবার এগুনো গেল আরও দশ ইয়ার্ড। আবারও হাত অবশ। একটু থেমে নিল এলসপেথ। পেছনে কর্নেল হাইড দলবল নিয়ে মেটেলে ঢুকছেন। এলসপেথ প্রার্থনা করছে কর্নেল যেন তার দিকে না তাকায়। অবশ্য আলো-আঁধারি ভালোই আছে। এত দূর থেকে তাকালেও চিনতে সমস্যা হওয়ার কথা। আবারও ব্যাগ হাতবদল করল এলসপেথ। এবার ডান হাতে। কিন্তু এবার আর ব্যাগটা তুলতে পারল না সে। মরিয়া হয়ে কংক্রিটের উপর দিয়ে টেনে নেওয়া শুরু করল। মনে মনে পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করে চলেছে সে, টানার শব্দ যাতে পুলিশের মনোযোগ কেড়ে না নেয়। শেষমেশ নিজের গাড়ির কাছে পৌঁছাল এলসপেথ। ট্রাঙ্ক খুলল বেশ সাবধানে। এ সময় এক পুলিশ মুখভর্তি হাসি নিয়ে উপস্থিত হলো।

খুব বিনীত গলায় পুলিশ বলল, 'সাহায্য লাগবে ম্যাম?'

ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে থিও বড় বড় চোখে চেয়ে রইল এলসপেথের দিকে, তার মুখ আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেছে। 'নাহ ঠিক আছে।'

BanglaBook.org

এলসপেথ অনেক কষ্টে কথাটা বলল। এর মধ্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্যাগ উঠানো হয়ে গেছে। ট্রাঙ্ক রাখাও শেষ। ব্যাগের একটা কোনা পড়েছে থিওর শরীরে। বেচারা ব্যথায় হালকা গুঙিয়েও উঠল।

পুলিশের দিকে তাকাল এলসপেথ। ব্যাটা কি থিওকে দেখে ফেলল? তার মুখে বিব্রত একটা হাসি। এলসপেথ বলল, 'বাবা শিখিয়েছেন নিজের ব্যাগ কখনো অন্যকে দিয়ে বওয়াবে না।'

'স্ট্রং গার্ল।' পুলিশের গলায় প্রশংসার সুর।

'থ্যাংকস।'

পুলিশটা বলল, 'চেক আউট করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'একাই?'

'ঠিক ধরেছেন।'

পুলিশটা একটু ঝুঁকে গাড়ির ভেতরটা দেখে নিল। এরপর সোজা হয়ে বলল, 'সাবধানে চালাবেন', কথাটা বলেই হাঁটা দিল সে।

এলসপেথ গাড়িতে ঢুকে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। সামনে আরও দুজন পুলিশ দাঁড়ানো। তাদের কাছে নিয়ে গাড়ি রাখল এলসপেথ। তারপর বেশ ঝকঝকে গলায় বলল, 'কী ভাই? যেতে দেবেন, নাকি সারারাত এখানে বসে থাকতে হবে?'

পুলিশ লাইসেন্স প্লেট চেক করল। 'আপনি কি একা?'

'হ্যাঁ।'

এই পুলিশও ব্যাক সিটে উঁকি দিল। দম আটকে বসে আছে এলসপেথ। শেষে পুলিশ বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন।'

হাইওয়েতে বেরিয়ে এলো এলসপেথ। তার হাত এখনও কাঁপছে। এই কাঁপুনি আতঙ্কের নাকি বেশি ওজন তোলার কারণে, তা বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তার এক পাশে গাড়ি রেখে একটু বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিল এলসপেথ। বেশ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'গড অলমাইটি, কানের পাশ দিয়ে গুলি গেছে।'

কথাটা সে নিজেকে বলল কিনা বোঝা গেল না।

BanglaBook.org

রাত : ১২টা

স্যাটেলাইট সিলিন্ডার থেকে চারটা হুইপ এন্টেনা বেরিয়ে থাকে। এই অ্যান্টেনার কাজ হচ্ছে রেডিও সিগন্যাল সম্প্রচার করা। এক্সপ্লোরারে ব্রডকাস্টিং ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ১০৮ মেগাহার্টজ।

অ্যান্থনির আলাবামা এলাকা জরুরি ভিত্তিতে ছাড়া দরকার। এখন সব কাজ হবে ফ্লোরিডায়। জীবনের গত কুড়ি বছর যত কিছু করা হয়েছে তা আসলেই ঠিকমতো করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারিত হবে কেইপ ক্যানাভেরালে। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যা হওয়ার হবে। এ সময় তাকে ওখানে থাকতেই হবে। না থাকলে চলবে না। হান্টসভিল বিমানবন্দর এখনও খোলা। রানওয়েতে বাতি জ্বলছে। তার মানে, এখনও অন্তত একটা উড়োজাহাজ ওড়া বাকি। অ্যান্থনি টার্মিনাল বিল্ডিং-এর সামনে থামল। তার গাড়ির সামনে বেশকিছু ট্যাক্সি ক্যাব দেখা যাচ্ছে। একটা লিমুজিনও আছে তবে কোনো লোকজন দেখা যাচ্ছে না। গাড়িতে তালা মারার ঝামেলায় গেল না অ্যান্থনি। টার্মিনালের ভেতরের এলাকা পুরোপুরি নীরব কিন্তু লোকজন আছে। এয়ারলাইনস কাউন্টারের ওপাশে একজন মেয়ে ফাইলে খুব মনোযোগ দিয়ে একটা কিছু লিখছে। তার সামনে তিনজন দাঁড়িয়ে। পিটকে চোখে পড়ল অ্যান্থনির। পিট বসে আছে বেঞ্চে।

অ্যান্থনির এখন পিটের থেকে দূরে থাকতে হবে। বিষয়টা পিটের ভালোর জন্যই। রেডস্টোন আর্সেনালের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই। বিলি মেরীগোল্ড আর ল্যুক তো আছেই। ওদের এতক্ষণে রিপোর্ট করার কথা, আর্মি তখন অভিযোগ জানাবে সিআইএকে। জর্জ কুপারম্যান ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে যে, সে আর অ্যান্থনিকে ছায়া দেবে না। অ্যান্থনির সব ছলচাতুরীর সীমা শেষ। সব খেলা শেষ। পিটকে এখন বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে। নয়তো অ্যান্থনির সাথে তারও ঝামেলায় পড়তে হবে। পিট দীর্ঘ বারো ঘণ্টা এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে। এতক্ষণে তার বিরক্ত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার মধ্যে বিরক্তি দেখা যাচ্ছে না। অ্যান্থনিকে দেখামাত্র সে লাফিয়ে উঠল। বলল, 'শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল আপনাকে!'

BanglaBook.org

'শেষ বিমানটা কখন যাবে বলতে পারো? অ্যান্থনি পিটের উত্তেজনাকে পাত্তাই দিল না।

'আজ আর এখান থেকে কোনো বিমান যাবে না। আসবে। ওয়াশিংটন থেকে একটা বিমান আসার কথা। সকাল সাতটার আগে, এখান থেকে কোনো বিমান উড়বে না।'

'ড্যাম ইট! আমাকে যেতে হবে ফ্লোরিডায়।'

'রেডস্টোন থেকে MATS ফ্লাইট যাবে প্যাট্রিক এয়ার ফোর্স কেবাজ। জায়গাটা বেইজ ক্যানাভেরালের কাছেই। সেটা অবশ্য উড়বে সকাল সাড়ে পাঁচটায়।

'ওতেও অবশ্য হবে।'

পিটারকে খুব বিব্রত মনে হলো। সে বলল, 'আপনি ফ্লোরিডায় যেতে পারবেন না।' কথাগুলো বলতে তার খুব কষ্ট হলো।

ও আচ্ছা এ জন্যই ব্যাটা এত উত্তেজিত! সাথে সাথে টের পেল অ্যান্থনি। সে শীতল গলায় বলল, 'কেন বল তো? কার্ল হোবার্ট আমার সাথে কথা বলেছেন। আমি ওয়াশিংটনে যোগাযোগ করেছি আমদের ওখানে ফিরতে হবে। 'অ্যান্থনির তীব্র রাগ হচ্ছে। ইচ্ছে করছে চারপাশের সবকিছু ভেঙে গুঁড়ো করে দিতে। কিন্তু আচরণে অ্যান্থনি তা প্রকাশ করল না। সে খুব হতাশ গলায বলল, 'অ্যাসহোলস্! ফিল্ড অপারেশন কি হেড কোয়ার্টারের কথায় চালানো যায়!'

এ কথায় একটুও টললো না পিট, 'মি. হোবার্ট বলেছেন এ মুহূর্তে আমাদের কোনো অপারেশন নেই। পুরো বিষয়টা এখন থেকে আর্মি সামলাবে।'

'এ হতে পারে না। আর্মির সিকিউরিটি হচ্ছে নির্বিষ ঢোড়া সাপ·।'

'তা জানি, কিন্তু আমাদের হাতে আর কোনো উপায় নেই। স্যার।' অ্যান্থনি নিজেকে শক্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করল। আজ যা ঘটছে তা আজ হোক কাল হোক, অবশ্যই হতো। সিআইএ অবশ্য এখনও বিশ্বাস করবে না যে অ্যান্থনি ডাবল এজেন্ট। তবে এটুকু বুঝবে যে কোথাও মারাত্মক একটা ঝামেলা আছে। তারা অ্যান্থনিকে জায়গা থেকে সরিয়ে দেবে। অ্যান্থনি বলল। 'ঠিক আছে, এক কাজ করো। তুমি ওয়াশিংটনে চলে যাও। বলবে যে আমি অর্ডার অমান্য করেছি। তুমি আর এখন অপারেশনে নেই। আমিই যা করার করব।'

'আমি জানতাম, আপনি এ কথাই বলবেন। আপনাকে তো আর কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না।'

BanglaBook.org

'ঠিক ধরেছো।' অ্যান্থনি আশেপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। **বুক স্বস্তি, যাক,** পিট কোনো তর্ক করছে না।

'আরেকটা কথা'।

'আবার কি?' খুব বিরক্ত হলো অ্যান্থনি।

'আমাকে বলা হয়েছে, আমি যেন আপনার পিস্তও নিয়ে নিই।' কথাগুলো বলার সময় একটু লজ্জা পেল পিট। এ মুহূর্তে অস্ত্র হাতছাড়া করা সম্ভব না। যেকোনো মুহূর্তে জিনিসটার প্রয়োজন হবে।

অ্যান্থনি খুব জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'বলে দিও, এই অর্ডারটাও আমি শুনিনি।'

'আমি দুঃখিত, স্যার। খুবই দুঃখিত। এ বিষয়টাতে মি. হোবার্ট আমাকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি অস্ত্র ফেরত না দেন তবে আমাকে লোকাল পুলিশ ডাকতে হবে।'

অ্যান্থনি পরিষ্কার বুঝে গেল, পিটকে মেরে ফেলতে হবে। এক মুহূর্তের জন্য গাঢ় বিষাদগ্রস্ততায় আক্রান্ত হলো অ্যান্থনি। প্রতারণার কোনো পর্যায়ে সে এসে পৌঁছাচ্ছে! দুই দশক আগে করা এক কাজের জের তাকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! তারপর অ্যান্থনির মনে হলো, সে যা করছে তা মহান এক আদর্শকে বুকে নিয়ে করছে। আদর্শকে ধরে রাখতে হবে যেকোনো মূল্যে। যুদ্ধের শেষ হয় ঠিকই কিন্তু আদেশের যুদ্ধ চলে প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন। অ্যান্থনি সত্যি সত্যি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তাহলে তো মনে হচ্ছে অপারেশন আসলেই শেষ করে দিতে হবে। তবে হেডকোয়ার্টার খুবই বিচ্ছিরি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যত্তসব গাধা-গরুর দল। আপনি পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেছেন। সে জন্য থ্যাংকস।

স্বস্তি ও শ্বাস ছাড়ল পিট। 'সমস্যা নেই। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, বুঝতে পারছি তুমি সরাসরি মি. হোবার্টের অর্ডার ফলো করছো।'

'আপনার অস্ত্র আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন, পিটয়ই?'

'অবশ্যই, জিনিসটা আমার গাড়ির ট্রাংকে। নিজের কোটের পকেটে পিস্তল রেখে মিথ্যে বলল অ্যান্থনি, তার ইচ্ছে পিটকে সে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তবে সে বলল তার উল্টোটা। সে বলল, 'এখানেই দাঁড়াও। আমি গাড়ি থেকে নিয়ে আসি! নাকি?'

'চলুন। আমিও আপনার সাথে যাবো। পিটের ধারণা অ্যান্থনি গাড়ি নিয়ে পালাবে। অ্যান্থনি জানত পিটের ভাবনাটা এমন হবে। অ্যান্থনি প্রথমে ভাব

BanglaBook.org

করল যেন বিষয়টায় তার মত নেই। এতে পিটের সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো। দুজনেই বেরিয়ে এলো পার্কিং লটে। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। জনশূন্য এলাকা। অ্যান্থনি গাড়ির ট্রাংক লিড খুলে বলল, 'নিয়ে নাও, ওখানেই আছে।' পিট ট্রাংকের ভেতর উবু হলে কোটের পকেট থেকে পিস্তল বের করল অ্যান্থনি। ওতে তখনও সাইলেনসার লাগানো। একবার মনে হলো নলটা নিজের মুখে ঢুকিয়ে ট্রিগার টিপে এখানেই সব শেষ করে দিতে। এই ভাবনাটাই ঝামেলা করে ফেলল। একটু দেরি হয়ে গেল।

পিট বলল, 'কই কোনো পিস্তল তো ভেতরে দেখতে পাচ্ছি না।' কথাটা বলতে বলতে সে ঘুরে দাঁড়াল। অ্যান্থনির হাতে পিস্তল দেখে দ্রুত নড়ল পিট। পিস্তল পিঠের দিকে তাক করার আগেই ভয়াবহ একটা ফিস্ট হজম করল অ্যান্থনি। মাথার পাশে। ফিস্ট খাবার পর একটু আটকে গেল সে, এর মধ্যে পিট দ্বিতীয় ফিস্ট চালিয়ে দিয়েছে। মাটিতে পড়ে গেল অ্যান্থনি। মাটিতে শোয়া অবস্থাতেই দাঁড়ানো পিটকে গুলি করল সে, পরপর তিনবার। তিনটা গুলি ঢুকল পিটের বুকে। রক্তাক্ত হলো একটু পরই। মাটিতে পড়ে গেল পিট। উঠে দাঁড়াল অ্যান্থনি। আশেপাশে কেউ নেই। এ সময় কারও অবশ্য আসার কথাও না। ধীরে সুস্থে পকেটে পিস্তল ঢুকিয়ে পিটের দিকে ফিরল অ্যান্থনি। বেচারা এখনও মরেনি। চোখ খোলা। সে চোখে রাজ্যের বিস্ময়। তিব্র বিবমিষা বোধ করল অ্যান্থনি। পিটকে উঠিয়ে গাড়িতে ট্রাংকে ঢোকাল সে। বুকে গুলি লাগলেও লোকে বাঁচে, যদি ঠিক সময় চিকিৎসা করা যায়। ট্রাংকের ভেতর থেকে অ্যান্থনির দিকে তাকিয়ে রইল পিট। অ্যান্থনি আবারও পিস্তল বের করল। কী যেন বলতে চাইল পিট। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। এবার পিটের মাথায় গুলি করল অ্যান্থনি। পিটের চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রাংক বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। অ্যান্থনির একই দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো শক্ত মার হজম করতে হলো। মাথাটা একটু টলছে।

'আর ইউ ওকে বাড়ি?' খুব কাছ থেকে একটা প্রশ্ন ভেসে এলো। সোজা হয়ে দাঁড়াল অ্যান্থনি। পিস্তল পকেটে ঢুকে গেছে। ঠিক পেছনেই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারের ড্রাইভার একজন কৃষ্ণাঙ্গ। তার কালো চুলে পাক ধরেছে। এ লোকটা কি কিছু দেখেছে? দেখলে কতটা? একেও কি খুন করতে হবে?

ড্রাইভার বলল, 'ট্র্যাংকে বোধহয় খুব ভারী কিছু লোড করেছেন।'

BanglaBook.org

'বিরাট এক বস্তা', সাথে সাথে উত্তর দিল অ্যান্থনি। 'চলুন এক কাপ কফি মেরে দিই। শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

'নো থ্যাংকস। আমি ঠিকই আছি।'

'আপনার যা ইচ্ছে।' ড্রাইভার ক্যাব ঘুরিয়ে টার্মিনালের ভেতর ঢুকে গেল। অ্যান্থনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

রাত : ১.৩০

রেডিও ট্রান্সমিটারের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে স্যাটেলাইটকে পৃথিবীর ট্র্যাকিং স্টেশনে ঠিকঠাক মতো সিগন্যাল পাঠানো। সিগন্যাল ঠিকঠাক মতো পাঠানোর অর্থ হচ্ছে স্যাটেলাইট নিজ কক্ষপথে আছে।

চাত্তানুগা স্টেশন থেকে ট্রেন খুব ধীরে বেরিয়ে এলো। ল্যুকের কপালে একটা ছোট্ট কামরা জুটেছে। কামরায় ঠিকঠাক মতো হাত-পা ছড়িয়ে বসার জো নেই। কামরায় ঢুকে জ্যাকেট খুলে হ্যাংগারে ঝুলিয়ে দিল ল্যুক। এরপর সে লোয়ার বাংকের কোনায় বসে জুতো খোলা শুরু করল। বাংকের উপরে বসে আছে বিলি। সে চুপচাপ ল্যুককে দেখছে। কামরার ভেতরের স্টেশনের আলো আসছে। আলো পিছলে সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে স্টেশন। সামনে কালো অন্ধকার রাত, সবশেষে জ্যাকসনভিল, ফ্লোরিডা। ওটাই ট্রেনের শেষ গন্তব্য। ল্যুক তার টাই খোলা শুরু করল।

বিলি বলল, 'তোমার কাপড় খোলার মধ্যে স্টি্পটিজের বেশ মিল আছে, তবে ঠিকঠাক আবেদনটা নেই।'

মুচকি হাসল ল্যুক, সে জামাকাপড় ধীরে ধীরে খুলছে, সে আসলে মনস্থির করতে পারছে না। তারা দুজনেই একই কামরা ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। আর কোনো কামরা ছিল না। অবশ্য তাতে ল্যুকের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তার ইচ্ছে করছে সোজা বিলিকে জড়িয়ে ধরতে। এ পর্যন্ত নিজের অতীত সম্পর্কে সে যতুটুকু জানতে পেরেছে, তা হলো, তার উচিত ছিল বিলিকে বিয়ে করা। তা সে করেনি। তাই একটু দ্বিধা ল্যুকের ভেতর কাজ করছে।

'কী? কী ভাবছো তুমি?'

'সব বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, বিলি।'

'সতেরো বছর সময়টা তাড়াতাড়ি হলো?

'পুরোটা সময় তো আমার মনে নেই।'

'আমার মনে আছে দু তিন দিনের ঘটনা।'

'দু তিন দিনও কখনো কখনো সারা জীবনের চাইতে দীর্ঘ সময় মনে হয়।'

BanglaBook.org

'আমি এখনও এলসপেথের স্বামী।'

নিঃশব্দে মাথা নাড়াল বিলি। 'কিন্তু ঐ মেয়ে তোমার সাথে বছরের পর বছর মিথ্যে কথা বলেছে।'

'এ জন্য আমি তোমার সাথে বিছানায় চলে যাবো?'

এ কথায় বিলি বেশ কষ্ট পেল। সে বলল, 'যা মন চায়, তোমার সেটাই করা উচিত।'

ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল ল্যুক, 'আসলে বিলি, আমি একটা অজুহাতের জন্য অপেক্ষা করছি, এই ভাবনাটা আমার ভালো লাগছে না।' বিলি কোনো কথা বলল না। তাই ল্যুক আবার বলল, 'তোমার কি তা মনে হয় না?'

বিলি বলল, 'না, মনে হয় না। আমি তোমার সাথে আজ রাতেই বিছানায় যেতে চাই। আমার স্মৃতি নষ্ট হয়নি। আগে কী হয়েছে তা আমার মনে আছে। সেই অতীত আমি আবার ফিরিয়ে আনতে চাই। এক্ষণি।'

কথাগুলো বলে বিলি উদাস চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আলো সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

সে বলল, 'আমি তোমাকে চিনি ল্যুক। হুজুগে জীবন যাপন করার মানুষ তুমি নও। যেকোনো জিনিস পুরোটা না জেনে, না বুঝে তুমি করো না। যদি মনে হয় ভালো কাজ করছো তবেই সেই কাজ তুমি করতে, তরুণ বয়সেও তোমার এই অভ্যাস ছিল।'

'অভ্যাসটা কি খারাপ?'

হাসল বিলি। 'না, খারাপ অভ্যাস না। তোমার এই বিষয়টা আমার খুবই পছন্দ। এ জন্যই তোমার চরিত্রে পাথরসদৃশ একটা দৃঢ়তা আছে। তুমি যদি তা না হতে তাহলে আমি বোধহয়... কথাটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দিল বিলি।

'কথাটা শেষ করো বিলি। প্লিজ।'

ল্যুকের চোখের দিকে তাকাল বিলি। দীর্ঘক্ষণ দুজনেই চুপ। শুধু রেলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

একসময় বিলি বলল, 'না হলে, আমি বোধহয় এতদিন ধরে, তোমাকে এতটা ভালোবাসতাম না।'

কথাটা বলেই বিলি কেমন যেন বিব্রত বোধ করল। সেটা কাটানোর জন্য সে বলল, 'বাদ দাও, তোমার বোধহয় কাপড় বদলানো দরকার।'

বিলির কথা সত্য। টানা ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে ল্যুক চোরাই পোশাক পরে আছে। সে বলল, 'আজ দিনের মধ্যে কথাটা বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই কাপড় বদলানোর চেয়ে জরুরি কাজে আটকে গেছি। ব্যাগে পরিষ্কার কাপড় আছে।'

BanglaBook.org

'তাহলে তো হলোই। সরো দেখি, তুমি উপরের বাংকে উঠে পড়। এবার আমার জুতো খুলতে হবে।'

অনুগত ছেলের মতো উপরে উঠে গেল ল্যুক। বালিশে কনুই দিয়ে ভর করে তাকিয়ে রইল বিলির দিকে। বলল, 'স্মৃতি নষ্ট হওয়া মানে জীবন একেবারে নতুন করে শুরু করা। পুনর্জন্মের মতো বিষয়। আগের জীবনে নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত নতুন করে ভেবে দেখা যায়। নতুন দিক থেকে দেখা যায়।'

লাথি দিয়ে পায়ের জুতো ছুড়ে ফেলল বিলি। 'বিষয়টা আমার পছন্দ হয়নি।' 'এরপর খুব দ্রুত বিলি তার স্কিন প্যান্ট খুলে ফেলল। এবারে সে স্যুয়েটার আর ধবধবে সাদা প্যান্টি পরে দাঁড়ানো। দৃশটা ল্যুক দেখছে অপলক দৃষ্টিতে।

বিলি বলল, 'তুমি দেখতে পারো, আমার সমস্যা নেই।'

এরপর বিলি হাত ঢোকাল সোয়েটারের ভেতর। খুবই মোহনীয় একটা ভঙ্গিতে ব্রা বের করে আনল সে। কাজটা এত সহজে করা যাবে তা বুঝতে পারেনি ল্যুক।

'ব্রাভো!' প্রশংসা ঝরে পড়ল ল্যুকের কণ্ঠে।

'তো, আমরা এখন ঘুমোতে যাবো। তাই না?' কিঞ্চিৎ চিন্তিত গলায় প্রশ্ন করল বিলি।

'হ্যাঁ।'

খুব ঝটপট একটা চুমু খেল বিলি। ঘটনাটা ঘটল ল্যুক বুঝে ওঠার আগেই। চুমু খেয়েই লোয়ার বাংকে ঢুকে গেল বিলি। চিৎ হয়ে শুয়ে রইল ল্যুক। কয়েক ইঞ্চি নিচে শুয়ে আছে বিলি। নরম উষ্ণ শরীর, তারচেয়ে উষ্ণ তার ভালোবাসা। এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ল্যুক। ঘুমের মধ্যে রগরগে উত্তেজক একটা স্বপ্ন দেখা শুরু করল ল্যুক। স্বপ্ন শেষ হওয়ার আগেই তার ঘুম ভাঙল।

তার শার্টের বুক খোলা, পরনের প্যান্ট গায়েব। পাশে শুয়ে আছে বিলি। গভীর আবেগে চুমু খাচ্ছে বিলি। সে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'ঘুম ভেঙেছে? ঘুমন্ত মানুষকে আদর করে আরাম নেই। বিরক্তি লাগে।'

কথাগুলো বলে গা শিরশির করা একটা হাসি দিল বিলি। বিলিকে ছুঁয়ে গেল ল্যুকের হাত। পরনে স্যুয়েটারটা ঠিকই আছে, কিন্তু প্যান্টি উধাও। সে বলল, 'আমার ঘুম ভেঙেছে। এরপর...

BanglaBook.org

ষষ্ঠ পর্ব

সকাল : ৮.৩০

স্যাটেলাইটকে ঠিকঠাক মতো ট্র্যাকে রাখার জন্য জেট প্রোপালসন ল্যাবরেটরিতে নতুন ধরনের রেডিও উদ্ভাবন করা হয়েছে। সেই রেডিওর নাম মাইক্রোলক। মাইক্রোলক স্টেশন ব্যবহার করে ফেইজড-লক লুপ ট্র্যাকিং সিস্টেম। এই বিশেষ সিস্টেম এক ওয়াটের এক হাজার ভাগের এক ভাগ ক্ষমতা সম্পন্ন সিগন্যাল কুড়ি হাজার মাইল দূর থেকেও লক করতে পারে।

অ্যান্থনি ফ্লোরিডায় পৌঁছল একটা ছোট প্লেনে চড়ে। এই প্লেন প্রতিবার বাতাসের ধাক্কায় ক্যাচকোচ জাতীয় শব্দ করেছে। অ্যান্থনির সহযাত্রী ছিলেন একজন জেনারেল আর দুজন কর্নেল। এদের কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও অ্যান্থনির যাত্রার উদ্দেশ্য টের পেত তাহলে আন্থনিকে তারা এখানেই গুলি করে মেরে ফেলত। অ্যান্থনির বিমান ল্যান্ড করেছে প্যাট্রিক এয়ার ফোর্স বেইজে। জায়গাটা কেইপ ক্যানাভেরালের কয়েক মাইল দক্ষিণে। অ্যান্থনির মনে হচ্ছিল টার্মিনাল বিল্ডিং-এ কয়েকজন এফবিআই এজেন্ট থাকবে তাকে গ্রেফতার করার জন্য। সে রকম কিছু দেখা গেল না। তার বদলে দাঁড়িয়ে আছে এলসপেথ। এলসপেথকে দেখে মনে হচ্ছে গত কদিনের মধ্যে তার সমস্ত প্রাণশক্তি বেরিয়ে গেছে। এই প্রথমবারের মতো তার চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে। বিবর্ণ চামড়ায় ভাজ পড়েছে। দীর্ঘ লম্বা শরীরও বোধহয় একটু নুয়ে গেছে। এলসপেথ অ্যান্থনিকে নিয়ে বাইরে চলে এলো। বাইরে নিজের গাড়ি পার্ক করে রেখেছে এলসপেথ মাথার উপর গনগনে সূর্য। গাড়িতে ঢোকামাত্র অ্যান্থনি প্রশ্ন করল, 'থিও কেমন আছে?'

'বেশ ধাক্কা খেয়েছে বেচারা। ঠিক হয়ে যাবে।'

'লোকাল পুলিশের কাছে ওর চেহারার বর্ণনা আছে?'

'হ্যাঁ, কর্নেল হাইড দিয়েছেন।'

'ও এখন কোথায়? লুকিয়ে আছে তো নাকি?'

'হ্যাঁ লুকিয়ে আছে। এখন আছে আমার মোটেল রুমে। রাত না নামা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।' এলসপেথ বেইজ থেকে গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে উঠে

BanglaBook.org

এলো। এরপর যাওয়া শুরু করল উত্তর দিকে। এলসেপেথ বলল, 'তোমার খবর কী? সিআইএ পুলিশের কাছে তোমার বর্ণনা দিয়েছে?'

'মনে হয় না।'

'তাহলে তুমি মুক্তভাবেই ঘুরে বেড়াতে পারবে। ভালোই হয়েছে। কারণ তোমাকে এখন একটা গাড়ি কিনতে হবে।'

'এজেন্সি নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পছন্দ করে। এখনও পর্যন্ত ওদের ধারণা যে আমি ওদের অর্ডার ফলো করছি না। তাই ওরা আমাকে জায়গা থেকে সরানোর চেষ্টা করবে, এর বেশি কিছু না। তবে ল্যুকের কথা যদি ওদের কানে পৌঁছে থাকে তবে ঘটনা হবে ভিন্ন। দীর্ঘদিন ধরে একজন ডাবল এজেন্ট এজেন্সির ভেতর কাজ করছে, তারা একবারও টের পায়নি, সে জন্য প্রথমে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এরপর আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হবে। তবে সেই চেষ্টায় হাই প্রোফাইলের কিছু হওয়ার কথা না। কারণ তারাও আমার বিষয়টা গোপন রাখতে চাইবে। মান ইজ্জতের প্রশ্ন বলে কথা।'

'আমার উপরও সন্দেহের কোনো ছায়া পড়েনি। তাহলে আমরা তিনজনই কাজ করতে পারছি। আমি সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। এখনও আমরা চাইলে মিশন সফল করতে পারি?'

'সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।'

'ল্যুক কোথায় এখন?'

'মেরীগোল্ড বলল ল্যুক এখন ট্রেনে, সাথে বিলি আছে।' শেষের কথাগুলো এলসপেথের গলায় তিক্ততা ঝরে পড়ল।

এখানে কখন পৌঁছাবে?

'দুপুরের পর কোনো এক সময় হয়তো।' এরপর বেশ কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে কোনো কথা হলো না। অ্যান্থনি নিজেকে শান্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। যা হওয়ার আজকের মধ্যেই হবে। আজই জানা যাবে আমেরিকার গালে চড় মারা গেল, নাকি তার বদলে মরতে হবে নিজেদেরকেই। আজ যদি আমেরিকাকে ব্যর্থ করে দেয়া যায় তবে মহাকাশে তাদের রাজত্ব তৈরি হতে সময় লাগবে কমসে কম আরও কুড়ি বছর। রাশিয়ার জন্য এ সময় যথেষ্ট। তারা এগিয়ে যাবে একশো বছর। আর যদি ব্যর্থ হয় তবে মহাকাশেও সেই দুই রাজার রাজত্ব হবে। এ বিষয়টা নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারে না অ্যান্থনি। গাড়ি চালাতে চালাতে এলসপেথ একবার তাকাল অ্যান্থনির দিকে। সে বলল, 'আজ রাতের পর তুমি কী করবে?'

BanglaBook.org

'এ দেশ ছেড়ে যাবো ।'

কোলে একটা ব্যাগে টোকা দিল অ্যান্থনি। 'এতে পাসপোর্ট, নগদ টাকা আর ছদ্মবেশের কিছু জিনিসপাতি আছে, এতেই চলবে ।'

'তারপর?'

'মস্কো' কথাটা বলে একটু স্বপ্নাচ্ছন্নতায় ডুবে গেল অ্যান্থনি।

'কেজিবির ওয়াশিংটন ডেস্কে বসবো হয়তো ।'

অ্যান্থনির আগে কেজিবির এজেন্ট হয়েছে এলসপেথ। সে-ই অ্যান্থনিকে কেজিবির এজেন্ট বানিয়েছে।

'কেজিবিতে' অ্যান্থনি আবারও বলল, 'ওরা হয়তো আমাকে উপদেষ্টার কোনো কাজটাজ দেবে। তাই স্বাভাবিক কারণে ওদের যে কারও চাইতে আমি সিআইএ সম্পর্কে বেশি জানি ।'

'রাশিয়ার কেমন জীবন হলে তুমি খুশি হবে?'

'শ্রমিকদের রাজ্যে জীবনের কথা বলছো! একটা মুচকি হাসি দিল অ্যান্থনি। 'জর্জ ওরঅয়েলের লেখা পড়েছো নিশ্চয়ই, সমবন্টনের দেশে রাজকীয় জীবনযাপন কেউ একা করতে পারে? পারে না। ওখানে যেটা সম্ভব, সেটা হচ্ছে বীরের মর্যাদা পাওয়া। আজ সফল হলে ওখানে আমি বীরের মর্যাদাই পাবো। এর বেশি কিছু না। আর যদি আজ ব্যর্থ হই'...

'নার্ভাস লাগছে, না?'

'অবশ্যই লাগছে। প্রথমে আমার কোনো বন্ধু-বান্ধব থাকবে না। পরিবার থাকবে না। আমি আবার রাশিয়ান ভাষাও পারি না। হয়তো কোনো এক সময় ওখানে বিয়েশাদী করে ছোট ছোট কমরেড পয়দা করে ফেলব ।'

হালকা ধরনের কথাবার্তা বলে অ্যান্থনি নিজের উদ্বিগ্নতা কমানোর অনেক আগেই নেওয়া হয়ে গেছে এলসপেথ। বৃহত্তম স্বার্থের আশায় আমার ব্যক্তিজীবনটাকে বিসর্জন দিয়েছে ।'

'আমিও একাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু মস্কোতে যাওয়ার কথা মনে হলেই খুব ভয় লাগে ।'

'তোমার তো যাওয়ার দরকার নেই ।'

'তা নেই। ওরা চায় আমি যেকোনো মূল্যে যেন এখানেই থাকি। এখানেই কাজ করি ।'

ঘটনা এ রকমই হওয়ার কথা। কর্তৃপক্ষের এলসপেথকে আমেরিকায় রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্তটা খুবই যৌক্তিক। গত চার বছরে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকরা আমেরিকার স্পেস প্রোগ্রামের প্রতিটি ছোটখাটো তথ্যও হাতে পেয়েছে। প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট। মক টেস্ট রেজাল্ট। আর্মি ব্যালিস্টিক এজেন্সির

BanglaBook.org

প্রতিটি ব্লুপ্রিন্টে রাশিয়ানরা চোখ বোলানোর সুযোগ পেয়েছে। মস্কো সে কারণে এলসপেথের কাছে কৃতজ্ঞ। পুরো বিষয়টা এমন হয়েছিল, যেন রেডস্টোন আর্সেনাল ল্যাব রাশিয়ানদেরই দূরের কোনো ল্যাব। এলসপেথের কারণেই রাশিয়ানরা আমেরিকাকে স্পেস প্রোগ্রামে হারিয়ে দিয়েছে। শীতল স্নায়ু যুদ্ধে রাশিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্র এই এলসপেথ। এ কাজ করতে এলসপেথকে ব্যক্তিজীবনে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। এ তথ্য অ্যান্থনির জানা। এলসপেথ ল্যুককে বিয়ে করেছে আমেরিকার স্পেস প্রোগ্রামে চোখ রাখার জন্য। তবে একটা কথা সত্য যে ল্যুকের প্রতি এলসপেথের ভালোবাসা মেকি না। ল্যুকের সাথে প্রতারণা করতে করতেই এলসপেথ সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছে। সে যাক। সব ত্যাগের পর আজ যদি বিজয় অর্জিত হয় তবেই সব সার্থক। এলসপেথের পরেই অস্ত্র হিসেবে নাম আসে অ্যান্থনির। সে সিআইএ-এর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পর্যন্ত যাতায়াত করত। তার বুদ্ধিতেই বার্লিনে একটা টানেল খোঁড়া হয়েছে। এ জিনিস দিয়ে আমেরিকা প্রচুর তথ্য পেয়েছে। সবই ছিল রাশিয়ার ইচ্ছে করে দেয়া। এই ভুল তথ্যের কারণে আমেরিকার কোটি কোটি ডলার ফালতু খরচ হয়েছে। তারা ভুল লোককে অনুসরণ করেছে, ভুল সংস্থাগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে রাশিয়ার চর ভেবে। আমেরিকার সিআইএ একবারের জন্যও অ্যান্থনিকে কোথাও সন্দেহ করেনি। এ বিষয়টা ভাবলেই গর্বে অ্যান্থনির বুক ফুলে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরই রাস্তার পাশে বিরাট একটা মোটেল দেখা গেল। নাম স্টারলাইট মোটেল। ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল এলসপেথ। গাড়ি থেকে নেমে অ্যান্থনি মাথা নিচু করে সোজা এলসপেথের রুমে ঢুকে গেল। আশপাশের লোকজনের চোখে যত কম পড়া যায়, ততই মঙ্গল। রুমে ঢুকতেই থিওকে দেখা গেল। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। জানালার ওপাশে সমুদ্র। থিওর সাথে অ্যান্থনিকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রুম সার্ভিসে অর্ডার করল এলসপেথ। কফি আর ডোনাট। সকালের নাস্তায় এর চেয়ে বেশি কিছু এলসপেথ খায় না। থিও অ্যান্থনিকে বলল, 'ল্যুক আমাকে কী করে খুঁজে পেল? ও কি কিছু বলেছে আপনাকে?'

নড করল অ্যান্থনি। 'হ্যাংগার R এর জেরক্স মেশিনটাই হচ্ছে সব নষ্টের মূল। মেশিনের পাশে একটা সিকিউরিটি লগ বুক আছে। মেশিনে কোনোকিছু কপি করা হলে দিন, তারিখ, কপি সংখ্যা এবং কে করছে তা লিখে রাখা হয় ওখানে ল্যুক দেখেছিল যে ওয়ার্নার ডন ব্রাউনের নামে করাটা কপি রেজিস্ট্রার করা হয়েছে।'

'তাতে সমস্যা কোথায়?' প্রশ্ন করল থিও।

BanglaBook.org

এলসপেথ বলল, 'আমি সবসময় কপি করার সময় ভন ব্রাউনের নাম ব্যবহার করতাম। ওখানকার বস হচ্ছেন ভন ব্রাউন। তিনি যত কপিই করুন না কেন, কেউ প্রশ্ন করার সাহস করবে না।'

অ্যান্থনি বলল, 'সমস্যাটা আসলে অন্যখানে। ভন ব্রাউনের নামে যেদিন কপি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে সেদিন ভন ব্রাউন ছিল ওয়াশিংটনে। এ তথ্য শুধু ল্যুক জানত, আর কেউ জানত না। আমরাও জানতাম না। এলসপেথের ভুলটা এখানেই হয়েছে। একটা মানুষ যে জায়গায় নেই, সেখানে তার নামে কিছু কপি করা হয়েছে, বিষয়টা সন্দেহজনক। এই সন্দেহই ল্যুকের মনে তৈরি হয়েছে। সে তক্ষুনি মেইল রুম সার্চ করে। আপনার নামে পাঠানো খামটা সে পেয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ঐ খাম কে পাঠিয়েছে তা সে জানত না। কারও সাথে বিষয়টা নিয়ে যে ল্যুক কথা বলবে, তাতেও সমস্যা ছিল। কাকে বিশ্বাস করবে সে? তাই সে সোজা ওয়াশিংটনে হাজির হয়েছিল। ভাগ্য ভালো যে এলসপেথ আমাকে ফোনে খবরটা দিতে পেরেছিল। আমি ল্যুককে ওয়াশিংটনে যেতে বাধা দিই। এই হলো ঘটনা।'

এলসপেথ বলল, এতে কোনো লাভ হয়নি। গত সোমবার আমরা যেখানটায় ছিলাম, এখনও সেখানেই আছি। আমরা ওকে যে ব্যাপারটা ভুলে যেতে বাধ্য করেছি, তা সে ঠিকই উদ্ধার করেছে।'

অ্যান্থনি এলসপেথকে বলল, 'তোমার কী মনে হয় আর্মি এখন কী করবে?'

'রকেটের সেলফ- ডেস্ট্রাকট মেকানিজম বন্ধ করে লঞ্চ করতে পারে। কিন্তু এ ঘটনা যদি জানাজানি হয় তবে সে জন্য বিরাট দাম দিতে হবে আর্মিকে। লঞ্চ সফল হলেও জনগণ প্রশ্ন করবে যে যদি সফল না হতো? কেন তাদের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া হলো? এসব প্রশ্ন উঠলে আসলে আর্মির বা আমেরিকার অর্জন বলে কিছু হবে না। মেকানিজম অ্যাক্টিভেট করতে ভিন্ন একটা সিগন্যাল দরকার হবে।'

'কাজটা কীভাবে করে ওরা?'

'তা তো জানি না।'

এ সময় দরজায় নক হলো। থিও চলে গেল বাথরুমে। টেনশনের ছায়া পড়ল অ্যান্থনি চেহারায়।

এলসপেথ বলল, 'সমস্যা নেই। রুম সার্ভিস। আমি কফির অর্ডার করেছি।' অ্যান্থনি ক্লজেটের সামনে চলে গেল। ক্লজিট খুলে খুব মনোযোগ দিয়ে ল্যুকের স্যুট দেখা শুরু করল। ওদিকে এলসপেথ দরজায় দাঁড়িয়েই রুম সার্ভিসকে বিদায় করে দিল। এখন তার হাতে ট্রে। তার উপর কফির কাপ

BanglaBook.org

আর কেটলির ভেতর কফি। প্লেটে বেশ কিছু ডোনাট। থিও বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো।

অ্যান্থনি বলল, 'এখন আমরা কী করব? কোড বদলে দিলে তো আমরা রকেটের সেলফ ডেস্ট্রাক্ট মেকানিজম ব্যবহার করতে পারছি না।'

কফির ট্রে নামিয়ে রাখল এলসপেথ। 'আমাদের এবার ওদের পরিকল্পনাটা জানতে হবে। তারপর বের করতে হবে উপায়।'

হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে জ্যাকেট পরে নিল এলসপেথ। 'একটা গাড়ি কিনবে। রাত নামার সাথে সাথে গাড়ি নিয়ে বিচে চলে যাবে। গাড়ি পার্ক করবে কেইপ ক্যানাভেরালের দেয়ালের আশেপাশে। ওখানে আমি তোমাদের সাথে দেখা করব। এনজয় ইওর কফি।'

বেরিয়ে গেল এলসপেথ। কিছুক্ষণ পর থিও বলল, 'এই মহিলাকে বড়সড় কোনো পুরস্কার দেওয়া উচিত। কী ঠাণ্ডা নার্ভ রে বাবা!

নড করল অ্যান্থনি। 'ও যা করছে তাতে নার্ভ ঠাণ্ডা রাখা অসম্ভব জরুরি।'

BanglaBook.org

বিকাল ৪টা

পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণে, গ্রিনউইচ মেরিডিয়ানের পশ্চিমে, ৬৫ ডিগ্রি লঙ্গিটিউডে টানা একসারি ট্রাকিং স্টেশন বসানো হয়েছে। এই নেটওয়ার্ক স্যাটেলাইট থেকে সিগন্যাল রিসিভ করে। সিগন্যাল রিসিভ হয় স্যাটেলাইট ঠিক মাথার উপর দিয়ে যাওয়ার সময়।

কাউন্টডাউন এখন এক্স মাইনাস ৩৯০ মিনিটে দাঁড়িয়ে।

কাউন্টডাউন সময়ের সাথে সাথেই এগুচ্ছে কিন্তু তা নড়চড় হওয়া বিচিত্র কিছু না। এ বিষয়টা খুব ভালো করেই জানে এলসপেথ। যদি কোথাও উল্টোপাল্টা কিছু হয় তাহলে সাথে সাথে কাউন্টডাউন বন্ধ করে দেয়া হয়। সমস্যা সমাধান করার পর, যেখানে কাউন্টডাউন বন্ধ করা হয়েছিল সেখান থেকেই আবার কাউন্টডাউন শুরু করা হয়। মাঝখানে কতটা সময় পেরিয়ে গেল তা আর দেখা হয় না। ইগনিশনের সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই কাউন্টডাউনের সময়ের সাথে ঘড়ির সময়ের পার্থক্য বাড়ছে।

আজ কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে মাঝ দুপুরের ঠিক আধঘণ্টা আগে। তখন টাইম ছিল এক্স মাইনাস ৬৬০ মিনিট। এর মধ্যে এলসপেথ বিরতিহীনভাবে বেইজে ঘুরে বেড়িয়েছে। টাইমটেবিল নিয়মিত আপডেট করতে কোথাও কোনো সমস্যা হলো কিনা। সব জায়গায় ঘোরাঘুরির করেও তা জানা যায়নি। যতই সময় গড়াচ্ছে ততই মরিয়া হচ্ছে এলসপেথ।

এর মধ্যে সবাই জেনে গেছে থিও প্যাকমেন একজন স্পাই। ভ্যানগার্ড মোটেলের ডেস্ক ক্লার্ক বলেছে যে কর্নেল হাইড এফবিআই এজেন্ট আর স্থানীয় পুলিশদের নিয়ে মোটেলে রেইড দিয়েছিল। এরপর আবার রকেট লঞ্চ স্থগিত করা হয়েছে। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিতে সমস্যা হয়নি লোকজনের। তবে কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়েছে আকাশে বাজে জেট স্ট্রিমের কারণে লঞ্চ স্থগিত করা হয়েছে। এ কথা স্বাভাবিকভাবেই কেউ বিশ্বাস করেনি। যতই সময় গড়াচ্ছে এলসপেথের টেনশন ততই বাড়ছে। কাউকে সরাসরি প্রশ্নও করা

BanglaBook.org

যাচ্ছে না। কারণ তাতে তার উপরে সন্দেহ এসে পড়তে পারে। কিন্তু খুব দ্রুত কিচ্ছু করা না গেলে রকেটের বিরুদ্ধে স্যাবোটাজ করা যাবে না।

ল্যুককে এখনও আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। তাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে এলসপেথের। লোকটাকে দেখলে তার কেমন যেন শক্তি শক্তি লাগে। ব্লকহাউজে বিজ্ঞানীরা কাজে একটু বিরতি দিয়েছেন। এই বিরতিতে তারা স্যান্ডউইচ খান, হাতে কপির মগ থাকে। ব্লকহাউজে সে যতবারই ঢুকেছে ততবারই বেশ জোস শব্দ শোনা যায়। আজ সে রকম কিছু হলো না। পরিবেশটাতে এক ধরনের টেনশন কাজ করছে। সবাই যেন একটা ভুলের অপেক্ষা করছে। এলসপেথ উইলি ফ্রেডরিখসনের পাশে এসে বসল। এই লোকই এলসপেথের বস। তিনি ঘাড়ে হেডফোন ঝুলিয়ে চিন্তিত মুখে গ্রিলড চিজ স্যান্ডউইচ খাচ্ছেন। উইলি খুব হালকা সুরে এলসপেথকে বলল, 'শুনলাম, রকেট নাকি স্যাবোটাজের চেষ্টা করা হয়েছে, সত্যি নাকি?'

কথাটা উইলি ঠিক শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। রুমের পেছন থেকে এক টেকনিশিয়ান চিৎকার করল, 'উইলি!' উইলি তার দিকে তাকাতেই সে তার হেডফোন দিকে ইঙ্গিত করল। কানে হেডফোন পরল উইলি। 'ফ্রেডরিখসন বলছি।' এরপর মিনিটখানেক কথা শুনল, 'ওকে, তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করবেন।' এরপর সে উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্টপ দ্য কাউন্টডাউন।'

উইলি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কান থেকে হেডফোন খুলে রাখল। সে বলল, 'দশ মিনিট দেরি হবে লঞ্চ হতে।' তার গলায় স্পষ্ট বিরক্তি।

এলসপেথ বলল, 'কারণটা কী লিখব?

'একটা ক্যাপাসিটর ঝামেলা করছে। সেটা বদলাতে হবে।'

ক্যাপাসিটরে ঝামেলা হওয়া খুবই সম্ভব, বড় নাজুক জিনিস। তবে এটুকুতে সন্তুষ্ট না। এলসপেথ। পুরো বিষয়টা তার জানা দরকার। ব্লক হাউস থেকে বেরিয়ে গেল এলসপেথ। সোজা গেল গ্যান্টি সুপারভাইজার হ্যারি রেইনের কাছে। হ্যারি ফোনে কথা বলছে আর পেন্সিল দিয়ে কী যেন টুকে নিচ্ছে।

হ্যারি ফোন রাখা মাত্র এলসপেথ বলল, 'দশ মিনিট দেরি হবে?'

'বেশিও হতে পারে।' এলসপেথের দিকে একবারও তাকাল না হ্যারি। এর স্বভাবই এ রকম। মেয়েদের একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আর লঞ্চিং প্যাডের আশেপাশে এলসপেথকে দেখলেই তার মেজাজ খিচড়ে যায়। নোটবুকে লিখতে লিখতে এলসপেথ বলল, 'কারণটা কী?'

BanglaBook.org

'একটা মেশিনারিজ রিপ্লেস করা হচ্ছে।'

'কোনো অংশটা রিপ্লেস করা হচ্ছে, তা কি জানানো যাবে?'

'না।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল এলসপেথের। এ ব্যাটা সবসময় এ রকম আচরণ করে। নিজেকে ভাবে কী লোকটা? এখন এ রকম কথাবার্তা কি সিকিউরিটির কারণে বলছে নাকি স্বভাবমতোই বলছে, কে জানে! ঘুরে দাঁড়াল এলসপেথ। ঠিক এ সময়ই তেলকালি মাখানো ওভারঅল পরা এক টেকনিশিয়ান এলো হ্যারির কাছে, সে বলল, 'হ্যারি এই হলো পুরনোটা।'

টেকনিশিয়ানের হাতে একটা প্লাগ। কী এই জিনিস তা খুব ভালো করেই জানে এলসপেথ। এই জিনিস হচ্ছে কোডেড সেলফ ডেস্ট্রাক্ট সিগন্যালের রিসিভার। দ্রুত বেরিয়ে এলো এলসপেথ। তার মুখে বিজয়ের হাসি যেন হ্যারির চোখে না পড়ে তাই এ ব্যবস্থা। উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছে এলসপেথ। সে দ্রুত তার জিপে উঠে বসল। ড্রাইভিং সিটে বসে পরিকল্পনাটা ধরার চেষ্টা করল এলসপেথ। স্যাবোটাজ বন্ধ করার জন্য তারা প্লাগ বদলানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। নতুন প্লাগে নিশ্চয়ই ওয়্যারিং থাকবে, কাজ করবে ভিন্ন ধরনের কোড নিয়ে। এর সাথে ম্যাচ করেই ব্রডকাস্টিং প্লাগ তৈরি করা হয়েছে। তাই হওয়ার কথা। জিনিসগুলো নিশ্চয়ই আজ সকালেই হান্টসভিল থেকে এখানে এসেছে। সব খাপে খাপে বসে যাচ্ছে। সন্তুষ্ট হলো এলসপেথ। আর্মি কী করবে? তা শেষ প্লাগের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়?

প্লাগ সব সময় চারটার এক সেট তৈরি করা হয়। কোনোটায় সমস্যা দেখা দিলে সহজেই সেট থেকে নতুন একটা প্লাগ নিয়ে বদলে দেয়া যায়। এলসপেথ প্রথমবার যে সেট দেখে ওয়্যারিং এর ছবি এঁকেছিল তাও ছিল।

ডুপ্লিকেট প্লাগ। সেই ছবি দেখে থিও রেডিও বোর্ড বের করেছে। রকেট বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য সবই প্রস্তুত ছিল। শেষ পর্যন্ত হলো না। এখন সেই ছবি আঁকার কাজটা আবারও করতে হবে। তার আগে পেতে হবে ডুপ্লিকেট সেট। এত ঝামেলা আর ভালো লাগছে না। গাড়ি নিয়ে দিকে হ্যাংগারের ফিরে গেল এলসপেথ। হ্যাংগার R তে তার অফিস। সেদিকে গেল না সে। এলসপেথ সোজা ঢুকল হ্যাংগার D তে। গতবার এখান থেকেই প্লাগের ছবি এঁকে নিয়ে গিয়েছিল এলসপেথ। হ্যাংক মুলার একটা বেঞ্চের উপর ঝুঁকে আছে। সাথে আরও দুজন বিজ্ঞানী। তিনজন মিলে একটা জটিল ইলেকট্রিকাল ডিভাইস দেখেছেন। এলসপেথকে দেখামাত্র মুলারের মুখে হাসি ছড়াল। সে বলল, 'আট হাজার মুলারের সাথে যারা ছিলেন, সবাই ছদ্ম হতাশা প্রকাশ করে

BanglaBook.org

সরে পড়লেন।' এলসপেথ তার সমস্ত উত্তেজনা এক পাশে সরিয়ে রাখল। এ লোকের সাথে আগে সংখ্যার খেলাটা খেলতে হবে। তারপর যা করার করতে হবে। সে বলল, 'আট হাজার হচ্ছে বিশের ঘনফল।'

'বেশি ভালো উত্তর হলো না।'

আবারও ভাবল এলসপেথ। 'ওকে। এটি হচ্ছে পরপর চারটা সংখ্যার ঘনফল সমষ্টি : $১১^৩ + ১২^৩ + ১৩^৩ + ১৪^৩ = ৮০০০$।'

'এবার ভালো হয়েছে। পকেট থেকে একটা খুচরো পয়সা ছুড়ে দিল মুলার। এরপর সে খুব আশা নিয়ে তাকিয়ে রইল এলসপেথের দিকে। মনে মনে একটা বিচিত্র সংখ্যা খোঁজা শুরু করল এলসপেথ। তারপর বলল, '১৬৮৩০ এর ঘনফল।' ভ্রু কুঁচকে ফেলল মুলার। প্রথমে একটু চেষ্টা করল সে, তারপর বলল, 'নাহ্ পারছি না। একটা কম্পিউটার লাগবে'।

'এই সংখ্যার কথা শোনেননি?

১১৩৪ থেকে ২১৩৩ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার **ঘনফল যোগ** করলে ১৬৮৩০ এর ঘনফল এর সমান হয়।'

'জানতাম না তো!'

'আমি যখন হাই স্কুলে পড়তাম তখন আমাদের বাড়ির নম্বর ছিল ১৬৮৩০। তাই এ সংখ্যার বিশ্লেষণটা আমি নিজেই বের করেছি।'

'এই প্রথমবার আমি তোমার কাছে হেরে গেলাম।' মুলারের চোখে হতাশা আছে, আবার মুখে আছে হাসি। সংখ্যার খেলা শেষ। এবার দরকার প্লাগ। পুরো ল্যাব সার্চ করার সময় নেই। মুলারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আশেপাশে যারা ছিল তারা বেশ দূরে। কথাবার্তা বাকিদেরও কানে পৌঁছানোর কথা না। এলসপেথ বলল, 'হান্টসভিল থেকে আসা নতুন প্লাগের ডুপ্লিকেট সেট কি আপনার কাছে আছে?

'না তো। কর্তৃপক্ষের ধারণা এ জায়গায় সিকিউরিটি তেমন **ভালো না**। তাই প্লাগগুলো নিয়ে সেইফে ঢুকিয়ে রেখেছে।'

'কোনো সেইফ?'

'তা তো আমাকে বলেনি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।' নোটবুকে কিছু একটা টুকে নেওয়ার ভান করল এলসপেথ। এরপর বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

এখন দ্রুত হ্যাংগার R এ যেতে হবে। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। যা করার দ্রুত করতে হবে। সময় নেই। একেবারেই সময় নেই। তার জানা মতে একটা সেইফই এই হ্যাংগারে আছে। সেই সেইফ কর্নেল হাইডের অফিসে।

BanglaBook.org

নিজের ডেস্কে ফিরে টাইপরাইটারে একটা আর্মি এনভেলাপ ঢোকাল এলসপেথ। তারপর টাইপ করল।

'ড. ডব্লিউ ফ্রেডেরিখসন'

আইজ অনলি

এরপর এনভেলাপের ভেতর খালি দুটো কাগজ ঢোকাল সে, এরপর যথারীতি সীল করা হলো। এলসপেথ এবার সোজা চলে গেল কর্নেল হাইডের অফিসে। দরজায় দুটো টোকা দিয়েই ভেতরে ঢুকে গেল এলসপেথ। কর্নেল একই আছেন। বসে রয়েছেন ডেস্কের ও পাশে। আনমনে পাইপ টানছেন। এলসপেথকে দেখামাত্র একটা হাসি দিলেন কর্নেল। 'আরে এলসপেথ, বলো কী করতে পারি তোমার জন্য?'

'এই এনভেলাপটা উইলির জন্য একটু রেখে দেবেন প্লিজ?' কর্নেলের হাতে এনভেলটা ধরিয়ে দিল এলসপেথ।

'সিওর। কী আছে ওতে?'

'আমাকে বলেনি।'

'সেটাই স্বাভাবিক।' চেয়ারে বসেই চেয়ারসহ ঘুরলেন কর্নেল। চেয়ারের পেছনের দেয়ালে একটা কাপবোর্ড। পেছনে একটা স্টিলের দরজা দেখতে পেলো এলসপেথ। একটু কাছে ঝুঁকে গেল এলসপেথ। ডায়ালে শূন্য থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত ঘর কাটা আছে। তবে সব ঘরে সংখ্যা বসানো নেই। প্রতি দশ ঘর পরপর সংখ্যা বসানো। বাকি সংখ্যাগুলো দাগ কেটে বোঝানো হয়েছে চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল এলসপেথ। তার চোখে কোনো সমস্যা নেই। তারপরও কর্নেল কোথায় ডায়াল থামাছেন তা দূর থেকে দেখা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। আরেকটু ঝুঁকে গেল এলসপেথ। প্রথম নম্বরটা সহজেই বোঝা গেল। দশ পর্যন্ত সংখ্যাটা ত্রিশের নিচে হয়। আঠাশ, না হয় উনত্রিশ। শেষে কর্নেল ডায়াল নিয়ে গেলেন দশ এবং পনেরোর মাঝামাঝি। কম্বিনেশনটা মনে হচ্ছে ১০-২৯-১৩। কর্নেল নিশ্চয়ই নিজের জন্মতারিখকে ডায়ালে রূপান্তর করেছেন। সেটা হয় আঠাশ বা উনত্রিশে অক্টোবর। সাল ১৯১১, ১৯১২, বা ১৯১৪। সব মিলিয়ে সম্ভাব্য ডায়ালের বিন্যাস সংখ্যা হচ্ছে আটটি। এই রুমে একবার একা ঢোকা গেলে সব সম্ভাব্য ডায়াল ঘোরাতে বেশিক্ষণ লাগবে না। সেইফের দরজা খুলল কর্নেল। ভেতরে দুটো প্লাগ দেখা গেল। নিজের অজান্তেই ফিস ফিস করে এলসপেথ বলল 'ইউরেকা!'

'কেন? ইউরেকা বললে কেন?'

'এমনি।'

BanglaBook.org

সেইফের ভেতর এনভেলাপ রেখে দরজা বন্ধ করলেন কর্নেল। ডায়ালটাও ঘুরিয়ে রাখলেন। এলসপেথের কাজ হয়ে গেছে। তার এখন বেরিয়ে যাওয়া দরকার। 'থ্যাংক ইউ কর্নেল।'

'এনি টাইম।'

বেরিয়ে গেল এলসপেথ। কর্নেলের রুম থেকে বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তার নিজের ডেস্ক থেকে কর্নেলের রুমের দরজা দেখা যায় না। তাতে অবশ্য সমস্যা নেই। কর্নেল বাইরে বেরুলে করিডোর দিয়েই যেতে হবে ডেস্ক থেকে।

করিডোর দেখা যায়। ডেস্কে বসে করিডোরে চোখ রাখল এলসপেথ। ফোন বেজে উঠল। ফোন করেছে অ্যান্থনি। 'আমরা একটু পরেই বেরুবো। যা দরকার তা পেয়েছো?'

'এখনও পাইনি তবে পাবো। কী গাড়ি কিনলে?

'হালকা সবুজ মার্কারি মন্টিরে ফিটফাট ফোর মডেল, ওল্ড ফ্যাশনড স্টাইল। টেইল ফিন নেই।'

'ঠিক আছে, চিনে নেবো। থিওর কী অবস্থা?

'আজ রাতের পর সে কী করবে তাই বারবার জিজ্ঞাসা করছিল।'

'ইউরোপে চলে যেতে বলো। সেখানে গিয়ে কোনো পত্রিকায় চাকরি খুঁজে নিলেই হবে।'

'ওর ধারণা, ও যেখানেই থাক ওকে খুঁজে বের করা হবে।'

'সে রকমই হওয়ার কথা। তাহলে ওকে তোমার সাথে নিয়ে যাও।'

'যেতে চাচ্ছে না।'

'যেভাবেই হোক ওকে পাঠিয়ে দাও আজ রাতে, যেন কোনো ঝামেলা না করে তা খেয়াল রেখো। ওকে?'

কর্নেল হাইড করিডোর ধরে হেঁটে গেলেন। এলসপেথ বলল, 'রাখলাম। এক্ষুনি যেতে হবে।' ডেস্ক থেকে করিডোরে বেরুলো এলসপেথ। হাইড করিডোরেই দাঁড়িয়ে আছেন। টাইপিং সেকশনে ও মেয়েদের সাথে কথা বলছেন। যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে থেকে তার নিজের রুমের দরজা দেখা যায়। একটু দাঁড়িয়ে রইলেন।

এলসপেথ এই ব্যাটা যায় না কেন? শেষমেশ কর্নেল জায়গা ছাড়ালেন ঠিকই কিন্তু তিনি গিয়ে ঢুকলেন নিজের অফিসে। কর্নেল এরপর দীর্ঘ দুঘন্টা কাটালেন নিজের অফিসে। এলসপেথের পাগল হয়ে যাওয়ার দশা হলো।

BanglaBook.org

কম্বিনেশন জানা। এখন গিয়ে সেইফ খোলা কোনো বিষয় না। কর্নেলকে গিয়ে কি আক্রমণ করা যায়? অজ্ঞান করে নিলে কেমন হয়? ওএসএসে থাকতে এসব শেখানো হয়েছিল। অনেকদিন ওসব মকশো করা হয়নি, তার উপর কর্নেল বেশ দশাসই সাইজের লোক, তাকে কাবু করাটা বেশ কঠিন হবে। নিজের অফিস ছাড়লো এলসপেথ। টাইম টেবিলের কথা তার মাথাতেই নেই। উইলি ফ্রেডরিখসন এতক্ষণে রেগে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কথা। সে হোকগে এসবের কোনো মূল্য এখন এলসপেথের কাছে নেই। প্রতি মিনিটে হাতঘড়ি দেখছে এলসপেথ।

রাত আটটা পঁচিশে হাইড বেরিয়ে গেলেন। ছুটে ডেস্ক থেকে বেরিয়ে গেল। এলসপেথ কর্নেল সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন, লঞ্চ হতে আর অল্প সময় বাকি, তিনি বোধহয় ব্লক হাউজের দিকে রওনা হয়েছেন। করিডোরে আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে। সে সোজা এলসপেথের দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটা কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত গলায় বলল, 'এলসপেথ?' হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার অবস্থা হলো এলসপেথের! লোকটার দিকে তাকাল সে। অবশেষে এসেছে ল্যাক।

BanglaBook.org

রাত ৮.৩০

স্যাটেলাইটের রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে ইনফর্মেশন রেডিওর মাধ্যমে ট্রান্সমিট করা হয়। ইনফর্মেশন আসে মিউজিক্যাল টোনের চেহারায়। টোনে বিবিধ ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সুর বিবিধ কম্পাঙ্কে মেশানো থাকে। টোন রেকর্ড করার পর ইলেকট্রিক্যালি তা থেকে মূল ডাটা আলাদা করা হয়।

এই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছিল ল্যুক।
বিলি স্টারলাইট মোটেলে রয়ে গেছে। তার একটু ফ্রেশ হওয়া দরকার। ফ্রেশ হয়ে লঞ্চ হওয়ার আগেই তার বেইজ চলে আসার কথা। লঞ্চিং দেখার খুব ইচ্ছে বিলির। ল্যুক মোটেলে যায়নি। সে গেছে সোজা ব্লকহাউজে। সেখানে জানা গেল লঞ্চ হবে রাত ১০:৪৫ মিনিটে। সময়ের একটু অদল বদল হয়েছে। এর কারণটা ব্যাখ্যা করেছে উইলি ফ্রেডরিখসন। এই দেরিটা হয়েছে রকেটটি স্যাবোটাজ থেকে বাঁচানোর জন্য। এ ব্যাখ্যায় অবশ্য ল্যুক খুব একটা সন্তুষ্ট হয়নি। থিও প্যাকমেনকে গ্রেফতার করা গেলে ভালো হতো। অ্যান্থনি কোথায় তাও জানা দরকার। অবশ্য উইলি বলেছে নতুন প্লাগ লাগানো হয়েছে। এ প্লাগ আগের কোডিং এ অ্যাকটিভেট হবে না। ওয়ারিং এর তথ্য পাচার হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ ডুপ্লিকেট প্লাগ রাখা হয়েছে নিরাপদ একটা সেইফে।

এলসপেথকে দেখে খুব একটা খারাপ লাগল না ল্যুকের। নিজের সন্দেহের কথা কাউকে বলা হয়নি। না বলার কারণ দুটো। প্রথমত এলসপেথকে দোষী সাব্যস্ত করতে কোনো রকম কোনো ইচ্ছে হচ্ছে না। আর দ্বিতীয়ত হাতে কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ না থাকলেও ল্যুকের ধারণা সামনাসামনি, সরাসরি প্রশ্ন করলে, এলসপেথের চোখ দেখেই সব টের পাওয়া যাবে। করিডোরে উঠতেই এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হলো।

সে বলল, 'হেই ল্যুক। তোমাকে দেখে ভালো লাগছে। সময়মতো ব্লক হাউজে চাল এসো।'

ভদ্রলোকের পরিচয় ল্যুকের জানা নেই। এই লোকের পেছনেই একটা মহিলাকে দেখা গেল। একপাশের দরজা থেকে বেরিয়েছে। চোখে-মুখে, সারা

BanglaBook.org

শরীরে রাজ্যের টেনশন। এই মানুষটা তার চেনা। বিয়ের ছবিতে যতটা সুন্দর লাগছিল তার চাইতে বেশি সুন্দর এই নারী। চেহারায় আলাদা একটা জেল্লা আছে। তীব্র আবেগ অনুভব করল ল্যুক। বুকে কেমন যেন ব্যথা ব্যথা লাগল। আবেগ কি ধরাছোঁয়ার মতো কোনো ব্যথা দেয়? প্রথমে কথাটা ল্যুকই বলল। তারপর মহিলাকে খেয়াল করল। সে বলল, 'ল্যুক!' হাসিতে স্পষ্ট স্বাগতমের সুর কিন্তু চোখে অজানা ভয়। দৌড়ে এসে ল্যুককে জড়িয়ে ধরল এলসপেথ। এরপর চুমু। একটু অবাক হলো ল্যুক। সে টের পেল অবাক হওয়াটা মানায় না। এলসপেথ তার স্ত্রী, দীর্ঘ এক সপ্তাহ না দেখার পর স্বামীকে জড়িয়ে ধরা স্ত্রীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক কাজ। অবাক হওয়ার কিছু নেই। ল্যুক যে এলসপেথকে সন্দেহ করছে তা তো তার জানা নেই। তাই স্বাভাবিক স্ত্রীর মতোই আচরণ করছে এলসপেথ। চুমুটা সংক্ষেপে সারল ল্যুক। জোর করে নিজেকে এলসপেথের বাঁধন মুক্ত করল। ভ্রু কুঁচকে গেল এলসপেথের। শক্ত চোখে সে তাকাল ল্যুকের দিকে। 'কী ব্যাপার?'

এরপর ল্যুকের গায়ের গন্ধ শুকল এলসপেথ। হঠাৎই তার চোখ-মুখে দেখা গেল স্পষ্ট রাগ। 'ইউ সন অফ সা বিচ! তোমার গা থেকে সেক্সের গন্ধ বেরুচ্ছে।

ল্যুককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল এলসপেথ। 'তুমি বিলি জোসেফসনের সাথে শুয়েছো, ইউ বাস্টার্ড! তুমি ওর সাথে ট্রেনেই শুয়ে পড়লে!'

কী বলা উচিত বুঝতে পারছে না ল্যুক। এলসপেথ যে প্রতারণা করে এসেছে দীর্ঘদিন ধরে সে তুলনায় ল্যুকের কর্মটি কিছুই না। তারপরও লজ্জাবোধ হচ্ছে ল্যুকের। এখন কিছু বলা মানে অজুহাত দাঁড় করানো। এ জিনিসটা একদম পছন্দ না ল্যুকের। কিছুই বলল না ল্যুক। হঠাৎ করেই এলসপেথের রাগ পড়ে গেল। সে খুব দ্রুত বলল, 'এসব বলার সময় নেই এখন', করিডোরের চারপাশে তাকাল এলসপেথ।

কোথাও কেউ নেই। তাকে খুব অস্থির লাগছে। এ কথাবার্তার চেয়ে কোনো বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে? 'আমার চাকরি। ও নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।'

'কী বলছো এসব?'

'আমাকে যেতে হবে। পরে কথা বলবো। আমার তা মনে হয় না। 'শক্ত গলায় উত্তর দিল ল্যুক।

একটু থমকে গেল এলসপেথ। 'কী বলতে চাও তুমি? তোমার কি মনে হয় না বাড়িতে গিয়ে তোমার নামে আসা একটা চিঠি পেয়েছি?' জ্যাকেটের

BanglaBook.org

পকেট থেকে কাগজটা বের করে এলসপেথের হাতে ধরিয়ে দিল ল্যুক। চিঠিটা আটলান্টার ডাক্তারের কাছ থেকে এসেছে। চোখের পলকে এলসপেথের চেহারা থেকে সব রক্ত নেমে গেল। চিঠিটা বের করে সে পড়া শুরু করল। ফিসফিস করে বলল, 'ওহ মাই গড।'

ল্যুক বলল, 'বিয়ের ঠিক ছয় সপ্তাহ আগে তুমি টিউব লাইগেশন করেছো।'

কথাগুলো এখনও ল্যুকের বিশ্বাস হয় না। এলসপেথের চোখে জল চলে এলো। 'আমি করতে চাইনি। করতে বাধ্য হয়েছি।'

চিঠির ভাষ্যটা মনে পড়লো ল্যুকের। এলসপেথের নিদ্রাহীনতা ডিপ্রেশন, ওজন হ্রাস পাওয়া, হঠাৎ কান্না পাওয়া এসব সমস্যা হচ্ছিল। মেয়েটার জন্য মায়া হলো ল্যুকের। প্রায় ফিসফিসিয়ে ল্যুক বলল, 'তোমাকে অসুখী রাখার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।'

'এত ভালো কথা বলো না। আমার সহ্য হচ্ছে না।'

'চলো তোমার অফিসে বসে কথা বলি।'

এলসপেথকে টেনে অফিসে নিয়ে গেল ল্যুক। ডেস্কে গিয়ে বসল এলসপেথ। হ্যান্ডব্যাগ থেকে রুমাল বের করে একবার নাকও ঝাড়ল। এলসপেথের পাশেই বসল ল্যুক। 'আমি অপারেশনটা করাতে চাইনি। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম!' সাবধানে এলসপেথের দিকে তাকাল ল্যুক। মেজাজটা শক্ত রাখার চেষ্টা করতে হচ্ছে। খুব চিন্তা করে বলার জন্য শব্দ বাছাই করতে হচ্ছে।

'ওরা নিশ্চয়ই তোমাকে খুব জোর করেছিল।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল এলসপেথের। ল্যুক বলে গেল।

'কেজিবির কথা বলছি। ওরা আমাকে বিয়ে করার জন্য তোমাকে অর্ডার দিয়েছিল। আমার সাথে বিয়ে হলে আমেরিকার স্পেস প্রোগ্রামের উপর গোয়েন্দাগিরি করা তোমার জন্য সহজ হবে। এ ছিল যুক্তি। আর তোমাকে স্টেরিলাইজ করে ওরা নিশ্চিত হতে চেয়েছে। বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেলে যদি আবার বিগড়ে যাও।' এলসপেথের চোখে তীব্র বেদনা দেখতে পেল ল্যুক। 'মিথ্যে বলো না এলসপেথ। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব না।'

BanglaBook.org

'ঠিকই ধরেছো।'

স্বীকার করল এলসপেথ। একটু পেছনে হেলান দিয়ে বসল ল্যুক। খেলা শেষ। এখন শুধু ক্লান্তি। নিজেকে তার নিঃস্ব রিক্ত, পরাজিত মনে হচ্ছে। 'প্রথমে আমি মত বদলেছিলাম।'

কথা বলতে বলতে এলসপেথের চোখে বন্যা নেমেছে। 'দুপুরে তুমি ফোন দিলে, বললে বিরাট একটা বাড়ির কথা। বাড়িভর্তি বাচ্চাকাচ্চা থাকবে। কুকুর

থাকবে বিশাল। সারাদিন রাত হইচই হবে। আমি ভাবলাম কেজিবি ছেড়ে দেবো। তারচেয়ে তোমার সাথের জীবনটা অনেক সুখের, শান্তিময়। রাতে বিছানায় গেলাম, আবার ভাবলাম পুরো বিষয়টা। তোমার সাথে বিয়ে হলে ওদের আমি খুব সহজেই তথ্য দিতে পারব। সমস্যা হবে না।'

'তুমি তো খুব সহজেই দুটো করতে পারতে।'

মাথা নাড়ল এলসপেথ। 'তোমাকে আমি ভালোবাসি ল্যুক। একই সাথে একটা মানুষকে ভালোবাসা আর তার উপর গোয়েন্দাগিরি করা খুব কঠিন কাজ। আমাদের সন্তান হলে আমি পরের কাজটা আর করতে পারতাম না।'

'শেষে কী ভেবে সিদ্ধান্ত নিলে?'

'শুনলে অবাক হবে ল্যুক।' একটু হেসে উঠল এলসপেথ। 'আমার সিদ্ধান্তের পেছনে আছে গুয়াতেমালা। ও দেশের দরিদ্র জনগণ শুধু বাচ্চাদের জন্য স্কুল চেয়েছিল। আর চেয়েছিল একটা ট্রেড ইউনিয়ন, যাতে কলার একটু ভালো দাম পাওয়া যায়। কলার দাম বাড়ার বিষয়টা ইউনাইটেড ফ্রুটের পছন্দও হয়নি। এ জন্য আমেরিকা সরকার কী করল জানো? ও দেশের সরকার উৎখাত করে বসাল নিজেদের পছন্দমতো একটা ফ্যাসিস্ট পাপেট সরকার। আমি তখন সিআইএ-তে কাজ করতাম। কী হতো গরিব লোকগুলোকে কলার দাম একটু বাড়িয়ে দিলে? আমার খুব রাগ হলো। একবার ভেবে দেখো ওয়াশিংটনের শয়তান লোভী লোকগুলো কী করেছে! ওরা নিজেরা ও দেশের সরকার সরিয়ে দিয়ে বলে কিনা কাজটা স্থানীয় অ্যান্টি কম্যুনিস্ট গ্রুপের করা। আর কাজটা কী জন্য করতে হলো? কারণ কলার দাম বাড়ছে। ভাবতে পারো? অবশ্য তোমার আবেগে এসব বড় কিছু নাও হতে পারে। তবে আমি রাগে পুরো অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

'এতটাই অন্ধ যে নিজের শরীরের ক্ষতি করতেও এতটুকু বাধেনি।'

'শুধু শরীর না, তোমার সাথে প্রতারণা করেছি, আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট করেছি।' এরপর একটু গর্বিত গলায় এলসপেথ বলল, 'কিন্তু একটা আদর্শের জন্য আমার এই প্রতারণা। আমি চাই না আঙ্কেল স্যামের জুতার তলায় এমন কিছু জনগণ স্পিষ্ট হোক যারা স্রেফ একটু মুক্ত বাতাসে বাঁচতে চায়। তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ না করাটা নিঃসন্দেহে খুব খারাপ কাজ হয়েছে। তবে এ ছাড়া বাকিটার জন্য আমি গর্বিত।'

নড করল ল্যুক। 'বুঝতে পারছি।'

'যাক।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলসপেথ। 'এবার কী করবে তুমি? এফবিআইকে ডাকবে?'

'ডাকা কি উচিত?'

'যদি ডাকো তবে আমার ভবিষ্যৎ হচ্ছে ইলেকট্রিক চেয়ারে মৃত্যুদণ্ড। রোজেনবার্গদের মতো।' তীব্র বেদনায় আক্রান্ত হলো ল্যুক।

'ক্রাইস্ট'।

'অবশ্য আরেকটা রাস্তা আছে।'

'কী?'

'আমাকে ছেড়ে দাও, এখান থেকে বেরিয়েই আমি প্লেনে উঠব। চলে যাব প্যারিস, মাদ্রিদ বা ইউরোপের কোনো জায়গায়। ওখান থেকে ঢুকে যাব মস্কোতে।'

'তুমি কি তাই চাও? ওখানে থাকতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ।' একটা মুচকি হাসি দিল এলসপেথ। 'আমি এখন কেজিবি কর্নেল। এই আমেরিকায় থাকলে আমি কখনো সিআইএ কর্নেল হতে পারতাম না।'

'তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাও। জাস্ট নাউ।'

'ওকে।'

'আমি তোমাকে গেইট পর্যন্ত এগিয়ে দেব। এরপর তুমি তোমার পার্স আমাকে দিয়ে দেবে যাতে আর ভেতর ঢুকতে না পার।

'ওকে।'

ল্যুক এলসপেথের চেহারা পড়ার চেষ্টা করল, এর চেহারায় কি কোনো বেদনাবোধ আছে? ল্যুক বলল, 'এই আমাদের শেষ দেখা। টেবিল থেকে পার্স তুলে নিল এলসপেথ। 'আমি আগে একটু লেডিস রুমে যেতে চাই।'

'অবশ্যই।'

BanglaBook.org

রাত ৯.৩০

স্যাটেলাইটের মূল বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কসমিক রশ্মি পরিমাপ করা। পরিমাপ করার উপায় বের করেছেন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জেমস ভ্যান অ্যালেন। এর ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রটি হচ্ছে গাইগার কাউন্টার– এ জিনিস তেজস্ক্রিয়তা মাপতে ব্যবহার হয়।

অফিস থেকে বেরিয়ে এলো এলসপেথ। লেডিস রুম ফেলে সে এগিয়ে গেল সামনে। সোজা ঢুকল কর্নেল হাইডের অফিসে। হাইডের অফিস ফাঁকা। দরজা আটকে একটু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিল এলসপেথ। টেনশন অনেকটা কমে গেছে। জীবনের সবচেয়ে বড় বিজয় প্রায় হাতের মুঠোয়। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে এলসপেথ। চোখ বন্ধ করে ধীরে শ্বাস নিল সে। এরপর গোনা শুরু করল, ওয়ান, আউট, টু, আউট, থ্রি, আউট। একটু পরই ভালো লাগতে শুরু করল। দরজার তালা লাগিয়ে হাইডের ডেস্কের পেছনে চলে গেল সে। কাপবোর্ড সরাতেই চোখের সামনে চলে এলো সেইফ। হাত কাঁপছে। বেশ চেষ্টা করে হাতের কাঁপুনি থামাল সে। কর্নেল হাইড সেইফ খোলার জন্য ঠিক যা যা করেছিল এলসপেথও তাই শুরু করল। প্রথমে ডায়ালটাকে অ্যান্টিক্লক ওয়াইজ ঘোরানো হলো চারবার। প্রতিবারই দশের ঘরে এসে থামতে হয়েছে। এরপর ডায়ালটাকে আগেরবারের ঠিক উল্টো দিকে তিনবার ঘোরাল। এবার সে প্রতিবার থামল ঊনত্রিশের ঘরে। এরপর আবার অ্যান্টিক্লক ওয়াইজ দুবার ঘোরাতে হলো ডায়াল। এবার এলসপেথ প্রতিবার থামল চৌদ্দ নম্বর ঘরে। এরপর সেইফের হ্যান্ডেল ঘোড়ানোর চেষ্টা করল এলসপেথ। কাজ হলো না।

বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। শব্দগুলোকে অবিশ্বাস্য রকম জোরে মনে হচ্ছে। দুঃস্বপ্নে শব্দ যেমন জোরালো লাগে, এখনও সে রকমই লাগছে। এক সময় করিডোর থেকে পায়ের শব্দ হারিয়ে গেল। কাজে মনোযোগ দিল এলসপেথ। প্রথম নম্বরটা যে দশ তা সে নিশ্চিত। সেই নাম্বারেই আবার

BanglaBook.org

ডায়াল করল এলসপেথ। দ্বিতীয় নম্বরটা হয় আঠাশ নয়তো উনত্রিশ। এবার এলসপেথ আঠাশ সংখ্যাটা ব্যবহার করল। শেষ সংখ্যাটা রাখল আগেরবারের চৌদ্দ। হ্যান্ডেল এবারও স্থির। সম্ভাব্য আটটা কম্বিনেশনের মাত্র দুটো শেষ হলো। হাত পিছলে যাচ্ছে ঘামে। গায়ের জামায় হাত মুছে নিল এলসপেথ। এরপর সে দশ, উনত্রিশ, তেরো নম্বর দিয়ে চেষ্টা করল। এরপর দশ, আঠাশ, তোরো। কাজ হলো না। মাত্র চারটা কম্বিনেশন শেষ হলো। দূর থেকে ছোট ছোট তিনটা বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেল। প্রথম দুটো শব্দ পর পর, এর পরেরটা একটু বিরতি নিয়ে হলো। এগুলো গুলির শব্দ। এর মানে সবাইকে লঞ্চ প্যাড থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে বলা হচ্ছে। লঞ্চ হতে আর ঘণ্টাখানেক বাকি। এলসপেথ আবারও ডায়ালে মনোযোগ দিল। দশ, উনত্রিশ, বারো। এই কম্বিনেশনেও কাজ হলো না। দশ, আঠাশ, বারো। এবার কাজ হলো। দ্রুত সেইফের দরজা খুলে ফেলল এলসপেথ।

দুটো প্লাগই নিষ্পাপ শিশুর মতো চুপচাপ শুয়ে আছে। বিজয়ের হাসি লটকে গেল এলসপেথের মুখে। এখন এই প্লাগের ওয়ারিং এঁকে নেবার সময় নেই। সরাসরি এই জিনিস বিচে নিয়ে যেতে হবে। থিও হয় এই প্লাগের ওয়ারিং কপি করে নেবে, নয়তো এই প্লাগই ব্যবহার করবে। কিন্তু আগামীকাল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কেউ যদি আবিষ্কার করে যে প্লাগগুলো জায়গা মতো নেই? তাহলে তো আবারও ঝামেলা হবে। কর্নেল হাইড ব্লকহাউজে গেছেন। এর মধ্যে তার বোধহয় এখানে আসা হবে না। এলেও কিছু করার নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হবে। অফিসের বাইরে আবারও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শব্দ এসে থামল হাইডের দরজার সামনে। এবার কেউ হাইডের দরজা ধরে ঝাঁকাঝাঁকি করছে। 'হেই বিলি, ভেতরে আছো নাকি?' গলাটা হ্যারি লেইনের। এই ব্যাটা এখন কী চায়? আর সময় পেল না আসার। ডোর নব কিছুক্ষণ নড়াচড়া করল। এলসপেথ জায়গায় জমে গেছে। তার নিঃশ্বাসের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যারি বলল, 'বিলি তো সচরাচর দরজা বন্ধ করে না। তাই না?'

আরেকটা গলার শব্দ পাওয়া গেল। 'হেড অফ সিকিউরিটি যদি নিজের অফিসের দরজা বন্ধ করে রাখেন, তবে তো কিছু বলার নেই।'

আবারও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দুজনেই চলে যাচ্ছে।

হ্যারি বলল, 'আরে, কিসের সিকিউরিটি? ও লোক নিজের স্কচ বাঁচানোর জন্য দরজা বন্ধ করে রেখেছেন।'

প্লাগ দুটো নিয়ে পার্সে চালান করে দিল এলসপেথ। সেইফ বন্ধ করে কাপবোর্ড জায়গামতো রাখা হলো। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো

BanglaBook.org

এলসপেথ। হ্যারি লেইন করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে। 'ওহ হ্যারি!' প্রচণ্ড ধাক্কায় নিজে নিজেই শব্দগুলো এলসপেথের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'ওখানে কী করছিলে?'

'কিছু না তো!' দুর্বল ভাবে উত্তর দিল এলসপেথ। হ্যারির পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল সে। হ্যারি তা করতে দিল না। সে এলসপেথের হাত চেপে ধরল।

'কিছু না হলে তুমি দরজা বন্ধ করে নিয়েছ কেন?'

হ্যারির হাত আরও শক্তভাবে এলসপেথের হাতে ডেবে গেল। উন্মাদ হয়ে গেল এলসপেথ। একে তো দেরি হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে হ্যারি আবার নকশা শুরু করেছে।

'হাত ছাড়ো, শালা ভালুক কোথাকার! ছাড়ো বলছি, নইলে চোখগুলো একেবারে গেলে দেব।'

একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল হ্যারি। সে হাত ছেড়ে দিল। 'হাত ছাড়লাম। এবার বলো ভেতরে কী করছিলে।'

'বেল্ট ঠিক করে নিয়েছি। লেডিস রুমে গিয়েছিলাম। দেখলাম সবকটা ভর্তি। এরপর এসে ঢুকেছি কর্নেল হাইডের রুমে। আশা করি এতে কর্নেল কিছু মনে করবেন না।'

'ও আচ্ছা।' বোকা বনে গেল হ্যারি।

এলসপেথ এরপর নরম সুরে বলল, 'জানি আপনি নিরাপত্তার বিষয়ে খুব সচেতন। তাই বলে তো সে জন্য আমার হাত ভেঙে ফেলার দরকার নেই। তাই না?'

'ঠিকই বলেছো। স্যরি'।

নিজের অফিসে ঢুকে গেল এলসপেথ। ল্যুক তার আগের জায়গাতেই বসে আছে। এলসপেথ বলল, 'আই অ্যাম রেডি।'

উঠে দাঁড়াল ল্যুক। 'এখান থেকে বেরিয়ে সোজা মোটেলে যাবে।' খুব কঠিন শোনান ল্যুকের গলা। কিন্তু এলসপেথ বুঝতে পারছে আবেগ চেপে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে ল্যুক।

সে খুব নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'ঠিক আছে।' 'সকালে মায়ামিতে চলে যাবে। ওখানে থেকে প্লেনে করে বেরিয়ে যাবে আমেরিকা থেকে।'

'ওকে'।

নড করল ল্যুক। এলসপেথ অতিরিক্ত কিছু বলছে না এতে সে সন্তুষ্ট। দুজনে বেরিয়ে এলো হ্যাংগার থেকে। বাইরে উষ্ণ রাত। ল্যুক বলল, 'আমি এখনই তোমার সিকিউরিটি পার্স নিয়ে নিতে চাইছি।'

BanglaBook.org

কোনো কথা বলল না এলসপেথ। একটু উদাস সুরে কথা বলছে ল্যুক। সে চুপচাপ তার পার্স খুলল। হঠাৎই তীব্র আতঙ্ক বোধ হলো এলসপেথের। পার্সের উপরের দিকেই দুটো প্লাগ বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। ল্যুকের দিকে তাকাল এলসপেথ। সে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েদের পার্সে উঁকি দেওয়ার মতো অভদ্র সে নয়। কেইপ ক্যানাভেরালের সিকিউরিটি পার্স বের করে এক ঝটকায় পার্স বন্ধ করল এলসপেথ। ল্যুক কার্ড পকেটে রেখে দিল। সে বলল, 'আমি গেইট পর্যন্ত জিপে করে তোমার পিছু পিছু যাব।'

এলসপেথ স্পষ্ট বুঝল তাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আজ এখানেই শেষ হবে। কোনো শব্দ বেরুলো না তার মুখ দিয়ে। গাড়িতে উঠে দরজা আটকে নিল এলসপেথ। কান্না আটকানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা তাকে করতে হচ্ছে। ল্যুকের জিপের হেডলাইট দেখা গেল। পেছনে আসছে ল্যুক। লঞ্চিং প্যাডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার রকেটের দিকে তাকাল এলসপেথ। কী নির্ভীক চেহারা নিয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাটা!

আশেপাশে ফ্লাড লাইট জ্বলছে। আলো পড়ছে রকেটের শরীরে। রকেটটা নায়কের মতো দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর কী এ রকম থাকবে রকেটটা? হাতঘড়িতে সময় দেখল এলসপেথ। দশটা বাজতে এক মিনিট বাকি। হাতে মাত্র ছেচল্লিশ মিনিট আছে।

একবারও না থেমে বেইজ থেকে বেরিয়ে গেল এলসপেথ। ল্যুকের গাড়ির হেডলাইট রিয়ার ভিউ মিরর থেকে হারিয়ে গেল।

'গুডবাই, মাই লাভ!' চিৎকার করে বলল এলসপেথ। এবার আর কান্নাটা আটকানো গেল না। কোস্ট রোড ধরে গাড়ি চালাচ্ছে এলসপেথ। দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়াচ্ছে। হাত দিয়ে মুছে কুলানো যাচ্ছে না। বুকের মধ্যে অসম্ভব বেদনা। পাশ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে। চোখের জলে সেসব ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে। আরেকটু হলেই বিচ রোডের মুখটা মিস হয়ে যেত।

হঠাৎ করেই হার্ডব্রেক করে গাড়ির মুখ বিচ রোডে ঘোরাল এলসপেথ। একটা ট্যাক্সিক্যাব গায়ের উপর প্রায় এসে পড়েছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেল এলসপেথ। চোখ ভালোমতো মুছে আস্তে গাড়ি চালানো শুরু করল সে। এখন আবেগের সময় না, স্বপ্ন পূরণ করার সময়। বিচের দিকে রওনা দিল এলসপেথ। সে বেরিয়ে যাওয়ার পরও ল্যুক গেইটে দাঁড়িয়ে রইল। এবার সে অপেক্ষা করছে বিলির জন্য। দুনিয়াটা হঠাৎ করে তার কাছে বায়ুশূন্য মনে হচ্ছে। যেন বুক ভরে বাতাস নেওয়া যাচ্ছে না। কী অদ্ভুত এই পৃথিবী! শেষ চব্বিশ ঘণ্টা ল্যুক জানত এলসপেথ রাশিয়ার জন্য কাজ করছে। সেই জানাটা

BanglaBook.org

জানা পর্যন্তই ছিল। নিশ্চিত কিছু ছিল না। এখন সব নিশ্চিত। এলসপেথ সব স্বীকার করে নিয়েছে। খবরের কাগজে স্পাইদের কথা বলা হয়, সেই রকম একজন স্পাই যে তার নিজের স্ত্রী তা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি ল্যুক। বিশ্বাস করতে মারাত্মক কষ্ট হচ্ছে। ঠিক সোয়া দশটায় ট্যাক্সিক্যাবে চড়ে গেইটে পৌঁছাল বিলি। বিলির পক্ষ হয়ে সিকিউরিটি বুকে স্বাক্ষর করল ল্যুক। তার আনা জিপে করে ব্লক হাউজের দিকে রওনা দিল দুজনে। ল্যুক বলল, 'এলসপেথ চলে গেছে।'

'বোধ হয় ওকে যেতে দেখেছি।'

'সাদা বেল এয়ার নাকি ওর গাড়িটা?' প্রশ্ন করল বিলি।

'হ্যাঁ।' আমার ক্যাব আরেকটু হলে ওর গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়ে দিত। হেডলাইটের আলোতে ওর চেহারা দেখলাম ভ্রু কুঁচকে গেল ল্যুকের। 'ওর সাথে তোমার দেখা হলো কেমন করে?'

'কেন বলো তো?'

'ওর তো সোজা মোটেলে যাওয়ার কথা। তুমি যেদিক দিয়ে এলে সেদিক দিয়ে ওর যাওয়ার কথা না।'

'এলসপেথকে তো আমি বিচের দিকে যেতে দেখলাম।'

'বিচ।'

'মেইন রাস্তা থেকে নেমে বিচের রাস্তাই তো ধরল।'

'শিট!' খুব দ্রুত জিপ ঘুরিয়ে নিল ল্যুক।

এলসপেথ বিচ ধরে আস্তে আস্তে গাড়ি চালানো শুরু করল। বিচে রকেট লঞ্চিং দেখতে অনেক লোক সমবেত হয়েছে। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে এগুতে হচ্ছে এলসপেথকে।

সবার হাতে বায়নোকুলার, ক্যামেরা। লঞ্চিং-এর জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। কেউ কেউ টেনশনে সিগারেট খাচ্ছে, গলায় ঢালছে বিয়ার। পার্ক করে রাখা গাড়িগুলোর দিকে বেশি খেয়াল রাখছে এলসপেথ। সে খুঁজছে একটা পুরোনো মাকরি-মন্টিরে।

অ্যান্থনি বলেছে গাড়ির রং সবুজ। এখন রং দেখার মতো আলো নেই। পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি শুরু করল এলসপেথ। গাড়ি ছোটাল সে দক্ষিণ দিকে। তার ধারণা অ্যান্থনি একটু ফাঁকা এলাকা বেছে নেবে। কোলাহলময় জায়গা তার এই গোপন কাজের জন্য পছন্দ হওয়ার কথা না। শেষমেশ লম্বা একটা লোককে দেখা গেল। হালকা কোনো রঙের গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে বায়নোকুলার। দৃষ্টি লঞ্চিং প্যাডের দিকে। সেই গাড়ির পাশে দাঁড়াল এলসপেথ। 'অ্যান্থনি!'

BanglaBook.org

লোকটা চোখ থেকে বায়নোকুলার নামাল। অ্যান্থনি না। এলসপেথ বলল, 'আই অ্যাম স্যরি'। গাড়ি নিয়ে আবার এগুনো শুরু করল সে। ঘড়ি দেখল এলসপেথ। সাড়ে দশটা বাজে। সময় একেবারেই নেই। তার কাছে প্লাগ আছে। ওদিকে কোথাও রেডিও রেডি। এখন শুধু দুটো মানুষ খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষা। আশপাশ একটু ফাঁকা হয়ে গেল। এদিকে লোক নেই তেমন। গাড়ি ছোটাল এলসপেথ। হঠাৎই একটা গাড়ির হর্ন পাওয়া গেল। গাড়ি স্লো করল সে।

একটা লোক গাড়ি থেকে বেরিয়ে হাত নাড়ছে। অ্যান্থনিকে পাওয়া গেছে। থ্যাংক গড। গাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল এলসপেথ।

'আমি ডুপ্লিকেট প্লাগ নিয়ে এসেছি।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো থিও। গাড়ির ট্রাংক খুলে বলল, 'তাড়াতাড়ি দিন। ফর গডস সেইক। কুইক!'

BanglaBook.org

রাত : ১০.৪৮

কাউন্টডাউন শূন্যে এসে পৌঁছাল।

ব্লক হাউজে লঞ্চ কনডাকটর বললেন, 'ফায়ারিং কমান্ড'। একজন ক্রুম্যান নির্ধারিত ধাতব রিং এ টান দিয়ে ডানপাশে ঘুরিয়ে দিলেন।

রকেট ফায়ার হলো। প্রথমে প্রিভালব খুলে গিয়ে ফুয়েল গড়িয়ে যাওয়া শুরু হলো। তরল আক্সিজেন বেল্ট বন্ধ হয়ে গেল। মিসাইলের চারপাশের সাদা ধোঁয়া হঠাৎ উধাও হয়ে গেল।

লাঞ্চ কন্ডাক্টর বললেন, ফুয়েল ট্যাংকস প্রেসারাইজড। এর পরবর্তী এগারো সেকেন্ডজুড়ে কিছুই হলো না। সময় যেন আটকে গেছে।

জিপ বেশ জোরে চালাচ্ছে ল্যুক। বিচের উপর লোকজন এখানে ওখানে জড়ো হয়ে আছে। সব বাঁচিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। এর মধ্যেই অন্যান্য গাড়ির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। ল্যুকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিলি। সে সিটে বসেনি। উইন্ডশিল্ডের উপরের অংশ ধরে ভারসাম্য রাখছে বিলি।

'কোনো হোয়াইট বেল চোখে পড়েছে?' চিৎকার করল ল্যুক।

মাথা নাড়ল বিলি। 'এত সহজে কি পাওয়া যাবে!'

'ঠিকই বলেছো। এরা গেল কোথায়?'

* * *

মিসাইল থেকে হোস পাইপের শেষ কনেকশনটাও খসে পড়ল। এর ঠিক এক সেকেন্ড পর প্রাইমিং ফুয়েল জ্বলে উঠল। ফার্স্ট স্টেজ ইঞ্জিন গর্জে উঠল। কমলা রঙের আগুন বেরিয়ে এলো রকেটের বেইজ থেকে।

BanglaBook.org

* * *

অ্যান্থনি বলল, 'ফর ক্রাইস্টস সেইক, থিও কুইক।'

'শট আপ অ্যান্থনি,' হিসহিস করে উঠল এলসপেথ।

তারা তিনজনই মার্কারীর ট্রাংকের উপর উবু হয়ে আছে। ট্রান্সমিটারে কারিগরি করছে, তাই মনোযোগ দিয়ে দেখছেন বাকি দুজন। থিও এখন প্লাগের পিনে তার লাগাচ্ছে। প্লাগটা এলসপেথেরই দেয়া।

দূর থেকে বজ্রপাতের মতো আওয়াজ ভেসে এলো। তিনজনই মাথা উঁচু করে তাকাল শব্দের উৎসের দিকে।

* * *

ক্রান্তিকর ধীরগতিতে এক্সপ্লোয়ার ওয়ান লঞ্চ প্যাড ছেড়ে উপরের দিকে উঠল। ব্লকহাউজে কোনো একজন ফিসফিস করে বলল, 'গো কেথইবি, গো!'

* * *

'একটা সেডানের পাশে বেল এয়ারটাকে খুঁজে পেল বিলি। ঐ যে ওখানে।'

চিৎকার করল সে, 'আমিও দেখেছি।' পাল্টা চিৎকার করল ল্যুক।

সেডানের পেছনে খোলা ট্রাংকের উপর তিনজন মানুষ জড়ো হয়ে আছে। অ্যান্থনি আর এলসপেথকে চিনতে পারল বিলি। আরেকজনকে চেনা যাচ্ছে না। এই বোধহয় সেই থিও প্যাকমেন। এরা তিনজনই মাথা উঁচু করে দূরে কেইপ ক্যানাভেরালের দিকে তাকিয়ে আছে। পুরো পরিস্থিতিটা মুহূর্তে বুঝে গেল বিলি। ট্রান্সমিটার রাখা হয়েছে গাড়ির ট্রাংকে। এরা ডিটোনেশন সিগন্যাল ব্রডকাস্ট করার একটা চেষ্টা করেছে। কিন্তু এরা উপরের দিকে তাকিয়ে আছে কেন? বিলিও তাকাল কেইপ ক্যানাভেরালের দিকে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে তীব্র শব্দ ভেসে আসছে কেইপ থেকে।

রকেট টেক অফ করছে।

'সময় নেই ল্যুক!' চিৎকার করল বিলি।

'শক্ত করে ধরে থাকো।' উত্তর দিল ল্যুক।

বেশ বড় একটা বাঁক নিয়ে গাড়ি ঘোরাল ল্যুক। উইন্ডশিল্ডের প্রান্ত শক্ত করে ধরে রইল বিলি।

* * *

হঠাৎ করেই গতি বেড়ে গেল রকেটের। প্রথম দেখে মনে হলো রকেটটা লঞ্চ প্যাড ছেড়ে যেতে ইতস্তত বোধ করছে। স্রেফ ঝুলে আছে। ঠিক পর মুহূর্তেই তীব্র বেগে রাতের আকাশের দিকে ধাবিত হলো রকেট। বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হলে যেমন গতি থাকে, অনেকটা সে রকম গতি। দূর থেকে রকেটকে দেখে বন্দুকের গুলির মতোই লাগল।

* * *

রকেটের গর্জনে পাশাপাশি আরেকটা শব্দ কানে এলো এলসপেথের। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ। সেকেন্ড খানেক পর তাদের উপর একটা গাড়ির হেডলাইট এসে পড়ল। আলোর উৎসের দিকে তাকাল এলসপেথ, একটা জিপ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। আস্তে আস্তে এগুচ্ছে না জিপ, এগুচ্ছে সর্বোচ্চ গতি নিয়ে। এই গাড়ির উদ্দেশ্য তাদের চ্যাপ্টা বানিয়ে ফেলা। বুঝে গেল এলসপেথ। 'তাড়াতাড়ি করো।' চিৎকার করল এলসপেথ।

শেষ তারটাও জুড়ে দিল থিও। থিওর ট্রান্সমিটারে স্যুইচ দুটো। একটার নিচে লেখা 'আর্ম', আরেকটার নিচে লেখা 'ডেস্ট্রয়।'

জিপ প্রায় তাদের গায়ের উপর এসে পড়েছে। 'আর্ম' স্যুইচটা টিপে দিল থিও।

* * *

নিচে হাজার হাজার মানুষের মাথা পেছন দিকে বেঁকে গেছে। মাথার উপর রকেট। সবই খুব আগ্রহ নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

* * *

ল্যুক জিপ সোজা চালিয়ে দিল মার্কারির দিকে। বাঁক নেবার সময় গতি যথেষ্ট কমে গেছে, তারপরেও এখন গতিবেগ আছে ঘণ্টায় বিশ মাইল। গাড়ি থেকে লাফ দিল বিলি। প্রথমে দৌড়ে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল, তারপর পড়ে গেল বিলি। কিছু দূর গড়িয়ে যেতে হলো।

একবারে শেষ মুহূর্তে গাড়ির মুখ থেকে লাফ দিয়ে সরে গেছে এলসপেথ। এরপরই তীব্র শব্দ হলো। স্টিলে স্টিলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ। কাঁচ ভাঙার শব্দ। মার্কারি পেছন দিকটা প্রায় তুবড়ে গেল। ট্রাংকের উপর ঢাকনা দড়াম করে বন্ধ হলো। দুই গাড়ির মধ্যে একজন পড়ে গেছে। সেই একজন অ্যান্থনি না থিও তা বুঝতে পারছে না ল্যুক। সংঘর্ষের সময় সে নিজেও প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। স্টিয়ারিং হুইল বুকের পাঁজরে প্রচণ্ড জোরে ঠুকেছে। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। হাড় ভাঙার তীব্র ব্যথা অনুভব করছে ল্যুক। স্টিয়ারিং হুইলে পাঁজর ঠোকার পর মুহূর্তেই হুইলের উপরের দিকে ঠুকে গেছে কপাল। মুখ বেয়ে গরম রক্তের ধারা নেমে যাচ্ছে। টের পাচ্ছে ল্যুক। অনেক কষ্টে সোজা হলো ল্যুক। বিলির দিকে তাকাল সে। বিলির অবস্থা তার থেকে অনেক ভালো। মাটিতে বসে কনুই হাত দিয়ে ঘষছে বিলি। বোধহয় বিলি

BanglaBook.org

মারাত্মক কোনো ব্যথা পায়নি। জিপের সামনে দিয়ে বাইরে তাকাল ল্যুক। সামনের উইণ্ডশিল্ড ফেটে চৌচির। তাও মাটিতে একজনকে চিৎ হয়ে পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল, লোকটা অ্যান্থনি না। তাহলে অবশ্যই থিও। লোকটা পড়ে আছে স্থির হয়ে, কোনো নড়াচড়া নেই।

অ্যান্থনি তার পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আতঙ্কিত কিন্তু এছাড়া কোনো সমস্যা তার হয়নি। এলসপেথ পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। দাঁড়িয়েই মার্কারির ট্রাংকের কভার খোলার চেষ্টা শুরু করল এলসপেথ। ধাক্কা খাবার পর মার্কারি বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে গেছে। ল্যুক জিপ থেকে বেরিয়ে ধেয়ে গেল মার্কারির দিকে। ধাক্কা দিল এলসপেথকে। ধাক্কায় পড়ে গেল এলসপেথ। 'থামো ল্যুক!' চিৎকার করল অ্যান্থনি। ল্যুক তাকাল অ্যান্থনির দিকে। বিলির মাথার পেছনে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যান্থনি। এরপর আকাশের দিকে তাকাল ল্যুক। মিসাইলের লাল আগুনে লেজ রাতের তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। এ জিনিস যতক্ষণ দেখা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত রকেটকে ধ্বংস করে দেয়া যাবে। ফার্স্ট স্টেইজ পুড়ে শেষ হতে হতে রকেট চলে যাবে মাটির ষাট মাইল উপরে। এই জায়গায় গেলেই রকেটকে আর দেখা যাবে না। পরবর্তী স্টেইজে যে আগুন থাকে তা পৃথিবীর থেকে দেখা যাওয়ার মতো যথেষ্ট না। রকেটের লেজ দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেই ধরে নেওয়া যায় এর সেলফ ডেস্ট্রাক্ট সিস্টেমে আর কোনো কাজ হবে না। ফার্স্ট স্টেইজে থাকে এক্সপ্লোসিভ ডিটোনেটর। এই স্টেইজের পুরোপুরি দহন শেষ হলেই তা খসে পড়বে আটলান্টিক মহাসাগরে। খসে পড়ার পর ফার্স্ট স্টেইজ রকেটের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ফার্স্ট স্টেইজ খসে পড়তে সময় নেবে ঠিক দুই মিনিট পঁচিশ সেকেন্ড, রকেট লঞ্চ হয়েছে প্রায় মিনিট দুয়েক।

হাতে এখনও পঁচিশ সেকেন্ড পড়ে আছে। একটা সুইচ টেপার জন্য পঁচিশ সেকেন্ড অনেক সময়। এলসপেথ আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। ল্যুক বিলির দিকে তাকাল। হাঁটুর উপর ভর করে আছে বিলি। দৌড় শুরু করার আগে স্প্রিন্টার যেমন ভঙ্গিতে বসে অনেকটা সে রকমভাবে বসে আছে বিলি। কোনো নড়াচড়া নেই। অ্যান্থনির পিস্তল তার মাথায় ঠেকানো। অ্যান্থনি হাত কাঁপছে না। রক স্টেডি।

ল্যুক নিজেকে প্রশ্ন করল, 'কোনটা তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ– রকেট, না বিলি?' উত্তর এলো সাথে সাথে– 'বিলি'। সে যদি এখন নড়াচড়া করে তবে কী করবে অ্যান্থনি? বিলিকে গুলি করবে? করতে পারে। এলসপেথ গাড়ির ট্রাংকের উপর ঝুঁকল। এবার নড়ে উঠল বিলি। ঝট করে মাথাটা সরিয়ে

BanglaBook.org

অ্যান্থনির পায়ে পিঠ দিয়ে সর্বশক্তি নিয়ে ধাক্কা দিল সে, ওদিকে এলসপেথকে আবারও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ল্যুক। অ্যান্থনি পড়ে গেল মাটিতে। বিলিও মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটা কাশির শব্দ হলো। গুলি করেছে অ্যান্থনি। আতঙ্কে জমে গেল ল্যুক। অ্যান্থনির গুলি কি লেগেছে বিলির গায়ে?

বিলি গড়িয়ে একটু দূরে সরে গেল। অ্যান্থনি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। এবার পিস্তল তাক করল ল্যুকের দিকে। মৃত্যুর ছায়া অনুভব করল ল্যুক। অদ্ভুত শান্ত লাগছে। মৃত্যুর আগে সবারই কিন্তু এমন হয়? কে জানে! এরপর দীর্ঘ সময় সব নিশ্চুপ। সবাই যেন জায়গায় জমে গেছে। এবার কেশে উঠল অ্যান্থনি নিজে। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। পড়ার মুহূর্তে সে গুলিটা নিজেকেই করেছে। পিস্তল ধরা উঁচু করা হাত একপাশে এলিয়ে পড়ল। বালুময় সৈকতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল অ্যান্থনি। চোখ খোলা আকাশের দিকে চেয়ে আছে সে। কিছু দেখার ক্ষমতা তার আর নেই। তৃতীয়বারের মতো ট্রান্সমিটারের কাছে গেল এলসপেথ। উপরের দিকে তাকাল ল্যুক। রকেটের লেজ আর দেখা যাচ্ছে না। এলসপেথ স্যুইচ টিপে দিল। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ফার্স্ট স্টেইজ দহন শেষে আলাদা হয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ল্যুক। খেলা ভালোভাবেই শেষ হলো। রকেটটাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পেরেছে সে। বিলি অ্যান্থনির পালস দেখাল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'নাথিং। চলে গেছে অ্যান্থনি।'

একই সাথে বিলি আর ল্যুক তাকাল এলসপেথের দিকে।'

ল্যুক বলল, 'তুমি আবারও মিথ্যে বললে?'

ল্যুকের দিকে তাকাল এলসপেথ। 'আমরা কোনো ভুল করিনি। কোনো অন্যায় করিনি!' চিৎকার করে উঠল এলসপেথ। চোখ অস্বাভাবিক রকম জ্বলজ্বল করছে। দূরের দর্শনার্থীরা বাক্সপেটরা গুছিয়ে নিচ্ছে। রকেট মহাশূন্যে চলে গেছে। দেখার আর কিছু নেই। একটু দূরে ঘটে যাওয়া নাটকের দিকে তাদের কোনো মনোযোগ নেই। এলসপেথ আর কিছু না বলে দৌড় দিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে গেল। গাড়ি রাস্তার দিকে না নিয়ে সমুদ্রের দিকে ছোটাল এলসপেথ। হেডলাইটের আলোয় সাগরের ঢেউ দেখা যাচ্ছে। তার অনেক কিছুই হয়তো বলার ছিল। কিছুই বলা হলো না। গাড়ি গিয়ে থামল সমুদ্রে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে গাড়ির উপর। বাইরে বেরিয়ে এলো এলসপেথ। পানিতে ঝাঁপ দিল সে। ল্যুক এলসপেথের দিকে দৌড় দিল। তাকে পথে আটকাল বিলি। তীব্র বেদনায় ল্যুক বলল, 'ও তো আত্মহত্যা করছে!'

BanglaBook.org

'ওকে তুমি আর ধরতে পারবে না। অন্ধকারে সমুদ্রে মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না।' ল্যাককে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল বিলি। কিছুক্ষণ পর ল্যাকও জড়িয়ে ধরল বিলিকে। তিন দিনের ক্রমাগত চাপ হঠাৎ করেই যেন ল্যাকের উপর চেপে বসল।

ঢলে পড়ে যাচ্ছিল ল্যাক। তাকে ধরে দাঁড় করাল বিলি। দুজনেই এরপর বেশ কিছুক্ষণ সৈকতে পাশাপাশি বসে রইল হাতে হাত। ল্যাকের চোখে জল। জল বিলির চোখেও। মাথার উপর আকাশ। আকাশে অনন্ত নক্ষত্রবীথি।

BanglaBook.org

পরিশেষ

১৯৬৯

এক্সপ্লোরার ওয়ান-এর গাইগার কাউন্টারে কসমিক রশ্মির তেজস্ক্রিয়তা রেকর্ড করা হলো। দেখা গেল তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ যা ধারণা করা হয়েছিল আসলে আছে তারচেয়ে প্রায় হাজারগুণ বেশি। এই তথ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর উপর থাকা তেজস্ক্রিয় বেল্ট অনুমান করলেন। এই বেল্টের নাম ভ্যান অ্যালেন বেল্ট।

মাইক্রোমিটিওরাইট এক্সপেরিমেন্ট অনুযায়ী দেখা গেল প্রতি বছর প্রায় দুই হাজার টন মহাজাগতিক ধুলো পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

আরও দেখা গেল যে আমরা পৃথিবীর আকার যেমনটা ভাবতাম পৃথিবী আসলে এক শতাংশ বেশি সমতল।

সবচেয়ে বড় আবিষ্কারটি হলো এ উৎক্ষেপণের পর জানা যায়, মিসাইলের ভেতরের তাপমাত্রা মানুষের স্থানীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব। তার অর্থ মানুষকে ভবিষ্যতে মহাশূন্যে পাঠানো যাবে।

NASA যে দলটি অ্যাপোলো সেভেনকে চাঁদে পাঠিয়েছিল, সে দলটির একজন ছিল ল্যুক।

অ্যাপোলোর চাঁদে যাওয়ার আগের সময়টা ল্যুকের জীবন ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, বিলিকে বিয়ে করেছে। বিলি বেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের কগনিটিভ সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের হেড হয়ে গেছে। ততদিনে তার তিন সন্তান এসে গেছে পৃথিবীতে। ক্যামেরিন, লুইস এবং জেন।

ল্যুকের সৎপুত্র ল্যারিও তাদের সাথেই থাকে। মাঝে মাঝে সে বাবা বার্নকে দেখতে পায়। ২০ জুলাই বিকেল বেলায় ছুটি নিয়েছে ল্যুক। রাত নটার অল্প কয়েক মিনিট আগে সে তার পরিবারসহ বসে গেছে টেলিভিশনের সামনে। সারা বিশ্বের অর্ধেক লোকই তখন টিভির সামনে। বিশাল এক কাউচে বসেছে ল্যুক। পাশে বিলি, কোলে সবচেয়ে ছোট মেয়ে জেন। বাকি দুজন বসেছে কার্পেটের উপর। তাদের পাশে বিরাট এক কুকুর ল্যাব্রডর শুয়ে আছে। তার নাম সিডনি। সিডনির চোখও টেলিভিশনে। নীল আর্মস্টং চাঁদে পা রাখা মাত্র ল্যুকের চোখ দিয়ে জল পড়া শুরু হলো। বিলি ল্যুকের হাত কোলে তুলে

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নিল। বাবার দিকে তাকাল ক্যামেরিন এ মেয়ে। মায়ের সবকিছু পেয়েছে। একই চুল, চামড়ার রং এবং চোখ।

সে ফিসফিস করে মাকে বলল, 'মা, বাবা কাঁদছে কেন?'

'অনেক বড় গল্প রে মা। পরে একদিন বলব' উত্তর দিল বিলি।

এক্সপ্লোরার ওয়ানের দু-থেকে তিন বছর মহাশূন্যে থাকার কথা। তার বদলে সে মহাশূন্যে রইল প্রায় বারো বছর। ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ সে আবার পৃথিবীতে ঢুকল। ইস্টার দ্বীপের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে আছড়ে পড়ে এক্সপ্লোরার ওয়ান। তখন সকাল পাঁচটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিট। ততদিনে এই ক্লান্ত স্যাটেলাইট পাড়ি দিয়ে এসেছে প্রায় ১.৬৬ বিলিয়ন মাইল।